আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

(আয়ুর্ব্বেদ-মতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ)

[চতুর্থ খণ্ড]

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

১৭ নং কাশীদত্তের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীবিনোদলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Ayurveda-Shiksha

OR

PRACTICE OF MEDICINE.

BY

KAVIRAJ—AMRITA LAL GUPTA KAVIVUSAN.

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

(আয়ুর্ব্বেদ-মতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ।)

চতুর্থ খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ কর্ত্তৃক-
সঙ্কলিত

ও
১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট্ "বন্দেমাতরম্ ঔষধালয" হইতে
শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Ayurved-Shiksha

OR

PRACTICE OF MEDICINE.

BY
KAVIRAJ AMRITA LAL GUPTA KABIVUSAN.

PRINTED BY S. C. CHAKRABARTY At THE
KALIKA PRESS,
17 Nanda Koomar Chowdhury's 2nd Lane,
CALCUTTA.

1914

এই খণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা চতুর্থখণ্ডে সম্পূর্ণ হইল। আয়ুর্ব্বেদ-মতে লাক্ষণিক-চিকিৎসা গ্রন্থের অভাব ছিল, তজ্জন্য এই গ্রন্থ-প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলাম; এক্ষণে সে অভাব পূর্ণ হইল। গ্রন্থখানি শীঘ্র প্রচারের জন্য যত্নের ত্রুটি করি নাই, কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ করিতে সুদীর্ঘ চারিবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

এই খণ্ডে মেহ, সোমরোগ, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, ব্রণ-শোথ, ব্রণ, বিদ্রধি, বিসর্প, স্নায়ুরোগ, বিস্ফোটক, পিড়কা, ত্বক্‌রোগ, বসন্ত, পানিবসন্ত, হাম, কুষ্ঠ, শিরঃপীড়া, নেত্ররোগ, নাসারোগ, জিহ্বারোগ, দন্ত-রোগ, দন্তবেষ্টরোগ, কণ্ঠরোগ, ওষ্ঠরোগ, তালুরোগ, স্ত্রীরোগ, স্তনরোগ, গর্ভাবস্থার পীড়া, সূতিকা এবং শিশু ও বালকের সমস্ত পীড়া, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ এবং গনোরিয়া, ডায়াবিটিস, কার্ব্বঙ্কল, ব্রঙ্কাইটিস, নিউ-মোনিয়া ও প্লুরিসি প্রভৃতি রোগের লক্ষণ ও লাক্ষণিক চিকিৎসা আছে, বিশেষতঃ ডাক্তারীর সহিত বিবিধ রোগের সমন্বয় এবং বৈদ্যকমতাবলম্বী প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের ব্যবহার্য্য বহুসংখ্যক ঔষধের প্রয়োগ-প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা আরও সরল ও সবিস্তারে লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জনসাধারণের বর্ত্তমান দারিদ্র্যাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। ইহা সমধিক আদৃত হইলে, ভবিষ্যতে তদ্রূপ লিখিবার বাসনা রহিল। গ্রন্থখানি জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি, এক্ষণে ইহা দ্বারা জনসাধারণের উপকার হইলেই শ্রম ও অর্থ-ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

১৩১৭। চৈত্র।

দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা চতুর্থ খণ্ড প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষ হওয়াতে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। সাধারণ্যে ইহা যে সমধিক আদৃত হইয়াছে, তজ্জন্য আমি নিরতিশয় সুখী।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

১৩২১। আশ্বিন।

সূচী।

—:০:—

(এই সূচীপত্রের সহিত তৃতীয়খণ্ডের সূচীর পত্রাঙ্কের মিল আছে)

[চতুর্থ খণ্ড।]

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা।

অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা।

ব্রণ-শোথ-চিকিৎসা।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

পিড়কা-চিকিৎসা।

ত্বক্‌রোগ-চিকিৎসা।

মসূরিকা-চিকিৎসা।

(বসন্ত, পানিবসন্ত ও হাম।)

পিত্তরোগ-চিকিৎসা।

কফরোগ-চিকিৎসা।

শিরোরোগ-চিকিৎসা।

ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা।

দন্তরোগ-চিকিৎসা।

সম্পূর্ণ।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রমেহরোগ-চিকিৎসা

চারিপ্রকার বাতিক মেহরোগের লক্ষণ। যে মেহরোগে বসার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও বসামিশ্রিত মূত্র বারংবার নির্গত হয়, তাহাকে বসামেহ কহে। ১। যে মেহরোগে মজ্জার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও মজ্জামিশ্রিত মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে মজ্জামেহ কহে। ২। যে মেহরোগে কষায় ও মধুর-রসযুক্ত অথচ রুক্ষ (স্নেহশূন্য) মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে ক্ষৌদ্রমেহ কহে। ৩। যে মেহরোগে রোগী মত্তহস্তীর ন্যায় অনবরত প্রস্রাব করিতে থাকে এবং প্রস্রাবের সময় বেগ থাকে না ও প্রস্রাবকালে মূত্রসহ লসীকা নির্গত হয়, তাহাকে হস্তিমেহ কহে। ৪।

ছয়প্রকার পৈত্তিক মেহরোগের লক্ষণ। যে মেহরোগে ক্ষার জলের ন্যায় গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত মূত্র নির্গত এবং ঐ মূত্র স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল বোধ হয়, তাহাকে ক্ষারমেহ কহে। ১। যে মেহরোগে নীলবর্ণ মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে নীলমেহ কহে। ২। যে মেহরোগে মসী অর্থাৎ কালীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মূত্র নিঃসৃত হয়, তাহাকে কালমেহ বা কৃষ্ণমেহ কহে। ৩। যে মেহরোগে হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরসবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হয়, অথচ প্রস্রাব-কালে জ্বালা থাকে, তাহাকে হারিদ্রমেহ কহে। ৪। যে মেহরোগে আমগন্ধযুক্ত এবং মঞ্জিষ্ঠাধৌত জলের ন্যায় মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে মাঞ্জিষ্ঠমেহ কহে। ৫। যে মেহরোগে আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ, লবণরসবিশিষ্ট রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে রক্তমেহ কহে। ৬।

দশপ্রকার শ্লৈষ্মিক মেহরোগের লক্ষণ। যে মেহরোগে নির্ম্মল, শুক্লবর্ণ, শীতল, গন্ধবিহীন এবং কিঞ্চিৎ আবিল (ঘোলাটে) ও পিচ্ছিল জলের ন্যায় মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে উদকমেহ কহে। ১। যে মেহরোগে ইক্ষুরসের ন্যায় অত্যন্ত মধুর (মিষ্টাস্বাদ) মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে ইক্ষুমেহ কহে। ২। যে মেহরোগে প্রস্রাব কোন পাত্রে পর্য্যুসিত (বাসি) করিয়া রাখিলে গাঢ় হইয়া যায়, তাহাকে সান্দ্রমেহ কহে। ৩। যে মেহরোগে উপরিভাগের মূত্র সুরার ন্যায় স্বচ্ছ ও নিম্নভাগের মূত্র গাঢ় হয়, তাহাকে সুরামেহ কহে। ৪। যে মেহরোগে রোগী রোমাঞ্চিত হয় ও পিষ্টের ন্যায় (চাউলের গুড়া অল্প জলে মিশ্রিত করিলে যেমন বর্ণ হয়) শুক্লবর্ণ অত্যধিক পরিমাণে মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে পিষ্টমেহ কহে। ৫। যে মেহরোগে রোগী শুক্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা শুক্রমিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে শুক্রমেহ কহে। ৬। যে মেহরোগে রোগী মূত্রের সহিত বালুকাকণার ন্যায় কঠিন ও ময়লাযুক্ত মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে সিকতামেহ কহে। ৭। যে মেহ-রোগে মধুর রসবিশিষ্ট অত্যন্ত শীতল মূত্র অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তাহাকে শীতমেহ কহে। ৮। যে মেহরোগে পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে শনৈর্ম্মেহ কহে। ৯। যে মেহরোগে লালাতন্তুযুক্ত অথচ পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে লালামেহ কহে। ১০।

বাতিক মেহরোগের উপদ্রব। উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, কটুতিক্তাদি সর্ব্বপ্রকার রসবিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণেচ্ছা, শূল বেদনা, শোষ (ক্ষয়), শ্বাস ও কাস ; এই সকল বাতিক মেহরোগের উপদ্রব।

পৈত্তিক মেহরোগের উপদ্রব। মূত্রাশয় ও শিশ্নে বেদনা, মুষ্কঅর্থাৎ অণ্ডকোষে বিদারণবৎ বেদনা এবং রোগীর জ্বর, দাহ, পিপাসা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ ; এই সকল পৈত্তিকমেহরোগের উপসর্গ।

শ্লৈষ্মিক মেহরোগের উপদ্রব। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমি, অতি নিদ্রা, কাস ও নাসা-স্রাব ; এই সকল শ্লৈষ্মিক মেহরোগের উপসর্গ।

মেহরোগের অসাধ্য লক্ষণ। মেহরোগে ঐসকল উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এবং অতিশয় ধাতু ও মূত্র নিঃসৃত ও রোগীর গাত্রে শরাবিকা

কচ্ছপিকাদি প্রমেহ-পীড়কা বহির্গত হইলে, রোগীর জীবনের আশা থাকে না।

মেহরোগের অপর অসাধ্য লক্ষণ। মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, শ্বাস, কাস, বীসর্প এবং গাত্র-গুরুতা; এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলেও রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপর বীজ-দোষে অর্থাৎ পিতা, পিতামহ হইতে যে প্রমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাও অসাধ্য। কুলজ অর্থাৎ বংশ পরম্পরাগত মেহ ও কুষ্ঠাদি সমস্তরোগই অসাধ্য।

গণোরিয়া বা সবিষ মেহ। গণোরিয়াও মেহ মধ্যে পরিগণিত এবং উহা হইতেও পরিণামে মধুমেহ উৎপন্ন হইতে পারে।

মেহরোগের পরিণাম ও মধুমেহের নিদান। যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, সমস্ত মেহরোগই কালবিলম্বে মধুমেহরোগে পরিণত ও অসাধ্য হইয়া থাকে।

স্ত্রীদিগের মেহরোগ না হওয়ার কারণ। স্ত্রীদিগের মাসে মাসে রজোরক্ত প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া শারীরিক সমস্ত দোষই দূরীকৃত হয়, এজন্য,—তাহাদের প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয় না কিন্তু গণোরিয়া ও প্রদর উৎপন্ন হয়।

মধুমেহরোগের উৎপত্তি ও লক্ষণ। মধুমেহ দুই প্রকার। ধাতু-ক্ষয়বশতঃ বায়ু কুপিত হইলে, একপ্রকার উৎপন্ন হয় এবং পিত্ত ও কফ বায়ুর পথ রুদ্ধ করিলে এক প্রকার উৎপন্ন হয়। মধুমেহরোগে মধুর ন্যায় প্রস্রাব হয়। ধাতুক্ষয়বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইলে, যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপই দৃষ্ট হয়; কিন্তু পিত্ত ও কফ দ্বারা বায়ুর গতি রুদ্ধ হইলে, যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ত্রিদোষের প্রকোপ-লক্ষণ অকস্মাৎ উপস্থিত হয়; পরন্তু বায়ুর পথ অবরুদ্ধ হওয়া মাত্রই রোগ বর্দ্ধিত হয় ও আবার বায়ুর ক্ষীণতা উপস্থিত হইলেই মূত্র-পথ পরিষ্কার হয় এবং বায়ু চলাচল করিতে পারে, এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বায়ুর ক্ষীণতা ও পূর্ণতা দৃষ্ট হয়, এই রোগ কষ্টসাধ্য। মানব-শরীর মধুররসবিশিষ্ট বলিয়া সকল প্রকার মেহরোগেই প্রায়শঃ মধুররসযুক্ত প্রস্রাব হয়, সুতরাং সর্ব্ব-প্রকার মেহরোগকেই মধুমেহ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

প্রমেহরোগীর আরোগ্য-লক্ষণ। মেহরোগীর মূত্রের আবিলতা (ঘোলাটেভাব) ও পিচ্ছিলতা বিনষ্ট হইয়া নির্ম্মল এবং তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হইলে, রোগ আরোগ্য হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

প্রমেহ-পিড়কার উৎপত্তি,নাম ও লক্ষণ। উপযুক্ত সময়ে প্রমেহ-রোগের চিকিৎসা না করিলে, ঐ রোগ হইতে কালে দশপ্রকার পিড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল পিড়কা সন্ধি, মর্ম্ম (মস্তক ও অণ্ডকোষ প্রভৃতি স্থান) ও মাংসসংযুক্ত স্থানেই উৎপন্ন হয়। ১। যে পিড়কার চতুর্দ্দিকের বেষ্টন শরার ন্যায় উন্নত এবং মধ্যস্থান উন্নত, সেই পিড়কার নাম শরাবিকা। ২। যাহার আকৃতি ও পরিমাণ শ্বেত-সর্ষপের ন্যায়, তাহাকে সর্ষপিকা কহে। ৩। যে পিড়কা কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও দাহযুক্ত, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। ৪। যে পিড়কা মাংস-জালে আবৃত ও অত্যধিক দাহযুক্ত, তাহার নাম জালিনী। ৫। যে পিড়কা দেখিতে নীলবর্ণ, আকারে বড়, বেদনা বিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠে বা উদরে জন্মে ও যাহা হইতে ক্লেদ স্রাব হয়, তাহাকে বিনতা কহে। ৬। যে পিড়কা দেখিতে নীলবর্ণ অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা আবৃত, তাহাকে পুত্রিণী কহে। ৭। যে পিড়কার আকৃতি ও পরিমাণ মসূরের ন্যায়, তাহার নাম মসূরিকা। যাহার উপরিভাগে রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ পিড়কা সঞ্চিত হয়, তাঁহাকে অলজী কহে। ৯। যে পিড়কা ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন হয়, তাহাকে বিদারিকা কহে। ১০। যে পিড়কা বিদ্রধিরোগের লক্ষণবিশিষ্ট হয়, তাহাকে বিদ্রধি কহে।

পিড়কার অসাধ্য লক্ষণ। মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির মলদ্বার, হৃদয়, মস্তক, স্কন্ধ ও মর্ম্মস্থানে পিড়কা উৎপন্ন হইলে এবং তৎসঙ্গে, পিপাসা, শ্বাস, মাংস-সঙ্কোচ, মেহ, হিক্কা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প ও মর্ম্মাবরোধ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, তাহার রোগ অসাধ্য।

মেহরোগ হইতে উক্ত দশপ্রকার পিড়কা জন্মে; সুতরাং মেহরোগ যে দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, পিড়কাতেও সেই দোষেরই অনুবন্ধ থাকে, অর্থাৎ বাতিক মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, বাতের প্রকোপ, পৈত্তিক মেহ হইতে পিড়কার উৎপত্তি হইলে, পিত্তের প্রকোপ এবং শ্লৈষ্মিক মেহ

হইতে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাতে শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকে। প্রমেহ-ব্যতীত মেদ দূষিত হইলেও ঐসকল পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত পিড়কা-সকল স্বীয় স্বীয় আকার ধারণ না করে, সেই পর্য্যন্ত উহাদের সম্পূর্ণ-লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

মেহ ও মধুমেহ রোগের নিদান ও বিস্তারিত লক্ষণ।

মেহ রোগের নিদান ও উৎপত্তির যে সকল কারণ আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, মনে হয় যে, মেহ একটি সাধারণ রোগমাত্র; কিন্তু চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা থাকিলেত কথাই নাই; বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়, মেহ অতি কঠিন ও মারাত্মক ব্যাধি। মাধব-নিদানে উক্ত হইয়াছে;—পরিশ্রম বা শ্রমজনক কর্ম্ম না করিয়া কেবল বসিয়া থাকা, শয়ন করা বা নিদ্রা যাওয়া, দধি, গ্রাম্য মাংস (ছাগ, মেষ প্রভৃতি), ঔদক মাংস (কচ্ছপ প্রভৃতি) ও আনুপ মাংস (সজল ভূমিজাত প্রাণীর মাংস) ভক্ষণ, নূতন তণ্ডুলের অন্নভোজন, দুগ্ধ ও নূতন জল পান, গুড় হইতে প্রস্তুত দ্রব্য অর্থাৎ চিনি, মিশ্রী প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য ও কফ-জনক যে কোন দ্রব্যই হউক, তাহা ভক্ষণ করিলে, মেহরোগ উৎপন্ন হয়। ইহাই নিদানোক্ত মেহ উৎপত্তির কারণ।

সুশ্রুত বলেন,—দিবা-নিদ্রা, পরিশ্রম না করা, অলসভাবে কালযাপন, শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর, মেদ-জনক ও তরল দ্রব্য পান বা ভক্ষণ করিলে, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরিপাক না হইয়াই (ডাক্তারী মতে ডায়াবিটিস্ মেলিটাসের উৎপত্তির সহিত ইহার বেশ মিল আছে) মেদধাতুর সহিত একত্র হইয়া মূত্র-বাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অধোভাগে গমন করে এবং তথায় মূত্রাশয়ের মুখ আশ্রয় করিয়া ভেদ বা বিদারণবৎ বেদনাসহ মূত্র-মার্গ দ্বারা ক্ষরিত হইয়া থাকে। ইহাই সুশ্রুতোক্ত মেহ-রোগের নিদান।

মেহরোগের এই নিদান পাঠ করিলে, মেহরোগ যে অতি কঠিন, তাহা মনে হয় না। কিন্তু কারণ সামান্য হইলেও গম্ভীর ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা যেমন দুরারোগ্য বা দুঃসাধ্য, তেমনি মারাত্মক,

একবার শরীরে বদ্ধমূল হইয়া মধুমেহে পরিণত ও তাহা হইতে বিদ্রধি-নামক পিড়কা উৎপন্ন হইলে, রোগী প্রায়শঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মেহরোগ সাধারণতঃ তিন প্রকার বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক। পূর্ব্বোক্তকারণে দূষিত শ্লেষ্মা মূত্রাশয়স্থিত মেদ, মাংস ও শরীরস্থ ক্লেদ দূষিত করিয়া শ্লৈষ্মিক মেহ উৎপাদন করে। এইরূপ উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য-ভোজন ও রৌদ্রে বা অগ্নির তাপ সেবনে পিত্তপ্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয়স্থিত মেদ, মাংস ও শরীরস্থ ক্লেদ দূষিত করিয়া পৈত্তিকমেহ উৎপাদন করে। নানাকারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পিত্ত ও শ্লেষ্মা লঙ্ঘনাদি দ্বারা ক্ষীণ হইলে অথচ ঐ কারণে (লঙ্ঘনাদি দ্বারা) বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বসা, মজ্জা (অস্থিমধ্যগত স্নেহ) ওজ ও লসীকা·নামক ধাতুসমূহ দূষিত এবং মূত্রাশয়ের মুখে আনয়ন ও মূত্রমার্গ দ্বারা নিঃসারিত করিয়া বাতিকমেহ উৎপাদন করে।

উক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকমেহ আবার বিংশতিভাগে বিভক্ত। শ্লৈষ্মিক দশপ্রকার, পৈত্তিক ছয়প্রকার এবং বাতিক চারিপ্রকার। এক্ষণে প্রশ্ন এই, বাতজাদি ত্রিবিধ মেহ আবার নানাভাগে বিভক্ত ও বিভিন্ন নামে অভিহিত হওয়ার কারণ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই,—যেমন শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, শ্যাম ও লোহিত প্রভৃতি বর্ণের ন্যূনাধিক্য ও সংযোগ-বিশেষে পিঙ্গলাদি নানাবর্ণের উৎপত্তি ও নাম কল্পিত হয়, তদ্রূপ দোষ ও দূষ্যের তুল্যতা সত্ত্বেও তাহাদিগের (দোষ ও দূষ্যের) সংযোগের ন্যূনাধিক্য বশতঃ মেহরোগে মূত্রের বর্ণাদির বিভিন্নতা হয় বলিয়া এক দোষজনিত (বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা) মেহরোগ আবার বহুভাগে বিভক্ত ও বহুনামে অভিহিত হয়। দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ। দূষ্য অর্থাৎ মেদ, রক্ত শুক্র, অম্বু (দৈহিক জলীয় পদার্থ), বসা (মাংস-স্নেহ), লসীকা (চর্ম্ম ও মাংসের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থ) মজ্জা (অস্থি·মধ্যস্থিত স্নেহ), রস, ওজঃ (সর্ব্বধাতুর সার পদার্থ) ও মাংস। ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ ঐসকল দূষ্য পদার্থকে দূষিত করিয়া সর্ব্বপ্রকার মেহ উৎপাদন করে।

ঔষধের ক্রিয়ার সমতাহেতু অর্থাৎ কটুতিক্তাদি যে যে ঔষধ শ্লেষ্ম-প্রশমক, সেই সেই ঔষধই মেদ-নাশক বলিয়া শ্লৈষ্মিক দশপ্রকার মেহ সাধ্য। ঔষধের ক্রিয়ার বিষমতাহেতু অর্থাৎ মধুরাদি যে সকল ঔষধ পিত্ত-

প্রশমক, তাহারাই মেদ-বর্দ্ধক বলিয়া পৈত্তিক ছয় প্রকার মেহ যাপ্য এবং বায়ু অতিশীঘ্র গম্ভীর ধাতু সমূহকে (বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা প্রভৃতিকে) আশ্রয় করিয়া বিষম অনিষ্টোৎপাদন করে বলিয়া কোনও ঔষধেই তাহার প্রতীকার হয় না, এজন্য, বাতিক চারি প্রকার মেহ অসাধ্য।

মেহরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে রোগীর দন্ত, জিহ্বা, চক্ষু ও কর্ণাদিতে অধিক মল-সঞ্চয়, হস্ত ও পদের জ্বালা, দেহের চিক্কণতা (তৈলমর্দ্দনবৎ চাকচিক্য) এবং পিপাসা ও মুখের মধুরতা (মিষ্টাস্বাদ), এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাই মেহরোগের পূর্ব্বরূপ।

আবিলমূত্র অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়া সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের সাধারণ লক্ষণ।

মেহরোগের উৎপত্তির কারণ, পূর্ব্বরূপ ও সামান্য লক্ষণ বর্ণিত হইল। মেহ সাধারণতঃ তিন প্রকার, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু উহা হইতে বিংশতি প্রকার মেহরোগ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐসকল মেহরোগের বিশিষ্ট লক্ষণও পৃথক্ রূপে ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহরোগের উপসর্গও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে, যাবৎ উপসর্গ উপস্থিত না হয়, তাবৎ ঐ অবস্থাকে প্রথম অবস্থা, উপসর্গবিশিষ্ট হইলে দ্বিতীয় অবস্থা ও পীড়কাযুক্ত বা মধুমেহরোগে পরিণত হইলে, তাহাকে রোগের তৃতীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে।

কতকগুলি রোগে মেহ উপসর্গরূপে প্রকাশ পায়। যক্ষ্মা, অর্শ ও আমবাত প্রভৃতি রোগে মেহরোগের লক্ষণ প্রায়াশঃ উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

মধুমেহ স্বতন্ত্র রোগ নহে, মেহরোগেরই প্রবৃদ্ধ অবস্থা বা তৃতীয় অবস্থা মাত্র। যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, সর্ব্বপ্রকার মেহরোগই কালবিলম্বে মধুমেহে পরিণত হয় ; কারণ, মানব-দেহ সাধারণতঃ মধুর রসবিশিষ্ট, আমরা যে সকল মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব-দ্রব্য পান বা আহার করি, তাহাই পরিপাক ও মধুজাতীয় শর্করায় পরিণত হইয়া শরীর পুষ্ট ও মধুর রসসংযুক্ত হয়। এ অবস্থায় মেহরোগের পরিণামে যখন সেই শরীর পোষণকারী মধু-জাতীয় শর্করা নির্গত হয়, তখন শরীরও তৎসঙ্গে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। শর্করা বা চিনি অন্যান্য মেহরোগেও নির্গত হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত মধুমেহ

নহে। ঐ শর্করা মধু-জাতীয় বলিয়া পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইলে, তাহাকে মধুমেহ কহে। তবে অন্যজাতীয় শর্করাও পরিণামে মধুজাতীয় শর্করায় পরিণত হইতে পারে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যখন মধুজাতীয় শর্করা মূত্রনালী দ্বারা নির্গত হইতে থাকে, তখনই প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ ও শরীরের দুর্ব্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়, পিপাসা নিবারণের জন্য অত্যধিক জলপান করিলেও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না, অত্যধিক আহার সত্ত্বেও ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং শরীর-ক্ষয়, পেশী ও স্নায়ু মণ্ডলীর শিথিলতা, অলসতা, দুর্ব্বলতা, কৃশতা, মুখ-শোষ, কোষ্ঠবদ্ধতা, গাত্র-দাহ মস্তক-ঘূর্ণন ও দুর্ব্বলতা, মানসিক ব্যাকুলতা, শারীরিক অবসাদ, মূত্রাধিক্য, মধুর ন্যায় মূত্রের বর্ণ ও আস্বাদ প্রভৃতি নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। অবশেষে বায়ু, পিত্ত ও কফ রক্ত, মেদ ও মাংসাদি দূষ্য ধাতুসমূহকে গভীররূপে আক্রমণ ও দূষিত করিয়া প্রমেহ-পিড়কা জন্মায়। প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহা তত যন্ত্রণা-দায়ক বা শীঘ্র মারাত্মক নহে; কিন্তু রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় বিদ্রধি-নামক যে ভয়ঙ্কর পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহা সদ্যো মৃত্যুপ্রদ, অনেকস্থলে ঐ পিড়কা অস্ত্র করিবার সময়েই রোগীর জীবন বহির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। শীতমেহ ও ইক্ষুমেহ উভয়রোগেই মধুর-রসবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হইলেও উহা মধুমেহ বাচ্য নহে, তবে স্মরণ রাখা উচিত যে, উহা হইতেও পরিণামে মধুমেহ উৎপন্ন হইতে পারে। মধুর ন্যায় বর্ণযুক্ত মূত্র, মধুর ন্যায় সেই মূত্রের আস্বাদ এবং তাহা হইতে মধুজাতীয় শর্করা নির্গত হইলে, তাহাই মধুমেহবাচ্য। এই মধুমেহ আবার দুই প্রকার। ধাতুক্ষয় বশতঃ বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া বায়ু বা পিত্তপ্রধান, ক্ষীণ বা কৃশশরীরে এক প্রকার মধুমেহ উৎপাদন করে এবং অত্যন্ত শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক অন্নপানীয় প্রচুর পরিমাণে সেবন দ্বারা অত্যধিক মেদ বর্দ্ধিত হইয়া মেদ বা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে অন্য প্রকার মধুমেহ উৎপাদন করে। প্রথমোক্ত মধু-মেহে অত্যধিক বায়ুর প্রকোপ বর্ত্তমান থাকে, বায়ু অতি শীঘ্র অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ, বিশেষতঃ বসা, মজ্জা, ওজ ও লসীকা প্রভৃতি ধাতু অত্যধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, শরীরের সেই ক্ষয়িত অংশ ঔষধ দ্বারা সহজে পূরণ করা অসম্ভব এবং প্রত্যহ যদি অধিক পরিমাণে মধুজাতীয় শর্করা

নির্গত হইতে থাকে, তবে তাহার বহির্গতি রোধ করাও সাধ্যাতীত; এই সকল কারণে উহা অসাধ্য; কিন্তু শেষোক্ত মধুমেহে অত্যধিক মেদ-বৃদ্ধিবশতঃ শ্লেষ্মার সহিত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বায়ুর গমন-পথ রোধ করিলে কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাও স্থায়ী নহে, আবার মেদ বা শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়াদ্বারা শ্লেষ্মা ও পিত্ত প্রশমিত হওয়া মাত্রই বায়ুর গমন পথ পরিষ্কার হয় ও বায়ু সহজে গমনাগমন করিতে পারে, এইজন্যই ঐ রোগ অসাধ্য নহে; কষ্টসাধ্য। এই রোগে রোগীর শরীর স্থূলাকার দৃষ্ট হইলেও ক্রমশঃ এত অধিক দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, উঠিতে বসিতেও কষ্টবোধ হয়, পরন্তু মেদ-বৃদ্ধি বশতঃ এইরূপরোগীর পুনঃ পুনঃ বিদ্রধি হওয়ার সমধিক সম্ভাবনা।

ডাক্তারি-মতে মধুমেহ রোগের লক্ষণ।

ডাক্তারী মতে যাহাকে ডায়াবিটিস্ কহে, তাহা সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত। ডায়াবিটিস্ মেলিটাস্ ও ডায়াবিটিস্ ইন্‌সিপিডাস্। আয়ুর্ব্বেদে যাহা মধুমেহ নামে অভিহিত, ডাক্তারী মতে তাহাই ডায়াবিটিস্ মেলিটাস্ এবং আয়ুর্ব্বেদমতে যাহা সোমরোগ নামে বিখ্যাত, ডাক্তারী মতে তাহাই ডায়াবিটিস্ ইন্‌সিপিডাস্। ডাক্তারীমতে ডায়াবিটিস্ মেলিটাসের এবং ডায়াবিটিস্ ইন্‌সিপিডাসের যেসকল নিদান ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত মধুমেহরোগের ও সোমরোগের নিদান ও লক্ষণের সহিত তাহার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। এস্থলে অগ্রে ডায়াবিটিস্ মেলিটাসের নিদান ও লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

ডাক্তারি মতে নানাকারণে এ রোগ হইতে পারে। শৈত্যক্রিয়া, উত্তপ্ত শরীরে শীতল জল পান বা শৈত্যক্রিয়া, অধিক পরিমাণে শর্করা বা মিষ্টদ্রব্য কিম্বা শ্বেতসার (ভাত, ময়দা, আটা প্রভৃতি) ভক্ষণ, অলস ও নিষ্ক্রিয়ভাবে কাল-যাপন, মানসিক-পরিশ্রম, মস্তক, মেরুদণ্ড ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আঘাত, মানসিক দুশ্চিন্তা ও তজ্জনিত উদ্বেগ এবং স্নায়ুসম্বন্ধীয় পীড়া প্রভৃতি নানাকারণে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-বিধানের বিকৃতি-বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। মেডুলা হইতে উত্থিত স্নায়ু-বিধান মেরু-মজ্জার মধ্য দিয়া

বহির্গত হইয়া, তাহারই একটি শাখা যকৃৎ ও অন্যটি মূত্র-গ্রন্থির সহিত মিলিত হইয়া উভয়কে পরিচালিত করিতেছে, সুতরাং উপরোক্ত কারণে মেরুমজ্জা-ব্যাপী স্নায়ুবিধানের বিকৃতি বশতঃ শর্করাযুক্ত (ডায়াবিটিস্ মেলিটাস্) বা শর্করাশূন্য (ডায়াবিটিস্ ইন্‌সিপিডাস্) বহুমূত্ররোগ উৎপন্ন হয়। ঐ উভয় রোগেই মেরুমজ্জাব্যাপী স্নায়ু-বিধানের একই প্রকার বিকৃতি ঘটে।

আমরা সচরাচর যে সকল বস্তু আহার করি, তন্মধ্যে শ্বেতসারের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, পরন্তু ঐ শ্বেতসার মধুররসবিশিষ্ট, সুতরাং তন্মধ্যে শর্করার অংশ থাকে। আবার যে সকল মিষ্টদ্রব্য আহার করি, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বহুল পরিমাণে নানাজাতীয় শর্করা থাকে, সুস্থশরীরে যকৃৎ দ্বারা ঐ শর্করার কিয়দংশ দ্রাক্ষা বা আঙ্গুরজাতীয় শর্করায় পরিণত হয় ও তদ্দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় এবং অবশিষ্টাংশ যকৃৎ-কোষে সঞ্চিত থাকে, ইহাকে ইংরাজীতে গ্লাইকোজেন কহে। অনন্তর শরীরের পোষণকার্য্যে শর্করার অভাব হইবামাত্র, উক্ত যকৃৎ-কোষস্থিত সঞ্চিত গ্লাইক্লোজেন নামক পদার্থ হইতে আঙ্গুর-জাতীয় শর্করা উৎপন্ন হইয়া, তদ্দ্বারা ঐ অভাব পূরণ হয়। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, ইক্ষুজাতীয় শর্করাদ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শরীর পোষণ হয় না; নানাজাতীয় শর্করা আঙ্গুরজাতীয় শর্করায় পরিণত হইলেই, তদ্দ্বারা শরীর পোষণ হইয়া থাকে, কিন্তু বহুমূত্ররোগে স্নায়ু-বিধানের বিকৃতি ও যকৃতের দুর্ব্বলতাবশতঃ যকৃতের কোষসকলও দুর্ব্বল এবং শিথিল হয় ও তাহাদের মুখরন্ধ্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন যকৃৎ শর্করাংশসকল স্বীয় আয়ত্তাধীন রাখিতে ও ঐ শর্করা হইতে গ্লাইক্লোজেন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, তজ্জন্য উহা শরীরের পোষণ-কার্য্যে ব্যবহৃত না হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়; কিন্তু অত্যধিক শর্করা সঞ্চিত হইলে, লালা বা ঘর্ম্মের সহিত নির্গত হইতে পারে। ইহাই ডাক্তারী মতে বহুমূত্ররোগের সংপ্রাপ্তি।

এই রোগে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ এবং বৃদ্ধ ও তরুণ-বয়স্ক অপেক্ষা প্রবীণ ব্যক্তিরা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। যুবকেরা এই রোগে আক্রান্ত হইলে, রোগ সাংঘাতিক হইয়া পড়ে; কিন্তু ৪৫ বৎসরের পর হইলে তাদৃশ

সাংঘাতিক হয় না। ২৫।৩০ বৎসরের পর ৬০।৬৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই এই রোগের আধিক্য দৃষ্ট হয়। ইহা কুলজব্যাধি।

লক্ষণ। রোগের প্রথম অবস্থায় স্ত্রী ও পুংজনেন্দ্রিয়ের এক প্রকার চর্ম্মরোগ (পামা বা একজিমা) হয় এবং ঐ লক্ষণদ্বারাই অধিকাংশস্থলে রোগ নির্ণীত হইয়া থাকে। এক প্রকার ডায়াবিটিস্ আছে, তাহার প্রবল আক্রমণ সহসা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তদ্ব্যতীত এই রোগ প্রায়শঃ ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রথমাবস্থায় বিশেষ যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, (আয়ুর্ব্বেদেরও এই মত) অনন্তর ক্রমশঃ তৃষ্ণা বৃদ্ধি, ক্ষুধা বৃদ্ধি, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, ঘন ঘন মূত্র-ত্যাগ, মূত্রাধিক্য ও মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণে শর্করা নির্গত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়; পরন্তু প্রস্রাব ও শর্করা যতই অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে, ততই বলক্ষয় ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলবতী হয় এবং ভূরি ভোজনেও অতৃপ্তি ও দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর সর্ব্বদা জল পান করিলেও পিপাসার শান্তি হয় না, মুখ-শোষ, জিহ্বার শুষ্কতা, রক্তাল্পতা ও তজ্জনিত হস্ত, পদ ও চক্ষু জ্বালা এবং শোথযুক্ত হয়। রোগের পরিণত অবস্থায় নানাবিধ স্ফোটক ও কার্ব্বঙ্কল উৎপন্ন হয় এবং ওজঃক্ষয় (য়্যালবুমিনিউরিয়া নির্গত) হইয়া থাকে। মূত্র পরীক্ষা করিলে, তাহাতে দ্রাক্ষা বা আঙ্গুরজাতীয় শর্করা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মূত্রের মধুরতাবশতঃ মিষ্টগন্ধ নির্গত হয়। মূত্রে পিপীলিকা বা মাছি বসে, মূত্র পাত্রে করিয়া রাখিয়া দিলে, তাহার তলায় এক প্রকার পদার্থ জমিয়া যায় এবং গরমস্থানে রাখিয়া দিলে ফেণা বা গ্যাজা উত্থিত হয়। রোগী জল যত বেশী পান করে, তত বেশী পরিমাণে মূত্র নির্গত হয়। শর্করা বহুল-দ্রব্য বা শ্বেতসারময় পদার্থ যত বেশী আহার করে, মূত্রে শর্করার পরিমাণও ততই অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আবার মাংসাদি আহার করিলে, শর্করার পরিমাণ কমিয়া যায়।

এই রোগের পরিণামে রোগীর ফুস্ফুস্ প্রদাহ ও অজ্ঞানতা বা ডায়াবিটিস্ কোমা উপস্থিত হইয়া সহসা মৃত্যু হইতে পারে। ইহাই ডাক্তারী মতে ডায়াবিটিস্ মেলিটাসের অর্থাৎ মধুমেহের লক্ষণ। আয়ুর্ব্বেদোক্ত মধু-মেহের সহিত এই রোগের মিল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে,

ঐ দুইটি একই ব্যাধি। ডায়াবিটিস্ ইন্‌সিপিডাসের লক্ষণ অতঃপর সোম-রোগে বর্ণিত হইবে।

বিশেষ লক্ষণ। রোগীর দুর্ব্বলতা, অলসতা, শীর্ণতা, অত্যধিক পিপাসা, আহারান্তে (বিশেষতঃ দিবাভাগে) পিপাসার বৃদ্ধি, ক্ষুধাধিক্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, স্নায়ু দৌর্ব্বল্য, রাত্রিকালে প্রস্রাব-বৃদ্ধি, অনিদ্রা বা নিদ্রা হইলেও ঘন ঘন প্রস্রাবত্যাগ ও পিপাসার জন্য নিদ্রাভঙ্গ, রতিশক্তির হীনতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রায়শঃ মধুমেহ রোগে প্রকাশ পায় এবং এই সকল লক্ষণ দ্বারা সহজে রোগ নির্ণয় করা যায়।

মেহ ও মধুমেহ চিকিৎসা-বিধি।

মেহরোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা দুই শ্রেণিভুক্ত। এক প্রকার স্থূল ও বলবান, অন্য প্রকার কৃশ ও দুর্ব্বল। স্থূলকায় ও বলবান্ ব্যক্তিদিগকে অগ্রে বমন ও বিরেচন প্রদান পূর্ব্বক উর্দ্ধাধঃ শোধন করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কৃশ ও দুর্ব্বল মেহরোগীর পক্ষে বমন ও বিরেচন প্রশস্ত নহে, তাহাদিগকে সংশমন অর্থাৎ দোষ-প্রশমক্ এবং সংবৃংহণ বা বল ও রক্ত-মাংসাদি বর্দ্ধক ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; কারণ কৃশ ও দুর্ব্বল শরীর স্বভাবতঃ বাতপিত্তাধিক, সুতরাং তদবস্থায় মেহরোগে ধাতুস্রাব প্রযুক্ত তাহাদের শরীর অত্যধিক বায়ু প্রধান হইয়া পড়ে, এই জন্য তাহাদের বল-রক্ষা, কৃশতা বিনাশ করা ও শরীরের ক্ষয়িত অংশ পূরণ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। বলরক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে মারাত্মক লক্ষণ উপস্থিত ও তদ্ধেতু রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। স্থূলকায় ও বলবান ব্যক্তিদিগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায়, তদ্রূপ লক্ষণ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পক্ষে অধিকাংশস্থলে প্রথম অবস্থায়ই তৎ-বিপরীত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে, এই প্রকৃতির লোক মেহরোগের কিছুমাত্র প্রকোপ বুঝিতে বা অনুভব করিতে পারে নাই, অথচ হঠাৎ মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার রোগেই রোগের লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা না করিলে,

আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, পরন্তু অধিকাংশস্থলেই বাতজাদি বিবিধ রোগে একই ঔষধ প্রয়োগে অনিষ্ট হইয়া থাকে। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রত্যেক মেহরোগের লক্ষণ ও উপসর্গ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, কোনও একটির লক্ষণের বা উপসর্গের সহিত অপরটির লক্ষণের বা উপসর্গের মিল নাই। বৃহৎ বঙ্গেশ্বর এই রোগে একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাদ্বারা শ্লৈষ্মিক মেহে যেমন উপকার হয়, বাতিক বা পৈত্তিক মেহে তদ্রূপ উপকারত হয়ই না; পরন্তু বাতিক মেহরোগে উপর্য্যুপরি কিছু দিন প্রয়োগ করিলে, মলরোধের এবং পৈত্তিকমেহে মূত্র-রোধের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার প্রমেহচিন্তামণি একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ, তদ্দ্বারা পৈত্তিক ও বাতিকমেহে যেমন উপকার হয়, শ্লৈষ্মিকমেহে তাদৃশ উপকার হয় না, বরং শ্লৈষ্মিক মেহে নাসাস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই জন্যই লক্ষণভেদে দোষের বলাবল বিচারপূর্ব্বক ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত। সামান্য ফোড়া প্রভৃতিতেও লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, উপকারের পরিবর্ত্তে বিপরীত ফল হয়, ইহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যে প্রলেপ দ্বারা শ্লৈষ্মিক স্ফোটক প্রশমিত হয়, সেই প্রলেপ দ্বারা পৈত্তিক স্ফোটকের দাহ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য শাস্ত্রকারগণ মেহ-জনিত পিড়কার পর্য্যন্ত বাতাদি দোষভেদে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দশ, বিশ বা তদধিক সংখ্যক দ্রব্য দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয় একটি ঔষধ প্রস্তুত হয়, সুতরাং তাহা যে অশেষ গুণযুক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু সাধারণ-ভাবে ঐ ঔষধ আবার বায়ু পিত্তাদি বর্দ্ধক কি প্রশমক তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। ইহাই চিকিৎসকের কৃতিত্ব।

মেহরোগে আমাশয়, পক্বাশয় ও বস্তি বা মূত্রাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হইয়া যাহাতে নানাবিধ উপসর্গ উৎপাদন করিতে না পারে, মেহরোগ-চিকিৎসা-কালে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আমাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে, তরল দাস্ত, পক্বাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে, মলরোধ ও বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইলে, মূত্র-রোধ বা পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ কঠিন মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি অতি কঠিন ও মারাত্মক রোগ উপস্থিত হইতে পারে। এই

জন্য বৃহৎ বঙ্গেশ্বর বাতিকমেহে প্রয়োগ করিতে হইলে, তৎসঙ্গে বায়ুনাশক অথচ বিরেচক অপর একটি যোগ প্রয়োগ করা উচিত, ঐ অবস্থায় চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা বা মেহমুদ্গর দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ পৈত্তিক মেহে প্রয়োগ করিতে হইলে, একবেলা কুশাবলেহ বা প্রমেহ-চিন্তামণি ব্যবস্থা করিবে। আবার প্রমেহ-চিন্তামণি শ্লৈষ্মিকমেহে প্রয়োগ করিতে হইলে, একবেলা বৃহৎ বঙ্গেশ্বর বা চন্দ্রপ্রভাবটী কিম্বা মেহমুদ্গর ব্যবস্থা করা উচিত। বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রসে মূত্রের পরিমাণ অতি শীঘ্র হ্রাস পায়। বৃহৎ সোমনাথরস যে কোন অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে, ইহাদ্বারা প্রমেহের জ্বালা যন্ত্রণা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাধিক্য বা বহুমূত্র ও সর্ব্বপ্রকার মেহ-রোগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। চন্দ্রকান্তিরস প্রস্তুতের উপাদান সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে মনে হয়, ঔষধটি একটু উষ্ণবীর্য্য, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, উহার উপকরণ একটু উষ্ণবীর্য্য হইলেও ভাবনার দ্রব্যগুলি একটু শীতবীর্য্য বলিয়া উষ্ণবীর্য্যের প্রভাব নষ্ট করে; সুতরাং উহা সকল অবস্থায়ই প্রযোজ্য। ফলতঃ ঐ দুইটি ঔষধ যেমন মেহের উপসর্গ নাশক, তেমনি ধাতু পোষক, সুতরাং ধাতুক্ষয়জনিত মেহরোগে অমৃতের ন্যায় উপকারী; আবার অন্যান্য মেহরোগেও প্রয়োগ করিলে, শীঘ্রই ধাতু পুষ্ট হয় ও তন্নিবন্ধন মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে না। বসন্তকুসুমাকররস সকলের সহ্য হয় না, কোন কোন ধাতুতে শরীর একটু গরম হইয়া পড়ে, কিন্তু অনুপান পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে, সহজেই সহ্য হয়। ইহা ধাতুক্ষয় নাশক ও ওজবর্দ্ধক, সুতরাং মধুমেহের অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহের প্রথম অবস্থায় ত্রিফলাদি কাথ বা মুস্তকাদি কাথ প্রত্যহ প্রাতে, ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ বা ত্রিফলাদি চূর্ণ মধ্যাহ্নে ও মেহকুলান্তক বা কুশাবলেহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে, কিম্বা একবেলা বিড়ঙ্গাদিলৌহ ও একবেলা শুক্রমাতৃকা বটী ব্যবস্থা করিবে। সাধারণতঃ এই সকল ঔষধ প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিলেই আরোগ্যের সম্ভাবনা। কিন্তু প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার অভাবে রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, নানাবিধ উপসর্গ শীঘ্র প্রশমনের জন্য কাথ ও চূর্ণ প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় ও উপসর্গ প্রশমিত হয়; কিন্তু ধাতু-

ঘটিত ঔষধের ফল সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী ও ধাতুঘটিত ঔষধই রোগ সমূলে আরোগ্য করিতে সক্ষম। প্রথম অবস্থায় কাথ চূর্ণাদি প্রয়োগ করিলেও রোগ নির্ম্মূল হইতে পারে। প্রথম অবস্থায় প্রাতে বঙ্গেশ্বর, মধ্যাহ্নে বঙ্গাষ্টক বা স্বর্ণবঙ্গ ও বৈকালে কুশাবলেহ যথোচিত অনুপানে সেবন করিতে দিবে। এই সকল ঔষধে মূত্রের আবিলতা ও পরিমাণের আধিক্য অথবা মূত্রের বিভিন্ন বর্ণতা ক্রমশঃ বিনষ্ট হয় ও দুর্ব্বল শরীর সবল হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় মেহকুঞ্জরকেশরী বা সর্ব্বেশ্বর রস, ঔষধে রোগ বিনষ্ট হইতে পারে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যে অবস্থায়ই প্রস্রাবে অত্যধিক জ্বালা যন্ত্রণা ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ লক্ষিত হউক, কুশাবলেহ ব্যবস্থা করিবে; ইহা ঐ সকল অবস্থায় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রমার্গদ্বারা রক্ত নির্গত বা মূত্রের আবিলতা ও বিভিন্ন বর্ণতা নষ্ট ও মূত্রাশয়ের দোষ সংশোধন করিতে সুলভ ঔষধের মধ্যে ইহা অতি শ্রেষ্ঠ। মেহরোগ মধুমেহে পরিণত হইলে বা হওয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, যাহাতে মধুজাতীয় শর্করার বহির্গমন রহিত হয় এবং শর্করা নির্গমন জন্য শরীরের ক্ষয়িত ধাতব পদার্থের অভাব পূর্ণ হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। শর্করা নির্গত হইলেই সতর্ক হওয়া উচিত; ঐ অবস্থায় শর্করা বহির্গমনের গতিরোধ না করিলে, অবিলম্বে মধুমেহে পরিণত হইয়া শরীর ধারণোপযোগী বিশিষ্ট উপাদানগুলি ক্ষয় করিতে থাকে। রসরক্তাদি ধাতুসমূহ ক্ষয়িত হইলেও বরং তাহা ঔষধাদি দ্বারা পূরণ করা সম্ভব, কিন্তু ওজ সর্ব্বধাতুর সার, যাহাতে উহা ক্ষয়িত হইতে না পারে, তৎপ্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। এইজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় যে সকল ঔষধ উক্ত হইল, তাহা প্রয়োগে তৃতীয় অবস্থায় উপকার না হইলে, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, বৃহৎ সোমনাথ, চন্দ্রকান্তিরস, বৃহৎ হরিশঙ্কররস বা বসন্তকুসুমাকররস প্রভৃতি অবস্থাভেদে যথোচিত অনুপানে প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা, মেহমুদ্গর বা শুক্রমাতৃকাবটী রাত্রে সেবন করিতে দিবে। ধাতুগত জীর্ণজ্বর থাকিলে, অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত প্রয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ে বা মূত্রাশয়ে দাহ থাকিলে, বস্তিযোগ দ্বারা পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সদ্যঃ জ্বালা যন্ত্রণার লাঘব হয়;

পরন্তু গণোরিয়া বা বিষাক্ত মেহ হইলে, ইহা প্রয়োগে তাহার জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কোষবৃদ্ধি থাকিলে বা রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে। মেহরোগে স্বর্ণবঙ্গ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সর্ব্বাবস্থায় উপযোগী ও সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ বিনাশ করিতে সক্ষম। শুক্র উৎপাদন করিতে, পাতলা শুক্র গাঢ় করিতে, বল, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে ও শুক্রমেহ বিনষ্ট করিতে সহজ ও সুলভ ঔষধের মধ্যে ইহার শক্তি অসীম। স্বর্গীয় ৺ রমানাথ কবিরাজ মহাশয় একটি যোগ প্রায়শঃ ব্যবস্থা করিতেন, আমরাও উহা প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা স্বর্ণবঙ্গ-পঞ্চক নামে অভিহিত। সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের যে কোন অবস্থায় উহা প্রয়োগে আশাতীত ফললাভ হয়। মধুমেহের পুরাতন অবস্থায় যখন অন্যান্য ঔষধে প্রস্রাবের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রশমিত না হয়, তখন আফিং ঘটিত ঔষধে অত্যন্ত উপকার হয়। চিকিৎসক শিরোমণি স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় এই অবস্থায় একটি ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন, উহার নাম হেমনাথরস, উহার একমাত্র দোষ এই আফিং মিশ্রিত বলিয়া কিঞ্চিৎ ধারক, গ্রহণীর অবস্থায় মেহ, মধুমেহ কিম্বা সোমরোগ উপস্থিত হইলে, অতি উপকারী, কিন্তু অন্যান্য অবস্থায়ও বিরেচক অনুপান সহযোগে কিম্বা চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা বা মেহমুদ্গর বটিকা একবেলা ব্যবস্থা করিলে, অন্য বেলা ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় একটি ঔষধ ঐ অবস্থায় ব্যবস্থা করিতেন, উহার নাম কালপূর্ণচন্দ্র, উহাও আফিং মিশ্রিত ও আশু ফলপ্রদ, কিন্তু গরম ধাতুতে শৈত্যগুণবিশিষ্ট ও কোষ্ঠ কাঠিন্যে মৃদু বিরেচক অনুপান সহযোগে ব্যবস্থা করিতে হয়। তিনি আরও একটি যোগ ব্যবস্থা করিতেন, তাহার নাম লাল পূর্ণচন্দ্র। উহা সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনাশক; তবে প্রথম অবস্থায়ই উহা প্রয়োগে, বিশেষ ফল পাওয়া যায়। মেহরোগের যে অবস্থায় যে অনুপানে কালপূর্ণচন্দ্র ও স্বর্ণবঙ্গ পঞ্চক ব্যবস্থা করা যায়, ঠিক সেই অবস্থায় ও সেই অনুপানে বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা মেহনাশক, গ্রহণী বা অগ্নিমান্দ্য বিনাশক, বলকর ও পুষ্টিকর, পরন্তু প্রস্রাবের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রশমন করিতে সক্ষম, তবে গরম ধাতুতে

কোষ্ঠ-কাঠিন্য উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য ত্রিফলার জল অনুপানে প্রয়োগ করা উচিত। মেহরোগের যে কোন অবস্থায় মূত্রাশয়ে দাহ, প্রস্রাবে জ্বালা, গাত্রদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রমেহমিহির তৈল তলপেটে বা সহ্য হইলে সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে দেওয়া যায়, কিন্তু জ্বর বা শ্লৈষ্মিকমেহে নাসাস্রাব প্রভৃতি শ্লেষ্ম-বৃদ্ধির লক্ষণ বর্ত্তমানে প্রযোজ্য নহে। রোগের পুরাতন অবস্থায় এবং জ্বর না থাকিলে, দাড়িমাদ্যঘৃত, বা বৃহৎ দাড়িমাদ্যঘৃত প্রয়োগে সুফললাভ হয়। অনেকস্থলে পুরাতন অবস্থায় কেবল মাত্র ঐসকল ঘৃত প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। মধুমেহ হইতে যক্ষ্মা বা ক্ষয়ের লক্ষণ এবং জ্বর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, ক্ষয়রোগোক্ত বৃহৎ বসন্ততিলক বা বৃহৎকাঞ্চনাভ্র যথোচিত অনুপানে সেবন করিতে দিবে এবং ঐসকল উপদ্রব প্রশমিত ও শরীর সবল হইলে, বৃহৎ চন্দনাদিতৈল গাত্রে মর্দ্দন ও তৎসঙ্গে ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ-ছাগলাদ্যঘৃত অথবা বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত বৈকালে সেবন করিতে দিবে।

মেহ ও মধুমেহরোগে—ঔষধ।

ত্রিফলাদি ক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহরোগের প্রথম অবস্থায় মূত্রের আবিলতা ও পরিমাণের আধিক্য এবং মূত্রনির্গমনকালে জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলাদি ক্বাথ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুথা; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ হরিদ্রা-চূর্ণ ও মধু।

মুস্তকাদি ক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহের প্রথম অবস্থায় মূত্রের আবিলতা, পরিমাণের আধিক্য, পিচ্ছিলতা, হরিদ্রাভা ও ধাতুক্ষরণ প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে।

মুস্তকাদি ক্বাথ। মুথা, রাখালশশা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ হরিদ্রা-চূর্ণ ।০ আনা ও মধু ।০ আনা।

ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহরোগে প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা, মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবের বেগ, মূত্রের আধিক্য, আবিলতা এবং ধাতু-স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা সেবনে প্রবৃত্ত হইলে, মেহ-জনিত পিড়কা বহির্গত হইবার আশঙ্কা থাকে না। অনুপান—পাথর কুচির পাতার রস ও হরিদ্রা-চূর্ণ বা ত্রিফলার জল।

ন্যগ্রোধাদিচূর্ণ। বটছাল, যজ্ঞডুমুর ছাল, অশ্বত্থছাল, শোণাছাল, সোন্দালের আঠা, পীতছাল, (অভাবে শাল), আমের আঁটি, জামের আঁটি, কয়েৎবেল, পিয়াল, অর্জ্জুনছাল, ধববৃক্ষ, মৌয়া, যষ্টিমধু, লোধ, বরুণছাল, পালিধামাদারের ছাল, পলতা, মেষশৃঙ্গী, দন্তীমূল, চিতা, অড়হর, করঞ্জ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়চী ও শোধিত ভেলা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—চারি আনা।

ত্রিফলাদি চূর্ণ। প্রমেহরোগে মূত্ররোধ অথবা পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি বা মূত্রবন্ধ এবং তৎসঙ্গে জননেন্দ্রিয়ে ও বস্তিদেশে জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে বৈকালে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ত্রিফলার জল।

ত্রিফলাদি চূর্ণ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সৈন্ধবলবণ ও কাঁকুড় বীজ-চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—চারি আনা।

কুশাবলেহ। বিংশতিপ্রকার মেহ, বিষাক্ত মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে প্রস্রাবে অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা, জননেন্দ্রিয়ের বা মূত্রাশয়ের প্রদাহ, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, সরুধারে প্রস্রাব, প্রস্রাবের সহিত রক্ত বা পূঁয নির্গমন অথবা প্রস্রাবের পরিমাণের অল্পতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ অসাধারণ ফলপ্রদ। গণোরিয়ার জ্বালা-যন্ত্রণা প্রশমনে ইহার ন্যায় সদ্যঃ ফলপ্রদ ঔষধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মেহরোগজনিত বাতিক ও পৈত্তিক শিরোরোগে ইহা প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। মেহ বা গণোরিয়াজনিত চক্ষুরোগে অর্থাৎ চক্ষু-জ্বালা, চক্ষু করকর করা, চক্ষু লাল হওয়া, চক্ষুতে পিচুটি পড়া প্রভৃতি উপসর্গ, ইহা সেবনে অচিরে প্রশমিত হয়। আদার রসের সহিত ব্যবস্থা করিলে শ্বাস, মুড়ি ভিজান জলসহ হিক্কা ও বমি, ডাবের জলসহ ব্যবস্থা করিলে, অম্লপিত্ত ও শূলরোগে অসাধারণ

উপকার হয়, এমন কি এই ঔষধের প্রভাবে মধুমেহে মধুজাতীয় শর্করার বহির্গমন রোধ এবং শস্ত্রসাধ্য অশ্মরী পর্য্যন্ত নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। স্বর্গীয় কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন একটি রোগীকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কয়েকদিন ঔষধ প্রয়োগের ফলে একটি বৃহৎ পাথরী প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হইয়াছিল, এইরূপ বৃহৎ পাথরী যে ক্ষুদ্র মূত্রমার্গদ্বারা কি প্রকারে বহির্গত হইল, তাহা ভাবিয়া উপস্থিত দর্শকগণ সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইহা সেবনে বহুমূত্ররোগজনিত দাহ ও পিপাসার শান্তি হয়। ফলতঃ ইহা মূত্রাশয়ের শোধক ও পৈত্তিক লক্ষণাক্রান্ত মেহরোগে অদ্বিতীয়। সাধারণ অনুপান—ত্রিফলার জল।

কুশাবলেহ। কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণ ইক্ষু ও খাগড়া, ইহাদের প্রত্যেকের মূল ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে দুই সের ইক্ষু চিনি গুলিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া পাক করিবে এবং লেহবৎ গাঢ় হইলে, পাত্র নামাইয়া যষ্টিমধু, কাঁকুড়বীজ, কুমড়া-বীজ, শশাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা।

মেহকুলান্তক। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহরোগের প্রথম অবস্থায় প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা, ধাতু-স্রাব, মূত্রের আবিলতা ও বিভিন্ন বর্ণতা, মূত্রাশয়ের প্রদাহ, পিপাসা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের পাণ্ডুতা, অরুচি ও মূত্রাঘাতের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ কোষ্ঠ-কাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগেও মহোপকারী। অনুপান—আমলকীর রস বা আমলকীর জল কিম্বা কুলথকলায়ের ক্বাথ।

মেহকুলান্তক। বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিপুলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ; তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুথা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর ও দাড়িম-বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও বিশুদ্ধ শিলাজতু ৮ তোলা একত্র করিয়া বনকাঁকুড়ের মূলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ।* সহজ ও সুলভ ঔষধের মধ্যে ইহা উৎকৃষ্ট ও

সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ, তবে মেহরোগের প্রথম অবস্থায়ই বেশী ফলপ্রদ। সর্ব্বপ্রকার মেহ ও মূত্রদোষে ইহা ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু রোগ ধাতুগত হইয়া পড়িলে, ইহাদ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। অনুপান—মেহরোগে হরিদ্রার রস ও মধু।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, পিপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা; প্রত্যেকে সমভাগ ও সর্ব্বসমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে। বটী—৬ রতি।

শুক্রমাতৃকাবটী। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ, বিশেষতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য ও পিপাসা বা দাহ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সাধারণ ঔষধের মধ্যে ইহার উপকারিতা উল্লেখযোগ্য। মেহরোগে ক্ষুধামান্দ্য বা জ্বরভাব প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে বেশ উপকার হয়। দুর্ব্বল শরীরে বল রক্ষার্থ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—শ্লৈষ্মিকমেহে—দাড়িমের রস, পৈত্তিক ও বাতিকমেহে—ছাগীদুগ্ধ।

শুক্রমাতৃকা বটী। গোক্ষুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেজপত্র, এলাচি, রসাঞ্জন, ধনে, চৈ, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগার খৈ ও দাড়িম বীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা ও বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ২ তোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া তৎসহ পারদ, গন্ধক, অভ্র ও লৌহ, প্রত্যেকে ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে, অনন্তর দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। বটী—এক আনা।

বঙ্গেশ্বর। মেহরোগের প্রথম অবস্থায় ইহা প্রয়োগে জ্বালা-যন্ত্রণা ও ধাতুস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয়। অনুপান—মধু।

বঙ্গেশ্বর। বঙ্গ ও রসসিন্দুর সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

বঙ্গাষ্টক। বাতিক ও পৈত্তিক মেহরোগের প্রথমাবস্থায়, বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিকমেহরোগে অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ ও পৈত্তিকমেহে তরলদাস্ত বা মেহ-রোগে জ্বর-ভাব থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সন্ধ্যার সময় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আমলকীর রস, হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু। প্রবল বহুমূত্রেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বঙ্গাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণবঙ্গ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর মেহ-দোষ-নাশ এবং বল, কান্তি, শুক্র, স্মৃতিশক্তি ও অগ্নিবৃদ্ধি বা সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানার্থ এই ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। ইহা প্রয়োগে শুক্রমেহ ও বিষাক্তমেহে সুফল পাওয়া যায়।

স্বর্ণবঙ্গ। শোধিত বঙ্গ ২ তোলা, লৌহপাত্রে রাখিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে, অনন্তর বঙ্গ গলিয়া গেলে, তাহাতে ২ তোলা শোধিত পারদ নিঃক্ষেপ করিয়া, তন্মুহূর্ত্তে ২ তোলা নিশাদলচূর্ণ নিঃক্ষেপ করিবে এবং পরক্ষণে আবার ২তোলা গন্ধকচূর্ণ দিবে এবং গন্ধক গলিয়া গেলেই অতি শীঘ্র পাত্র নামাইয়া খলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলীর ন্যায় করিবে। অনন্তর বোতলে পুরিয়া ঐ বোতল সূক্ষ্ম বস্ত্র ও কর্দ্দমদ্বারা লিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া খড়ী দ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করিবে ও রসসিন্দূরের ন্যায় ৪ প্রহর জ্বাল দিয়া নামাইবে। পশ্চাৎ শীতল হইলে, বোতল ভাঙ্গিয়া স্বর্ণবৎ পদার্থ গ্রহণ করিবে। রসসিন্দুর প্রস্তুত প্রণালী দ্রষ্টব্য। মাত্রা—২ রতি।

স্বর্ণবঙ্গ পঞ্চক। স্বর্ণবঙ্গ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, বিশেষতঃ যখন মেহ-জনিত দুর্ব্বলতা ও ক্ষয় উপস্থিত হয়, তখন এই ঔষধ অতি উপকারী। ইহা প্রাতঃস্মরণীয় চিকিৎসকপ্রবর রমানাথ ঐ সকল অবস্থায় প্রায়শঃ ব্যবস্থা করিতেন। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

স্বর্ণবঙ্গ-পঞ্চক। স্বর্ণবঙ্গ।০ চারি আনা, শিলাজতু ।০ চারি আনা, লৌহ দুই আনা, অভ্র এক আনা ও মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দূর এক আনা; একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ রতি।

মেহকুঞ্জরকেশরী। বিংশতিপ্রকার মেহ ও বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় বা মেহ হইতে ক্ষয়, দুর্ব্বলতা, মধুজাতীয় শর্করা নির্গমন, অগ্নিমান্দ্য, পিড়কা, প্রস্রাবে ও মূত্রাশয়ে জ্বালা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, সরুধারে বা দুইধারে প্রস্রাব, প্রস্রাবের আবিলতা বা বিভিন্ন বর্ণতা, এবং অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হইলে, তাহা প্রশমন করিতে ইহা অদ্বিতীয়। পরন্তু ইহা অগ্নি, বল, কান্তি, রসরক্তাদি ধাতু এবং ওজ পরিবর্দ্ধক। অনুপান—

পিত্তাধিক শরীরে আমলকী ভিজান জল ও মধু। শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে মধু, বায়ুপ্রধান শরীরে ঘৃত ও মধু।

মেহকুঞ্জরকেশরী। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, সোণা, হীরা ও মুক্তা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শতমূলীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক মূষামধ্যে স্থাপন করিবে, অনন্তর কর্দ্দম ও বস্ত্রখণ্ডদ্বারা মূষা লিপ্ত করিয়া ঘুটিয়ার অগ্নিতে পুটপাক করিবে। বটী—২ রতি।

সর্ব্বেশ্বররস। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় শর্করা নির্গমন, হরিদ্রা বা অন্যান্য বর্ণের প্রস্রাব, প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা, কিম্বা হস্তিমেহ, শীতমেহ, ইক্ষুমেহ ও ক্ষৌদ্রমেহ উপস্থিত হইলে বা ঐ সকল মেহ মধুমেহে পরিণত হইলে এবং তজ্জন্য মধু-জাতীয় শর্করা বহির্গত, মূত্রকৃচ্ছ্রতা; মূত্রাঘাত, অশ্মরী, মেহজনিত দুর্ব্বলতা, ধাতু বা ওজক্ষয় এবং কৃশতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকারক। অনুপান—আমলকীচূর্ণ ও মধু।

সর্ব্বেশ্বর রস। সোণা, রূপা, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ; সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক কেশুর্ত্তা, ভীমরাজ ও সিদ্ধির রসে বা ক্বাথে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহের শুক্র-ক্ষরণ, মূত্রাধিক্য, মূত্রের আবিলতা ও অন্যান্য বর্ণাভা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রাশয়ে দাহ, শর্করা নির্গমন, প্রমেহজনিত পাণ্ডুতা, ধাতুগত জ্বর, প্রস্রাবে রক্তনির্গত, গ্রহণী, আমদোষ, মন্দাগ্নি, অরুচি, ক্ষীণতা, ওজক্ষয় বা তেজক্ষয় প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। মধুমেহ হইতে ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা দ্বারা ক্ষয়িত ধাতুর পূরণ এবং কৃশ ও দুর্ব্বল শরীর পুষ্ট ও বলবান হয়। সোমরোগে ও মূত্রাতীসারে ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। অনুপান—গব্যদুগ্ধ ও মধু, বহুমূত্রে যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ও মধু, মেহরোগে গ্রহণী বা তরলদাস্ত থাকিলে মুথার রস বা জীরা-চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকমেহের নানাবিধ লক্ষণ উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ মেহ হইতে মধুমেহ ও ক্ষয়, জীর্ণজ্বর এবং কাস প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও পুষ্টিকারক এবং রসরক্তাদি ধাতু-বর্দ্ধক। অনুপান—গুলঞ্চের রস ও মধু।

অপূর্ব্ব মালিনীবসন্ত। প্রস্তুতবিধি ২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রকান্তিরস। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহরোগে শুক্রক্ষরণ, মূত্রাধিক্য, প্রস্রাবে জ্বালা, রক্তনির্গমন, কাস, জ্বর, পিপাসা, গাত্রদাহ, মূত্রাশয়ে জ্বালা, অগ্নিমান্দ্য এবং রসরক্তাদিধাতু ও ওজক্ষয় প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ক্ষীণ রোগী সবল ও হৃষ্টপুষ্ট হয়। মধুমেহে মধুজাতীয় শর্করা নির্গমন রোধ করিয়া শরীর নীরোগ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। মেহ হইতে ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হইয়া থাকে। মধুমেহ হইতে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিলে ইহা অতীব উপকারী। অনুপান—আমলকীর রস।

চন্দ্রকান্তি রস। প্রস্তুতবিধি ২৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বসন্তকুসুমাকর রস। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহে প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা, শুক্রক্ষরণ, শর্করা নির্গমন, ইক্ষুরসের ন্যায় মধু নির্গত হওয়া, প্রস্রাবের নীচে চূণের ন্যায় পদার্থ সঞ্চিত হওয়া, মূত্রের আবিলতা, পিচ্ছিলতা, মধুরতা, শ্বেতাভা, হরিদ্রাভা, জ্বরভাব, দাহ, তৃষ্ণা, মলভেদ,বিশেষতঃ মধুমেহে ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইলে ও তজ্জনিত বিদ্রধি, কাস, রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, কৃশতা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, রক্তসংযুক্ত মূত্রত্যাগ কিম্বা অনবরত বহুলপরিমাণে বা দুর্দ্দমনীয় বেগে মূত্র নির্গত হওয়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিষাক্ত মেহরোগের বিষ নষ্ট করিতে ইহা অদ্বিতীয়। মধুজাতীয় শর্করার বহির্গমন রোধ করিয়া রসরক্তাদিধাতু ও শরীর পোষণ করিতে ইহার শক্তি অসীম। আয়ুর্ব্বেদ অনন্ত ঔষধ রত্নের ভাণ্ডার, কিন্তু ইহার ন্যায় অদ্ভুত শক্তিশালী ঔষধ আয়ুর্ব্বেদেও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা সেবনে জরা, বলী, পলিত

পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। অনুপান—ঘৃত, চিনি ও মধু বা যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ও মধু, গরম ধাতুতে ত্রিফলার জল।

বসন্তকুসুমাকর রস। প্রস্তুতবিধি ২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহ-মুদ্গর-বটিকা। মেহরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় প্রস্রাবের সহিত শুক্র-নির্গমন, ঘোলাটে বা লালবর্ণের প্রস্রাব অথবা প্রস্রাবের নিম্নে চূণের ন্যায় পদার্থ সঞ্চয় ও প্রস্রাবে জ্বালাযন্ত্রণা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, বিশেষতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মেহরোগে অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত,পিড়কা কিম্বা মধুমেহরোগে রক্তহীনতা, পাণ্ডুতা, অরুচি বা বিদ্রধি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। বৈকালে সেব্য। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

মেহমুদ্গার বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৪৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা। মেহরোগে ঘোলাটে বা হরিদ্রাবর্ণের মূত্রনির্গত হওয়া, প্রস্রাবের নীচের চূণের ন্যায় পদার্থ সঞ্চয় এবং প্রস্রাবে জ্বালাযন্ত্রণা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মেহ বা মধুমেহরোগে রোগীর কাস, অরুচি, জীর্ণজ্বর, পাণ্ডুতা, দাহ, পিপাসা বা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি থাকিলেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহা বঙ্গেশ্বর। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহের যে কোন অবস্থায়, বিশেষতঃ মেহ বা সোমরোগ হইতে মধুমেহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, কিম্বা ধাতুক্ষয় বশতঃ ক্ষীণকায় ব্যক্তির সহসা মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে রসরক্তাদি ধাতুর ও শরীরের পোষণার্থ প্রয়োগ করিবে। প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা, নানাবর্ণাভা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, শুক্র-নির্গমন, মূত্রাঘাত বা অশ্মরী ও শর্করা নির্গমন প্রভৃতি উপসর্গ ইহা সেবনে অচিরে প্রশমিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ ঐ সকল অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বৃহৎ বঙ্গেশ্বর বা বৃহৎ সোমনাথ রস যে যে

অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, এই ঔষধও সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গব্যদুগ্ধ ও মধু।

মহা বঙ্গেশ্বর। প্রস্তুতবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সোমনাথরস। মেহরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় বস্তি-গত বায়ুর প্রকোপবশতঃ মূত্রকৃচ্ছ্রতা, পিত্তের প্রকোশ বশতঃ মূত্রাশয়ে বা জননেন্দ্রিয়ে দাহ এবং পিপাসা, মূত্রের আধিক্য, সোমরোগ বা বহুমূত্র, মূত্রের নানাবর্ণাভা, আবিলতা, সরুধারে বা দুইধারে মূত্র নির্গত হওয়া অথবা মধুমেহ জনিত ক্ষয়, মধুজাতীয় শর্করা-নির্গমন, কাস, অরুচি, অলসতা, অবসাদ, পাণ্ডুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও মহোপকারী। অনুপান—বায়ু-পিত্ত-প্রধান শরীরে ত্রিফলার জল ও মধু। শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে আমলকীচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ সোমনাথ রস। প্রস্তুতবিধি ৪৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রমেহমিহির তৈল। বাতিক ও পৈত্তিক মেহরোগের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় এবং শ্লৈষ্মিকমেহরোগের তৃতীয় অবস্থায় বা মেহ মধুমেহে পরিণত হইলে, মেহদোষ নিবারণের জন্য এই তৈল উদরে বা সর্ব্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করিবে। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ মেহরোগের উপসর্গ অর্থাৎ হাত-পা-জ্বালা, গাত্র-দাহ, প্রবল পিপাসা, মুখশোষ, তালু-শোষ, বস্তি-প্রদাহ, জননেন্দ্রিয়-প্রদাহ, বস্তিগত বায়ুর প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্র-নির্গমনে জ্বালা-যন্ত্রণা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, বমি, ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, অক্ষুধা এবং মধুমেহরোগে ধাতুক্ষয় বশতঃ রসরক্তাদি বৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টি-বিধানার্থ এই তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করা যায়। বস্তিগত বায়ু ও পিত্তের প্রকোপের আধিক্যে উদরে এবং শরীর পোষণার্থ ও গাত্র-দাহ বা মেহরোগ বিনাশের জন্য সর্ব্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করিবে।

প্রমেহমিহির তৈল। তিলতৈল /৪ সের। কল্ক দ্রব্য—শুলফা, দেবদারু, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বা-মূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রেণুক, কটকী, যষ্টিমধু, রাস্না, দারুচিনি,

এলাচি, বামনহাটী, চৈ, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জ-বীজ, অগুরু, তেজপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মৌরী, বচ, জীরা, বেণার মূল, জায়ফল, বাসক-ছাল ও তগরপাদুকা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। কাথদ্রব্য—লাক্ষা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; শতমূলীর রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

দাড়িমাদ্য ঘৃত। মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রের বিবদ্ধতা, দাহ, পিপাসা, মুখ-শোষ, তালু-শোষ ও রক্তহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বর বা উদরাময়সত্বে সেবন নিষেধ। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

দাড়িমাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কদ্রব্য—দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চৈ, জীরা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, গোক্ষুর, যমানী, ধনে, পিপুল-মূল, লোধ ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ দাড়িমাদ্য ঘৃত। মেহ রোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় বিশেষতঃ মধুমেহরোগে কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পিড়কা বা যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে শর্করা-নির্গমন ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি নানারোগের শান্তি হয় এবং মেহজনিত ক্ষয় রোগ বিনষ্ট ও রসাদি ধাতুর পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। জ্বর কিম্বা অজীর্ণ বা উদরাময় সত্বে সেবন নিষেধ।

বৃহৎ দাড়িমাদ্য ঘৃত। গব্য ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—দাড়িমবীজ, চৈ, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কিস্‌মিস্, পিণ্ড খেজুর, তালের মাথী, নীলোৎপল, গজপিপুল, বনযমানী মহা নিম, কাকোলী, শুঠ, বচ, দেবদারু, চৈ, কুড়, গাম্ভারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশশা, মূর্ব্বা, বংশলোচন, কাকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কুলথকলায়, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী (ব্যাকুড়), কণ্টকারী, ডানকুনী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বাসকছাল ও ছাতিমছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। কাথদ্রব্য—দাড়িমবীজ /৮ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা।

বস্তিযোগ। মেহরোগে অত্যধিক জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে কিম্বা জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইলে, এই যোগদ্বারা জননেন্দ্রিয়ে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। ইহা মেহ বিশেষতঃ বিষাক্ত-মেহরোগের জ্বালা-যন্ত্রণা ও ক্ষত প্রশমিত এবং জীবাণু নষ্ট করিতে অদ্বিতীয়। এইরূপ আশু-প্রতীকারক ঔষধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা এই ধন্বন্তরি সদৃশ ঔষধ ঐ সকল অবস্থায় প্রায়শঃ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মেহ বা গণোরিয়ার কিঞ্চিৎ পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য, কিন্তু কোষ-বৃদ্ধি থাকিলে প্রয়োগ করিবে না।

বস্তিযোগ। শোধিত তুতে ভস্ম দধির মাত সহ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। এরূপ পরিমাণে তুতে ভস্ম মিশ্রিত করিবে, যেন দধির মাত দেখিতে ঈষৎ সবুজ বা তুতিয়ার বর্ণযুক্ত হয়, পরে পরিষ্কার সূক্ষ্ম কাপড় দিয়া ছাকিয়া লইবে এবং তদ্দ্বারা পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। সকালে ও বৈকালে একবার প্রয়োজ্য। যাবৎ জ্বালা যন্ত্রণা বা ক্ষত প্রশমিত না হয়, তাবৎ প্রয়োজ্য। তুতিয়ার পরিমাণ বেশী হইলে জ্বালা করিতে পারে। এইরূপ ত্রিফলার জলে বা জীবিত শামুক অথবা গুগ্‌লীর জলে তুতিয়া মিশাইয়া পিচ্‌কারী প্রয়োগ করা যায়। জীবিত শামুক পাথরে রাখিয়া দিলে, তাহা হইতে যে জল বাহির হয়, তাহাই লইবে।

মেহরোগে—বহুমূত্র-চিকিৎসা।

কালপূর্ণচন্দ্ররস। মেহরোগে মূত্রাধিক্য প্রকাশ পাইলে কিংবা মধুমেহরোগে মূত্রের পরিমাণ হ্রাসের জন্য এই ঔষধ রাত্রিতে প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগে অতি শীঘ্র মূত্রের পরিমাণ হ্রাস পায়। এই ঔষধ একবার প্রয়োগ করিবে এবং সকালে মধ্যাহ্নে ও বৈকালে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ প্রয়োগে মূলরোগ ও প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস পাইলে, ঔষধের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া আনিবে ও কিছুকাল পরে বন্ধ করিবে। কারণ আফিং মিশ্রিত ঔষধ চিরাভ্যস্ত করা কর্ত্তব্য নহে। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু বা মোচার ফুলের কাথ।

কালপূর্ণচন্দ্ররস। লৌহ, বঙ্গ, অভ্র ও রসসিন্দুর প্রত্যেকে ১ তোলা এবং আফিং ।০ আনা, আফিং জলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে।

হেমনাথরস। মেহরোগে মূত্রাধিক্য প্রকাশ পাইলে কিম্বা মধুমেহ-রোগে মূত্রের পরিমাণ হ্রাসের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগে মূত্রের পরিমাণ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুস্রাব বা সূতার ন্যায় শুক্রস্রাব, শর্করা-বহির্গমন, প্রস্রাবের দুর্দ্দমনীয় বেগ, হাত পা জ্বালা, জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ, ঘোলাটে প্রস্রাব, প্রস্রাবের সঙ্গে খড়ীগোলার ন্যায় ধাতুস্রাব প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ইহা বল, পুষ্টি ও শুক্রবর্দ্ধক। অনুপান—মোচার রস বা যজ্ঞডুমুরের রস।

হেমনাথরস। পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ১ তোলা এবং লৌহ, কর্পূর, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা। আফিঙ্গের ক্বাথ, মোচার ক্বাথ ও যজ্ঞডুমুরের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

প্রমেহরোগে—তৃষ্ণা ও বমন-চিকিৎসা।

চন্দনাদি ক্বাথ। মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অত্যধিক দাহ উপস্থিত হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে মেহজনিত দাহ, মলভেদ, জ্বর ও পাণ্ডুতা নষ্ট হয়।

চন্দনাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৪৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

খর্জ্জুরাদ্য চূর্ণ। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অত্যধিক দাহ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

খর্জ্জুরাদ্য চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুশাদ্য তৈল। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ উদরে মালিসের ব্যবস্থা করিবে।

কুশাদ্য তৈল। প্রস্তুতবিধি ৪৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহরোগে—দাহ-চিকিৎসা।

কাশ্মর্য্যাদি পানীয়। মেহ, মধুমেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী-

রোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে এবং তৎসঙ্গে ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, দাহ, কাস ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, জলের পরিবর্ত্তে এই পানীয় অল্প অল্প মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে মধুমেহ রোগে দ্রাক্ষাজাতীয় শর্করা-নির্গমন রোধ হয়। মেহ হইতে ক্ষয়কাসের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কাশ্মর্য্যাদি পানীয়। প্রস্তুতবিধি ৪৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃণপঞ্চমূল পানীয়। মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী বা মধুমেহ-রোগে অত্যধিক পিপাসা প্রকাশ পাইলে, জলের পরিবর্ত্তে এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে।

তৃণপঞ্চমূল পানীয়। প্রস্তুতবিধি ৪৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লাজোদক। মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য ও বমন উপস্থিত হইলে, এই পানীয় অল্প অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে।

লাজোদক। প্রস্তুতবিধি ৪৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহরোগে—উদরাময় ও গ্রহণী-চিকিৎসা।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস। মেহ বা মধুমেহরোগে রোগীর দাহ, হাত পা জ্বালা, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, কটিশূল ও তৎসঙ্গে আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত এবং শরীর নিতান্ত কৃশ, দুর্ব্বল ও বায়ুপিত্তপ্রধান হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস। প্রস্তুত-বিধি ৩৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজ নৃপতিবল্লভ। মধুমেহরোগে প্রবল উদরাময় বা গ্রহণীর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অথবা পুনঃপুনঃ পাতলা বা আমমিশ্রিত দাস্ত উদরে-বেদনা, কাস, শ্বাস, পার্শ্ব ও মস্তকে বেদনা, কাসে অত্যধিক রক্ত বা শ্লেষ্ম-নির্গমন, অরুচি ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু।

মহারাজ নৃপতিবল্লভ। প্রস্তুতবিধি ২৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহরোগে—শ্বাস ও ক্ষয়-চিকিৎসা।

বৃহৎ বসন্ততিলক। মধুমেহরোগে ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এবং তৎসঙ্গে অল্প জ্বর, কাস, শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা শারীরিক বল ও পুষ্টি বিধানার্থ এবং রসরক্তাদি ক্ষয়িত ধাতুর পূরণার্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনুপান—পিপুল-চূর্ণ ও মধু বা ছাগীদুগ্ধ।

বৃহৎ বসন্ততিলক। প্রস্তুতবিধি ২৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র। মেহরোগে ক্ষয়ের বা শ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, পিপাসা, দাহ এবং অরুচি প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। রসরক্তাদি ক্ষয়িত ধাতুর পুষ্টি বিধানার্থ ইহা অতি উপকারী। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র। প্রস্তুতবিধি ২৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহরোগে—উদাবর্ত্ত-চিকিৎসা।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। মেহরোগে উদাবর্ত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তজ্জন্য মলরোধ, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, হৃৎশূল ও বস্তিশূল প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই বর্ত্তি রোগীর গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বটপত্রী প্রলেপ। মেহরোগে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ ও বস্তিদেশ স্ফীত হইলে, এই প্রলেপ বস্তিদেশে প্রয়োগ করিবে।

বটপত্রী প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিম্বিকাদ্য প্রলেপ। মেহরোগে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ ও বস্তিদেশ স্ফীত হইলে, এই ঔষধ বস্তিদেশে লাগাইবে।

বিম্বিকাদ্য প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস। মেহরোগে রোগীর উদরাধ্মান বা আমাশয়, পক্কাশয় ও বস্তিদেশ স্ফীত এবং তজ্জন্য মলমূত্ররোধ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন

করিতে দিবে। ইহা মেহনাশক এবং তজ্জনিত মলমূত্ররোধক ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা নাশক। বিবিধ বায়ুপিত্তজন্য বিকার ইহার দ্বারা বিনষ্ট হয়। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রমেহরোগে—ধাতুদৌর্ব্বল্য-চিকিৎসা।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত। মেহরোগে রসরক্তাদি ধাতুক্ষয় বশতঃ ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইলে, তাহার বল ও পুষ্টিবিধানার্থ এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ইহা যেমন কৃশতা ও দুর্ব্বলতা নাশক, তেমনি মেহ ও তজ্জনিত বাতনাশক। মধুমেহের অবস্থায়ও অত্যন্ত উপকারী, কিন্তু উদরাময়, শোথ বা অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, প্রয়োগ নিষেধ। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত। ২৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত। মেহরোগে রসরক্তাদি ধাতুক্ষয় বশতঃ ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ইহা যেমন পুষ্টি ও বলকারক, তেমনি মেহ, মধুমেহ ও তজ্জনিত নানাবিধ বাতনাশক; কিন্তু উদরাময়, জ্বর বা শোথ থাকিলে প্রয়োগ করিবে না। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

অমৃতপ্রাশঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রমেহ-পিড়কা—চিকিৎসা-বিধি।

যেমন সশর্কর মেহ বা বহুমূত্ররোগ, শর্করাশূন্য মেহ বা বহুমূত্ররোগে কিম্বা শর্করাশূন্যমেহ বা বহুমূত্ররোগ সশর্করমেহ বা বহুমূত্রে পরিণত হইতে পারে, তেমনি উভয়রোগ হইতেই পিড়কার উৎপত্তি হইতে পারে, সুতরাং মেহরোগের প্রথম অবস্থায়ই পিড়কা উৎপন্ন হইতে না পারে, তজ্জন্য একটি ফলপ্রদ ঔষধ পৃথক্ প্রয়োগ করা উচিত। এই কারণেই ন্যগ্রোধাদি-চূর্ণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা যেমন মেহ ও বহুমূত্র বিনাশক, তেমনি পিড়কার প্রতিষেধক। প্রমেহ পিড়কা দশ প্রকার, তন্মধ্যে নয় প্রকার

অসাধ্য না হইলেও কষ্টসাধ্য বা কষ্টে আরোগ্য হয়, কিন্তু বিদ্রধি নামক পিড়কা অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বক্ষ্যমাণ বিদ্রধি নামক রোগে তাহার লক্ষণ ও চিকিৎসা পৃথক্ বর্ণিত হইবে। পিড়কা বহির্গত হইলে, সোমরাজীলেপ, বা উড়ুম্বর লেপ তদুপরি প্রয়োগ করিবে ও শারিবাদি কাথ সকালে এবং ন্যগ্রোধাদিচূর্ণ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। এই সকল ঔষধেই সাধারণতঃ পিড়কা বিনষ্ট হয়, কিন্তু উহাদ্বারা স্থায়ী ফললাভ না হইলে, বৃহৎ শ্যামাঘৃত বা পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্গুলু ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই দুইটি ঘৃত যেমন প্রমেহাদি রোগনাশক, তেমনি পিড়কানাশক, রক্তদুষ্টি-নাশক, কোষ্ঠশোধক ও স্থায়ী ফললাভের উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রমেহরোগে যেসকল ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সকল ঔষধেরও পিড়কা ও রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নাশ করিবার শক্তি অসাধারণ।

কার্ব্বঙ্কল ও বয়েল।

ডাক্তারেরা বলেন,—ডায়াবিটিস্ হইতে দুই প্রকার স্ফোটকের উৎপত্তি হয়। ১। কার্ব্বঙ্কল। ২। বয়েল।

কার্ব্বঙ্কলের লক্ষণ। কার্ব্বঙ্কল ব্রণ-শোথের ন্যায় উৎপন্ন হয়, অনন্তর ক্রমশঃ উহার নিম্নস্থ ত্বকে প্রদাহ বিস্তৃত হয় এবং সেই পীড়িতস্থান কঠিন, বেদনাযুক্ত ও সটান হয়। পরে ত্বক্ ক্রমশঃ স্ফীত এবং উচ্চ ও ধূম্রবর্ণ হইয়া উঠে। ব্রণ গলিত হইলে, উহা হইতে অত্যল্প পূয নির্গত হয় ও কতকগুলি ছিদ্র দেখা যায় এবং ঐ ছিদ্রের মধ্যেও ব্রণের উপরে পচ্‌লা সঞ্চিত থাকে। কোন কোন কার্ব্বঙ্কল কতকস্থানে বিস্তৃত হইয়া স্থগিত থাকে, আবার কোন কোনটি ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় এবং তাহার মাংসাদি কোমল অংশসকল বিগলিত হইতে থাকে। এই অবস্থা হইতে নালীঘাও হইতে পারে। ইহা শরীরের মাংসলস্থানে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর পৃষ্ঠে, গ্রীবায় ও নিতম্বে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পৃষ্ঠদেশে হইলে বাঙ্গলায় তাহাকে পৃষ্ঠব্রণ এবং গ্রীবায় হইলে ঘাড়মাগুড়া কহে। মুখমণ্ডলে হইলে, অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া পড়ে।

বয়েল। ইহা এক প্রকার স্ফোটক, দেখিতে ধূম্রবর্ণ ও প্রশস্ত, কিন্তু

কখনও কখনও রথের চূড়ার ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র দৃষ্ট হয়। ইহাতে বেদনার আধিক্য থাকে এবং অল্প অল্প করিয়া পূয উৎপন্ন হয়। উহা উৎপন্ন হইলে শীঘ্র আরোগ্য হয় না; পরন্তু উহা শুষ্ক হইতে না হইতে আবার কয়েকটি নূতন উদ্গত হইয়া থাকে। এই স্ফোটকের আরম্ভে উহার উপরে একটি লোম দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা উৎপাটন করিলে অনেক সময়ে বেশ উপকার হয়। ইহা সচরাচর স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া যায়। রক্তপ্রধান শরীরে বা যুবকদিগের শরীরে ইহার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকাল প্রায়শঃ ইহার উৎপত্তির সময়। কখনও কখনও ইহা সংক্রামক হইয়া উঠে। ইহাকে কেহ কেহ ম্যাঙ্গোবয়েল অর্থাৎ আমফোড়া নামে অভিহিত করেন।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত দশবিধ পিড়কার মধ্যে কোন্ কোন্‌টির সহিত কার্ব্বঙ্কল ও বয়েল নামক স্ফোটকের সাদৃশ্য আছে, তাহার নির্দ্দেশ করা দুরূহ। বল্মীক-নামক স্ফোটকের সহিত কার্ব্বঙ্কলের অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। বল্মীক বিসর্পের ন্যায় চলিয়া বেড়ায় আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ কথিত হইয়াছে, কিন্তু কার্ব্বঙ্কল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলেও অন্যত্র গমন করে না। বিসর্পের গতি দুই প্রকার। ১। কোন একটি স্থানে স্ফোটক হইলে, তাহা ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়া। ২। কোন একটি স্থানে স্ফোটক হইলে, অবিলম্বে তৎলক্ষণ ও আকৃতিবিশিষ্ট স্ফোটকের অন্যান্যস্থানে উৎপত্তি। কার্ব্বঙ্কল প্রথম প্রকারের গতিবিশিষ্ট। বল্মীক যদি কার্ব্বঙ্কলের ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে, উভয় একই ব্যাধি।

পিড়কারোগে—ঔষধ।

সোমরাজীলেপ। মেহরোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই লেপ রোগীর রোগ স্থানে লাগাইবে।

সোমরাজী লেপ। সোমরাজী বীজ গোমূত্রসহ বাটিয়া লাগাইবে।

শারিবাদি ক্বাথ। মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই ক্বাথ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে পান করিতে দিবে।

শারিবাদি কাথ। শ্যামালতা, অনন্তমূল, কিস্‌মিস্, তেউড়ী, সোণামুখী, কট্‌কী, হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মুদ্গপর্ণ্যাদি ক্বাথ। মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মুদ্গপর্ণ্যাদি ক্বাথ। মুগাণী, মাষাণী, তেউড়ী মূল, সোন্দাল, শটী, বিস্তারকবীজ, নীলবৃক্ষের মূল, এলাইচ, হরীতকী, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও লবঙ্গ; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ শ্যামাঘৃত। মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা যেমন পিড়কা বিনষ্ট হয়, তেমনই নানাবিধ মেহ, মধুমেহ, বাতরক্ত, শুক্রক্ষয়, প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হওয়া, হৃদ্রোগ এবং রসরক্তাদি ধাতুক্ষয় প্রভৃতি উপসর্গও প্রশমিত হইয়া থাকে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বৃহৎ শ্যামাঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কদ্রব্য—শ্যামালতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বেড়েলা, পদ্মকাষ্ঠ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ; কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, কিস্মিস্, গান্ধাইল, শুঁঠ ও কট্‌কী; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। ক্বাথ্যদ্রব্য—শ্যামালতা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ সের ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে দুই তোলা।

মেহরোগে এতদ্ভিন্ন আরও উপসর্গ উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা বিরল, সরচরাচর দৃষ্ট হয় না। মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রায়শঃ উপস্থিত হয়, যে সকল ঔষধ বর্ণিত হইল, তাহাতেই মূত্রকৃচ্ছ্রতা বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যদি পৃথক্ চিকিৎসার আবশ্যকতা হয়, তবে বক্ষ্যমাণ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের ন্যায়, চিকিৎসা করিবে। মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে, মূর্চ্ছারোগ চিকিৎসার ন্যায় ঔষধ ব্যবস্থা এবং রোগীর চৈতন্য সম্পাদন করিবে। মেহরোগে যে সকল উপসর্গের চিকিৎসা পৃথক্ বর্ণিত হইবে, সেই সকল উপসর্গ প্রায়শঃ সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া থাকে।

মেহ, মধুমেহ ও পিড়কারোগে—পথ্যাপথ্য।

পথ্য। পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলায়, মুগ, অড়হর ও ছোলার ডাইল, তিলের বড়া, চড়ুই, পায়রা, শশক, তিতির, লাব, ময়ূর, এণ, বর্ত্তক

প্রভৃতির মাংসযুষ, শজিনা, পটোল, করলা, উচ্ছে, কাঁকুড়, ডুমুর, কাচকলা, মোচা প্রভৃতির তরকারী, খৈ, পুরাতন মগু, যবমণ্ড, ঘোল, তাল, বৃহতীফল, কয়েৎ বেল, কেশুর, পানিফল, খেজুর, জাম, বেদানা, দাড়িম, আঙ্গুর, পেস্তা, পককদলী ও গাব প্রভৃতি ফল মেহ, মধুমেহ ও পিড়কারোগে সুপথ্য। এতদ্ভিন্ন হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শতমূলী, আমলকী প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া চিনির রসের পরিবর্ত্তে মধুর রসে ভিজাইয়া মোরব্বা করিয়া খাওয়া যায়। তিক্ত কষায়রসবিশিষ্ট সমস্ত দ্রব্য, অত্যধিক ভ্রমণ ও ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম এই রোগে সুপথ্য।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে শারীরিক পরিশ্রম অধিক উপযোগী। কেবল বসিয়া থাকা বা অলসভাবে কালযাপন অনেকস্থলে এই রোগের উৎপত্তির কারণ, সুতরাং রোগের নিদান পরিবর্জ্জন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এ দেশের কত চিন্তাশীল সুসন্তান যে শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে মধুমেহ রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই রোগে দুগ্ধ উপকারী নহে, তবে মাখনতোলা দুগ্ধ বা ঘোল ব্যবস্থা করা যায়। পাঠা ও মুরগী প্রভৃতির মাংসের যুষ এ রোগে অত্যধিক উপকারী। মাংস ভোজন করিলে, শর্করার পরিমাণ শীঘ্র কমিয়া যায়। মধু এই রোগে একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ্য, কিন্তু পুরাতন হইলেই ভাল হয়, তদভাবে নূতনও সেবন করা যায়। ডাক্তারেরা মধুমেহ রোগে মধুর-দ্রব্য বা শ্বেতসারবিশিষ্ট দ্রব্য মাত্রেই এমন কি ভাত, আটা, ময়দা, সুজি পর্য্যন্ত কুপথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আয়ুর্ব্বেদের মত ঠিক তদ্রূপ নহে। আয়ুর্ব্বেদ-মতে মধু বা পুষ্পজাতীয় শর্করা সর্ব্বদা অপকারী নহে। এই রোগের পথ্যাপথ্য ও সোমরোগের পথ্যাপথ্য একই। বিস্তারিত পথ্যাপথ্য সোমরোগে দ্রষ্টব্য।

অপথ্য। নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দুধ, দধি, মৈথুন, তৈল বা তৈল দ্বারা সন্তলিত দ্রব্য, ঘৃত, গুড়, চিনি, ইক্ষু, বিরুদ্ধ ভোজন, রোহিত ও মাগুর-ব্যতীত অন্যান্য মৎস্য, দূষিত জল এবং মধু, পাকাকলা, মধুর ও অম্লরস বিশিষ্ট ফল ব্যতীত অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য বিশেষতঃ গুড় ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য এবং লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য ও অভিষ্যন্দি বা পিত্ত-বর্দ্ধক দ্রব্য এই রোগে

কুপথ্য। সর্ব্বদা বসিয়া থাকা, পরিশ্রম না করা ও দিবা-নিদ্রা এই রোগে বর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহরোগ—চিকিৎসা।

গনোরিয়া এবং মেহরোগের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য।

গনোরিয়া আধুনিক ব্যাধি। চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় এ রোগের উল্লেখ নাই। সিফিলিসের ন্যায়, ইহাও সবিষ ও সংক্রামক, পরন্তু পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের রোগ নহে, ইয়ুরোপে উৎপন্ন ও তদ্দেশাগত ব্যাধি। আয়ুর্ব্বেদে বিংশতিপ্রকার মেহরোগের উল্লেখ আছে এবং তাহার নিদান ও চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু গনোরিয়ার উল্লেখ নাই। চরক সুশ্রুতাদি মুনিগণের প্রাদুর্ভাবকালে, ভারতবর্ষে এই রোগের অস্তিত্ব থাকিলে, সম্ভবতঃ তাঁহারা গনোরিয়ার লক্ষণের উল্লেখ করিয়া একবিংশতি প্রকার মেহরোগের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেন। কেহ কেহ এই রোগকে পিত্তজ মেহরোগ নামে অভিহিত করেন, কিন্তু গনোরিয়া পিত্তজ মেহ নহে। কেবল পিত্তজ মেহরোগের সহিত গনোরিয়ার উপসর্গের অর্থাৎ দাহ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে মাত্র।

মিহধাতু,—ক্ষরণে এই অর্থে মূত্রনালীর ক্ষরণধর্ম্মযুক্ত ব্যাধিমাত্রই মেহ-রোগ-মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং গনোরিয়াও মূত্রনালীর ক্ষরণধর্ম্মযুক্তব্যাধি, এই জন্য উহাকে মেহ-মধ্যে নিবেশ করা যায়, কিন্তু তথাপি গনোরিয়া যে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ব্যাধি, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। অতিরিক্ত শুক্রাদিক্ষয় প্রভৃতি নানা কারণে মেহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই রোগের উৎপত্তির কারণ কুসংসর্গ। মেহ নির্ব্বিষ, কিন্তু ইহা সবিষ ও সংক্রামক। তদ্ব্যতীত গনোরিয়া ও মেহ এই উভয় রোগের নিদান ও লক্ষণাদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মেহ অপেক্ষা সিফিলিসের সহিত বরং ইহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান, এমন কি—উভয় প্রায় একই জাতীয় ব্যাধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ গণোরিয়াও সবিষ ও সংক্রামক এবং সিফিলিসও সবিষ ও সংক্রামক। সিফিলিসও দূষিত সহবাসের ফলে

উৎপন্ন হয়, গনোরিয়াও দুষিত সংসর্গের ফলে উৎপন্ন হয়, সিফিলিসেও জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হয়, গনোরিয়ায়ও জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হয়, সিফিলিসেও রক্তদুষ্টি হয়, গনোরিয়ায়ও রক্তদুষ্টি হয়, সিফিলিসেও বাত হয়, গনোরিয়ায়ও বাত হয়, সিফিলিসেও জ্বর, শিরোরোগ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও বাগী হয়, এই রোগেও হইতে পারে। সিফিলিসের বিষ যেরূপ উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে পরিণামে ধাতুগত হয়, গনোরিয়া উপেক্ষিত হইলেও তাহার বিষ ধাতু-পরিব্যাপ্ত হয়। সিফিলিসও পুরুষ হইতে স্ত্রীতে এবং স্ত্রী হইতে পুরুষে সংক্রামিত হয়, ইহাও স্ত্রী হইতে পুরুষে ও পুরুষ হইতে স্ত্রী-শরীরে এবং পিতা মাতা দ্বারা সন্তানে সংক্রামিত হয়. বরং গনোরিয়ার সংক্রামকতা সিফিলিস্ অপেক্ষাও অধিক। সিফিলিসের বীজ পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের ত্বক্ বিদীর্ণ হইলে, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গনোরিয়ার বীজ সংক্রমণ-কালে ত্বক্ বিদীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করে না, গনোরিয়া রোগগ্রস্তা স্ত্রী সহবাস-কালে পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের মূত্র-নালীর সহিত রোগ-বীজের সংস্পর্শমাত্রই রোগ উৎপন্ন হয়। তবে গনোরিয়া ও সিফিলিসের মধ্যে পার্থক্য এই—গনোরিয়া রোগে শিশ্নের অভ্যন্তরে মূত্রনালীতে ক্ষত হয়, গর্‌মিতে শিশ্নের মুখে বা আবরক চর্ম্মের নীচে ঘা হয়, গর্‌মিতে যেরূপ রক্তদুষ্টিজনিত নানাপ্রকার পিড়কা, চর্ম্মরোগ বা কুষ্ঠ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, ইহাতে তাহা হয় না। গরমীতে যে স্থানে বাগী হয়, ইহাতে সেই স্থানে বাগী হয় না, বঙ্ক্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুচ্‌কীতেই এই বাগী উৎপন্ন হয়। গরমির বাগী সহজে পাকে না ও তাহাতে সহজে পূযোৎপত্তি হয় না, কিন্তু এই বাগী সহজেই পাকে ও পূয-পরিপূর্ণ হয়। সর্ব্বপ্রকার বাগীই বঙ্ক্ষণ-গ্রন্থি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তবে বিভিন্নতা এই—সিফিলিসের বাগী বঙ্ক্ষণ-সন্ধির কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে জন্মে, অন্য বাগী কিঞ্চিৎ নিম্নে জন্মে।

মেহরোগ যে কারণে উৎপন্ন হয়, গনোরিয়ার উৎপত্তির কারণ, তাহা-হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাঠকগণ মেহরোগের নিদানের সহিত গনোরিয়ার নিদানের মিল করিয়া দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। আবার অতিশয় উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য (যেমন লঙ্কা সর্ষপাদি) ভক্ষণ, অতিরিক্ত মাদক-দ্রব্য-সেবন কিম্বা রৌদ্র বা অগ্নি-সেবন প্রভৃতি কারণে পিত্তজ মেহ-রোগের উৎপত্তি হয়, এবং তাহাতে পৈত্তিক মেহরোগের উপসর্গ অর্থাৎ মূত্রাশয়ে, শিশ্নে

এবং কোষদ্বয়ে বিদারণবৎ বেদনা, জ্বর, মূত্রনালীর দাহ, পিপাসা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু উহা ঠিক গনোরিয়া নহে। ঐ রোগে গনোরিয়ার ন্যায় সপূয ধাতু নির্গত হয় না। যাঁহারা গনোরিয়াকে পিত্তজ মেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা যদি পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের বিরচিত গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, আয়ুর্ব্বেদ-মতে যাহাকে পিত্তজ মেহ কহে এবং যে কারণে তাহা উৎপন্ন হয়, অবিকল সেই সকল কারণে উৎপন্ন ও তুল্য লক্ষণযুক্ত ব্যাধির উল্লেখ করিয়া তাঁহারা লিখিয়াছেন,—ঐ সকল কারণে সাধারণতঃ মূত্রনালীর যে সহজ প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহা গনোরিয়া বা সংক্রামক রোগ নহে। এক্ষণে বক্তব্য এই—যাঁহারা দেশের আশা ভরসা ও শিক্ষার স্থল, তাঁহারাই যদি এইরূপভাবে রোগ নির্দ্ধারণ করেন এবং বিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান না করিয়া গনোরিয়াকে পিত্তজমেহ বলিয়া নির্দ্দেশ ও শিক্ষার্থীদিগকে তথাবিধ উপদেশ প্রদান করেন, তদপেক্ষা আর ক্ষোভের বিষয় কি হইতে পারে? আয়ুর্ব্বেদে-মেহরোগের সাধারণ লক্ষণে উক্ত হইয়াছে,—"সকল মেহরোগেই আবিলবর্ণ মূত্র নির্গত হয়। দোষ ও দূষ্যের তুল্যতা সত্ত্বেও, তাহাদিগের (দোষ ও দূষ্যের) সংযোগের আধিক্য বা অল্পতা অনুসারে মূত্রের বর্ণাদির বিভিন্নতা বশতঃ মেহরোগেরও প্রকারভেদ কল্পিত হইয়া থাকে।" গনোরিয়ায় আবিলবর্ণ মূত্র নির্গত হয় এবং গনোরিয়াও মূত্রনালীর ক্ষরণধর্ম্মশীল ব্যাধি, সুতরাং তাহাকে বরং মেহরোগ-মধ্যেই সন্নিবেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু পিত্তজমেহ বলা যায় না, কারণ পিত্তজমেহরোগে সপূয বা হরিদ্রাবর্ণ ধাতু নির্গত হয় বা মূত্রনালীতে ক্ষত হয়, শাস্ত্রে কুত্রাপি একথার উল্লেখ নাই, কেবলমাত্র ২।৪ টি উপসর্গের সহিত তুল্যতা দৃষ্ট হয় মাত্র। ইদানীং সিফিলিস ও গনোরিয়া বিরল রোগ নহে। ঐ রোগসম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন;—কু-সঙ্গমই উভয় রোগের মুখ্য বা প্রধান কারণ। প্রথমতঃ কুসঙ্গম হইতেই রোগের উৎপত্তি হয়, পশ্চাৎ সংক্রামকতা বশতঃ একদেহ হইতে দেহান্তরে বিষবীজ প্রবেশ করে, পরন্তু এইরূপে গৌণ বা অপ্রধান কারণেও ঐ উভয় রোগই উৎপন্ন হইতে পারে। মেহ-রোগও সংক্রামক কিন্তু বিষাক্ত নহে। মেহরোগের সংক্রামকতাদ্বারা

সন্তানসন্ততিমাত্র আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু সহবাসের ফলে স্ত্রীর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু গনোরিয়া দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই সমভাবে আক্রান্ত হইয়া থাকে, এমন কি ঐ অবস্থায় জাতসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই হরিদ্রাবর্ণ সপূজ ধাতু নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। এতাবৎকাল চিকিৎসা-দ্বারা যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাই এস্থলে যথাযথ লিপিবদ্ধ হইল, এক্ষণে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের বহুগবেণার ফলস্বরূপ গনোরিয়ার নিদান ও লক্ষণাদি যে সকল তত্ব এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

গনোরিয়ারনিদান ও লক্ষণ। ইহা জননেন্দ্রিয়ের সংক্রামক রোগ। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই রোগ য়ুরোপে প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। সিফিলিস্ অপেক্ষা এই রোগ অধিক সংক্রামক। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, গনোরিয়ার বীজে গণোকোকাই নামক একপ্রকার জীবাণু থাকে, তাহার প্রভাবেই এইরোগ উৎপন্ন ও অন্যদেহে সংক্রামিত হয়। ঐ জীবাণু নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত গনোরিয়া শরীরে অবস্থান করে। গনোরিয়ার তৃতীয় বা চতুর্থ অবস্থায় বাহ্য লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলেও ঐ জীবাণু গুপ্তভাবে শরীরে অবস্থিতি করে। ব্যাধিগ্রস্ত জননেন্দ্রিয়ের সহিত সুস্থ জননেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ মাত্রই রোগবীজ সুস্থ জননেন্দ্রিয়ে সংক্রামিত হয়, সিফিলিসের ন্যায় ত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া তন্মধ্যে রোগ-বীজ প্রবেশের অপেক্ষা করে না। পুরুষের মূত্রনালী, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়, মলদ্বার ও অক্ষিঝিল্লীসমূহ গনোরিয়ার বিষ সংস্পর্শ মাত্রই সংক্রামিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন ঐ বিষে অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীও সংক্রামিত হইতে পারে। এই বিষ একবার শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, চিকিৎসাদ্বারা তাহার বাহ্য লক্ষণগুলি অদৃশ্য হয়, কিন্তু রোগ-বীজ একবারে বিনষ্ট না হইলে, প্রচ্ছন্নভাবে শরীরে অবস্থান করে এবং অতিশয় রতি-ক্রিয়া, মাদক-দ্রব্য-সেবন ও উষ্ণদ্রব্য (লঙ্কা-সর্ষপাদি) ভক্ষণাদি পিত্তবর্দ্ধক অথচ উত্তেজক কারণের প্রভাবে রোগ বর্দ্ধিত হইয়া বাহ্যলক্ষণ প্রকাশ করে। সিফিলিসের ন্যায় ইহারও তরুণাবস্থায় যথারীতি চিকিৎসা দ্বারা রোগের বীজ নষ্ট না করিলে, অবিলম্বে ধাতুগত রোগে পরিণত হয়, পরন্তু ঐ অবস্থায় রোগের মূলোচ্ছেদ করা কষ্টকর হইয়া উঠে। তখন রোগীর নিয়ত নানাপ্রকার যন্ত্রণা, অসাস্থ্যতা, বিষণ্ণতা,

উদ্যমরাহিত্য এবং আলস্য প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। ইহা স্ত্রী হইতে পুরুষে, পুরুষ হইতে স্ত্রীতে ও স্ত্রী-পুরুষের দ্বারা সন্তানসন্ততিতে সংক্রামিত হয়। স্ত্রীলোকের হইলে, তাহারা লজ্জাবশতঃ প্রকাশ করে না, তাহার ফলে আজীবন জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ অনুভব করে। ঐ অবস্থায় গর্ভ হইলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে রোগের লক্ষণ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। স্ত্রীলোকের মূত্রনালী পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, একারণে রমণীগণ ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে, তাহাদের মূত্রনালীর প্রবল প্রদাহ, সঙ্কোচ এবং প্রষ্টেট গ্রন্থি না থাকায়, তাহার প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে না। তবে অন্যান্য লক্ষণ অর্থাৎ মলদ্বারে ও কুচ্‌কীতে বেদনা, জ্বরভাব ও কুচ্‌কীতে প্রদাহ বা তাহার ফলে বাগীর উৎপত্তি ও মূত্রনালীর অল্প প্রদাহ হইতে পারে। গনোরিয়া যথারীতি চিকিৎসার অভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা অতিক্রম করিলে প্রায়ই প্রচ্ছন্নভাবে শরীরে অবস্থান করে, অনন্তর কোন প্রকার অনিয়ম বা উত্তেজক কারণের সহায়তা পাইলেই বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ করে। এই অবস্থায় প্রস্রাবের অল্প জ্বালা, অল্প পূয বা হরিদ্রাবর্ণ ধাতু নির্গত হয় ও কঠিন বাতব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রথম বা প্রচ্ছন্ন অবস্থা। রোগের বীজ-সংক্রমণের পর একদিন একরাত্রি বা দুইদিন দুইরাত্রির মধ্যে সাধারণতঃ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, আবার কখনও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। চারি দিন হইতে সাত দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের লক্ষণ যাবৎ প্রকাশিত না হয়, তাবৎ ঐ অবস্থাকে প্রচ্ছন্ন বা গুপ্তাবস্থা বলা যায়।

দ্বিতীয় বা প্রদাহিক অবস্থা। রোগ প্রকাশ পাইলে, মূত্র-নালীর মুখ সুড়্ সুড়্ করে, সর্ব্বদা চুলকাইতে ইচ্ছা এবং ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হয়, কিন্তু যথোচিত পরিমাণে বা যথারীতি প্রস্রাব হয় না, সরু-ধারে অতিশয় কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণার সহিত অল্প মূত্র ও শ্লেষ্মা বা দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ নির্গত হয়। মূত্রনালীর ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ স্ফীত ও রক্তবর্ণ হয়, পরন্তু মূত্রনালী টিপিলে দুগ্ধবৎ তরল অল্প স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। অনন্তর রোগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তখন অত্যধিক জ্বালা-যন্ত্রণার সহিত প্রচুর পরিমাণে সপূয ধাতু নির্গত হয়। মূত্রাশয়ে, অণ্ডকোষে ও কোমরে বেদনা এবং ভার-

বোধ হইয়া থাকে। এই অবস্থার ব্যাপ্তিকাল সাধারণতঃ ১০।১৫ দিন; তবে কোন কোন স্থলে রোগের প্রাবল্য বা রোগীর প্রকৃতিভেদে ঐ অবস্থা ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায়।

তৃতীয় বা অনতিপ্রবল প্রদাহিক অবস্থা। অতঃপর রোগের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। প্রবল প্রদাহ,মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি উপসর্গগুলি হ্রাস পায়। প্রস্রাবের সময় অল্প জ্বালা অনুভূত হয় ও হরিদ্রাবর্ণের ধাতু নির্গত হইয়া থাকে।

পুরাতন অবস্থা। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, উহা ধাতুগত পীড়ায় পরিণত হয়, তখন রোগের মূলোচ্ছেদ করা কঠিন হয়। সময় সময় দুগ্ধ বা শ্লেষ্মার ন্যায় ধাতু নির্গত হয়। বেশী জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না।

গনোরিয়ারোগে নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে সচরাচর যে সকল উপসর্গ দৃষ্ট হয়, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইল। লিঙ্গনালের প্রদাহবশতঃ লিঙ্গনাল শোথযুক্ত, রক্তবর্ণ ও জ্বালাবিশিষ্ট হয়। লিঙ্গহর্ষ, অণ্ডকোষ প্রদাহ ও অত্যধিক শোথবশতঃ কোষের বিবৃদ্ধি ও আরক্তিমভাব, মূত্রনালীর সঙ্কোচবশতঃ মূত্রাঘাত, মূত্রাশয়ের প্রদাহ, লিঙ্গের চর্ম্মদ্বারা লিঙ্গনালের মুদ্রিতাবস্থা (মুদো), পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শোণিত বিষীকরণ, গণোরিয়ার পূয়ময় পদার্থ রসগ্রন্থিদ্বারা শোষিত হইলে, বঙ্ক্ষণ-গ্রন্থির প্রদাহ ও তাহা হইতে বাগীর উৎপত্তি ইত্যাদি উপসর্গ সচরাচর দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বিরল, সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মূত্রনালীর ক্ষত ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া উর্দ্ধদিকে গমনপূর্ব্বক বস্তি বা মূত্রাশয়ে ক্ষত উৎপন্ন ও তাহা হইতে অত্যধিক পূয়রক্তাদি স্রাব, মূত্রের অবরোধবশতঃ স্ফোটকের উৎপত্তি ও তাহা বিদীর্ণ হইলে, তাহা হইতে রক্তপূযাদি সংযুক্ত মূত্রস্রাব, পুংজননেন্দ্রিয় অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের সহিত অত্যধিক কঠিন ও ধনুর ন্যায় বক্র হওয়া এবং ঐ অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ের শিরা ছিন্ন হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ বিরল।

গনোরিয়া বা বিষাক্ত মেহরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

অনেকে কোন প্রকারে গণোরিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হইলেই রোগ আরোগ্য হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু

প্রথমাবস্থায় সুচিকিৎসা না করিলে, কিছুদিন পরে, তুলার আশের ন্যায়, সূতার ন্যায় কিম্বা পেঁপের আঠার ন্যায় ধাতু নির্গত হইতে থাকে, পরন্তু রোগীর দুর্ব্বলতা, বাত, শিরোরোগ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও শুক্রতারল্য প্রভৃতি কঠিন রোগ দেখা দেয়।

প্রথম অবস্থা। বিষাক্ত মেহরোগের প্রথম অবস্থায় বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ঐ অবস্থায় কোন উগ্র বা স্রাববন্ধকারক ঔষধ সহসা প্রয়োগ করা উচিত নহে, করিলে হঠাৎ স্রাব বন্ধ হইয়া রোগীর রোগযন্ত্রণা দ্বিগুণিত হইতে পারে। মূত্রনালীর মুখ সুড়্ সুড়্ করা, কণ্ডুয়ন (চুলকাইতে ইচ্ছা), মূত্রনালী হইতে দুগ্ধের ন্যায় ফোটা ফোটা শুক্র-নিঃসরণ, প্রস্রাবে সামান্য জ্বালা, মূত্রনলীর ওষ্ঠদ্বারের স্ফীততা ও আরক্তিমভাব এবং মূত্রনালী টিপিলে দুগ্ধবৎ পদার্থ ক্ষরণ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইবামাত্র মধুকাদিক্কাথে হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সকালে, চন্দনাদিচূর্ণ হরিদ্রার রসসহ মধ্যাহ্নে এবং প্রমেহচিন্তামণি হিমসাগরের পাতার রসসহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র এই নিয়মে চিকিৎসা করিয়া শত শত রোগীকে নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে। উক্ত ঔষধ তিনটি যেমন সহজলভ্য, তেমনি অত্যধিক উপকারী। প্রমেহ-চিন্তামণি যেমন পিত্ত-জনিত উপজর্গনাশক, তেমনি স্বর্ণলৌহাদি ঘটিত বলিয়া বিষ নষ্ট এবং শোণিত ও মূত্রাশয় সংশোধন করে, মূত্রের আবিলতা ও পিচ্ছিলতা নষ্ট করে। এই রোগে তুঁতে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, উহা জীবাণুনাশক। গনোরিয়ায় যে জীবাণু থাকে, বিজ্ঞান-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেও তাহা সহজে উপলব্ধি হয়। কারণ তুঁতে প্রয়োগে গণোকোকাই নামক গনোরিয়ার জীবাণু অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়। পরন্তু প্রথম অবস্থায় উহা প্রয়োগ করিলে ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা বা ক্ষত হইলেও তাহা বর্দ্ধিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। সংবাদ পত্রাদির পাঠকেরা অবশ্যই অবগত আছেন যে, নানাপ্রকার জীবাণু নষ্ট করিতে তুঁতিয়ার কেমন অদ্ভুত ক্ষমতা। সেই হিসাবে তুঁতেচূর্ণের সংযোগ আমাদের কল্পিত, বলা বাহুল্য পরীক্ষাদ্বারা উহার অদ্ভুত শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা বলেন, গনোরিয়ার ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে নাই, তাঁহাদের বাক্য নিতান্তই অসার, প্রলাপমাত্র। পৃথিবীর যাবতীয় ঔষধভাণ্ডারের মধ্যে

কেবলমাত্র আয়ুর্ব্বেদই প্রত্যক্ষফলপ্রদ উৎকৃষ্ট ঔষধরত্নের শ্রেষ্ঠতম ভাণ্ডার, ঔষধবিজ্ঞানে অভিজ্ঞমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। তবে যে সকল রোগ আধুনিক, তাহার লক্ষণদৃষ্টে কোনও কোনও ঔষধের কিঞ্চিৎ সংযোগ বিয়োগ করিতে হয় মাত্র। নচেৎ শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির আকৃতি, প্রকৃতি ও ক্রিয়া-বিষয়ে আধুনিক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের যেরূপ প্রত্যক্ষ বা দার্শনিক জ্ঞানের অভাব, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি যদ্যপি হীনগুণ বা অল্পগুণ বিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার নাম-পর্য্যন্ত এতদিনে বিলুপ্ত হইত, সন্দেহ নাই। কাহারও কাহারও প্রথম অবস্থায়ই সামান্য জ্বালাযন্ত্রণা ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায় ঐ তিন পদ ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে, তবে রাত্রিতে একমাত্রা কুশাবলেহ ত্রিফলার জলসহ প্রয়োগ করিলে আরও উপকার হয়। প্রমেহ ও বিষাক্ত মেহরোগে লিঙ্গ-নালের জ্বালাযন্ত্রণা, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশের জন্য তৃণপঞ্চমূল-ক্বাথ মহোপকারী, তবে কুশাবলেহ প্রয়োগ করিলে, উহা প্রয়োগ না করিলেও চলে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায় সম্যক্‌প্রকারে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ অবস্থায় তাচ্ছিল্য বা অজ্ঞানতাবশতঃ কিম্বা সুচিকিৎসা বা প্রকৃত ঔষধপ্রয়োগের অভাবে অথবা রোগের প্রাবল্যে রোগীর প্রকৃতি-ভেদে বা যথোচিত নিয়ম পালন ও সুপথ্যের অভাবে রোগের তৃতীয় অবস্থার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তখন অবিলম্বে প্রমেহ-চিন্তামণি, মধুকাদিক্বাথ, চন্দনাদিচূর্ণ ও কুশাবলেহ প্রয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয় অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ে কণ্ডুয়ন (চুলকাইতে ইচ্ছা) ও সন্তাপ বোধ, মূত্রনালীর মুখের স্ফীততা ও রক্তবর্ণতা, স্রাব ও প্রস্রাবকালীন জ্বালাযন্ত্রণা, মূত্রগ্রন্থিতে বেদনা ও ভারবোধ, কোমরে, অণ্ডকোষে ও মূত্রাশয়ে বেদনা, সর্ব্বদা মূত্র-ত্যাগের ইচ্ছাসত্ত্বেও যথোচিত প্রস্রাব না হওয়া এবং সপূয ধাতু নির্গত হওয়া প্রভৃতি উপসর্গগুলির প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, এই সময়ে রোগী প্রায়শঃ স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ অথবা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের পরামর্শ মত অতিরিক্ত শৈত্য-ক্রিয়া করিয়া জ্বর, বঙ্ক্ষণগ্রন্থির বেদনা, বাগী ও বাত প্রভৃতি রোগদ্বারা আক্রান্ত হয়। কালের অপ্রতিহত প্রভাব। তাই অনেকস্থলে রোগী

হিতোপদেশ বা সুপরামর্শ গ্রাহ্য করে না, সুচিকিৎসকের উপর নির্ভর করিতে চায় না, যেস্থলে রোগ আরোগ্য হইতে দুই মাসের আবশ্যক, সেস্থলে দুই মাসের কথা না বলিয়া দুই দিনে আরোগ্যের আশ্বাসপ্রদান না করিলে, রোগী তুষ্ট হয় না,—ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, সুতরাং প্রায় অধিকাংশস্থলেই রোগী ও চিকিৎসক উভয়েরই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। চিকিৎসকদিগের পক্ষে ইহাপেক্ষা অত্যধিক দুঃখের কারণ আর কিছুই নাই। যেহেতু অনেক স্থলে ঔষধের ফলাফল উপলব্ধি করারও অবসর পাওয়া যায় না। তৎপূর্ব্বেই রোগী হয়ত অন্য অজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তগত হইয়া পড়ে। ইহাতে রোগীর পক্ষে যেমন রোগ-আরোগ্যে বিলম্ব ঘটে অথবা কুচিকিৎসায় রোগ বর্দ্ধিত বা কঠিন হইয়া পড়ে, চিকিৎসকের পক্ষেও তেমনি রোগীর অসৎ ব্যবহারের ফলে রোগ-আরোগ্যসম্বন্ধে প্রবল উদ্যম ও বলবতী ইচ্ছার প্রভাব বিনষ্ট হয়। এস্থলে এবিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কোন রোগী এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সতর্ক হইতে পারেন, এইরূপ অভিপ্রায়ে লিপিবদ্ধ হইল, বিশেষতঃ চিকিৎসাকার্য্যে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রায় সকল চিকিৎসকই একই প্রকার অবস্থাপন্ন, এইরূপ বিবেচনার ফলে তাঁহাদের দুঃখের কিঞ্চিৎ প্রতীকার হইতে পারে। অতিরিক্ত শৈত্যক্রিয়াদ্বারা যে যে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। (শৈত্যক্রিয়া শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা তৃতীয়খণ্ডে সিফিলিস্ বা ফিরঙ্গরোগে দ্রষ্টব্য।) এই অবস্থায় শৈত্যক্রিয়া করিয়া কেহ বিপন্ন না হয়েন, এইজন্য এত কথা বলিতে হইল। জ্বালাযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শৈত্যক্রিয়া না করিয়া বরং চিন্তামণি, বৃহৎ চিন্তামণি, চিন্তামণি-চতুর্ম্মুখ ও পঞ্চতিক্তঘৃত-গুগ্‌গুলু প্রভৃতি বায়ুপিত্তনাশক স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট ঔষধ সেবন প্রশস্ত। এই অবস্থায় প্রমেহ-চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধে জ্বালাযন্ত্রণার নিবৃত্তি না হইলে, তৎসঙ্গে এক বেলা কুশাবলেহ, ত্রিফলার জল বা কুলথকলায়ের ক্বাথসহ সেবন করিতে দিবে। জ্বালাযন্ত্রণা অত্যধিক এবং পুংজননেন্দ্রিয় স্ফীত ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে, শীতলজলে বা তৃণপঞ্চমূল বা মধুকাদিকাথে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গনাল আবৃত করিয়া রাখিলে আশু যন্ত্রণার লাঘব হয়। এই অবস্থা তৃণপঞ্চমূলকাথ পান করাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। জননেন্দ্রিয়ে

আবরক চর্ম্মদ্বারা লিঙ্গ-নাল আচ্ছাদিত হইলে, ঈষদুষ্ণজলের দ্বারা ঐ আবরক চর্ম্মের নিম্নে পিচ্‌কারী দিবে, এই প্রকার দিবসে ৩। ৪ বার পিচ্‌কীদ্বারা ধৌত করিলে বেশ উপকার হয়। লিঙ্গ নাল অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের সহিত ধনুর ন্যায় বক্র হওয়ার আশঙ্কা ঐ সকল ঔষধেই প্রায়শঃ তিরোহিত হয়, কিন্তু তথাপি ঐ রোগ উপস্থিত হইবে, এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, অবিলম্বে মাষবলাদিতৈলে বা শিরাগত বাতরোগের অপর কোনও একটি তৈলে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিবে। উপরোক্ত ঔষধ প্রয়োগেই মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ, পূয, রক্ত বা সপূয ধাতুস্রাব, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, ফোটা ফোটা বা সরু ধারায় মূত্র-নির্গমন প্রভৃতি উপসর্গগুলি দূরীভূত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ডাক্তারী ঔষধ হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। যে কয়েকটি ঔষধ এইরোগে ব্যবস্থা করা গেল, তাহা বহু পরীক্ষিত, সুতরাং দেড় বা দুই মাস সেবন করিলে, গনোরিয়া সমূলে বিনষ্ট হইবে, পুনরাক্রমণের আশঙ্কা আর থাকিবে না।

কোষপ্রদাহ। ইহাতে ক্রমশঃ অণ্ডকোষ ফুলিতে থাকে ও ৪। ৫ দিনে স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা ৩। ৪ গুণ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত এবং রক্তবর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট হয়। এই অবস্থায় কেহ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং তাহা হইতে মুখ্যতঃ দুইটি কুফলের উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ, ঐ অবস্থায় পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলে, পিচ্‌কারী-প্রক্ষিপ্ত তরল পদার্থের বেগপ্রভাবে মূত্রনালীস্থিত জীবাণু দ্রুতগতিতে মূত্রাশয়ে (বস্তিদেশে) বিক্ষিপ্ত ও তাহার ফলে সমগ্র ধাতুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিষম অনিষ্ট সংঘটন করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ কোষ অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং রোগের দ্বিতীয় বা প্রদাহিক অবস্থায় বিশেষতঃ কোষবৃদ্ধি থাকিলে পিচ্‌কারী প্রয়োগ কদাপি সঙ্গত নহে, তৃতীয় বা পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য। পিচ্‌কারী প্রয়োগের ফলে গণোকোকাই জীবাণু বিনষ্ট ও তজ্জনিত ক্ষত শুষ্ক এবং জ্বালা যন্ত্রণার আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল অবস্থায় মধুকাদিকাথ ও চন্দনাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিলেই পিচ্‌কারী প্রয়োগের উদ্দেশ্যসিদ্ধ হয়, তবে কোষবৃদ্ধি না থাকিলে সত্বর আরোগ্যের জন্য পিচ্‌কারী প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যে যে কারণে দ্বিতীয় অবস্থা তৃতীয় অবস্থায় পরিণত হয়, সেই সেই কারণেই তৃতীয় হইতে পুরাতন অবস্থার পরিণতি ঘটিয়া থাকে। তৃতীয় অবস্থায় দ্বিতীয় অবস্থার প্রবল প্রকোপ অর্থাৎ জ্বালাযন্ত্রণা ও অন্যান্য উপসর্গ প্রশমিত হয়। এই সময়ে প্রস্রাবকালে সামান্য জ্বালাযন্ত্রণা অনুভূত ও হরিদ্রাবর্ণের ধাতু নির্গত হইয়া থাকে। কোন কোনস্থলে ঔষধাদি যথারীতি প্রয়োগের অভাবে, এই অবস্থায়ও অধিক জ্বালাযন্ত্রণা হইয়া থাকে, সুতরাং পিচ্‌কারী প্রয়োগদ্বারা আশাতীত ফললাভ করা যায়। এই পিচ্‌কারীর ঔষধ অতি সাধারণ উপকরণে প্রস্তুত অথচ অসাধারণ ফলপ্রদ, কলিকাতার অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাবৎ ক্ষত বিদ্যমান থাকে বা পূয নির্গত হয়, তাবৎ পিচ্‌কারী প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, এবং যে পর্য্যন্ত হরিদ্রাবর্ণের ধাতুনির্গমন বন্ধ না হয়, সেই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অবস্থার ঔষধ প্রযোজ্য, তবে প্রয়োজন হইলে ফিরঙ্গ-রোগোক্ত কোনও একটি মশল্লার জল বা পঞ্চতিক্ত ঘৃতগুগ্‌গুলু সেবন ও সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনার্থ প্রমেহমিহির-তৈল ব্যবস্থা করা যায়।

গনোরিয়া পুরাতন হইলে, প্রথমতঃ দুগ্ধ বা শ্লেষ্মার ন্যায় শুক্রস্রাব হয়, কিন্তু রোগ অতি পুরাতন হইলে, শুক্রমেহ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ সময় সময় মূত্র বা পেপের আঠার ন্যায় শুক্রস্রাব হইয়া থাকে। এই অবস্থায় শুক্রমেহরোগে ব্যবস্থিত নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। তবে গনোরিয়ার বীজ নষ্ট বা রক্তের দোষ সংশোধনের জন্য কিম্বা স্বাস্থ্য ও বল-লাভের নিমিত্ত মশল্লার জল বা পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে অন্য কোন ঔষধেরই প্রয়োজন হয় না। যাবৎ মেহরোগীর মূত্র আবিলতা ও পিচ্ছিলতা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল ও কটুরসভাবাপন্ন না হয়, তাবৎ ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য, কারণ বীজদোষ কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট থাকিলে, তাহাই শরীরে অবস্থানপূর্ব্বক পরিণামে মধুমেহে পরিণত হইয়া অসাধ্য হইতে পারে, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। সিফিলিস ও গণোরিয়ায় যে জীবাণু অবস্থিতি করে, তাহার প্রভাবে শুক্রধাতুস্থিত জীবাণু বিনষ্ট বা নিস্তেজ হয়, সুতরাং সেই শুক্রদ্বারা গর্ভ হয় না বা হইলেও প্রায়শঃ স্রাব হইয়া থাকে।

গণোরিয়া বা সংক্রামক বিষাক্তমেহরোগে—ঔষধ।

মধুকাদি ক্বাথ। বিষাক্তমেহরোগের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পুরাতন অবস্থায় যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ পান করিতে দিবে। ডাক্তারীমতে গনোরিয়ায় চন্দনের তৈল ব্যবহৃত হয়, মধুকাদি ক্বাথও চন্দন-সংযুক্ত, সুতরাং স্যাণ্ডেল অয়েলের কার্য্য উহা দ্বারাই সংসাধিত হইতে পারে। যাবৎ জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় বা মেহরোগীর মূত্র আবিলতা ও পিচ্ছিলতা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল ও কটুরসবিশিষ্ট না হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা উচিত। সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ আরোগ্যের উহাই প্রধান লক্ষণ।

মধুকাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি। ১১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃণপঞ্চমূলক্বাথ। বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় লিঙ্গনালে অত্যন্ত প্রদাহ এবং রোগীর মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। এই ক্বাথ-জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া লিঙ্গনাল আবৃত করিয়া রাখিলে লিঙ্গনালের দাহ শীঘ্র প্রশমিত হয়। প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে ইহা মহোপকারী।

তৃণপঞ্চমূলক্বাথ। কুশমূল, কাশমূল, নলের মূল, উলুখড়মূল ও খাগড়ামূল প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাকিয়া পান করিতে দিবে।

প্রমেহ চিন্তামণি। ইহা সর্ব্বপ্রকার মেহরোগে বিশেষতঃ পৈত্তিক মেহরোগের জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি প্রশমিত করিতে অসাধারণ শক্তিশালী। বহুমূত্র, সোমরোগ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাতরোগেও মহোপকারী, পরন্তু বল ও পুষ্টিকারক। বিষাক্ত মেহরোগের যে কোন অবস্থায় যাবতীয় লক্ষণ বিশেষতঃ লিঙ্গ-নালে জ্বালা-যন্ত্রণা ও বস্তি প্রদাহ প্রভৃতি প্রকাশিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হিমসাগর বা পাথর-কুচির পাতার রস ও মধু, জ্বরভাব থাকিলে আতপ তণ্ডুলের জল বা গুলঞ্চের রস ও মধু।

প্রমেহ চিন্তামণি। রসসিন্দুর, অভ্র, বঙ্গ, স্বর্ণ, লৌহ, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণমাক্ষিক ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ; ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন ও ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী ২ রত্তি।

কুশাবলেহ। বিষাক্ত মেহরোগের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পুরাতন যে কোন অবস্থায় মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ বিশেষতঃ মূত্রত্যাগে জ্বালা-যন্ত্রণা, মূত্রের অল্পতা, সরুধারায় মূত্রনির্গমন ও মূত্রের আবিলতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে রাত্রে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ত্রিফলার জল।

কুশাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ৯২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু। বিষাক্ত মেহরোগের যে কোন অবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, বিশেষতঃ জ্বালা, যন্ত্রণা, রক্তস্রাব, সপূয বা পূযশূন্য ধাতুনির্গমন প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে গণোরিয়াদ্বারা শোণিত বিষীকরণের সম্ভাবনা থাকে না ও ক্ষত শুষ্ক হয়। জ্বরভাব সত্ত্বে সেবন করাইলে, জ্বর বিনষ্ট এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৭০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রমেহমিহির তৈল। বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় বস্তিদেশে (মূত্রাশয়ে) অত্যধিক প্রদাহ উপস্থিত হইলে এবং জ্বরভাব না থাকিলে, মূত্রাশয়ে প্রদাহ নিবারণার্থ রোগীর তলপেটে এবং পুরাতন অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করিবে।

প্রমেহমিহির তৈল। প্রস্তুতবিধি ৯২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মাষবলাদি তৈল। বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় সহসা অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের সহিত লিঙ্গনাল কঠিন ও বক্র হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর যন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে, এই তৈলে বা অভ্যন্তরায়াম ও বহিরায়াম অর্থাৎ শিরাগত বাতরোগের যে কোন তৈলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গনাল আবৃত করিয়া রাখিবে। এই অবস্থা অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ ও মারাত্মক, অর্থাৎ ঐ লক্ষণের আধিক্যে লিঙ্গনালের শিরা ছিন্ন হইয়া বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা, সুতরাং ঐ লক্ষণ লক্ষিত হইবামাত্র, তৈলসিক্ত ন্যাকড়া প্রয়োগ করিবে।

মাষবলাদি তৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উত্তরবস্তি যোগ। বিষাক্ত মেহরোগের তৃতীয় বা পুরাতন অবস্থায় কোষবৃদ্ধি না থাকিলে, এই ঔষধের সহিত তুতিয়াভস্ম মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গে বস্তি প্রয়োগ করিবে। যে পরিমাণে তুতিয়াভস্ম জলে মিশ্রিত করিলে, জল ঈষৎ সবুজবর্ণ হয়, সেই পরিমাণ মিশ্রিত করিবে। গণোরিয়ার বীজ বিনাশ করিয়া ক্ষত ও তজ্জনিত পূয রক্তাদির স্রাব সদ্যঃ প্রশমন করিতে ইহার অসীম ক্ষমতা। বেশী মিশ্রিত করা সঙ্গত নহে। অধিক পূয ও রক্তস্রাব থাকিলে এবং কোষবৃদ্ধি না থাকিলে, দ্বিতীয় অবস্থায়ও প্রয়োগ করা যায় ও তৎক্ষণাৎ প্রাণান্তকর যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। ঔষধ এরূপভাবে পিচ্‌কারীতে পূর্ণ করিবে, যেন পিচ্‌কারীর মধ্যস্থল মোটেই খালি না থাকে, খালি থাকিলে, তন্মধ্যস্থ বায়ু লিঙ্গ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষম অনিষ্ট সংঘটন করিতে পারে। পিচ্‌কারী পূর্ণ করিয়া হ্যাণ্ডেল ধরিয়া ঠেলিলে যখন ২।৪ ফোটা বহির্গত হইবে, তখন পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে।

উত্তরবস্তিযোগ। প্রস্তুতবিধি ৯২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দনাদি চূর্ণ। বিষাক্ত মেহরোগে লিঙ্গে অত্যধিক জ্বালা যন্ত্রণা ও ক্ষত থাকিলে এবং তজ্জন্য মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও লিঙ্গহর্ষ প্রভৃতি যে কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায় ও আশানুরূপ উপকার হয়। বিশেষতঃ জীবাণু নষ্ট করিতে ইহা মধুকাদি কাথের ন্যায় শক্তিশালী। ইহা প্রয়োগ করিলে, আর মধুকাদি কাথ প্রয়োগ না করিলেও চলে। অনুপান—ত্রিফলার জল।

চন্দনাদি চূর্ণ। রক্তচন্দন, শিমুলফুল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মুথা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, আমলকী; সোণামুখী, বংশলোচন, বামনহাটী, দেবদারু, হরীতকী ও শোধিত তুতিয়া ভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ ও সর্ব্বসমান লৌহভস্ম একত্র করিবে। মাত্রা এক আনা বা দুই আনা।

সোমরোগ-চিকিৎসা।

অধিক মৈথুন, শোক, অত্যন্ত পরিশ্রম, আভিচারিকদোষ অথবা বিষপ্রয়োগ, কিম্বা মেহ, বিষাক্তমেহ ও শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি কারণে স্ত্রী ও পুরুষের সর্ব্বশরীরস্থ

জলীয় পদার্থ আলোড়িত ও স্বস্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয় এবং মূত্রমার্গদ্বারা অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়, ঐ মূত্র পরিষ্কার, নির্ম্মল, শীতল, শুভ্র ও গন্ধবিহীন। মূত্র-নির্গমনকালে কোন প্রকার যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, কিন্তু অত্যধিক মূত্র-স্রাবহেতু অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, গমনাগমনে অক্ষমতা, মস্তকদৌর্ব্বল্য বা ঘূর্ণন এবং মুখ ও তালুর শুষ্কতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। সোমগুণবিশিষ্ট শরীরস্থ জলীয় ধাতুর ক্ষয়বশতঃ ইহাকে সোমরোগ কহে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় শর্করা নির্গত হয় না, কিন্তু রোগ পুরাতন বা বর্দ্ধিত হইলে, সশর্কর বহুমূত্রে পরিণত হইতে পারে, তখন দেহের কৃশতা, হস্তপদে দাহ, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, কণ্ঠ ও তালুর শুষ্কতা, দেহের পাণ্ডুতা, বিনা-শ্রমে শ্রম বোধ এবং মূত্রে শর্করানির্গমন, মূত্রের পীতাভা ও মূত্রে মক্ষিকাদির উপবেশন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়, কিন্তু ঐ রোগের নিতান্ত বর্দ্ধিত বা পুরাতন অবস্থায়ও মধুজাতীয় শর্করা নির্গত হইতে দেখা যায় না।

মূত্রাতীসারের লক্ষণ। সোমরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, অত্যধিক মূত্র নির্গত হয়, এই অবস্থার নাম মূত্রাতীসার। ইহা বহুমূত্রের চরম অবস্থা।

ডাক্তারী মতে ডায়াবিটিস ইন্‌সিপিডাসের নিদান ও লক্ষণ। অধিক মানসিক চিন্তা ও মস্তিষ্কে আঘাত লাগা প্রভৃতি কারণে মূত্রগ্রন্থির অত্যধিক বিকৃতি বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। ডায়াবিটিস্ মেলিটাসেও যেমন অত্যন্ত পিপাসা হয়, এই রোগেও তদ্রূপ অত্যধিক পিপাসা হয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত রোগে জলপান করিলে, কিঞ্চিৎকাল পিপাসার নিবৃত্তি হয়, আর এই রোগে জলপান করিবার পরই রোগী পিপাসায় অভিভূত হয়, পরন্তু ঐ জল অবিকৃত অবস্থায়ই মূত্রমার্গদ্বারা নিঃসৃত হইয়া যায়। রোগের শেষাবস্থা ব্যতীত কণ্ঠ, তালু ও মুখ-শোষ এবং ক্ষুধামান্দ্য, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, চর্ম্মের রুক্ষতা উপস্থিত হয় না। মূত্র-যন্ত্র বৃহদাকার হয়। সশর্কর বহুমূত্র, শর্করাশূন্য বহুমূত্রে ও শর্করাশূন্য বহুমূত্র সশর্কর বহুমূত্রে পরিণত হইতে দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় যে পরিমাণ মূত্র নির্গত হয়, সোমরোগে বা মূত্রাতীসারে তদপেক্ষা চারিগুণ পর্য্যন্ত প্রস্রাব হইতে পারে। সশর্কর বহুমূত্রে ২৪ ঘণ্টায় দুই ছটাক (১০ তোলা) হইতে অর্দ্ধ সের পর্য্যন্ত শর্করা নির্গত হইতে দেখা যায়। গাত্রোত্তাপ সাধারণতঃ ৯৬ হইতে ৯৮·৬ পর্য্যন্ত।

সোমরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

ইংরাজীতে যাহাকে ডায়াবিটিস্ ইন্‌সিপিডাস কহে, আয়ুর্ব্বেদে তাহাই সোমরোগ নামে অভিহিত।

সোমরোগ বহুমূত্রেরই নামান্তর। ইহা শর্করা-বিহীন বহুমূত্র। প্রথমাবস্থায় ইহাতে শর্করা লক্ষিত না হইলেও, শেষ অবস্থায় যখন ইহা মূত্রাতীসারে পরিণত হয়, তখন মধুমেহের লক্ষণ প্রকাশ পায় ও পিড়কা উৎপন্ন, প্রবল পিপাসা, মুহুর্মুহুঃ জলপানের ইচ্ছা ও অত্যধিক বলক্ষয় প্রভৃতি হইয়া থাকে। মেহ-রোগের সহিত ইহার বিভিন্নতা এই ;—মেহরোগে প্রথম হইতেই শুক্রক্ষরণ ও নানাবর্ণের মূত্র নির্গত হয়, কিন্তু এই রোগের প্রথম অবস্থায় তাহা হয় না, কেবল শরীরস্থ সোমগুণযুক্ত জলীয়পদার্থ বহুল পরিমাণে নির্গত হয়। সাধারণ কথায় বলিতে গেলে বেশী মূত্র নির্গত হয় বলিয়া, ইহা বহুমূত্র নামে অভিহিত। ঐ মূত্র আবিলতাবিহীন, স্বচ্ছ ও গন্ধরহিত। এই রোগ প্রায়শঃ স্থূলাকার বা মেদপ্রধান ব্যক্তিদিগেরই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অত্যধিক জলীয় পদার্থ নির্গমনহেতু কোষ্ঠকাঠিন্য ও পিপাসা হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এই রোগের প্রবল বা শেষ অবস্থা ব্যতীত প্রস্রাবে মক্ষিকার উপবেশন দৃষ্ট হয় না। রোগের প্রথম অবস্থায় যাহাতে ক্রমশঃ মূত্রের পরিমাণের আধিক্য হ্রাস পায়, তদ্রূপ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, হঠাৎ মূত্রবন্ধের ঔষধ বা আফিং প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। নানাপ্রকার যোগ প্রথমে প্রয়োগ করিবে। কদলী-যোগ, খর্জ্জুরযোগ, শতমূলী যোগ বা শর্করাযোগ একবেলা এবং তারকেশ্বর বা তালকেশ্বর রস এক বেলা সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য এই রোগের একটি প্রধান উপসর্গ, যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, তাহার বিহিত করা অত্যাবশ্যক, এই জন্য চন্দ্রপ্রভা-বটিকা বা মেহমুদ্গর একবেলা ব্যবস্থা করা উচিত। এই সকল ঔষধেই প্রথম অবস্থায় প্রবল প্রকোপ হ্রাস পায়। অনন্তর রোগ নির্ম্মূল হওয়ার জন্য, সোমনাথরস বা সোমেশ্বররস ব্যবস্থা করিবে। দাস্ত পরিষ্কারের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। মূত্রাতীসার বা মধুমেহের লক্ষণ ও পিড়কা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, হেমনাথরস, বৃহৎসোমনাথরস, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর বা বসন্তকুসুমাকর প্রভৃতি যথোচিত

অনুপানে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইলে যেমন ঐ সকল ঔষধ উপকারী, তেমনি কদল্যাদিঘৃত মহোপকারী, ইহা দ্বারা যেমন মূত্রের পরিমাণ হ্রাস পায়, তেমনি মধুজাতীয় শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শরীরের বলপুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। মেহ বা মধুমেহরোগে এই ঘৃত প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। সোমরোগে আফিং সংযুক্ত ঔষধ মহোপকারী, কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, আফিং প্রয়োগে যেন কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত না হয়। কালপূর্ণচন্দ্র রস বা হেমনাথরস আফিং সংযুক্ত। কেহ কেহ এই রোগে আফিং সেবন করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন, কিন্তু আফিং শোষণগুণবিশিষ্ট বলিয়া উহা দ্বারা মূত্রের পরিমাণ সহসা হ্রাস পাইলেও রোগ নির্ম্মূল হয় না, বরং আফিং অভ্যস্ত হইলে, অন্য কোন ঔষধেই ক্রিয়া করে না। সুতরাং আফিং সেবনের পরিবর্ত্তে আফিং সংযুক্ত ঔষধ ব্যবহার প্রশস্ত, মেহরোগোক্ত অন্যান্য ঔষধও বিবেচনাপূর্ব্বক এই রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সোমরোগে বা মূত্রাতীসারে—ঔষধ।

কদলীযোগ। সোমরোগের লক্ষণ বা শুভ্রবর্ণ ও গন্ধবিহীন মূত্র বহুল পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ সকালে সেবন করিতে দিবে।

কদলীযোগ। পাকা মর্ত্তমান বা চাঁপা কলা ১ টা, মধু অর্দ্ধতোলা, ইক্ষুচিনি অর্দ্ধতোলা, আমলকীর রস ১ তোলা ও গব্যদুগ্ধ ১ পোয়া একত্র চটকাইয়া সেবন করিতে দিবে।

ভূমিকুষ্মাণ্ডযোগ। সোমরোগে বহুলপরিমাণে মূত্র নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ভূমিকুষ্মাণ্ড যোগ। ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলীর রস প্রত্যেকে ১ তোলা ও পাকা কলা ১টা একত্র করিয়া এক পোয়া দুগ্ধের সহিত চট্‌কাইয়া সেবন করিতে দিবে।

খর্জ্জুরযোগ। সোমরোগে বা মূত্রাতীসারে অপরিমিত মূত্র নির্গত হইলে, যাবৎ মূত্রের পরিমাণ হ্রাস না হয়, তাবৎ এই যোগ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

খর্জ্জুরযোগ। কচি তাল ও খেজুর গাছের মাথী চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ প্রত্যেকে চারি আনা, ১ পোয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে।

শর্করাযোগ। সোমরোগে অধিক পরিমাণে মূত্র নির্গত ও জ্বালা-যন্ত্রণা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

শর্করাযোগ। ইক্ষুচিনি ॥০ তোলা, মধু ॥০ তোলা, মাষকলাই চূর্ণ ।০ আনা, যষ্টিমধু চূর্ণ ।০ আনা ও ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ।০ আনা, একপোয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

তারকেশ্বর রস। সোমরোগে বহুপরিমাণে মূত্র নিঃসরণ ও সেই মূত্রের বর্ণ আবিলতাবিহীন এবং শুভ্র হইলে, পরন্তু রোগীর পিপাসার আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ও মধু।

তারকেশ্বর রস। রসসিন্দুর, অভ্র ও বিশুদ্ধ গন্ধক সমভাগে লইয়া মধুর সহিত একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক বটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—এক আনা।

তালকেশ্বর রস। বহুমূত্ররোগে রোগীর মূত্রাধিক্য প্রকাশ পাইলে এবং জ্বালাযন্ত্রণাদি থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু বা যজ্ঞডুমুর চূর্ণ।

তালকেশ্বর রস। শোধিত হরিতাল, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুদ্বারা মর্দ্দন করিয়া বটী করিবে। মাত্রা—এক আনা।

চন্দ্রপ্রভা-বটিকা। বহুমূত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তারকেশ্বর প্রভৃতি ঔষধে উপকার না হইলে কিম্বা রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধির নিমিত্ত এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে মেহরোগেরও শান্তি হয়।

চন্দ্রপ্রভাবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহমুদ্গার। বহুমূত্রের লক্ষণ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে একবেলা সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রমেহ বিনাশক।

মেহমুদ্গার। প্রস্তুতবিধি ৪৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সোমনাথ রস। বহুমূত্র রোগে অত্যধিক মূত্রনির্গমন, পিপাসা ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ ও মধু।

সোমনাথ রস। লৌহ ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, এলাইচ, তেজপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জামেরবীচি, বেণারমূল, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, জীরা, আকনাদি, আমলকী, দাড়িমেরখোসা, সোহাগার খৈ, রক্ত-চন্দন, গুগ্‌গুলু, লোধ, শাল, অর্জ্জুনছাল ও রসাঞ্জন; প্রত্যেকে এক তোলা। ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন। বটিকার মাত্রা ৬ রত্তি।

সোমেশ্বর রস। বহুমূত্রে মূত্রের আধিক্য, দুর্ব্বলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, পিপাসা ও অঙ্গের শিথিলতা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত এবং নানাপ্রকার পিড়কা বিনষ্ট হয়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

সোমেশ্বর রস। শাল, অর্জ্জুন, লোধ, কদম্ব, অগুরু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দড়িমের খোসা, গোক্ষুর, জামের বীচি, বেণার মূল ও গুগ্‌গুলু; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও পারদ, গন্ধক, ধনে, মুথা, এলাইচ, তেজপত্র, অভ্র, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগার খৈ ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। ঘৃতের সহিত মর্দ্দন। বটিকার মাত্রা ৬ রত্তি।

বৃহৎ সোমনাথ রস। সোমরোগের প্রথম অবস্থায় ঐ সকল ঔষধে উপকার না হইলে কিম্বা রোগ সশর্কর বহুমূত্রে বা মধুমেহে পরিণত হইলে, রোগীর রোগ-বিনাশ এবং বল ও পুষ্টিবৃদ্ধির জন্য এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ সোমনাথ রস। প্রস্তুতবিধি ৪৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস। সোমরোগে মূত্রের আধিক্য, দুর্ব্বলতা, পিপাসা কিম্বা সোমরোগ মূত্রাতীসারে বা মধুমেহে পরিণত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঐ সকল অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য, তরলদাস্ত বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে, এই ঔষধে তাহারও উপকার হইয়া থাকে। ইহা বল ও পুষ্টিকারক। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু বা পানের রস ও মধু।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৩৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস। সোমরোগে ঘন ঘন বা অধিকপরিমাণে প্রস্রাব হইলে কিম্বা ঐ রোগ মূত্রাতীসারে বা মধুমেহে পরিণত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রের পরিমাণ, তৃষ্ণা, বলক্ষয় প্রভৃতি

হ্রাস ও শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে অসাধারণ ফলপ্রদ। অনুপান—যজ্ঞডুমুর-চূর্ণ ও মধু বা ঝিঙ্গাপোড়ার রস ও মধু।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বসন্তকুসুমাকর রস। বহুমূত্রের প্রবল আক্রমণ, নানাবিধ মেহ ও মধুমেহ, শর্করা নির্গমন, তৃষ্ণা, দাহ, তালুশোষ, মুখশোষ, জ্বর, ক্ষয় ও মূত্রাতীসার প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতে ইহার ন্যায় শক্তিশালী ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে নাই বলিলেই চলে। অনুপান—মধু।

বসন্তকুসুমাকর রস। প্রস্তুতবিধি ২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কদল্যাদি ঘৃত। সোমরোগে বা ঐ রোগ মূত্রাতীসারে অথবা মধুমেহে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গরম দুধ।

কদল্যাদি ঘৃত। ঘৃত /৪ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, এলাচি, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কয়েদবেল, পদ্মমূল, কেশুরমূল, নীলোৎপলমূল, পানিফলেরমূল, বটছাল, যজ্ঞডুমুর ছাল, অশ্বত্থছাল, পিয়াল, পাকুড়, বেতস, আম, বড় জাম, ক্ষুদ্রজাম, কুল, মৌল, গাব, অর্জ্জুন, চোরপত্র, কট্‌কী, কদম, পলাশ, যষ্টিমধু আমড়া, কোষাম্র, তেজপাতা লোধ, শাবরলোধ, ভেলা ও নন্দীবৃক্ষ; ইহাদের প্রত্যেকের ছাল ২ তোলা। কাথ্যদ্রব্য—কদলীপুষ্প ১২৷৷০ সাড়ে বার সের, কদলীমূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

সোমরোগে ও মূত্রাতীসারে—আফিংযুক্ত ঔষধ।

হেমনাথ রস। সোমরোগে বা মূত্রাতীসারে অত্যধিক মূত্রনির্গমন এবং তজ্জন্য রোগীর তৃষ্ণা, দাহ, বলক্ষয়, মুখশোষ ও তালুশোষ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, অন্যান্য ঔষধপ্রয়োগে তাদৃশ উপকার না হইলে, সত্বর রোগ ও তদুপসর্গ প্রশমনের জন্য এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। ইহা আফিং মিশ্রিত বলিয়া শীঘ্র প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস করে, কিন্তু এই ঔষধে কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা, তজ্জন্য আবশ্যক হইলে বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু।

হেমনাথ রস। প্রস্তুতবিধি ৯০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কালপূর্ণচন্দ্র রস। সোমরোগে বা মূত্রাতীসারে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে তাদৃশ উপকার না হইলে কিম্বা অত্যধিক প্রস্রাবহেতু রোগীর দুর্ব্বল, কৃশ ও গমনাগমনে অক্ষম হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা শীঘ্র প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস ও উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। ইহা-দ্বারা তাদৃশ উপকার না হইলে, হেমনাথ রস প্রয়োগ করিবে। স্বর্গীয় গঙ্গা-প্রসাদ এই যোগ প্রায়শঃ ব্যবস্থা করিতেন। ইহাতে দাস্ত বন্ধ হইবার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অন্য বেলা চন্দ্রপ্রভাবটিকা বা অন্য বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু।

কালপূর্ণচন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ১২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সোমরোগের প্রথম অবস্থায় দুর্ব্বলতা, গমনাগমনে অক্ষমতা, মস্তকের শিথিলতা, মুখশোষ, তালুশোষ ও পিপাসা প্রভৃতি এবং বহুমূত্র রোগ প্রবৃদ্ধ বা পুরাতন হইলে, কৃশতা, ঘর্ম্ম, কাস, অরুচি, পিড়কা, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও তালুশোষ, অত্যধিক তৃষ্ণা ও বলক্ষয় এবং মধুমেহের উপসর্গ প্রকাশ পায়, ঐ অবস্থায় মেহরোগের উপসর্গের ন্যায়, ঐ সকল উপসর্গের চিকিৎসা করিবে। অনাবশ্যকবোধে এস্থলে পৃথক্ উপসর্গ-চিকিৎসা লিখিত হইল না। সোম-রোগের প্রবৃদ্ধ অবস্থার নাম মূত্রাতীসার, সুতরাং চিকিৎসার বিভিন্নতা নাই।

সোমরোগে—পথ্যাপথ্য।

বহুমূত্র রোগে মধ্যাহ্নে রুই, মাগুর, খলিশা, শিঙ্গী বা কই মাছের ঝোল, মুগ, ছোলা, মসুর, অড়হর বা কুলথ কলায়ের দাইল, পটোল, ডুমুর, কাচ-কলা, মোচা, কষায় রসবিশিষ্ট বা তিক্তরসযুক্ত দ্রব্যের তরকারী ও পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে। রাত্রিতে সহ্য মত রুটী বা লুচি, মাংসের ঝোল বা উক্ত তরকারীর ব্যঞ্জন কিম্বা ডাইল পথ্য দিবে। রোগ অতিশয় প্রবল হইলে, অন্নপথ্য বন্ধ করিয়া দুই বেলা রুটী বা লুচি পথ্য দিবে। মাংসের যূষ বা লুচি পথ্য দিলে মূত্র ও শর্করার পরিমাণ অতি শীঘ্র কমিয়া যায়। মৎস্য এ রোগে সুপথ্য নহে, তবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে, উক্ত মৎস্যের ঝোল অল্প দিবে। মৎস্য সাধারণতঃ শ্লেষ্মা ও পিত্তবর্দ্ধক, সুতরাং মৎস্য ভোজনে মূত্রের পরিমাণ ও পিপাসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু রোহিত ও মাগুরমাছ

শ্লেষ্মা ও পিত্তবর্দ্ধক নহে। শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য মাত্রই মূত্রবর্দ্ধক এবং পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্যমাত্রই তৃষ্ণাবর্দ্ধক, সুতরাং এতদুভয় গুণবিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রই এই রোগে কুপথ্য। পিপাসা বা দাহশান্তির নিমিত্ত কমলালেবু, আনারস, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, ডালিম ও বেদানা প্রভৃতি সুপক্ক ফল অল্প ব্যবস্থা করা যায়। অত্যন্ত অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য রোগীর মুখপ্রিয় হইলেও তাহা ব্যবস্থা করিবে না, কারণ অম্লরস পিত্ত-বর্দ্ধক, সুতরাং পিপাসা বৃদ্ধি পায়, আবার মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য অত্যন্ত শ্লেষ্মবর্দ্ধক বলিয়া, তদ্দ্বারা মূত্রের ও শর্করার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়; তবে যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা মধু ও কলা পথ্য ব্যবস্থা করেন, তাহার অন্য কারণ আছে; মধু মিষ্টদ্রব্য হইলেও কফবর্দ্ধক নহে, বিশেষতঃ পুরাতন হইলে, পিত্তবৃদ্ধি বা তজ্জন্য দাহ বা তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় না। মধুমেহে মধুজাতীয় শর্করা অনবরত বহির্গত হইতে থাকিলে, তজ্জন্য শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মধুদ্বারা সেই ক্ষরিত মধুজাতীয় শর্করার অভাব পূরণ হয় এবং তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত হইতে পারে। আর পাকাকলা মধুররস বলিয়া অল্প শ্লেষ্মবর্দ্ধক হইলেও, উহা অত্যন্ত পিপাসা-নাশক, বিশেষতঃ মর্ত্তমান ও চাঁপাকলা সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ ও সমধিক গুণবিশিষ্ট। বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগে পাকাকলা ও মধু পথ্য দিয়া সর্ব্বত্র সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দুগ্ধ মাখনতোলা হইলেই ভাল হয়। তরকারী ঘৃতপক্ক ব্যবস্থা করিবে। মেহ, মধুমেহ, সোমরোগ বা মূত্রাতীসারে একই প্রকার পথ্য ব্যবস্থা করা যায়। এ রোগে কি কি অপথ্য, তাহা মেহ রোগে দ্রষ্টব্য।

মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা

বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে কুচ্‌কী, বস্তি ও লিঙ্গনালে অত্যন্ত বেদনা হয় ও বার বার অল্প অল্প করিয়া প্রস্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে দাহ ও বেদনার সহিত পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণ মূত্র অতি কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বস্তি ও শিশ্ন গুরু ও শোথযুক্ত হয় এবং পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। এই রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য।

শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। মূত্রবাহি স্রোত কণ্টকাদি দ্বারা ক্ষত বা আহত হইলে,অতিশয় কঠিন মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হয়। ইহাকে শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। ইহার লক্ষণ বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায়।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। মলের বেগধারণ করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপাদন করে। ইহাতে উদরাধ্মান, বাতজনিত বেদনা ও মূত্ররোধ হইয়া থাকে।

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফদ্বারা দূষিত শুক্র মূত্রপথে ধাবিত হইলে, রোগী বস্তি ও শিশ্নের বেদনায় অভিভূত হইয়া কষ্টের সহিত শুক্রমিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করে, এই রোগ শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র নামে অভিহিত।

অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। অগ্রে অশ্মরী (পাথরী) রোগ উৎপন্ন হইয়া, পশ্চাৎ তাহা হইতে যে মূত্রকৃচ্ছ্র (মূত্ররোধ) উপস্থিত হয়, তাহাকে অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র কহে।

সুশ্রুতে শর্করাজনিত আর এক প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং মূত্রকৃচ্ছ্র সর্ব্বসমেত নয় প্রকার; কিন্তু অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের কারণ ও লক্ষণ প্রায় একই, উভয় রোগেই মূত্রনালী অবরুদ্ধ হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, এই জন্য মূত্রকৃচ্ছ্র প্রকৃত পক্ষে নয় প্রকার না বলিয়া আট প্রকার বলাই সঙ্গত।

অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের প্রভেদ। অশ্মরী যখন পিত্তদ্বারা পক্ক, বায়ুদ্বারা শোষিত (শুষ্ক) ও শ্লেষ্মার সংস্রববিহীন হইয়া চিনির ন্যায় আকারে মূত্রনলী হইতে নির্গত হয়, তখন উহাকে শর্করা কহে। অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রস্রাব কালে রোগীর দুঃসহ যন্ত্রণা হয়।

অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের উপদ্রব। এই রোগে হৃদয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা, কম্প, অগ্নিমান্দ্য, মূর্চ্ছা এবং প্রস্রাবকালে রোগীর দুঃসহ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। মূত্রের সহিত শর্করা নির্গত হইলে, মূত্রপথ পরিষ্কার হয় বলিয়া রোগী প্রস্রাবান্তে কিছুকাল সুস্থ থাকে, কিন্তু আবার যেমন শর্করা মূত্রমার্গ রোধ করে, তেমনি রোগী অসহ্য যন্ত্রণায় অভিভূত হয়, পরন্তু মূত্র সহজে নির্গত হয় না। অশ্মরী ও শর্করার বিস্তৃত লক্ষণ অশ্মরী রোগে দ্রষ্টব্য। অশ্মরী ও শর্করাজনিত উপদ্রবের লক্ষণেরও কোন পার্থক্য নাই, উভ৫ লক্ষণ ও উপদ্রব একই প্রকার।

মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা-বিধি।

নানাকারণে বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইলে, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগ উৎপন্ন হয়। অত্যন্ত পরিশ্রম, তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ ও রুক্ষদ্রব্য সেবন, অতিশয় মৈথুন, অধিক মদ্যপান, হস্তী বা ঘোটকাদি যানে দ্রুতবেগে গমন, জলপ্লাবিত দেশজাত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ, উপর্য্যুপরি ভোজন এবং অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রত্যেকে স্বতন্ত্ররূপে বা দোষত্রয় এককালীন প্রকুপিত হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রের বেগধারণাদি কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন করে। মূত্রকৃচ্ছ্র আট প্রকার ও মূত্রাঘাত ত্রয়োদশ প্রকার। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত উভয়রোগেই সাধারণতঃ দোষত্রয় প্রকুপিত হয়, সন্দেহ নাই। তথাপি উভয় রোগেই বায়ুর প্রবলতা থাকে এবং প্রধানতঃ বস্তিগত বায়ুই প্রকুপিত হয়; পরন্তু বস্তিগত বায়ু-নাশক ঔষধ প্রয়োগেই উভয়রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত এই উভয়রোগের পার্থক্য এই যে, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে অত্যধিক যন্ত্রণার সহিত অল্পে অল্পে মূত্র নির্গত হয়, কিন্তু বিবদ্ধতা কমএবং মূত্রাঘাতরোগে মূত্রনিঃসরণ কালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু বিবদ্ধতা অধিক। উভয়রোগের লক্ষণের মধ্যে এই সামান্য পার্থক্য থাকিলেও চিকিৎসা-বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য নাই। মূত্রকৃচ্ছ্রের ঔষধ প্রয়োগে মূত্রাঘাত ও মূত্রাঘাতের ঔষধ প্রয়োগে মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্র আট প্রকার,—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শল্যজ,

পুরীষজ, শুক্রজ ও অশ্মরীজনিত। তন্মধ্যে বাতাদি ত্রিবিধ ও সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র যে যে কারণে জন্মে, শল্যজ, পুরীষজ, শুক্রজ ও অশ্মরীজ, এই চতুর্ব্বিধ মূত্রকৃচ্ছ্রের কারণ, তাহা হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র। শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র কণ্টকাদি দ্বারা মূত্ররন্ধ্র ক্ষত বা আহত হইলে, উৎপন্ন হয়। ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায়। মলের বেগ ধারণ করিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মায়। এই রোগে রোগীর উদরাধ্মান, বাতজন্য-বেদনা ও মল মূত্র রোধ হইয়া থাকে। পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রথমতঃ পক্কাশয়-গত বায়ু প্রকুপিত হয়, অনন্তর পক্কাশয়গত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে। শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র শুক্রজ বাতরোগ মধ্যে গণ্য, কারণ বায়ু শুক্রকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই প্রকার উদাবর্ত্তরোগের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। বায়ুরোধজনিত উদাবর্ত্তের সহিত বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের, মলরোধজনিত উদা-বর্ত্তের সহিত পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রের, মূত্ররোধজনিত উদাবর্ত্তের সহিত বাত-বস্তি নামক মূত্রাঘাতের এবং শুক্ররোধজনিত উদাবর্ত্তের সহিত শুক্রজ মূত্র-কৃচ্ছ্রের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। প্রকৃতপক্ষে উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগের ন্যায় মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগও বায়ুবিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরন্তু পক্কাশয় ও বস্তিগত বাতরোগের চিকিৎসা ও ঔষধ দ্বারা যেমন উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগের উপকার হয়, তেমনি ঐসকল ঔষধ প্রয়োগে মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাতেরও উপকার হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে উদাবর্ত্ত, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত এই সকল রোগ যদি বায়ুবিকারই হয়, তবে উহাদিগকে বাতব্যাধির অন্তর্ভুক্ত না করিয়া পৃথক্ অধিকারভুক্ত করা হইল কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই—উহারা বায়ুবিকার হইলেও, দোষ, দূষ্য ও আশয়ভেদে বিশিষ্টরূপে চিকিৎসার জন্য উহাদিগকে স্বতন্ত্র অধিকার-ভুক্ত করা হইয়াছে। যখন এই সকল রোগের প্রকোপ বর্দ্ধিত হয়, তখন বাতরোগের ঔষধ ব্যতীত অন্যান্য ঔষধও প্রয়োগ করিতে হয়। আবার অশ্মরী বা শর্করা হইতে যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহা বায়ুবিকার হইলেও নূতন অবস্থায়ই ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হয়, পুরাতন হইলে অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কেহ কেহ অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রকে পৃথক নামে অভিহিত করিয়া নয়প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রের সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু তাহা না করিলেও ক্ষতি নাই, কারণ শর্করা, অশ্মরী রোগেরই প্রকার ভেদমাত্র, পরন্তু উভয়েরই উৎপত্তির কারণ ও লক্ষণ প্রায় একই, সামান্য প্রভেদমাত্র। অশ্মরী যখন পিত্তদ্বারা পক্ক, বায়ুদ্বারা শুষ্ক ও শ্লেষ্মার সংস্রব বিহীন হইয়া চিনির ন্যায় খণ্ডীকৃত হয়, তখন উহাকে শর্করা এবং বালুকার ন্যায় হইলে, তাহাকে সিকতা বলা যায়, সুতরাং অশ্মরী হইতেই শর্করা ও সিকতার উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরন্তু শর্করা ও সিকতার চিকিৎসাও একই প্রকার, শর্করাও যে ঔষধে আরোগ্য হয়, সিকতাও সেই ঔষধেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুনাশক মধ্যমনারায়ণ তৈল, বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমবিষ্ণুতৈল প্রভৃতি অথবা উশীরাদ্য তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মর্দ্দনের এবং গোক্ষুরাদ্য ঘৃত, বরুণাদ্য ঘৃত কিম্বা বাতনাশক বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত পানের ব্যবস্থা করিবে। তৎসঙ্গে বায়ুনাশক তৈলদ্বারা মলদ্বারে পিচ্‌কারী উদরে গরম জলের সেক ও নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। পুনঃপুনঃ মূত্র বন্ধ হইলে, জননেন্দ্রিয়ে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে ও দুগ্ধসহ বলাদ্যচূর্ণ বা পথ্যাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে। রোগীর একবারে মূত্র বন্ধ হইলে, যবক্ষার চূর্ণ (সোরা) ২ রতি মাত্রায় লইয়া কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিতে দিবে এবং শশার বীজ, কুমড়ার বীজ, কাঁকুড়বীজ অথবা গোক্ষুর ও কাঁকুড়বীজ কিম্বা আমলকী পেষণ করিয়া উদরে মূত্রাশয়ের উপরে প্রলাপ দিবে। বিম্বিকাদ্য প্রলেপ বা বটপত্রী প্রলেপ দিলেও অনেকস্থলে বিশেষ উপকার হয়। প্রথমতঃ উদরে তৈল মর্দ্দন, উষ্ণ জলের সেক, নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; অনন্তর তাহাতে রোগের প্রতীকার না হইলে, পিচ্‌কারী দিবে। বায়ুনাশক ঐসকল তৈলের অভাবে তিলতৈলও ব্যবস্থা করা যায়। অমৃতাদি ক্বাথ একবেলা ও চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ অন্যবেলা আতপ চাউলের জল বা ত্রিফলার জলসহ ব্যবস্থা করিবে।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে পিত্তনাশক প্রমেহমিহির বা উশীরাদ্য তৈল সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মর্দ্দন, বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত নানাবিধ প্রলেপ প্রয়োগ, স্নান ও ঘোল প্রভৃতি শীতল দ্রব্য পানের ব্যবস্থা করিবে। তৎসঙ্গে তৃণপঞ্চমূল ক্বাথ

(৯৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ও চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ বা প্রমেহ চিন্তামণি (৯৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ব্যবস্থা করিবে।

শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতিক ও পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় শৈত্যক্রিয়া বা তৈলাদি মর্দ্দনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে, তবে বাতিক ও পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত প্রলেপের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অধিক শৈত্যক্রিয়া দ্বারা রোগীর জ্বর হইবার সম্ভাবনা, জ্বর হইলে, রোগ অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে, সুতরাং এই অবস্থায় উদরে ঐসকল প্রলেপ, উষ্ণ গোমূত্র বোতলে পূর্ণ করিয়া তদ্দারা সেক, ২ রতি এলাচিচূর্ণ গোমূত্র বা কদলীমূলের রস সহ অথবা ২ রতি প্রবালচূর্ণ, আতপ চাউলের জলসহ ও গোক্ষুরাদি ক্বাথ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু একটু সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত এবং ক্রমান্বয় বেশীদিন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ শৈত্যগুণবশতঃ উদরে ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত রোগের প্রবল আক্রমণ রহিত না হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক চিকিৎসা করিবে। সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক রোগোক্ত তৈলাদি সর্ব্বাঙ্গে বা উদরে মর্দ্দন, সেক প্রদান, নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ ও বৃহত্যাদিক্বাথ প্রভৃতি এই রোগে অতি উপকারী।

শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্রে সর্ব্বাগ্রে শল্য বাহির করিবে, পশ্চাৎ বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত তৈল সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মর্দ্দন, বস্তিপ্রয়োগ, উদরে গরমজলের সেক ও নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। মূত্রের সহিত রক্ত নির্গত হইলে তৃণ পঞ্চমূলক্বাথ বা তৃণপঞ্চমূলক্ষীর ব্যবস্থা করিবে।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে পক্বাশয়গত বায়ু প্রথমতঃ প্রকুপিত হয়, তদনন্তর বস্তিকে আশ্রয় করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মায়, সুতরাং এই রোগে পক্বাশয়গত বাতের চিকিৎসা করিবে। এই রোগে উদরাধ্মান, উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, বেদনা, বায়ুর স্তব্ধতা, অত্যধিক যন্ত্রণার সহিত অল্প অল্প মূত্র নিঃসরণ ও মলমূত্রের রুদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। মূত্ররোধ হইলে, রিম্বিকাদ্য প্রলেপ বা বটপত্রী প্রলেপ, চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখরস বা যোগেন্দ্ররস, মলরোধ হইলে, নারাচচূর্ণ, হিঙ্গ্বাস্ত-

বর্ত্তি বা ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করা উচিত, ইহাতে আধ্মানও নিবৃত্তি হয়, কিম্বা বায়ুনাশক তৈল অথবা তারপিন তৈল উদরে মালিস করিয়া উষ্ণজলের সেক, যাবৎ আধ্মান হ্রাস ও দাস্ত না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা যায়। এই অবস্থায় গোক্ষুরের ক্বাথে যবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে কিম্বা হিঙ্গ্বাষ্টচূর্ণ প্রয়োগেও ফললাভ হয়। সাধারণতঃ জলবায়ুর দোষ, রুক্ষ বা তীক্ষ্ণ দ্রব্যাদি ভোজন এই রোগের কারণ, অতএব যাহাতে কারণ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ চিকিৎসা ও পথ্যাদি ব্যবস্থা করিবে। এই সকল ক্রিয়াদ্বারা যদি আধ্মান হ্রাস না পায় অথবা মলমূত্র নির্গত না হয়, তবে বাতব্যাধি-রোগোক্ত বারিস্বেদ, নিরূহ বস্তি ও অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে।

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রমেহমিহির তৈল বা উশীরাদ্য তৈল সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মর্দ্দন করিতে দিবে এবং প্রমেহ চিন্তামণি, চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখরস সেবন করিতে দিবে ও বৃহৎ ছাগলাদি ঘৃত প্রভৃতি শুক্রবর্দ্ধক ঔষধ সেবন করাইবে। মধুর সহিত শিলাজতু লেহন করিলে অসীম উপকার হয়। রোগী শিশ্ন ও বস্তিবেদনায় অস্থির হইলে, ঐ সকল তৈল উদরে মর্দ্দন ও বলাদ্যচূর্ণ বা পথ্যাদি চূর্ণ দুগ্ধ সহ ব্যবস্থা করিবে। জ্বর সত্বে ঘৃত প্রয়োগ নিষেধ।

অশ্মরী ও শর্করা জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুনাশক তৈল উদরে মর্দ্দন, উষ্ণজলের সেক প্রদান ও চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ বা প্রমেহ চিন্তামণি এবং পাষাণভেদাষ্টক্বাথ প্রয়োগ করিবে কিম্বা তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর (২৭৭ পৃষ্ঠোক্ত) বা তৃণপঞ্চমূলক্বাথ ও কুশাবলেহ সেবন করাইবে। এই ক্বাথ ও অবলেহ প্রয়োগ করিয়া শর্করা ও অশ্মরী (পাথরী) নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা বক্ষ্যমাণ অশ্মরী চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

মূত্রকৃচ্ছ্রে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা গেল, তদ্দ্বারাই রোগের প্রতীকার হয়, কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ আছে, তাহা আটপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের যে কোন অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। ধাত্রীক্বাথ, বৃহৎ ধাত্রীক্বাথ, তারকেশ্বর রস, বরুণাদ্য লৌহ ও ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত যে কোন অবস্থায় নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা যায়। তারকেশ্বর, বরুণাদ্য লৌহ, ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত ; এই সকল ঔষধ প্রয়োগে রোগ সমূলে আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

মূত্রকৃচ্ছ্রে—ঔষধ।

অমৃতাদি ক্বাথ। বাতিক ও শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্রে কুচ্‌কী, মূত্রাশয় ও লিঙ্গে তীব্র বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত হইলে, রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদি ক্বাথ। গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর। পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে লিঙ্গে ও বস্তিদেশে বেদনা ও দাহ থাকিলে, অথবা দাহ ও বেদনার সহিত পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ কিম্বা রক্তমিশ্রিত মূত্র নির্গত হইলে বা শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্রে আঘাতাদি বশতঃ মূত্রসহ রক্ত নিঃসৃত হইলে, রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর। প্রস্তুতবিধি ২৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গোক্ষুরাদি ক্বাথ। শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে ভার বোধ, শোথ এবং পিচ্ছিল মূত্র অল্প অল্প নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

গোক্ষুরাদি ক্বাথ। গোক্ষুর ও শুঁঠ প্রত্যেকে ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহত্যাদি ক্বাথ। সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহত্যাদি ক্বাথ। বৃহতী, কণ্টকারী, আকনাদি, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পাষাণভেদাদ্য ক্বাথ। অশ্মরী ও শর্করা জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পাষাণভেদাদ্য ক্বাথ। পাথরকুচি, হরীতকী, দুরালভা, কুশ, কাশ, সোন্দালশাস ও গোক্ষুর; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ধাত্রীক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজ, শুক্রজ এবং অশ্মরীজ বা শর্করা জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ধাত্রীকাথ। আমলকী, কিস্‌মিস্‌, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও যষ্টিমধু, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ ধাত্রীকাথ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি আট প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রের যে কোন প্রকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ধাত্রীকাথ। আমলকী, কিস্‌মিস, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, কুশমূল, কৃষ্ণ ইক্ষু-মূল ও হরীতকী; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বিম্বিকাদ্য প্রলেপ। পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান এবং মূত্ররোধ বা পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গত হইলে, এই প্রলেপ মূত্রাশয়ের উপরে লাগাইবে। অন্যান্য মূত্রকৃচ্ছ্রেও মূত্রাশয়ের দোষ-শোধন ও মূত্র সঞ্জননার্থ ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বিম্বিকাদ্য প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বটপত্রী প্রলেপ। পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ রোগীর উদরাধ্মান ও মূত্ররোধ বা পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত হইলে, এই প্রলেপ রোগীর বস্তির উপরে লাগাইবে। অন্যান্য মূত্রকৃচ্ছ্রেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বটপত্রী প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে পক্বাশয়গত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ বস্তিদেশ স্ফীত ও মলরোধ হইলে, এই বর্ত্তি রোগীর মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফলবর্ত্তি। পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে পক্বাশয়গত বায়ুর প্রকোপবশতঃ বস্তি-দেশ স্ফীত ও মলরোধ হইলে কিম্বা দাস্ত পরিষ্কার সত্ত্বেও আধ্মান থাকিলে, এই বর্ত্তি রোগীর মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে।

ফলবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নারাচচূর্ণ। পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ বা কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

নারাচচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ। পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগীর মলরোধ বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বলাদ্যচূর্ণ। মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগীর অল্প অল্প মূত্র পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং প্রস্রাবে জ্বালাযন্ত্রণা বা সহসা প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য মূত্রকৃচ্ছ্রে এবং মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগেও ইহা উপকারী। অনুপান—দুগ্ধ।

বলাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পথ্যাদি চূর্ণ। মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগীর পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব, মূত্রাশয়ে ও জননেন্দ্রিয়ে বেদনা, প্রস্রাবে যন্ত্রণা বা সহসা প্রস্রাব বন্ধ হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও উপকারী।

পথ্যাদি চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণি। পুরীষজ, শুক্রজ, বাতজ ও পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বায়ুর অনুলোমতা ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং পিত্তপ্রশমিত, বস্তি ও জননেন্দ্রিয়ের দাহ বিনষ্ট ও সরলভাবে মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। অন্যান্য মূত্রকৃচ্ছ্রে এবং মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগেও ইহা উপকারী। শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগের প্রবলতা বিদ্যমানে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—আতপ চাউলের জল বা ত্রিফলার জল কিম্বা পাথর কুচির রস ও মধু।

চিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখ রস। মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ বা মুহুর্ম্মুহুঃ অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গত হইলে, অথবা তজ্জন্য জ্বালাযন্ত্রণা, বস্তি বা জননেন্দ্রিয়ে প্রদাহ উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ শুক্রজ, পিত্তজ, বাতজ ও অভিঘাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়।

মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, ইহাদ্বারা উপকার হয়। অনুপান—চাউলের জল বা পাথর কুচির পাতার রস ও মধু।

চতুর্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস। মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে কিম্বা স্থায়ী ফললাভ অথবা দুর্ব্বল ও কৃশ শরীরের বল ও পুষ্টিবিধানার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, অভিঘাতজ, শুক্রজ, অশ্মরীজ ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে, মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগে কিম্বা মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধে মহোপকার সাধিত হয়। অনুপান—ত্রিফলার জল বা আমলা ভিজান জল ও মধু।

যোগেন্দ্র রস। প্রস্তুত-বিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তারকেশ্বর রস। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে পুনঃপুনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত ও তৎসঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে,এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রসহ রক্তস্রাব ও অন্যান্য উপসর্গ শীঘ্রই প্রশমিত হয়। ইহা মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও উপকারী। অনুপান—যজ্ঞডুমুরের চূর্ণ ও মধু।

তারকেশ্বর রস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুর ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া সাচি কুমড়ার জলে, তৃণপঞ্চমূলের কাথে (কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ ইক্ষু) এবং গোক্ষুরের কাথে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বরুণাদ্য লৌহ। ইহা একটি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগের যে কোনও অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় ও সদ্যঃ ফল পাওয়া যায়। মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মেহ উভয়ই বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা বল ও পুষ্টিকারক এবং ঐ সকল রোগে জ্বর থাকিলে, সেই অবস্থায়ও প্রয়োগ করা যায় ও উপকার হয়। অনুপান—আমলাভিজান জল।

বরুণাদ্য লৌহ। বরুণছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, চাকুলে ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও অভ্র ২ তোলা; এই সকল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা চারি আনা।

কুশাবলেহ। ইহা একটি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে সদ্যঃ ফলপ্রদ। বাতিক, পৈত্তিক, শল্যজ, অশ্মরীজ বা শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে এবং প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হইলে, ইহা প্রয়োগে অসীম উপকার হয়, জ্বালা-যন্ত্রণা সদ্যঃ প্রশমিত হইয়া থাকে। মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রয়োগ করা যায়। এতদ্ব্যতীত মেহ বিনষ্ট করিবার শক্তিও ইহার অসাধারণ। অনুপান—ত্রিফলার জল।

কুশাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ৯২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত এবং অশ্মরী প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—গোক্ষুর /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। এরণ্ড মূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। তৃণপঞ্চমূল অর্থাৎ কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ ইক্ষু সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের, চালকুমড়ার রস /৪ সের ও ইক্ষুর রস /৪ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া তন্মধ্যে /২ সের ইক্ষুগুড় বা ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা।

উশীরাদ্যতৈল। বাতিক, পৈত্তিক, শল্যজ, শুক্রজ, শর্করাজ ও অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে, অল্প অল্প মূত্র নির্গমন, বস্তি বা জননেন্দ্রিয়ে প্রদাহ, গাত্রদাহ, বস্তিদেশের স্ফীততা ও মলরোধ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে ও শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে কেবল উদরে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে, বায়ু বা পিত্তের আধিক্য থাকিলে. গাত্রে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করা যায়। এতদ্ভিন্ন, মূত্রাঘাত, অশ্মরী এবং মেহরোগেও ইহা দৃষ্ট ফলপ্রদ।

উশীরাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—বেণারমূল, তগরপাদুকা, কুড়, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বহেড়া; শতমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, অনন্তমূল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেলছাল, শোণাছাল,

গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী-ছাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলের ছাল, গোক্ষুর, শুল্‌ফা, শ্বেতবেড়েলা, মৌরী ও মহাশতাবরী (অভাবে শতমূলী) ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। কাথ্যদ্রব্য—পত্র, ফল ও মূল সহিত গোক্ষুর১২।৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, বেণারমূল ১২।৷০ সের ; জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘোল /৪ সের। যথা-নিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

উত্তরবস্তি যোগ। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে মূত্র নির্গমনকালে বস্তি ও জননেন্দ্রিয়ে অত্যধিক জ্বালা-যন্ত্রণা বিশেষতঃ ক্ষত থাকিলে, এই ঔষধ দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে পিচকারী প্রয়োগ করিবে। ক্ষত না থাকিলে কেবল দধির মাত বা ত্রিফলার জল দ্বারা পিচ্‌কারী দিবে।

উত্তরবস্তি যোগ। প্রস্তুতবিধি ৯২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়, উহাদের বিস্তারিত চিকিৎসা বক্ষ্যমাণ অশ্মরীরোগে দ্রষ্টব্য। মূত্রকৃচ্ছ্রে অধিক শৈত্যক্রিয়া বশতঃ জ্বর হইলে, শৈত্যক্রিয়া বন্ধ করিয়া পুরাতন বা জীর্ণজ্বরোক্ত জয়মঙ্গল রস প্রভৃতি স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট জ্বরনাশক অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

মূত্রকৃচ্ছ্রে—পথ্যাপথ্য।

মূত্রকৃচ্ছ্রের প্রথম অবস্থায় অন্ন বন্ধ করিয়া দুগ্ধ-সাগু অথবা দুগ্ধ, সাগু ও কিস্‌মিস্ দ্বারা পায়স প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে দিবে, কিম্বা খৈরমণ্ড দুগ্ধ সহ আহার করিতে দিবে ; ইহাতে বায়ু অনুলোম ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত সুপক্ক কমলালেবু, আনারস, আতা, পেপে, ডালিম, বেদানা, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, খেজুর, তালশাস, ডাবের জল ও কোমল নারিকেল প্রভৃতি উপকারী। রোগের বর্দ্ধিত বেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ক তরকারী ও মুগের দাইল, প্রভৃতি পথ্য দিবে।

মূত্রকৃচ্ছ্রে মদ্যপান, পরিশ্রম, পথ-পর্য্যটন, হস্তী-অশ্বাদিযানে আরোহণ, মৎস্য, লবণ, আদা, হিঙ্গ্‌, তৈল, মাষকলাই, তৈলে ভাজাদ্রব্য, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও বিদাহী এবং রুক্ষ ও অম্লদ্রব্য পরিত্যাজ্য।

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা

বাতকুণ্ডলিকার লক্ষণ। শরীরের রুক্ষতা কিম্বা মলমূত্রের বেগ-ধারণ বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয়ে বেদনা উৎপাদন ও মূত্রনালী আচ্ছাদিত করে এবং বায়ু দ্বারা মূত্রাশয়ের মূত্র ঘূর্ণিত হইতে থাকে, সুতরাং মূত্র সরলরূপে বহির্গত হইতে না পারিয়া অল্প অল্প করিয়া নির্গত হয়। ইহাকে বাতকুণ্ডলিকা মূত্রাঘাত কহে। ১।

অষ্ঠীলার লক্ষণ। প্রকুপিত বায়ুদ্বারা মূত্রাশয় ও মলদ্বার অবরুদ্ধ হইলে, আধ্মান উপস্থিত হয় এবং মলমূত্র নির্গত হইতে পারে না; পরন্তু ঐ অবস্থায় বাতাষ্ঠীলার ন্যায় সঞ্চরণশীল, উন্নত ও তীব্র বেদনাযুক্ত অষ্ঠীলা উৎপন্ন হয়, ইহাকে অষ্ঠীলানামক মূত্রাঘাত কহে। ২।

বাতবস্তির লক্ষণ। মূত্রের বেগ-ধারণ বশতঃ বস্তিগত বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রাশয়ের মুখ রুদ্ধ করিলে, মূত্ররোধ হয় এবং ঐ অবস্থায় মূত্রাশয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা হইয়া থাকে, ইহাকে বাতবস্তি নামক মূত্রাঘাত কহে। এই রোগ কষ্টসাধ্য। ৩।

মূত্রাতীত মূত্রাঘাতের লক্ষণ। বহুক্ষণ মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, শীঘ্র মূত্র নির্গত হয় না, অথবা নির্গত হইলেও অল্পে অল্পে নির্গত হয়, ইহাকে মূত্রাতীত মূত্রাঘাত কহে। ৪।

মূত্রজঠর মূত্রাঘাতের লক্ষণ। মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, উদাবর্ত্ত-রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন বায়ু অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া উদর পরিপূর্ণ ও নাভির অধোভাগে তীব্র বেদনাযুক্ত আধ্মান উৎপাদন এবং মূত্রাশয়ের অধো-দেশের পথ রোধ করে, ইহাকে মূত্রজঠর নামক মূত্রাঘাত কহে। ৫।

মূত্রোৎসঙ্গের লক্ষণ। কুপিত বায়ুদ্বারা মূত্রাশয়ে, শিশ্নে বা শিশ্নের অগ্রভাগে মূত্ররুদ্ধ হয় এবং অতিশয় কুন্থনে বারংবার বেদনার সহিত অল্প অল্প রক্তসংযুক্ত মূত্র নির্গত হয় বা মূত্রত্যাগকালে বেদনা হয় না, তাহাকে মূত্রোৎসঙ্গ কহে। ৬।

মূত্রক্ষয়ের লক্ষণ। যে রোগে রুক্ষ ও ক্লান্ত ব্যক্তির মূত্রাশয় স্থিত কুপিত বায়ু ও পিত্ত মূত্রাশয়ে দাহ, বেদনা ও মূত্রক্ষয় (মূত্রের অল্পতা) জন্মায়, তাহাকে মূত্রক্ষয় কহে। ৭।

মূত্রগ্রন্থির লক্ষণ। মূত্রাশয়ের মুখমধ্যে পাথরীর ন্যায় গোলাকার, অচল গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট সহসা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে মূত্রগ্রন্থি কহে। ৮।

অশ্মরী ও মূত্রগ্রন্থির প্রভেদ। অশ্মরী ও মূত্রগ্রন্থির প্রভেদ এই যে, ক্রমশঃ দোষ সঞ্চিত হইলে, অশ্মরী উৎপন্ন হয়, কিন্তু মূত্রগ্রন্থি সহসা উৎপন্ন হয় এবং কোন প্রকার দোষসঞ্চয়ের অপেক্ষা করে না, বিশেষতঃ অশ্মরী পিত্তাধিক্য ও মূত্রগ্রন্থিরোগ রক্তাধিক্য। তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয়ের দ্বারে অতিশয় কষ্টপ্রদ গ্রন্থি উৎপাদন করে এবং ঐ গ্রন্থিদ্বারা মূত্রাশয়ের পথ অবরুদ্ধ হওয়াতে কষ্টের সহিত মূত্র নির্গত হয়।

মূত্রশুক্রের লক্ষণ। মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া স্ত্রীসঙ্গম করিলে, বায়ু-দ্বারা শুক্র স্বস্থানচ্যুত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, তদনন্তর প্রস্রাবের অগ্রেই হউক বা পরেই হউক ভস্মমিশ্রিত জলের ন্যায় মূত্রমার্গ দ্বারা নির্গত হইয়া থাকে, ইহাকে মূত্রশুক্র কহে। ৯।

উষ্ণবাতের লক্ষণ। ব্যায়াম, পথপর্য্যটন ও রৌদ্রসেবন প্রভৃতি কারণে প্রকুপিত বায়ু, পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মূত্রাশয় আশ্রয়পূর্ব্বক মূত্রাশয়, শিশ্ন ও মলদ্বারে দাহ জন্মায় এবং ঐ অবস্থায় অতিশয় কষ্টের সহিত হরিদ্রাবর্ণ বা ঈষৎ লোহিতবর্ণ মূত্র অথবা কেবল রক্তই নির্গত হয়। এই রোগকে উষ্ণবাত কহে। ১০।

মূত্রসাদের লক্ষণ। প্রকুপিত বায়ুদ্বারা পিত্ত ও কফ এককালীন উভয়ই ঘনীভূত হইয়া পীত, রক্ত বা শ্বেতবর্ণ গাঢ়মূত্র কষ্টের সহিত নির্গত হইলে, তাহাকে মূত্রসাদ কহে। এতদ্ভিন্ন কেবল পিত্ত ঘনীভূত হইলে, গোরোচনার ন্যায়, কফ ঘনীভূত হইলে, শঙ্খচুর্ণের বর্ণের ন্যায় এবং সান্নিপাতিক মূত্রসাদে উক্ত সকল প্রকার বর্ণযুক্ত অল্প প্রস্রাব নির্গত হইয়া থাকে। ১১।

বিড়্বিঘাতের লক্ষণ। রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির মল বায়ুদ্বারা পক্বাশয় হইতে ঊর্দ্ধগত হইয়া মূত্রপথে নীত হইলে, মলসংযুক্ত বা মলের গন্ধযুক্ত মূত্র কষ্টের সহিত নির্গত হয়, এই রোগকে বিড়্বিঘাত নামক মূত্রাঘাত কহে। ১২

বস্তিকুণ্ডলের লক্ষণ। দ্রুতবেগে পথ পর্য্যটন, পরিশ্রম, আঘাত ও পীড়ন প্রভৃতি কারণে মূত্রাশয় স্বস্থান হইতে ঊর্দ্ধগত হইয়া গর্ভের ন্যায় গোলাকারে অবস্থান করিলে রোগীর শূলবেদনা, স্পন্দন ও দাহসহ অল্প২ মূত্র নিঃসৃত হয়, কিন্তু মূত্রাশয় পীড়ন করিলে (টিপিলে) ধারাবাহিক প্রস্রাব হইয়া থাকে, এই রোগকে বস্তিকুণ্ডল কহে। ইহা শস্ত্র ও বিষের ন্যায় মারাত্মক। বস্তিকুণ্ডলরোগে প্রায়ই বায়ুর প্রবলতা থাকে। এই রোগ পিত্তান্বিত হইলে দাহ, শূল ও মূত্রবিবর্ণ, শ্লেষ্মান্বিত হইলে, শরীরের গুরুতা এবং শোথ হয়, পরন্তু স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ ও গাঢ় মূত্র কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে। ১৩।

বস্তিকুণ্ডলীর সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ। বস্তিকুণ্ডলীরোগে মূত্রাশয়ের মুখের ছিদ্র শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত কিম্বা মূত্রাশয়ে পিত্ত সঞ্চিত হইলে, ঐ রোগ অসাধ্য এবং মূত্রাশয়ের মুখরন্ধ্র কফদ্বারা আবৃত ও মূত্রাশয়ে বায়ু কুণ্ডলীভূত না হইলে, সাধ্য। মূত্রাশয়ের মধ্যে বায়ু কুণ্ডলীভূত হইলে, রোগীর পিপাসা, শ্বাস ও মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা-বিধি।

মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাত উভয়ই বস্তি (মূত্রাশয়) গত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু বিভিন্নতা এই—মূত্রকৃচ্ছ্রে অত্যধিক যন্ত্রণার সহিত মূত্র নির্গত হয়, বিবদ্ধতা কম, কিন্তু মূত্রাঘাতে মূত্র নির্গমন কালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু বিবদ্ধতা অধিক। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বায়ুবিকার মাত্র। বস্তিগত বায়ু যাবৎ অনুলোম বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাবৎ যথারীতি মলমূত্রাদি নির্গত হয়, শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকে, কিন্তু নানা কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলেই প্রতিলোম বা ঊর্দ্ধগামী হয়, সুতরাং মলমূত্র রোধ ও নানা উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং যাহাতে বায়ু সরল অর্থাৎ অধোগামী হয় বা মলমূত্র যথারীতি নির্গত হয়, এই সকল রোগে তদ্রূপ ক্রিয়া সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বাহ্যদৃষ্টিতে সামান্য রোগ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু উহারা অত্যন্ত

কঠিন রোগ। উভয়ের মধ্যে আবার লক্ষণের সৌসাদৃশ্য এত অধিক যে সহজে রোগ নির্ণয় করাই কঠিন। মূত্রাঘাত রোগে, মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় নানাপ্রকার বায়ুনাশক তৈল মর্দ্দন অথবা তৈল ও ঘৃত পান, স্বেদ, প্রলেপ বিশেষতঃ মলদ্বারে ও জননেন্দ্রিয়ে বস্তি অর্থাৎ পিচ্কারী প্রয়োগ এবং স্নিগ্ধ বিরেচন বা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মূত্রাষ্ঠীলা। বায়ু যদি মূত্রাশয় ও মলদ্বারকে অবরোধ করে, তাহা হইলে মলমূত্র নির্গত হইতে পারে না, সুতরাং আধ্মান ও সঞ্চরণশীল অথচ উন্নত ও তীব্র বেদনাযুক্ত অষ্ঠীলা উৎপন্ন হয়, এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। বাতব্যাধি রোগোক্ত বাতাষ্ঠীলার ন্যায় ইহার চিকিৎসা করা উচিত। রোগের প্রথম অবস্থায় হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ, অগ্নিমুখ চূর্ণ বা বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে) প্রয়োগ করিবে। অনন্তর তাহাতে উপকার না হইলে বা রোগ কঠিন হইলে, রোগীর উদরে তারপিণ বা অন্যান্য বায়ুনাশক তৈল মাখাইয়া রোগীকে উষ্ণজলপূর্ণ-পাত্রে বসাইবে। তাহাতেও যদি তীব্র বেদনার লাঘব কিম্বা মলমূত্র নির্গমন না হয়, তবে বাতব্যাধিরোগোক্ত হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ বা গুল্মরোগোক্ত কাঙ্কায়ন-গুড়িকা রোগীকে সেবন করিতে দিবে অথবা দাস্ত ও বায়ুর অনুলোমতার জন্য হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি, নারাচচূর্ণ বা বৈশ্বানর চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। বায়ুনাশক তৈল অথবা উশীরাদ্য তৈল বা বরুণাদ্য তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মর্দ্দন করিতে দেওয়া উচিত। বায়ুনাশক তৈল বা রেড়ীর তৈল দ্বারা মলদ্বারে এবং বস্তিযোগ দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে পিচ্কারী দিবে। আধ্মান নিবৃত্তির জন্য দারুষট্‌ক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ ও মূত্র প্রবর্ত্তনের জন্য বিম্বিকাদ্য প্রলেপ বা বটপত্রী প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ অথবা যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ এবং রোগের প্রকোপ হ্রাস পাইলে, বরুণাদ্য ঘৃত বা ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত ব্যবস্থা করিবে।

বাতবস্তি। মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয়ের মুখ অবরুদ্ধ করে, তজ্জন্য মূত্র নির্গত হয় না; পরন্তু মূত্রাশয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা হয়। এই রোগের প্রথম অবস্থায় মূত্রনিঃসারক বিবিধ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং দশমূলের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে অথবা বরুণাদিকাথ, বৃহৎ বরুণাদিকাথ কিম্বা শুণ্ঠ্যাদিকাথ

রোগীকে পান করিতে দিবে। উশীরাদ্য তৈল, শিলোদ্ভেদাদি তৈল অথবা বায়ুনাশক কোন তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করাইয়া রোগীকে স্নান করাইবে। ঐ সকল তৈল উদরে মর্দ্দন করিলেও যথেষ্ট উপকার হয়। মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত বরুণাদ্যলৌহ বা তারকেশ্বর রস, কিম্বা চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্র রস ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত বা বাতব্যাধি-রোগোক্ত কোন ঘৃত পান করিতে দিবে। এই রোগ অতিশয় কঠিন, সুতরাং সযত্নে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

মূত্রাতীত। দীর্ঘকাল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে শীঘ্র মূত্র নির্গত হয় না কিম্বা হইলেও অতি অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগ সুখসাধ্য; অনেকস্থলে একটু শৈত্যক্রিয়া অর্থাৎ বায়ুনাশকতৈল মর্দ্দন কিম্বা স্নান অথবা ডাবের জল বা বেদানা ও ডালিম প্রভৃতি ফল ভক্ষণেই রোগ প্রশমিত হয়। তাহাতে স্থায়ী উপকার না হইলে, চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

মূত্রজঠর। মূত্র-বেগ ধারণ করিলে প্রথমতঃ মূত্র বেগরোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অনন্তর অপান বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া উদরকে স্ফীত করে এবং নাভির অধোভাগে অসহ্য তীব্র বেদনাযুক্ত আধ্মান উৎপাদন করে ও মূত্রাশয়ের নিম্নদেশে বিবন্ধ (মূত্র রোধ) জন্মায়, ইহাকে মূত্রজঠর কহে। এই রোগে বাতবস্তি ও মূত্রনিরোধজনিত উদাবর্ত্তের চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করিবে।

মূত্রোৎসঙ্গ। এই রোগে মূত্রাশয়ে, শিশ্ননালে কিম্বা শিশ্ন-গ্রন্থিতে মূত্র আবদ্ধ থাকে, নির্গত হয় না এবং বেগ দিলে বা কুন্থন করিলে, মূত্রাশয় বা লিঙ্গনালের গাত্র ভেদ হইয়া বেদনার সহিত কিম্বা বেদনাবিহীন অবস্থায় রক্ত মিশ্রিত মূত্র অল্প অল্প করিয়া নির্গত হয়। বিগুণ অর্থাৎ প্রতিলোম অথবা উর্দ্ধগামী বায়ুদ্বারা এই রোগ জন্মে। এই রোগে বায়ুনাশক কোন তৈল সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মর্দ্দন করিতে দিবে ও স্নানের ব্যবস্থা করিবে। চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগ করিকে এবং রক্তের বহির্গমন নিবারণার্থ তৃণ-পঞ্চমূলক্ষীর বা কুশাবলেহ প্রয়োগ করিবে।

মূত্রক্ষয়। রুক্ষ ও ক্লান্ত দেহ ব্যক্তির মূত্রাশয়স্থিত পিত্ত ও বায়ু প্রকুপিত হইয়া মূত্র ক্ষয় বা শোষণ করে, সুতরাং বেদনা ও দাহের সহিত অল্প অল্প মূত্র নির্গত হইতে থাকে। এই রোগে বায়ুনাশক চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস সেবন ও উশীরাদি তৈল বা বরুণাদ্য তৈল উদরে ও সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর রোগ প্রশমিত হইলে, ত্রিকণ্টকাদ্য-ঘৃত ব্যবস্থা করিবে।

মূত্রগ্রন্থি। এই রোগে মূত্রাশয়ের মুখের অভ্যন্তর ভাগে গোলাকার, স্থির অথচ ক্ষুদ্র আমলকীর আকৃতি বিশিষ্ট ও অশ্মরীর ন্যায় বেদনাযুক্ত গ্রন্থি সহসা উৎপন্ন হয়। এ রোগ অল্পকালোদ্ভূত হইলে, ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হয় না। বরুণাদ্য লৌহ, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর, কুশাবলেহ ও চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ সেবনের এবং বরুণাদ্যতৈল অথবা উশীরাদ্যতৈল মালিশের জন্য ব্যবস্থা করিবে। প্রলেপাদি দ্বারা এ রোগে তাদৃশ উপকার হয় না।

মূত্রশুক্র। মূত্রের বেগ সত্ত্বে স্ত্রী-সঙ্গম করিলে, শুক্র বায়ুদ্বারা স্বস্থান হইতে ক্ষরিত ও ঊর্দ্ধগামী হয়, অনন্তর ভস্মমিশ্রিত জলের ন্যায় প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাৎ নির্গত হয়। এই রোগে কদলী-মূলের রসসহ এলাচি-চূর্ণ এবং গোক্ষুরাদি ক্বাথ ও ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত ব্যবস্থা করিবে। বস্তি-শোধনার্থ তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর বা কুশাবলেহ অথবা চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধও প্রয়োগ করা যায়।

উষ্ণবাত। অধিক পরিশ্রম, পথপর্য্যটন ও রৌদ্র সেবন দ্বারা বায়ুর সহিত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয় আশ্রয় করিয়া মূত্রাশয়, শিশ্ন ও মলদ্বারে দাহ উৎপাদন করে, এবং কষ্টের সহিত পুনঃ পুনঃ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, ঈষৎ লোহিতবর্ণ অথবা কেবলমাত্র রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয়, ইহাকে উষ্ণবাত কহে। এইরোগে রক্তবর্ণ বা রক্তমিশ্রিত অথবা কেবল মাত্র রক্ত নির্গত হইলে, তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর বা কুশাবলেহ সেবন করিতে দিবে। চন্দনঘষা চাউলের জলসহ খাওয়াইলে জ্বালাযন্ত্রণা প্রশমিত হয়। এই সকল ঔষধ সেবনে মূত্রাশয় বিশোধিত এবং দাহ প্রশমিত হয়, পরন্তু রক্তবর্ণ বা রক্তসংযুক্ত অথবা কেবল রক্তপ্রস্রাবের পরিবর্ত্তে শুভ্রবর্ণ স্বাভাবিক মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত শীতলজল একটী টবে রাখিয়া তন্মধ্যে রোগীকে বসাইয়া তাহার বস্তি বা মুত্রাশয় পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলেও যথেষ্ট উপকার হয়। অত্যধিক স্ত্রী-সংসর্গ হেতু মূত্রমার্গ দ্বারা শোণিত নির্গত হইলে, অধোগত রক্তপিত্ত-নাশক ঔষধ অর্থাৎ ফল্গুযোগ, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর বা কুশাবলেহ প্রভৃতি কিম্বা দ্রাক্ষাকল্ক সেবন করিতে দিবে, অনন্তর রক্তবন্ধ হইলে, শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টি-কারক বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

বাতকুণ্ডলিকা। নানাকারণে দেহ রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে কিম্বা মল-মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, বায়ু অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া এই রোগে মূত্রাশয়ে বেদনা ও মুত্রনিঃসরণে বাধা জন্মায়; সুতরাং যাহাতে শরীর ক্রমশঃ স্নিগ্ধ ও মলমূত্র যথারীতি নির্গত হয়, তজ্জন্য বায়ুনাশক চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ, যোগেন্দ্ররস অথবা তারকেশ্বর রস ও বরুণাদ্যলোহ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। উদরে নানা-প্রকার তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজলের সেক দেওয়া যায়। বায়ুনাশক বিষ্ণু-তৈল, মধ্যম-বিষ্ণুতৈল বা উশীরাদ্য তৈল সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ বস্তিদেশে মর্দ্দনের এবং বরুণাদ্যঘৃত, ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি সেবনের ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু জ্বরসম্বন্ধে ঘৃত তৈল ব্যবস্থা করিবে না। বটপত্রী প্রলেপ বা বিম্বিকাদ্য প্রলেপ বস্তিদেশে প্রয়োগ করা যায়। মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগে যে সকল যোগ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, মূত্রাঘাতেও অবস্থাবিশেষে তাহা প্রয়োগ করা যায়। মূত্রসংজননার্থ শশাবীজ, চালকুমড়াবীজ বা কাকুড়-বীজ কিম্বা আমলা বাটিয়া উদরে প্রলেপ দেওয়া যায়। কাকুড় বীজেরশাস আধ তোলা বাটিয়া কাঁজির সহিত, ত্রিফলাকল্ক সৈন্ধবলবণ সহ, এলাচিচূর্ণ ডালি-মের বা বেদানার রসসহ অথবা কুঙ্কুম জলে গুলিয়া মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেওয়া যায়। নল, কুশ, কাশ ও ইক্ষুর শিকড়ের ক্বাথে চিনি মিশা-ইয়া পান করিতে দেওয়া যায় অথবা তৃণপঞ্চমুল ক্ষীর, গোয়ালিয়া লতার কাথ, অশোকবীজচূর্ণ শীতল জলসহ কিম্বা শিবজটার মূল ঘোলের সহিত বাটিয়া খাওয়ান যায়। মূত্র একবারে বন্ধ হইলে সূক্ষ্ম কর্পূরচূর্ণ দুর্ব্বাঘাসের কাণ্ড দ্বারা লিঙ্গ বা যোনির মূত্রমার্গে প্রবিষ্ট করাইলে সদ্যঃ মূত্র নির্গত হয়। এই অবস্থায় আরও নানাপ্রকার ঔষধ মূত্রনির্গমনের জন্য প্রয়োগ করা যায়।

মূত্রসাদ। পিত্ত বা কফ স্বতন্ত্ররূপে কিম্বা উভয়ই বায়ু দ্বারা এককালীন

ঘনীভূত (গাঢ়) হইলে, শ্বেত, পীত বা লোহিতবর্ণ মূত্র অল্পে অল্পে নির্গত হয়। পিত্তপ্রধান মূত্রাঘাতে গোরোচনার বর্ণের ন্যায় অথচ দাহসহ, শ্লেষ্ম-প্রধান মূত্রাঘাতে শঙ্খচূর্ণের ন্যায় এবং সান্নিপাতিক মূত্রাঘাতে উল্লিখিত সমস্ত বর্ণযুক্ত অল্পমূত্র নির্গত হয়। পিত্তপ্রধান মূত্রসাদে কুশাবলেহ, তৃণপঞ্চমূল-ক্ষীর বা ক্বাথ, গোক্ষুরাদ্য ক্বাথ ও চিন্তামণি বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। উশীরাদ্য তৈল অথবা বায়ুনাশক কোন তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বস্তিদেশে মাখিতে দিবে। উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে ও নানা প্রকার মূত্রকারক যোগ সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মপ্রধান মূত্রসাদে গাম্ভারী-ক্বাথ ও গোক্ষুরাদ্য ক্বাথ বা বৃহৎ বরুণাদ্য ক্বাথ এবং বরুণাদ্য লৌহ, এলাচি-চূর্ণ ও চিন্তামণি প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে, তৎসঙ্গে উশীরাদ্য তৈল সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মালিশ করিতে দিবে। এই অবস্থায় ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত অতি উপকারী। সান্নিপাতিক মূত্রসাদে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বিড়্বিঘাত। শরীর অত্যন্ত রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইলে, পুরীষ (মল) ঊর্দ্ধগামী হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়, তজ্জন্য মলের গন্ধযুক্ত বা মলমিশ্রিত মূত্র অতি কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগে পুরীষ যাহাতে স্বপথগামী হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। সাধারণতঃ মলবেগ রোধজনিত উদাবর্ত্তরোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেই রোগ আরোগ্য হইতে পারে। উদরে তৈলাদি মর্দ্দন, বর্ত্তি-প্রয়োগ, দাস্ত পরিষ্কারের জন্য বাতানুলোমক বৈশ্বানরচূর্ণ বা নারাচচূর্ণ প্রভৃতি সেবন এবং রেড়ীর তৈলদ্বারা বিরেচন প্রয়োগ করিলেও যথেষ্ট উপকার হয়। দাস্ত পরিষ্কার ও মূত্র সরলরূপে নির্গত হইলে, দেহ সরল ও স্নিগ্ধ হওয়ার জন্য ঘৃতাদি ব্যবস্থা করিবে।

বস্তিকুণ্ডল। দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ, অতিশয় পরিশ্রম, বস্তি বা মূত্রাশয়ে কোনপ্রকার আঘাত প্রাপ্তি ও মূত্রাশয়ের পীড়ন (টেপা টিপি) দ্বারা মূত্রাশয় স্বস্থান হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া গর্ভের ন্যায় স্থূলাকারে অবস্থান করে এবং রোগী বেদনা, দাহ ও কম্পের সহিত অল্প অল্প মূত্রত্যাগ করে, কিন্তু নাভির অধোদেশ পীড়ন করিলে, স্বাভাবিক মূত্রধারা নির্গত হয়। ইহা অত্যন্ত কঠিন রোগ। এই রোগে প্রথমতঃ বায়ুনাশক তৈল উদরে মর্দ্দনপূর্ব্বক

হস্তদ্বারা আস্তে আস্তে বস্তিকে স্বস্থানে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবে এবং বায়ুপ্রশমনের জন্য নানাপ্রকার বাতানুলোমক ক্রিয়া ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে। চিন্তামণি বা যোগেন্দ্ররস এবং দশমূলের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ুপ্রশমনার্থ বর্ত্তিপ্রয়োগ বা স্নিগ্ধ বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। দাহ, শূল ও মূত্রের বিবর্ণতা বিনাশের জন্য কুশাবলেহ বা বরুণাদ্য লৌহ ও বৃহৎ বরুণাদিকাথ ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, দেহের গুরুতা ও শোথ হয় এবং স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ অথচ গাঢ় মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় শ্লেষ্মপ্রধান মূত্রসাদোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই রোগে মূত্রাশয়ের মুখ-রন্ধ্র শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত কিম্বা মূত্রাশয়ে পিত্ত সঞ্চিত হইলে, কুশাবলেহ, তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর, চিন্তামণি বা যোগেন্দ্র রস, বৃহৎ বরুণাদি কাথ ও উশীরাদ্য তৈল ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু তাহাতে উপকার না হইলে বা শ্লেষ্মা বায়ু দ্বারা শুষ্ক হইয়া অশ্মরীর ন্যায় হইলে, অস্ত্রপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

মূত্রাঘাতে-ঔষধ।

ত্রিফলাকল্ক। মূত্রাঘাতে মূত্রের বিবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ত্রিফলার জল বা আতপ চাউলের জল।

ত্রিফলাকল্ক। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া প্রত্যেকে ১ তোলা ও সৈন্ধব লবণ ১ তোলা একত্র বাটিয়া লইবে। মাত্রা—দুই আনা বা চারি আনা।

তৃণপঞ্চমূল-ক্ষীর। উষ্ণবাতে ও মূত্রগ্রন্থিতে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ লিঙ্গে বা বস্তিদেশে দাহ বর্ত্তমান থাকিলে কিম্বা মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মূত্রাঘাতে মূত্রের বিবদ্ধতা বিনাশের জন্যও ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর। প্রস্তুতবিধি ২৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গোক্ষুরাদি কাথ। মূত্রাঘাতরোগে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে ভার বোধ শোথ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গোক্ষুরাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ২৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দশমূল ক্বাথ। বাতবস্তি ও বস্তিকুণ্ডল নামক মূত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধে কিঞ্চিৎ শিলাজতু ও চিনি বা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে।

দশমূল ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরুণাদি ক্বাথ। বাতবস্তি, মূত্রজঠর, অষ্ঠীলা, মূত্রসাদ, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রক্ষয় নামক মূত্রাঘাতে এবং শ্লেষ্মপ্রবল বস্তিকুণ্ডলরোগে বেদনার সহিত অল্পে অল্পে মূত্র নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে পান করিতে দিবে।

বরুণাদি ক্বাথ। বরুণছাল, শুঁঠ, পাথরকুচি ও গোক্ষুর সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ যবক্ষার ৩ রতি।

বৃহৎ বরুণাদি ক্বাথ। বাতবস্তি, মূত্রজঠর, অষ্ঠীলা, মূত্রসাদ, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রক্ষয় মূত্রাঘাতে এবং শ্লেষ্মপ্রবল বস্তিকুণ্ডলরোগে বেদনা ও যন্ত্রণার সহিত মূত্র নির্গত হইলে, উষ্ণবাতে ও মূত্রগ্রন্থিতে এবং পিত্তপ্রবল বস্তিকুণ্ডলরোগের পিত্তের প্রকোপ বশতঃ লিঙ্গে বা মূত্রাশয়ে দাহ থাকিলে ও মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা অন্যান্য মূত্রাঘাতে এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ বরুণাদি ক্বাথ। বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুর, তালমূলী, কুলথকলাই, কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, উলুখড়ের মূল ও কৃষ্ণ ইক্ষুমূল; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ যবক্ষার ৩ রতি এবং চিনি।০ চারি আনা।

শুণ্ঠ্যাদি ক্বাথ। বাতকুণ্ডল, মূত্রাষ্ঠীলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, মূত্রজঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত, মূত্রসাদ, বিড়্বিঘাত ও বায়ুপ্রবল বস্তিকুণ্ডলরোগে মূত্রের বিবদ্ধতা এবং তজ্জন্য কোষ্ঠ, কটি, উরু, মলদ্বার, বস্তি ও শিশ্নে বেদনা থাকিলে, এই ক্বাথে হিং, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকে ৵৪ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়। ইহা বায়ুর অনুলোমক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও অশ্মরীভেদক।

শুণ্ঠ্যাদি কাথ। শুঁঠ, গণিয়ারীছাল, পাথরকুচি, শজিনাছাল, বরুণছাল, গোক্ষুর, হরীতকী ও সোন্দাল ফলের শাস; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কুশাবলেহ। মূত্রাঘাতে কষ্টের সহিত মূত্র নির্গমন, বস্তি বা লিঙ্গনালে-বেদনা, মূত্রাশয়ের স্ফীততা ও দাহ, মূত্রমার্গদ্বারা রক্ত বা সরক্ত মূত্রনির্গমন, অরুচি ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পাথরকুচি পাতার রস বা ত্রিফলার জল।

কুশাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ৯২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ। মূত্রাষ্ঠীলারোগে বায়ুর আধিক্যবশতঃ মলমূত্ররুদ্ধ, উদরাধ্মান এবং উন্নত, সঞ্চরণশীল ও তীব্র বেদনাযুক্ত অষ্ঠীলা উৎপন্ন হইলে, রোগের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)। অষ্ঠীলারোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৫৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাঙ্কায়ন-গুড়িকা। অষ্ঠীলা নামক মূত্রাঘাতে উদরাধ্মান, মলমূত্ররোধ ও বেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা রোগ সমূলে বিনষ্ট হয়। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধি ও মূত্রকারক। অনুপান—ত্রিফলার জল।

কাঙ্কায়ন গুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৭৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরুণাদ্যলৌহ। মূত্রাঘাতের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অথচ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ত্রিফলার জল।

বরুণাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তারকেশ্বর রস। মূত্রাঘাতে মূত্রাশয় ও জননেন্দ্রিয়ের দাহ, অল্পে

অল্পে সরুধারায় মূত্র নির্গমন বিশেষতঃ মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব বা রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

তারকেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ৯৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণি। মূত্রাঘাতে উদরাধ্মান, কোষ্ঠকাঠিন্য, মূত্রের বিবদ্ধতা, মূত্রাশয় ও জননেন্দ্রিয়ের জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি বিনাশের জন্য, বিশেষতঃ বায়ু ও পিত্তের শমতা উৎপাদন করিয়া শরীর স্নিগ্ধকরণের জন্য এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। ইহার ২।১টি বটী প্রয়োগ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়। অনুপান—চাউলধোয়া জল বা ত্রিফলার জল ও মধু।

চিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখ। মূত্রাঘাতের যে যে অবস্থায় চিন্তামণি প্রয়োগ করা যায়, সেই সেই অবস্থায় চতুর্ম্মুখ প্রয়োজ্য। অনুপান—চাউলধোয়া জল বা ত্রিফলার জল।

চতুর্ম্মুখ। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস। চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রয়োগে ফল না হইলে কিম্বা রোগ সমূলে বিনাশের জন্য এই ঔষধ প্রয়োগ করা অতি প্রয়োজন। অনুপান-চাউলধোয়া জল বা ত্রিফলার জল।

যোগেন্দ্র রস। প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উশীরাদ্যতৈল। মূত্রাঘাতে বায়ুর রুক্ষতা বিনাশ করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিতে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা। সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মালিশ করা কর্ত্তব্য। বাত-জনিত বেদনা ও পিত্তজন্য বস্তি, জননেন্দ্রিয় ও গাত্রদাহে ইহা ব্যবস্থা করা উচিত। এই তৈল যেমন বায়ুপিত্ত নাশক, তেমনি মূত্রের বিবদ্ধতা বিনাশক অথচ বলপুষ্টিকারক।

উশীরাদ্যতৈল। প্রস্তুতবিধি ৯১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত। মূত্রাঘাতে উদরাধ্মান বা অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে অথচ বায়ুজন্য বস্তি ও জননেন্দ্রিয়ে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মূত্রের বিবদ্ধতা, মূত্রনির্গম-কালে যাতনা, রুক্ষতা, কুক্ষি-বেদনা, পিত্তের প্রকোপ বশতঃ

মূত্রাশয়ে, জননেন্দ্রিয়ে বা গাত্রে দাহ, সরক্ত বা রক্তবর্ণ মূত্রনির্গমন, সরুধারায় মূত্র প্রবর্ত্তন, প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাতে ভস্মমিশ্রিত জলের ন্যায় স্রাব হওয়া এবং বাতকুণ্ডলিকা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাতের যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ। ইহা শুক্র বর্দ্ধক এবং বল ও পুষ্টিকারক।

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৯৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মূত্রাঘাতে—পথ্যাপথ্য।

পথ্য। রোগের প্রথম অবস্থায় অন্নাহার বন্ধ করিয়া দুগ্ধসাগু অথবা দুগ্ধসহ সাগু ও কিস্‌মিস্ দ্বারা পায়স প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে দিবে। দুগ্ধ ও খৈঁর মণ্ড এই অবস্থায় অতি উপকারী। পাতলা দাস্ত হইলে, দুগ্ধ ও বার্লি পথ্য দিবে। এতদ্ব্যতীত সুপক্ক নানাবিধ ফল এই রোগে অত্যন্ত উপকারী। ডাবের জল, ঘোল, কেশুর, পানিফল, ডালিম, বেদানা, আনারস, কমলালেবু, পাতি বা কাগজীলেবু, আম, আমলকী, আতা, পেপে, কিস্‌মিস্, আঙ্গুর, প্রভৃতি সুপথ্য। রোগ প্রশমিত এবং দাস্ত ও প্রস্রাব যথারীতি হইলে, মাছের ঝোল সহযোগে অন্নপথ্য দিবে। রোগ সমূলে আরোগ্য হইলে, ডাইল ও তরকারী আহার করা কর্ত্তব্য নহে, তবে পটোল, আলু, সাচি কুমড়া প্রভৃতি আহার করিতে দেওয়া যায়।

অপথ্য। বিরুদ্ধ দ্রব্য, পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, রাত্রিজাগরণ, রুক্ষ বা পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ ও বমনকারক দ্রব্য-সেবন এই রোগে পরিত্যাজ্য।

অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা।

অশ্মরীরোগের সাধারণ লক্ষণ। অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হইলে, নাভি, সেবনী ও মূত্রাশয়ের উপরিভাগে বেদনা হয়। অশ্মরী দ্বারা মূত্রদ্বার রুদ্ধ হইলে বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রস্রাব নির্গত হয়, মূত্ররন্ধ্র হইতে অশ্মরী অপসারিত

হইলে বিনা কষ্টে গোমেদের ন্যায় কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ স্বচ্ছ মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। অশ্মরীর ঘর্ষণে মূত্রনালীতে ক্ষত হইলে রক্তমিশ্রিত ঘন মূত্র নিঃসরণ হয় এবং প্রস্রাবের সময় কুন্থনহেতু অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে।

বাতিক অশ্মরীর লক্ষণ। বাতিক অশ্মরীরোগে পীড়িত ব্যক্তি আর্ত্তনাদের সহিত দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে, কম্পিত হয় এবং নাভিদেশ ও লিঙ্গ হস্তদ্বারা পীড়ন করে। প্রস্রাবের বেগ দিলে বায়ুসহ মল নির্গত হয় এবং মুহুর্মুহুঃ বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে। বাতাশ্মরী শ্যাববর্ণ, রুক্ষ ও কণ্টকদ্বারা আবৃতবৎ দৃষ্ট হয়।

পৈত্তিক অশ্মরীর লক্ষণ। পৈত্তিক অশ্মরীরোগে পিত্তের প্রবলতাবশতঃ মূত্রাশয়ে এরূপ দাহ উপস্থিত হয়, যেন অগ্নিদ্বারা মূত্রাশয় দগ্ধ হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং অশ্মরী ভেলার বীজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক অশ্মরীর লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক অশ্মরীরোগে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ রোগীর মূত্রাশয় শীতল, ভারবিশিষ্ট হয় ও তাহাতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হইয়া থাকে। অশ্মরী, বৃহৎ, মসৃণ ও শুক্লবর্ণ বা মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অশ্মরীর সুখসাধ্য লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ অশ্মরী প্রায়শঃ বাল্যকালেই জন্মে, পরিণত বয়স্কের কদাচিৎ হইয়া থাকে। বাল্যকালে বালকগণের মূত্রাশয় ক্ষুদ্র থাকে, এজন্য সহজে অস্ত্রদ্বারা অশ্মরী গ্রহণ ও আহরণ করা যায়।

শুক্রাশ্মরীর সংপ্রাপ্তি। শুক্রের বেগ ধারণ করিলে, শুক্রাশ্মরী জন্মে, এই রোগ বয়স্ক ব্যক্তিদিগেরই হয়, বালকগণের হয় না, কারণ তাহাদের স্ত্রীগমনেচ্ছা না থাকাতে শুক্রের বেগ থাকে না এবং শুক্র অবরুদ্ধ হয় না। কাম বেগবশতঃ স্বস্থানচ্যুত শুক্র স্খলিত না হইয়া বায়ুদ্বারা শিশ্ন ও অণ্ডকোষদ্বয়ের মধ্যগত মূত্রাশয়ের মুখে ধৃত ও শোষিত হইলে, শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শুক্রাশ্মরীর লক্ষণ। শুক্রাশ্মরীরোগে রোগীর মূত্রাশয়ে বেদনা ও কষ্টের সহিত মূত্র নির্গত হয় এবং অণ্ডকোষদ্বয়ে শোথ জন্মে। শুক্রাশ্মরীরোগ

উৎপন্ন হইবামাত্রই শুক্র স্খলিত হইতে থাকে এবং শিশ্ন ও অণ্ডকোষের মধ্যভাগ পীড়ন করিলে (টিপিলে) অশ্মরী অভ্যন্তরে লীন হয়।

শর্করা ও সিকতার লক্ষণ। শর্করা ও সিকতা, পৃথক্ রোগ নহে, অশ্মরীরোগের প্রকার ভেদ মাত্র। অশ্মরী বায়ুদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া চিনির ন্যায় আকার হইলে, তাহাকে শর্করা এবং বালুকা কণার মত হইলে, তাহাকে সিকতাশ্মরী কহে। শর্করা ও সিকতারোগে বায়ুর অনুলোমতা থাকিলে, মূত্রের সহিত ঐ শর্করা ও সিকতা বহির্গত হয়; কিন্তু বায়ু প্রতিলোমগামী হইলে, মূত্রনলী রুদ্ধ হয় এবং মূত্ররন্ধ্রের সহিত সংলগ্ন হইয়া নানা প্রকার উপদ্রব উৎপাদন করে। শর্করা অপেক্ষা সিকতার রেণু সমূহ সূক্ষ্মতর।

অশ্মরী, শর্করা ও সিকতার অসাধ্য লক্ষণ। অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর নাভিতে ও অণ্ডকোষদ্বয়ে শোথ এবং মূত্ররোধ হইলে, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অশ্মরীর উপদ্রব। অশ্মরীরোগে রোগীর দুর্ব্বলতা, শরীরের অবসন্নতা, কৃশতা, হৃদয় ও কুক্ষি বেদনা, অরুচি, পাণ্ডু, উষ্ণবাত নামক মূত্রাঘাত, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, বমি, কম্প, অগ্নিমান্দ্য, মূর্চ্ছা এবং প্রস্রাবকালে রোগীর দুঃসহ যন্ত্রণা হয়।

অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

যেরূপ গোপিত্তে গোরোচনার উৎপত্তি হয়, নানা কারণে প্রকুপিত বায়ু শুক্র সহ মূত্রাশয়স্থিত মূত্রকে অথবা পিত্তসহ শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করিলে, তদ্রূপ অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী জন্মে। অশ্মরী চারি প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ। শুক্রজ অশ্মরী শুক্র হইতে উৎপন্ন হয়। সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী রোগেই ত্রিদোষের প্রভাব বর্ত্তমান, কিন্তু তৎসত্ত্বেও চতুর্ব্বিধ অশ্মরীর মধ্যে বাতাদি ত্রিবিধ অশ্মরীরোগে শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে অশ্মরীরোগ যমের ন্যায় জীবন নষ্ট করে। অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মূত্রাশয়ের স্ফীততা, মূত্রাশয়ের নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা, প্রস্রাবে ছাগলের মূত্রের ন্যায় গন্ধ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর এবং অরুচি জন্মে।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতের সহিত অশ্মরীর বিভিন্নতা এই—মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত সহসা উৎপন্ন হয় এবং চিকিৎসা করিলে, অল্পকালের মধ্যেই প্রশমিত হয়, কিন্তু অশ্মরী ক্রমশঃ বা দীর্ঘকালে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অল্প অল্প করিয়া বাড়ে, সুতরাং সহসা মূত্র-নালী ও মূত্র অবরুদ্ধ হয় না।

সাধারণতঃ মূত্রকৃচ্ছ্র অপেক্ষা মূত্রাঘাত এবং মূত্রাঘাত হইতে অশ্মরীরোগ কঠিন। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত পুরাতন হইলেও ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং আরোগ্য হয়, কিন্তু অশ্মরীর পুরাতন অবস্থায় অস্ত্র-প্রয়োগ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অশ্মরী এবং শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র এইজন্য অন্যান্য মূত্রকৃচ্ছ্র অপেক্ষা অত্যন্ত কঠিন, কারণ অশ্মরী বা শর্করা দ্বারা মূত্রমার্গ অবরুদ্ধ হইলে, যে মূত্র-কৃচ্ছ্র উৎপন্ন হয়, তাহাতে যাবৎ অশ্মরী বা শর্করা স্থানচ্যুত হইয়া নির্গত না হয়, তাবৎ মূত্র সরলরূপে নির্গত হয় না।

অশ্মরী রোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে, অন্যান্য ক্বাথ, অবলেহ ও বটিকা প্রভৃতি প্রয়োগের সঙ্গে জ্বরচিকিৎসোক্ত স্বল্প পঞ্চমূলকাথ, দশমূলকাথ, দ্বাদ-শাঙ্গ ক্বাথ, চতুর্দ্দশাঙ্গ ক্বাথ বা অষ্টাদশাঙ্গ ক্বাথ সেবন করাইবে, অনন্তর ঐ ক্বাথ সেবনে জ্বর হ্রাস পাইলে বায়ু ও পিত্তনাশক তৈল ঘৃতাদি প্রয়োগ করিবে, কারণ তৈল ঘৃতাদি দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ বা বিগুণ বায়ু ও কুপিত পিত্ত প্রকৃতিস্থ না হইলে রোগ প্রশমনের বা রোগের মূলোচ্ছেদ অসম্ভব।

বাতিক অশ্মরীরোগে গোক্ষুরযোগ, শুণ্ঠ্যাদি ক্বাথ, এলাদি ক্বাথ বা বরুণাদি ক্বাথ, বৃহৎ বরুণাদি ক্বাথ এবং বরুণাদ্যচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। বায়ু ও পিত্তের সমতার জন্য চিন্তামণি বা যোগেন্দ্র রস এবং উশীরাদি তৈল বা বীর-তরাদ্য তৈল এবং পাষাণভেদাদ্য চূর্ণ ও পাষাণভেদাদ্য ঘৃত ব্যবস্থা করা যায়। তৈল সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মাখাইয়া রোগীকে স্নান করাইবে। তৈল-মর্দ্দন ও ঘৃত সেবন দ্বারা এই রোগে মহোপকার দর্শে। উক্ত তৈল দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলেও অসীম উপকার হয়।

পৈত্তিক অশ্মরীরোগে বৃহৎ বরুণাদি ক্বাথ, তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর, কুশাবলেহ, বরুণাদ্য ঘৃত বা কুশাদ্য ঘৃত এবং চিন্তামণি, যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ সেব-নের ও উশীরাদি তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। উক্ত তৈল দ্বারা পিচ্‌কারী প্রয়োগ করা যায়।

শ্লৈষ্মিক অশ্মরীরোগে গোক্ষুরযোগ, শুণ্ঠ্যাদি ক্বাথ, বরুণাদি ক্বাথ বা বৃহৎ বরুণাদি ক্বাথ অথবা এলাদি ক্বাথ, বরুণাদ্য চূর্ণ, পাষাণভেদাদ্য চূর্ণ ও পাষাণভেদাদ্য ঘৃত এবং বীরতরাদ্য তৈল বা ব্রধ্নরোগোক্ত সৈন্ধবাদ্য তৈল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। উক্ত তৈল দ্বারা পিচ্‌কারী প্রয়োগ করা যায়। এই রোগে শোথরোগোক্ত পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ, পুনর্ণবাদি চূর্ণ, পুনর্ণবাদি তৈল, শুষ্ঠী ঘৃত ও পুনর্ণবাদি ঘৃত প্রয়োগ করা যায়।

শুক্রাশ্মরীরোগের চিকিৎসা শ্লৈষ্মিক অশ্মরীরোগের ন্যায় করিবে। এই রোগে গোক্ষুরযোগ, শুণ্ঠ্যাদি ক্বাথ, বরুণাদি ক্বাথ, এলাদি ক্বাথ বা বৃহৎ বরুণাদি ক্বাথ, পাষাণভেদাদ্য চূর্ণ ও পাষাণভেদাদ্য ঘৃত এবং বীরতরাদ্য তৈল বা ব্রধ্নরোগোক্ত সৈন্ধবাদ্য তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। এই রোগে শোথরোগোক্ত পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ, পুনর্ণবাদি চূর্ণ, শুষ্ঠীঘৃত, পুনর্ণবাদি ঘৃত ও পুনর্ণবাদি তৈল প্রয়োগ করা যায়।

শর্করা ও সিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তিলাদ্য ক্বাথ, পাষাণভেদাদ্যচূর্ণ, বরুণাদ্য চূর্ণ, পুনর্ণবা কল্ক, বরুণাদি বা বৃহৎ বরুণাদি প্রভৃতি ক্বাথ, উশীরাদ্য, বীরতরাদ্য বা কুশাদ্য তৈল, কুশাবলেহ, বরুণাদ্যলৌহ, বরুণাদ্য ঘৃত (মতান্তরে) এবং চিন্তামণি বা যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

অশ্মরী, শর্করা ও সিকতার অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, শোথ রোগোক্ত পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ, পুনর্ণবাদি চূর্ণ, পুনর্ণবাদি তৈল, শুষ্ঠী ঘৃত ও পুনর্ণবাঘৃত ব্যবস্থা করিবে।

অশ্মরীরোগে মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য রক্ত নির্গত হইলে, পৈত্তিক অশ্মরীরোগোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত।

অশ্মরীরোগে-ঔষধ।

শুণ্ঠ্যাদি ক্বাথ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

শুণ্ঠ্যাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৯৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এলাদি ক্বাথ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা শুক্রাশ্মরীরোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, এই ঔষধে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

এলাদি ক্বাথ। এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচি, রেণুকা, গোক্ষুর, বাসকছাল ও ভেরেণ্ডার মূলের ছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বরুণাদি ক্বাথ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বরুণাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৯৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বরুণাদি ক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরী-রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং জননেন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রক্ষেপ-যবক্ষার ৩ রতি।

বৃহৎ বরুণাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৯৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গোক্ষুর যোগ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই যোগ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অশ্মরী নিপতিত হয়।

গোক্ষুর যোগ। গোক্ষুর, কুলেখাড়া, ভেরেণ্ডার মূল, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী; এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত অর্দ্ধতোলা, দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

কুশাবলেহ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, শুক্রজ অশ্মরী এবং শর্করা ও সিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে মূত্রমার্গদ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী। অনুপান—ত্রিফলার জল।

কুশাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ৯২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর। পৈত্তিক অশ্মরীরোগে বা মূত্রমার্গদ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর। প্রস্তুতবিধি ২৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তিলাদ্য ক্বাথ। শর্করা ও সিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে; ইহা সেবনে শর্করা ও সিকতা মূত্রমার্গ দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়।

তিলাদ্য কাথ। তিল, আপাং, কদলমূল, পলাশছাল, যব ও বেলশুঁঠ; ইহারা সমভাগে মিশ্রিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পাষাণভেদাদ্যচূর্ণ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরী কিম্বা শর্করা ও সিকতারোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অশ্মরী ভেদ হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। অনুপান—উষ্ণজল।

পাষাণভেদাদ্য চূর্ণ। পাথরকুচি, বাসকছাল, গোক্ষুর, আকনাদি, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শঠী, দন্তীবীজ, কেলেকড়া, বনযমানী, শালিঞ্চশাক, কাকুড়বীজ, শশাবীজ, কৃষ্ণজীরা, হিং, অম্লবেতস (থৈকল); বৃহতী, কণ্টকারী, ধনে ও বচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা চারি আনা।

বরুণাদ্যচূর্ণ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক, শুক্রজ এবং শর্করা ও সিকতা অশ্মরীর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অতি শীঘ্র অশ্মরী ভেদ হইয়া পতিত হয়। এতদ্ব্যতীত মূত্রাশয়গত রোগ অর্থাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, বিশেষতঃ শর্করা, সিকতা ও অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে ইহা অতি উপকারী। বাতবস্তি, বস্তিকুণ্ডল ও মূত্রাষ্ঠীলা-রোগে ইহা অসাধারণ ফলপ্রদ। অনুপান—উষ্ণজল।

বরুণাদ্য চূর্ণ। বরুণছাল চূর্ণ ১ ভাগ, যবক্ষার অর্দ্ধভাগ ও পুরাতন ইক্ষুগুড় সিকি ভাগ, এই সকল একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা চারি আনা।

চিন্তামণি। অশ্মরীরোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ বস্তিদেশ অর্থাৎ মূত্রাশয় স্ফীত ও পিত্তের প্রকোপ বশতঃ মূত্রাশয়ে অত্যন্ত দাহ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শর্করা ও সিকতার প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু অরিষ্ট লক্ষণ অর্থাৎ অণ্ডকোষ বা নাভিতে শোথ দৃষ্ট হইলে অথবা শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরীরোগে প্রযোজ্য নহে। অনুপান—ত্রিফলার জল।

চিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস। অশ্মরীরোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ বশতঃ নানা-

বিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যে যে অবস্থায় চিন্তামণি প্রযোজ্য, সেই সেই অবস্থায় সেই অনুপানে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

যোগেন্দ্র রস। প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরুণাদ্যলৌহ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রোগীর তৎসঙ্গে অল্প জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতরোগে এবং মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ কিম্বা বস্তি ও জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ প্রকাশ পাইলে, ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—চাউল ধোয়া জল বা ত্রিফলার জল।

বরুণাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উশীরাদ্য তৈল। বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগের যে কোন অবস্থায় এবং শর্করা ও সিকতার প্রথম অবস্থায় এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও বিশেষতঃ উদরে মর্দ্দন করিতে দিবে।

উশীরাদ্য তৈল। প্রস্তুতবিধি ৯৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিলোদ্ভেদাদি তৈল। শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরীরোগে এবং শর্করা ও সিকতার অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল উদরে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ গোমূত্রপূর্ণ বোতল দ্বারা উদরে সেক দিবে।

শিলোদ্ভেদাদি তৈল। তিল তৈল /৪ সের। মূর্চ্ছাপাক করিবে। পুনর্নবার রস /৮ সের ও শতমূলীর রস /৮ সের। কল্কদ্রব্য—পাথরকুচি, ভেরেণ্ডার মূল ও শালপাণী সমভাগে মিলিত এক সের। পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বীরতরাদ্য তৈল। বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগের সর্ব্বাবস্থায় এবং শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরীর পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ শোথ ও জ্বর না থাকিলে, এই তৈল উদরে ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

বীরতরাদ্য তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—শরমূল, গণিয়ারী, কাশমূল, পরগাছা, কুশমূল, ইক্ষুমূল, শতমূলী, পাথরকুচি, গোক্ষুর, শোণাছাল, আকন্দমূল, হুড়হুড়ে, উলুখড়, নালঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, বরুণছাল, গুলঞ্চ, নলমূল ও গজপিপুল, ইহারা সমভাগে মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধব, ময়নাফল, কুড়, গুলঞ্চ, অম্লবেতস, বচ, বালা, যষ্টিমধু, বামনহাটী, দেবদারু, শুঁঠ, কট্‌ফল, কুড়, মেদ, চই, রক্তচিতা, শটী, বিড়ঙ্গ, আতৈব, তেউড়ী, রেণুকা, নীলবুহ্না, শাল-

পাণী, বেলশুঁঠ, জীরা, পিপুল, দন্তী ও রাস্না; ইহারা সমভাগে মিলিত এক সের। দুগ্ধ আট সের। যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

কুশাদ্য তৈল। বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগে এবং শর্করা ও সিকতার প্রথম অবস্থায় বিশেষতঃ মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মর্দ্দন করিতে দিবে। ঐ সকল রোগে এবং শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগে বায়ুর অনুলোমনার্থ ইহাদ্বারা জননেন্দ্রিয়ে উত্তর-বস্তি ও মলদ্বারে বস্তি প্রয়োগ করা যায়। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাতেও প্রয়োগ করা যায়। সর্ব্বপ্রকার অশ্মরীরোগে এই তৈল উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিতে দেওয়া যায়।

কুশাদ্য তৈল। প্রস্তুতবিধি ৪৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরুণ তৈল। বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগের সর্ব্বাবস্থায় এবং শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরীরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীর উদরে ও সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। শর্করা এবং সিকতার প্রথম অবস্থায় ও মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাতে ইহা অতি উপকারী।

বরুণতৈল। তিল তৈল /৪ সের। মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—বরুণছাল /৪ সের ও গোক্ষুর /৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

তৃণপঞ্চমূল ঘৃত। বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগের সর্ব্বাবস্থায় এবং শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীর পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ শোথ না থাকিলে, বিশেষতঃ অশ্মরীরোগে মূত্রনলীতে ক্ষত ও তজ্জন্য মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই ঘৃত সেবন করাইবে। শর্করা ও সিকতার প্রথম অবস্থায় এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাতেও ইহা অতি উপকারী। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

তৃণপঞ্চমূল ঘৃত। গব্য ঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ ইক্ষু, ইহাদের মূল সমভাগে মিশ্রিত /৬।০ সের এবং গোক্ষুর /৬।০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—গোক্ষুর এক সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা।

বরুণাদ্যঘৃত। বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীর সর্ব্বাবস্থায় এবং শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীর পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ শোথ ও জ্বর না থাকিলে, এই ঘৃত

রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শর্করা ও সিকতারোগের প্রথম অবস্থায় এই ঘৃত অতি উপকারী। মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাতেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

বরুণাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছা পাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—বরুণ-বৃক্ষের মূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বরুণছাল, কদলী-মূল, বেল-ছাল, কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ ইক্ষুর মূল, গুলঞ্চ, পাথরকুচি, শশাবীজ, বাঁশেরমূল, তিলডাঁটার ক্ষার, পলাশছালের ক্ষার ও যুইমূল, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা।

বরুণাদ্যঘৃত (মতান্তরে)। শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরীরোগে এবং শর্করা ও সিকতার পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত অতি উপকারী। ইহা সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক অশ্মরীরোগে মূত্রাশয়ের ভার, শীতলতা ও বেদনা প্রভৃতি এবং শুক্রাশ্মরীরোগে মূত্রাশয়ের বেদনা, অণ্ডকোষের ফুলা হ্রাস পায় ও অশ্মরী নিপতিত হইয়া থাকে। শর্করা ও সিকতারোগে জ্বর বা অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

বরুণাদ্য ঘৃত (মতান্তরে)। ছাগঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছা পাক করিবে। ক্বাথ্য-দ্রব্য—বরুণ-ছাল; হোগলা মূল; শজিনা, জয়ন্তী, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, ইক্ষু মূল, গণিয়ারী, বেল-ছাল, তেলাকুচার মূল, বকবৃক্ষেরছাল, রক্তচিতা, নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, হুড়হুড়ে, রক্ত-শজিনা, মেষশৃঙ্গী, শতমূলী, উলুখড়, বৃহতী ও কণ্টকারী ; সমভাগে মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শোধিত গুগ্‌গুলু, এলাচি, রেণুকা, কুড়, মুথা, মরিচ, রক্তচিতা, দেবদারু, ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, হিং, ধাতুকাশীশ, পুষ্পকাশীশ, গুগ্‌গুলু, শিলাজতু ও তুতিয়া ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

পুনর্ণবা কল্ক। শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শোথ ও অশ্মরী উভয়ই বিনষ্ট হয়। অনুপান—দুগ্ধ।

পুনর্ণবা কল্ক। শ্বেতপুনর্ণবা, লৌহ, হরিদ্রা, গোক্ষুর, প্রিয়ঙ্গু, প্রবাল ও উলুখড়ের পুষ্প, প্রত্যেকে সমভাগ, দুগ্ধদ্বারা পেষণ। মাত্রা চারি আনা।

অশ্মরীরোগে-দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, কম্প ও কৃশতা-চিকিৎসা।

ছাগলাদ্য ঘৃত। অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর প্রবল জ্বর

বা অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে অথচ বায়ুর রুক্ষতা বশতঃ অত্যধিক দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, কম্প, জীর্ণজ্বর ও কৃশতা লক্ষিত হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্ত প্রধান রোগীর পক্ষে ইহা অতি প্রশস্ত। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

ছাগলাদ্য ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত। অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে প্রবল জ্বর বা অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে অথচ বায়ুর রুক্ষতা বশতঃ রোগীর অত্যধিক দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, কৃশতা, জীর্ণজ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও কম্প প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে-মূর্চ্ছা-চিকিৎসা।

মহেন্দ্রসূর্য্য রস। অশ্মরীরোগে পাথরীদ্বারা মূত্রনলী অবরুদ্ধ হইলে, মূত্র নির্গম-কালে অত্যধিক যন্ত্রণা বশতঃ রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হয়, ঐ অবস্থায় এই ঔষধ রোগীর নাসিকাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিবে।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখ রস। শর্করা ও সিকতারোগে শর্করা ও সিকতা বহির্গত না হইলে কিম্বা অশ্মরীরোগে রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হইলে, নস্যপ্রয়োগ দ্বারা মূর্চ্ছা-ভঙ্গ করিয়া এই ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে। বায়ুদ্বারা রোগীর শরীর রুক্ষ হইলে এবং তজ্জন্য দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছা, উদরাধ্মান, কম্প, অবসন্নতা, জীর্ণজ্বর ও কৃশতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। পরন্তু মেহ-দোষ থাকিলে, তাহাও ইহাতে দূরীভূত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহাদ্বারা বায়ুর অনুলোমতা হয় বলিয়া কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। ঐ সকল রোগে কুক্ষিশূল, বমি ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গও এই ঔষধের প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই অবস্থায় চিন্তামণি, চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগে সমধিক উপকার দর্শে। অনুপান—ত্রিফলার জল বা চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে—মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত-চিকিৎসা।

তৃণপঞ্চমূল-ক্ষীর। অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর মূত্রনলী অবরুদ্ধ হইলে, দুরন্ত মূত্রকৃচ্ছ্র ও উষ্ণবাত নামক মূত্রাঘাত উপস্থিত হয়, ঐ অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

তৃণপঞ্চমূল-ক্ষীর। প্রস্তুতবিধি ২৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুশাবলেহ। অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাত উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কুশাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ৯২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরুণাদ্যলৌহ। অশ্মরীরোগে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ত্রিফলার জল।

বরুণাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে—হৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

অর্জ্জুনাদি ক্ষীর। অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে হৃদ্রোগ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগে বক্ষঃস্থলের জ্বালা, তৃষ্ণা, গাত্রদাহ, হৃদয়ের গ্লানি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি বিদূরিত হয়।

অর্জ্জুনাদি ক্ষীর। প্রস্তুতবিধি। ৭৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণি। অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে হৃদ্রোগ প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য ও ফুসফুসে উৎকট বেদনা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা রোগীর মূর্চ্ছা, কুক্ষিশূল, অবসাদ প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত এবং বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। রোগীর প্রমেহ দোষ থাকিলে, ইহাদ্বারা তাহাও বিনষ্ট হয়। ঐ সকলরোগে মূত্রাঘাত বা মূত্রকৃচ্ছ্রতা থাকিলে, এই ঔষধে উপকার দর্শে। ইহা বায়ুর অনুলোমক বলিয়া কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও বায়ুজনিত রুক্ষতানাশক। অনুপান—ত্রিফলার জল।

চিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে—অরুচি-চিকিৎসা।

আমলাদ্য যোগ। অশ্মরী, শর্করা বা সিকতারোগে রোগীর অরুচি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

আমলাদ্য যোগ। প্রস্তুতবিধি ৫০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে—বমন-চিকিৎসা।

চন্দনাদি যোগ। অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর বমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কণ্ঠজ্বালা, মূর্চ্ছা, পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গও প্রশমিত হয়। অনুপান—চাউলধোয়া জল ও মধু।

চন্দনাদি যোগ। প্রস্তুতবিধি ৪৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে—তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

তৃণপঞ্চমূল পানীয়। অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে পিত্তাধিক্য-বশতঃ রোগীর অত্যধিক পিপাসা হইলে, এই পানীয় অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রমেহ, দাহ, মূর্চ্ছা এবং অশ্মরী প্রভৃতিও উপশমিত হয়।

তৃণপঞ্চমূল পানীয়। প্রস্তুতবিধি ৪৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাশ্মর্য্যাদি পানীয়। অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে পিত্তাধিক্য-বশতঃ প্রবল তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অল্প অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগে দাহ, ঘর্ম্ম, বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাত বা পিত্তাশ্রিত জীর্ণজ্বর, মেহ ও অশ্মরী প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

কাশ্মর্য্যাদি পানীয়। প্রস্তুতবিধি ৪৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে—পাণ্ডু-চিকিৎসা।

অষ্টাদশাঙ্গ লৌহ। অশ্মরীরোগে পাণ্ডুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে রোগীর অগ্নিমান্দ্য বা পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ

সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ দোষ বিদ্যমান থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়।

অষ্টাদশাঙ্গ লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে—পথ্যাপথ্য।

অশ্মরীরোগে, কুলথকলায়, মুগ, মসূর বা ছোলার ডাইলের পাতলা যূষ, পটোল, ডুমুর, চালকুমড়া ও কুমড়ার ডাটা প্রভৃতির তরকারী, মাগুর, কই, খলিসা, ছোট রুই প্রভৃতির ঝোল, অণ্ডজপ্রাণীর মাংসের যূষ, পুনর্ণবা শাক, শালপাণীশাক, আদা ও পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন এবং প্রবল জ্বর বিদ্যমান থাকিলে দুধ বার্লি, দুগ্ধ ও খৈর মণ্ড পথ্য দিবে। কিস্‌মিস্‌, বেদানা, আঙ্গুর, সুমিষ্ট কমলালেবু ও আনারস এবং তরল দ্রব্য সুপথ্য। স্নান সহ্যমত, ঈষদুষ্ণ জলে বা ঠাণ্ডা জলে করিতে দিবে। এই রোগে মূত্র বা শুক্রের বেগধারণ, অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য, রুক্ষ বা বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য, কঠিন দ্রব্য, গুরুপাক-দ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ অন্ন ও পানীয় পরিত্যজ্য।

ব্রণ-শোথ-চিকিৎসা।

(ইনফ্লামেশন ও য়্যাব্‌সেস্‌।)

ব্রণ-শোথের সাধারণ লক্ষণ। ব্রণ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শরীরের কোন স্থান প্রদাহিত হইয়া ফুলিয়া উঠে।

বাতিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ। যে ব্রণ-শোথ পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণ, যে শোথে কখনও বেদনা থাকে, কখনও বা থাকে না এবং টিপিলে যে শোথ ঢালু হয় ও হস্ত প্রদান করিলে কর্কশ (খস্‌খসে) বোধ হয়, তাহাকে বাতিক শোথ কহে।

পৈত্তিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ। যে ব্রণ-শোথ অতি কোমল অর্থাৎ যে শোথে হস্ত প্রদান করিলে, নরম বোধ হয়, যাহা দেখিতে পীত বা রক্তবর্ণ দেখায় এবং উষ্ণ, বেদনা ও দাহযুক্ত হয়, শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে ও পাকিয়া উঠে, তাহাকে পৈত্তিক ব্রণ-শোথ কহে।

শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ। যে ব্রণ-শোথ শুক্লবর্ণ বা স্নিগ্ধ (চক্‌চকে), পাণ্ডুবর্ণ, কঠিন, শীতল, টিপিলে ঢালু হয় না, পরন্তু কণ্ডুযুক্ত এবং বিলম্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও পাকে, তাহাকে শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথ কহে।

সান্নিপাতিক ব্রণ শোথের লক্ষণ। যে ব্রণ-শোথে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ ব্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথ কহে।

রক্তজ ব্রণ-শোথের লক্ষণ। রক্তজ ব্রণ-শোথ রক্তবর্ণ ও পৈত্তিক ব্রণ-শোথের লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আগন্তুক ব্রণ-শোথের লক্ষণ। অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা কোনস্থান ক্ষত, ছিন্ন, ভিন্ন বা আহত হইলে, যে শোথ জন্মে, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ কহে। ভল্লাতকের রস কিম্বা শূকশিম্বীর ফল শরীরের কোন স্থানে লাগিলে, সেই স্থান লাল হইয়া অনতিবিলম্বে ফুলিয়া উঠে। এই সকল আগন্তুজ-শোথ গমনশীল, উষ্ণ ও রক্তবর্ণ এবং পৈত্তিক শোথের লক্ষণবিশিষ্ট। বিষধর প্রাণী শরীরে বিচরণ করিলে অথবা তাহাদের মল, মূত্র, শুক্র ও লালা কোন অঙ্গে লাগিলে অথবা নির্ব্বিষ প্রাণীর নখ ও দন্তাদিদ্বারা কোন স্থান আহত হইলে বা তাহাদের মল, মূত্র এবং শুক্রলিপ্ত বস্ত্র পরিধান করিলে অথবা বিষবৃক্ষাগত বায়ুর সংস্পর্শহেতু কিম্বা বিষাক্ত চূর্ণ গাত্রে লাগিলে, যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিষজ শোথ বলা যায়। এই শোথ কোমল, গমনশীল, অধোগামী, শীঘ্র সমুৎপন্ন এবং দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট। অভিঘাতজ ও বিষজ উভয় প্রকার শোথই আগন্তুজ ব্রণ-শোথ-মধ্যে পরিগণিত।

ব্রণ শোথের বিশেষ লক্ষণ। বাতিক ব্রণ-শোথ অনিয়মিত সময়ে পাকে, শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথ বিলম্বে পাকে এবং পৈত্তিক রক্তজ ও আগন্তুজ ব্রণ-শোথ শীঘ্র পাকে।

অপক্ব ব্রণ-শোথের লক্ষণ। অপক্ব ব্রণ শোথ ঈষৎ উষ্ণ, অল্প শোথ ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট, কঠিন এবং চতুর্দ্দিকস্থ চর্ম্মের ন্যায় স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত।

পচ্যমান ব্রণ-শোথের লক্ষণ। ব্রণ শোথ পাকিবার সময়ে অগ্নি-

দ্বারা দগ্ধবৎ, ক্ষারদ্বারা পচ্যমানবৎ, পিপীলিকা কর্ত্তৃক দংশনের ন্যায় বা ছেদনের ন্যায়, অস্ত্রদ্বারা বিদারণবৎ, দণ্ডদ্বারা তাড়নবৎ ও হস্তদ্বারা পীড়নবৎ বেদনা হয় এবং উহার মধ্যে সূচীদ্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উহার অভ্যন্তরে অত্যন্ত জ্বালা, চোষ (পার্শ্বস্থিত অগ্নিদ্বারা তাপপ্রদানের ন্যায় বোধ), অঙ্গুলিদ্বারা পীড়নবৎ বেদনা, ব্রণ-শোথের চর্ম্মের বিবর্ণতা, শোথের চর্ম্ম সঙ্কুচিত না হওয়া, বস্তির ন্যায় ফুলিয়া উঠা, রোগী বৃশ্চিক কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় শয়নে বা উপবেশনে কোন অবস্থায়ই শান্তিলাভ করিতে পারে না, পরন্তু জ্বর, পিপাসা এবং অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।

পক্ক ব্রণ-শোথের লক্ষণ। ব্রণ-শোথ থাকিলে বেদনার ও দাহ প্রভৃতির উপশম, শোথ অল্প রক্তবর্ণ হয়, কিন্তু পচ্যমান শোথের অপেক্ষা বেশী উন্নত হয় না। উহার উপরিস্থ চর্ম্ম শিথিলভাবাপন্ন হয়, সুতরাং অঙ্গুলিদ্বারা টিপিলে অবনত হয় বা ঠোল খায়, পুনঃ পুনঃ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা বোধ হয় ও চুলকায়, জ্বরাদি উপসর্গ সমূহ প্রশমিত হয়, অঙ্গুলিদ্বারা টিপিলে জলপূর্ণ থলিয়ার জল যেমন অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ পূয অন্যত্র গমন করে এবং রোগীর আহারের ইচ্ছা হয়। ব্রণ-শোথ পাকিবার কালে ত্রিদোষের অনুবন্ধ হয়, কারণ বায়ুর প্রকোপ ব্যতীত বেদনা হইতে পারে না, পিত্তের প্রকোপ ব্যতীত পাকিতে পারে না এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ ব্যতীত পূযোৎপত্তি হইতে পারে না।

গম্ভীরপাকী ব্রণ-শোথের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথ গম্ভীরপাকী অর্থাৎ অভ্যন্তরভাগ পাকে, কিন্তু বহির্ভাগে পাকের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, এই অবস্থায় শোথ শীতল, তাহার উপরিস্থ চর্ম্মের বর্ণ স্বাভাবিক, অল্প বেদনাবিশিষ্ট, পাষাণের ন্যায় কঠিন ও স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হয়।

ব্রণ-শোথ-চিকিৎসা-বিধি।

যে কোন কারণে সর্ব্বাঙ্গ বা শরীরের স্থানবিশেষ ফুলিয়া উঠিলে, তাহাকে শোথ কহে, শোথ সাধারণতঃ নয় প্রকার এবং তাহারা যে সকল কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা শোথ রোগেই উক্ত হইয়াছে। যে সমস্ত শোথ হইতে

পরিণামে ব্রণ বা ক্ষত অর্থাৎ ঘা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদের চিকিৎসাবিধিও শোথরোগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে সমস্ত শোথ শরীরের স্থান-বিশেষে সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে পরিণামে ব্রণ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার চিকিৎসা শোথরোগে বর্ণিত হয় নাই। সংস্কৃতে যাহাকে ব্রণ কহে, বাঙ্গালায় তাহাকেই সচরাচর ঘা বা ক্ষত বলা যায়। অনেকে ব্রণ-শোথকেই ব্রণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শোথ বা ফুলা, ব্রণ উৎপত্তির পূর্ব্বরূপ মাত্র, শোথ বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে যখন ক্ষত বা ঘা প্রকাশ পায়, তখনই উহা ব্রণ অর্থাৎ ঘা নামে অভিহিত হয়। শোথ-রোগের উৎপত্তির যে সকল নিদান বা কারণ ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রণ-শোথের উৎপত্তির কারণও তাহাই। নানা কারণে বায়ু, রক্ত, পিত্ত, শ্লেষ্মা স্বয়ং পরস্পর মিলিত হইয়া কোন স্থানে ত্বক্ ও মাংসভেদী যে স্থূলগ্রন্থি বা গাঁটের ন্যায় উৎপাদন করে, তাহাকে ব্রণ-শোথ বলা যায়। ছোটবড়ভেদে ব্রণ-শোথের চলিত নাম স্ফোটক বা ফোড়া। ব্রণ-শোথ সাধারণতঃ ছয় প্রকার। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও আগন্তুজ।

সাধারণতঃ যে সকল শোথ পাকিয়া ব্রণ বা ঘা-রূপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা, তাহারাই ব্রণ-শোথ মধ্যে গণ্য, যেমন—নানাপ্রকার ছোট বড় ফোড়া, ব্রধ্ন অর্থাৎ বাগী, বিদ্রধি ও স্তন-শোথ প্রভৃতি। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি রক্ত-বিকৃতি বশতঃ অস্থি, মেদ প্রভৃতি গম্ভীর ধাতু আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। ত্বক্ ও মাংসাশ্রয়ী সাধারণ-শোথের লক্ষণই এস্থলে বর্ণিত হইল, গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী অর্থাৎ বিদ্রধি প্রভৃতির চিকিৎসা পৃথক্ বর্ণিত হইবে।

ব্রণ-শোথ উৎপন্ন হইবামাত্র বসাইয়া দেওয়া উচিত, কিন্তু রক্তদোষ-জনিত অর্থাৎ ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগ হইতে যে ব্রণ-শোথ জন্মে, তাহা বসাইবার চেষ্টা না করিয়া পাকাইবে, যেহেতু বহির্গমনোন্মুখ দুষ্ট রক্ত বহির্গত হইতে না পারিলে, মহান্ অনর্থ সংঘটিত হয়। ব্রণ-শোথ বসাইবার জন্য যে সকল ক্রিয়া করিতে হয়, তাহাকে বিম্লাপন কহে। বিম্লাপন শব্দে শোথ বিলয়নকর প্রলেপ ও পরিষেক প্রভৃতি বুঝায়, কিন্তু ইদানীং আয়ুর্ব্বেদ-মতে কেবল এক-মাত্র প্রলেপই প্রয়োগ হইয়া থাকে। ব্রণ-শোথ যেমন নানাপ্রকার, তাহার

ঔষধও তেমনি নানাপ্রকার। একই প্রকার ঔষধ প্রয়োগে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-শোথ আরোগ্য হয় না। বাতাধিক ব্রণ-শোথে স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণগুণযুক্ত ঔষধ, পিত্তাধিক ব্রণ শোথে পিত্ত প্রশমক অথচ শীতল ঔষধ এবং শ্লেষ্মাধিক ব্রণ-শোথে রুক্ষ ও শোষক ঔষধ প্রশস্ত। অনেকস্থলে এইরূপ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার ন্যূনাধিক্য বিচার পূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন হয় না, সুতরাং চিকিৎসায়ও সফলতা লাভ করা যায় না; বরং সময় সময় বিপরীত ফল দর্শে। ধুতুরার মূল ও আদা বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথ বসিয়া যায়, কিন্তু পৈত্তিক ব্রণ-শোথে ঐ প্রলেপ দিলে জ্বালা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, সুতরাং অগ্রে রোগের লক্ষণ দৃষ্টে ব্রণ-শোথ বাতজ, পিত্তজ কি শ্লেষ্মজ, তাহা স্থির করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। ইতঃপূর্ব্বে ফিরঙ্গরোগে সাধারণতঃ ব্রধ্নের প্রতীকারার্থে যে প্রলেপাদি উক্ত হইয়াছে, ব্রণ-শোথের লক্ষণদ্বারা বাতাদিভেদে রোগ নির্ণয় করিয়া তাহাতেও সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ব্রধ্নরোগেও এই সকল ঔষধ ব্যবহার্য্য। প্রলেপ প্রয়োগ করিতে হইলে. কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক। রাত্রিকালে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে না। রাত্রিতে প্রয়োগ করিলে, প্রলেপের শৈত্যদ্বারা ব্রণ-শোথের তাপ অবরুদ্ধ হয় ও তজ্জন্য রোগ বৃদ্ধি পায়। বাসি প্রলেপ, অনেক ক্ষণের প্রস্তুত প্রলেপ বা রসহীন শুষ্ক প্রলেপ অথবা একবার যে প্রলেপ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা কিম্বা এক প্রলেপের উপর পুনর্ব্বার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে না। কারণ গাঢ়ত্ব ও শুষ্কতা প্রযুক্ত ঐ প্রলেপ বীর্য্যহীন হওয়াতে জ্বালা ও বেদনা বর্দ্ধিত হয়। প্রলেপ শুষ্ক হইয়া আসিলে, ঈষৎ উষ্ণ জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া তদ্দ্বারা আস্তে আস্তে প্রলেপ ভিজাইয়া তুলিয়া ফেলিবে এবং পুনর্ব্বার টাটকা প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া লাগাইবে। প্রলেপ অধিক শুষ্ক হইলে, তুলিবার সময়ে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয়, সুতরাং শুকাইয়া আসিলেই অর্থাৎ একটু নরম থাকিতে তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। লোমযুক্ত স্থানে ফোড়া হইলে, অগ্রে খুরের দ্বারা লোম কামাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য, কারণ লোমের উপর প্রলেপ দিলে এবং উহা শুকাইয়া গেলে তুলিতে যেমন অনেক সময় নষ্ট হয়, তেমনি রোগীর যন্ত্রণার সীমা থাকে না। প্রলেপের দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত করিবে এবং উত্তমরূপে পরিষ্কার শিলে পরিষ্কার নোড়া দ্বারা বাটিয়া লইবে।

স্মরণ রাখা উচিত, শিল নোড়া অপরিষ্কার থাকিলে, হিতে বিপরীত হইতে পারে। প্রলেপ প্রতিলোম ভাবে অর্থাৎ নিম্নদিক হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে লাগাইবে। লোমের গতি প্রায়শঃ নিম্নগামিনী, তজ্জন্য লোমকূপসকলও নিম্নমুখী; সুতরাং নিম্ন হইতে উপরে প্রলেপ লাগাইলে, অতি সহজেই লোমকূপদ্বারা রসবহা শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রিয়া করিতে সক্ষম হয়। প্রলেপ অন্ততঃ এক অঙ্গুলি পুরু হওয়া উচিত। ব্রণ-শোথের যেস্থান উচ্চ, সেই স্থান হইতেই পূযরক্ত নির্গত হইবার সম্ভাবনা, অতএব সেই স্থানটুকু খালি রাখিয়া অন্যান্য শোথস্থান ব্যাপিয়া প্রলেপ দেওয়া উচিত।

পাকাইবার ও ফাটাইবার জন্য যে সকল প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা ঘৃত মিশ্রিত করিবেনা বা শুস্ক হইলেও তুলিয়া ফেলিবে না; কারণ ঘৃত মিশ্রিত করিলে, প্রলেপ স্নিগ্ধ থাকে, সুতরাং উহা বেশী শুষ্ক হইতে পারে না, বেশী শুষ্ক হইতে পারে না বলিয়া ফোড়াকে পীড়ন করিয়া বিদীর্ণ করিতে পারে না।

অল্পবয়স্ক শিশু ও বালকবালিকাদিগের ফোড়া বসাইবার জন্য চূণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, কিম্বা মুরগীর ডিমের লালা ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে অথবা তোক্‌মারি বা ইসবগুলের পুল্‌টিস্ প্রয়োগ করিবে। তোক্‌মারি ও ইসবগুল শিশু ও বালকবালিকাদিগের বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ফোড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ফোড়া বসাইবার জন্য বাতিক ব্রণ-শোথে মাতুলুঙ্গ লেপ, শাখোটক লেপ, পুনর্ণবা লেপ, পঞ্চবল্কললেপ বা ধুস্তুরাদি লেপ প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তুজ ব্রণ-শোথে চন্দনাদিলেপ, দুর্ব্বাদিলেপ, পঞ্চবল্কললেপ ও পঞ্চক্ষীরলেপ, প্রশস্ত।

শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথে ধুস্তুরাদিলেপ, পুনর্ণবাদিলেপ, কট্‌ফলাদিলেপ, সুরসাদিলেপ বা পঞ্চবল্কল লেপ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে পঞ্চবল্কললেপ প্রয়োগ করিবে। বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে অত্যধিক বেদনা বা যন্ত্রণা থাকিলে, অগ্রে প্রলেপ দিয়া লোহার হাতা আগুণে গরম করিয়া তদুপরি আস্তে আস্তে চাপিয়া ধরিবে। যাবৎ

যন্ত্রণার লাঘব না হয়, তাবৎ এইরূপ করিবে। ইহাতে যন্ত্রণার আশু লাঘব হয়, কিন্তু পৈত্তিক, রক্তজ বা আগন্তুক ব্রণ-শোথে সেক প্রদান করিবে না। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথের প্রলেপের দ্রব্য হুকার কটুজল অথবা আদার রস কিম্বা গোমূত্রদ্বারা বাটিয়া লইলে, অধিক ফলপ্রদ হয়। সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে বায়ু ও শ্লেষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও ঐ প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। পৈত্তিক ব্রণ-শোথে অত্যন্ত দাহ এবং বাতজ শোথে অত্যন্ত বেদনা প্রকাশ পাইলে, কিম্বা সান্নিপাতিক ব্রণ শোথে দাহ ও বেদনা থাকিলে, তিললেপ লাগাইবে, ইহাতে ব্রণ-গোথের অসহ্য জ্বালা ও বেদনা সত্বরই প্রশমিত হয়। মরিচযোগ বা অহিফেণযোগ সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-শোথে ব্যবস্থা করা যায় এবং পাকিবার উপক্রমে প্রয়োগ করিলেও ফোড়া বসিয়া যায়। ব্রণ-শোথ ও তাহার বেদনা নিবারণার্থ জয়ন্ত্যাদি স্বেদ অতি উপকারী।

আগন্তুক ব্রণ-শোথ নানাপ্রকার, সুতরাং তাহার চিকিৎসাও নানা-প্রকার। শরীরের স্থান বিশেষে আঘাত লাগিয়া, শোথ উৎপন্ন হইলে, হলুদ চুণ ও নিমপাতা একত্র করিয়া আদার রসে বা হুকার কটুজলে বাটিয়া শোথের উপর পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে; ইহাদ্বারা ফুলা, বেদনা ও জ্বালার সত্বর উপশম হয়। এইরূপ আদা, পান ও পেঁয়াজ একত্র ছেচিয়া লাগাইলেও ফুলা ও বেদনা হ্রাস হয়। প্রবল শোথে আদা, পান ও রসুন একত্র ছেচিয়া বান্ধিয়া রাখিলে, অতি শীঘ্র ফুলা ও বেদনার উপশম হয়, কিন্তু কোমল অঙ্গে রসুনের পরিমাণ অল্প দেওয়া উচিত, বেশী হইলে, ফোস্কা পড়িবার সম্ভাবনা। এই সকল মুষ্টিযোগের আশ্চর্য্য শক্তি দেখিলে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে হয়।

শরীরের কোনস্থানে অস্ত্রশস্ত্র কিম্বা শল্য ও কণ্টকাদি বিদ্ধ হইয়া, শোথ উৎপন্ন হইলে, ফুলা ও বেদনা নিবারণার্থ উক্ত প্রলেপ ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু অধিক রক্তস্রাব হইলে, সর্ব্বাগ্রে রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া পশ্চাৎ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। শীতলজলে বা বরফজলে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া আহত স্থান বান্ধিয়া রাখিলে শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয় কিম্বা কচিদূর্ব্বাঘাস পরিষ্কার শিলে ছেচিয়া আহত স্থানে লাগাইয়া বান্ধিয়া রাখিলেও উদ্দেশ্যসিদ্ধ হয়। অনন্তর

রক্তস্রাব রোধ হইলে, ঐ প্রলেপের কোন একটি প্রয়োগ করিবে। ভল্লাতক অর্থাৎ ভেলার রস কোন অঙ্গে লাগিলে,শোথরোগোক্ত শালদলচূর্ণ বা তদভাবে নারিকেল তৈল ও কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে মালিশ করিবে। শূকশিম্বীর ফল বা শূঁয়াপোকা কোন অঙ্গে লাগিলে এবং তাহার সূক্ষ্ম মুখ কাঁটা বা হুল বিদ্ধ হইলে, অগ্রে একটি ডুমুর পাতা আস্তে আস্তে সেই স্থানে বুলাইয়া কাঁটা বা হুল তুলিয়া ফেলিবে, পরে নারিকেল তৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে। উপেক্ষা করিলে অথবা কাঁটা কিম্বা হুল না তুলিলে, শোথ পাকিতে পারে। বিষধর প্রাণী শরীরে বিচরণ করিলে অথবা তাহাদের মল, মূত্র, শুক্র ও লালা কোন অঙ্গে লাগিলে, সেইস্থান চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে অচিরে লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে ও বেদনাযুক্ত হয়। এইরূপ দূষীবিষ (এড়াবিষ) জনিত শোথ কখনও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, উপেক্ষা করিলে, পরিণামে মহান্‌ অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে, এমন কি রোগীর অমনোযোগিতা, অচিকিৎসা বা কুচিকিৎসার ফলে হস্ত পদাদি অঙ্গ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছে; এরূপও দেখা গিয়াছে। শিরীষের মূল, ছাল, পাতা, পুষ্প ও বীজ ইহার মধ্যে যে কোন একটি গোমূত্রদ্বারা বাটিয়া পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপের গুণে অনেকের হস্তপদাদি অঙ্গ রক্ষা পাইয়াছে, ছেদন করিতে হয় নাই। বিষাক্ত দ্রব্যের চূর্ণ গাত্রে লাগিয়া শোথ উৎপন্ন হইলেও এই প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। ভীমরুল, বোল্‌তা, মধুমক্ষিকা (মৌমাছি) বা অন্যকোন মক্ষিকা দংশন করিলে, সর্ব্বাগ্রে তাহার হুল চর্ম্মের সহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবে এবং সংলগ্ন হইয়া থাকিলে, তাহা তুলিয়া ফেলিবে। একটি ফাঁপা চাবি (বাক্সের) লইয়া তদ্দ্বারা আস্তে আস্তে দষ্টস্থান চাপিবে, এইরূপ চাপ দিলে হুল বহির্গত হইবে। অনন্তর সদ্যঃ ত্যক্ত উষ্ণ গোবর লাগাইবে অথবা উৎকৃষ্ট মধু আস্তে আস্তে মালিশ করিবে। জলসহ লবণ মিশ্রিত করিয়া আস্তে আস্তে মালিশ করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। নিশাদল ও চুণ মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে কিম্বা কাঁটান’টের মূল চাউলধোয়া জলদ্বারা বাটিয়া লাগাইলেও দাহ, শোথ ও বিষ নষ্ট হয়। শ্বেতকরবীর মূল বা শিরীষ বৃক্ষের মূলের ছাল বাটিয়া লাগাইলে, সর্প-

দংশনজনিত শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে বিষ চিকিৎসায় বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

ব্রণ-শোথ বসাইবার জন্য যে সকল প্রলেপ উক্ত হইল, যদি উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন প্রয়োগ করিলেও, শোথ বসিয়া না যায়, তবে রোগীর রক্তদোষ আছে কিনা এবং দাস্ত পরিষ্কার হয় কিনা, এই সকল বিষয়ে মনোযোগপ্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ অনেক স্থলে ২।১ টি ক্কাথ প্রয়োগের পরে দাস্ত পরিষ্কার ও রক্তশুদ্ধি হওয়াতে শোথ বসিয়া যাইতে ও আনুষঙ্গিক জ্বর বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। এই অবস্থায় সাধারণতঃ কোষ্ঠ শোধক অথচ রক্তশুদ্ধিকারক ক্কাথ প্রয়োগ করিলেই চলে। শীত পিত্ত-রোগোক্ত অমৃতাদি ক্কাথে কট্‌কীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কিম্বা উপদংশ ও ফিরঙ্গ রোগোক্ত পটোলাদি ক্কাথ প্রয়োগ করিবে। বাতরক্ত চিকিৎসোক্ত নবকার্ষিক ক্কাথ প্রয়োগ করিলেও চলে। ইহার যে কোন একটি ক্কাথ পান করিতে দিবে এবং তৎসঙ্গে তিসি বা মসিনার পুল্‌টিস্ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে। আয়ুর্ব্বেদে উপনাহ স্বেদের উল্লেখ আছে, বাঙ্গালায় তাহাকে পুল্‌টিস্ বলা যাইতে পারে। উপনাহ স্বেদে অপক্ক-ব্রণ-শোথ বসে এবং পাকোন্মুখ ব্রণ-শোথ পাকে ; সুতরাং ব্রণ-শোথের সূচনা হইতে যে পর্য্যন্ত উহা না পাকে, তাবৎ উপনাহ স্বেদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রলেপের ঔষধ সকল ছেচিয়া নরম কলার পাতায় বা ভেরেণ্ডার পাতায় রাখিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পুটুলী বান্ধিয়া আগুণে অল্প অল্প বা সহ্যমত গরম করিয়া সেক দেওয়া যায়। এইরূপ বাতাদি দোষ-ভেদে ব্রণ-শোথ বসাইবার যে সকল প্রলেপ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব কুট্টিত করিয়া উপনাহস্বেদে প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তিসির পুল্‌টিস্‌ই অনায়াসলভ্য ও সহজ। তিসির পুল্‌টিস্ প্রয়োগ কালে বাতাদি-দোষের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেও চলে, ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। ব্রণ-শোথের সূচনা হইতে যাবৎ না পাকে, তাবৎ প্রয়োগ করা যায়, প্রসিদ্ধ ডাক্তারেরা এই মতের সমর্থন করেন, এই সকল কারণে তিসির পুল্‌টিস্‌ই আজকাল অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরাও শত শত স্থলে প্রয়োগ করিয়া ইহার সুফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিসির পুল্‌টিস্ যে কোন অবস্থায় লাগাইবামাত্র রোগী আরাম বোধ করে, প্রদাহ ও শোথ কমিয়া

যায়; তবে এ সম্বন্ধে অবশ্যই মতভেদ আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক-গণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস স্নিগ্ধ বা তৈলাক্ত দ্রব্যের (তিসি ও তিল প্রভৃতির) পুল্‌টিস্ বা প্রলেপ অপক্ব ব্রণ-শোথে দিলে, উহা পাকিয়া উঠে; বলা বাহুল্য আমরা এই মতের পক্ষপাতী নহি। আয়ুর্ব্বেদে অপক্ব ব্রণ-শোথ বসাইবার জন্য শোথের উপর বাতপিত্তাদি দোষ নাশক ঔষধ-পাচিত ক্বাথ, তৈল ও ঘৃত সিঞ্চনের ব্যবস্থা আছে, সুতরাং সে হিসাবে শ্লেষ্মানাশক মহা-দশমূল তৈল সিঞ্চনে শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথ, বাতনাশক বিষ্ণুতৈলাদি সিঞ্চনে বাতিক ব্রণশোথ ও পিত্তনাশক গুড়ূচ্যাদি তৈল সিঞ্চনে পৈত্তিক ব্রণ-শোথ বসিয়া যায়। পক্ষান্তরে অত্যধিক বেদনা ও দাহযুক্ত ব্রণ-শোথে তিল বা তিসি অল্প ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দেওয়াতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেদনা ও জ্বালার উপশম হইতেও দেখা গিয়াছে; এই সকল কারণে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিল ও তিসি প্রভৃতি দ্রব্যের ফোড়া বসাইবার ও পাকাইবার উভয় গুণই আছে। পুল্‌টিস্ প্রয়োগে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, যেটি বসিবার বসে ও যেটি পাকিবার পাকে, সুতরাং সত্বরই যন্ত্রণার লাঘব হয়, কিন্তু তথাপি প্রলেপের শক্তিও নিতান্ত অল্প নহে, তবে একটু বিবেচনার সহিত ব্যবস্থা করিতে হয়। পাকোন্মুখ ব্রণ-শোথে বসাইবার ঔষধ কদাপি ব্যবস্থা করা সমীচীন নহে, প্রলেপের উপকারিতা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, যেরূপ প্রজ্বলিত গৃহে জল সেচন করিলে, অগ্নির বেগ সত্বরই প্রশমিত হয়, তদ্রূপ প্রলেপ প্রয়োগ দ্বারা অচিরে দাহ, বেদনা প্রভৃতি যন্ত্রণা দায়ক উপসর্গ সমূহ প্রশমিত হইয়া থাকে। ক্বাথ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি ব্রণ-শোথের উপর সেচন করিলে, ঐরূপ ফল পাওয়া যায়; আবার উপনাহ-স্বেদ সম্বন্ধেও শাস্ত্রকারগণের ঐ প্রকার মত। তাঁহারা আরও বলেন উপনাহ-স্বেদ প্রয়োগে আম অর্থাৎ অপক্ব ব্রণ-শোথ বিলয় প্রাপ্ত হয় ও পাকোন্মুখ-ব্রণ-শোথ সত্বরই পাকিয়া উঠে। সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-শোথে পুল্‌টিস্ ব্যবহার্য্য। আগন্তুক অর্থাৎ অভিঘাতজ ও বিষজ শোথে কণ্টকাদি বিদ্ধ হইয়া রহিলে পুল্‌টিসে শীঘ্র পাকে ও পাকিলে কণ্টকাদি অক্লেশে বহির্গত হইয়া যায়। তিসি বা মসিনার পুল্‌টিস্ যে প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়, তিলের পুল্‌টিস্ সেই নিয়মে প্রস্তুত করিবে। উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে পুল্‌টিসের গুণ ও তাহার

প্রস্তুতপ্রণালী দ্রষ্টব্য। বসাইবার, পাকাইবার ও ফাটাইবার এই ত্রিবিধ গুণ তিল বা তিসির আছে। কারণ ইহারা উভয়েই পিচ্ছিল পদার্থ। এইরূপ অন্যান্য পিচ্ছিল দ্রব্যেও ঐ ত্রিবিধ গুণ অল্পাধিক বিদ্যমান। যেমন,—মাষকলাই, শিমূলছাল, লোধ, বেড়েলার পাতা, পুইপাতা, জবাফুল, তেলাকুচার পাতা প্রভৃতি। ইহাদের কোন একটি বাটিয়া একটু ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-শোথ বসিয়া যায়, আবার উহার কোন একটি দ্রব্য বাটিয়া একটু তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-শোথ অতি শীঘ্র পাকিয়া উঠে। পাকিয়া উঠিলে উহাদের সহিত ঘৃত বা তেঁতুল মিশ্রিত করিবে না। তখন উহাদের কোন একটি দ্রব্য জল দ্বারা বাটিয়া পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে এবং শুষ্ক হইলেও শীঘ্র প্রলেপ তুলিবে না; কারণ পিচ্ছিল দ্রব্য শুষ্ক হইলেই পীড়ন করে (চামড়া টানিয়া ধরে), সুতরাং ব্রণ-শোথ বিদীর্ণ হয়। অনেক স্থলে এইরূপ প্রলেপ দ্বারাই ব্রণ-শোথ ফাটিয়া বা ফুটিয়া যায়।

ছোট ছোট ব্রণ-শোথ (ফোড়া), মুখমণ্ডলের বা তদ্রূপ অন্যান্য সুকোমল অঙ্গের ফোড়া এবং বালক বালিকা বা শিশুদিগের ফোড়ার সূচনা হইলেই ইসবগুল বা তোকমারীর পুল্‌টিস্ (এই উভয় দ্রব্যই বেণে দোকানে পাওয়া-যায়)। লাগাইবে। এই উভয়প্রকার পুল্‌টিস্‌ই ঐ সকল ব্রণ-শোথে মহোপ-কারী এবং ফোড়া বসাইতে, পাকাইতে ও ফাটাইতে সক্ষম। শত সহস্র-স্থলে ইহাদের গুণ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। পুল্‌টিস্ প্রস্তুতের নিয়ম এই—ফোড়ার আয়তন অনুযায়ী বস্ত্রখণ্ড কাটিয়া লইবে এবং তদুপরি তোকমারী সাজাইয়া রাখিবে ও আস্তে আস্তে তাহার উপর জল ছিটাইয়া দিবে। বেশী-জোরে জল ছিটাইবে না, ছিটাইলে বীজগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। অনন্তর জল লাগিয়া বীজগুলি ফুলিয়া উঠিলে, একখানি লোহার হাতায় রাখিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া লাগাইবে। অন্যান্য পিচ্ছিল দ্রব্যের ন্যায় ইহাও শুকাইয়া গেলে তুলিতে রোগী একটু যন্ত্রণা বোধ করে, তজ্জন্য একটু ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে। পাকাইবার সময়ে একটু তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া লইবে। কিন্তু ফাটাইবার সময় ঘৃত বা তেঁতুল মিশ্রিত করিবে না। এই নিয়মে তুলসী-বীজের পুল্‌টিস্ প্রস্তুত করিয়া লাগান যায়। ফল একই প্রকার।

রক্তদোষ জনিত ব্রণ-শোথ বা দুষ্টব্রণ-শোথ কিম্বা অচিকিৎসায় বা কুচিকিৎ-

সায় যে সকল ব্রণ-শোথ না বসে কিম্বা পাকাইবার জন্য যে সকল ঔষধ উক্ত হইল, যদি তাহাতেও না পাকে, তাহা হইলে পাকাইবার জন্য নিম্নের প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যবের ছাতু জলে গুলিয়া লোহার হাতায় করিয়া আগুণে গরম করিবে, অনন্তর শীতল হইয়া না যায়, এইরূপ ক্ষিপ্রহস্তে উহার সহিত কিঞ্চিৎ সর্ষপতৈল মিশ্রিত করিয়া বাতিক ও শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথের (ফোড়ার) উপর লাগাইবে। এইরূপ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পৈত্তিক ও রক্তজ ব্রণ-শোথে লাগাইবে, সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে ঘৃত ও তৈল উভয়-মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে কিম্বা যবের ছাতু, তিল ও তিসি সমভাগে লইয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। প্রলেপের পরিবর্ত্তে পুল্‌টিস্ দিলেও কার্য্যসিদ্ধি হয়। গমের ভূষি ও মসিনা একত্র কিম্বা পৃথক্ বাটিয়া প্রলেপ বা পুল্‌টিস্ দিলেও চলে।

পিচ্ছিল দ্রব্যের প্রলেপ বা পুল্‌টিস্ দ্বারা ব্রণ-শোথ স্বয়ং ফাটিয়া যায়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কোমল অঙ্গের ব্রণ-শোথই প্রলেপ বা পুল্‌টিস্-দ্বারা বিদীর্ণ হইতে পারে। চামড়া পুরু হইলে, কেবলমাত্র প্রলেপ বা পুল্‌টিস্ দ্বারা ফোড়া বিদীর্ণ হয় না; সুতরাং তখন ব্রণ-শোথের যে স্থান উচ্চ দৃষ্ট হইবে, সেই স্থান হইতে পূয রক্তাদি নির্গত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা বুঝিয়া ব্রণ-শোথের চতুর্দ্দিকে পিচ্ছিল দ্রব্যের প্রলেপ দিয়া সেই উচ্চস্থানে একটি সিকি বা আধুলি পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া বিদীর্ণ হওয়ার জন্য বিদারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পায়রার বা শকুনির টাট্‌কা অর্থাৎ উষ্ণ বিষ্ঠা, গোরুর দাঁত-ঘসা, হরিণের শিং-ঘসা, চিতামূল বাটা, দন্তীমূল বাটা, সাজিমাটী ও সাবান ইহাদের যে কোন একটী দ্রব্য লাগাইলেও ফোড়া বিদীর্ণ হয়। কিন্তু যেস্থলে এই সকল ঔষধ প্রয়োগেও বিদীর্ণ হয় না, সেস্থলে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন, অন্যথা পূযরক্তাদি বহির্গত হইতে বিলম্ব হইলে, নালী-ঘা (নাড়ী-ব্রণ) হইতে পারে। এক্ষণে বক্তব্য এই—যেস্থানে ব্রণ শোথ হইয়াছে, সেই স্থানের চামড়া পাতলা কিম্বা পুরু এবং কেবল প্রলেপ বা পুল্‌টিস্ দ্বারা ফোড়া বিদীর্ণ হইবে কিনা অথবা মুখে স্বতন্ত্র বিদারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, কিম্বা অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন; চিকিৎসকের সর্ব্বাগ্রে এই সকল বিবেচনা করা উচিত। অন্যথা একবার প্রলেপ, একবার বিদারক ঔষধ প্রয়োগ বা

তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে অস্ত্রপ্রয়োগ, এইরূপে পুনঃপুনঃ চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করিলে, রোগীর যন্ত্রণার সীমা থাকে না।

বাগী, ফোড়া প্রভৃতি যে কোন প্রকার ব্রণ-শোথই হউক না কেন, পাকিয়া উঠিলেই তন্মধ্যস্থ দুষ্ট পূযরক্ত বাহির করিয়া দেওয়া উচিত, না দিলে বায়ুদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নি যেমন তৃণকাষ্ঠাদি রচিত গৃহ দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ দুষ্ট পূযরক্ত ক্রমশঃ মাংস, শিরা ও স্নায়ুসমূহ ধ্বংস করিতে থাকে, পরন্তু দুষ্টরক্ত সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার রক্ত-বিকৃতি-জনিত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। পূযরক্ত বাহির করিবার উপায় নানাপ্রকার। যে উপায়ে পূযরক্ত বাহির করা যায়, আয়ুর্ব্বেদে তাহাকে পাটন কহে। ব্রণ-শোথ পাকিয়া উঠিলেই অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া, শস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিয়া কিম্বা ঔষধ দ্বারা ফাটাইয়া পূয রক্ত বাহির করা যায়। এক্ষণে প্রশ্ন এই—ঐ তিনটীর মধ্যে কোন্ উপায় প্রশস্ত? ইহার উত্তরে এক কথায় বলা যাইতে পারে, অস্ত্রপ্রয়োগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ অস্ত্র প্রয়োগে মুহূর্ত্ত-মধ্যেই পূযরক্ত বহির্গত ও রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হয়। শস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিলে ব্রণের মুখ তাদৃশ বৃহৎ হয় না, সুতরাং সূক্ষ্ম-মুখ দ্বারা যথোচিত পূযরক্ত নির্গত হইতে পারে না, রোগীর যন্ত্রণার কতক লাঘব হইলেও একেবারে শেষ হয় না, পরন্তু নালী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিদারক ঔষধ দ্বারা ফাটাইয়া পূয নিঃসারণ করিতে যাইলেও ঐরূপ অবস্থা প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং অস্ত্রপ্রয়োগই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, তবে—সুকুমার বালক, সুকুমারী বালিকা, কোমলাঙ্গী যুবতী, বৃদ্ধ, ক্ষীণ ও ভয়ার্ত্ত বা দুর্ব্বল ব্যক্তির ব্রণ-শোথে অস্ত্র-প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে, উহাদিগের ব্রণ-শোথ বিদারক ঔষধ দ্বারা বিদীর্ণ করিবে। পক্ক ব্রণ-শোথ অবিলম্বে বিদারণ না করিলে যেপ্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, অপক্ক ব্রণ শোথ বিদারণ করিলে, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অনিষ্ট হইতে পারে, একথা স্মরণ রাখা উচিত, এমন কি অপক্ক ব্রণ-শোথে অস্ত্র-প্রয়োগ করাতে অকস্মাৎ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

যে কোন প্রকার ব্রণ-শোথের যে কোন অবস্থায় অমৃতাদি ক্বাথ ব্যবস্থা করা যায়। সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-শোথ ও তদানুষঙ্গিক জ্বরে ইহা মহৌষধ। ব্রণ-রোগে অমৃতাদি ক্বাথের প্রয়োগ ও প্রস্তুত প্রণালী দ্রষ্টব্য।

ব্রণ-শোথে-ঔষধ।

মাতুলুঙ্গাদি-লেপ। বাতজ ব্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে টাটানি, শূলানি ও ছেচানি নানাপ্রকার বেদনা থাকিলে, এই প্রলেপ লাগাইবে। তিনবেলা অন্ততঃ তিনবার লাগান উচিত, কিন্তু রাত্রিকালে কিম্বা ফোড়ার মুখে প্রলেপ লাগাইবে না। ইহা প্রয়োগে ফোড়া বসিয়া যায়।

মাতুলুঙ্গাদি লেপ। ছোলঙ্গ গাছের মূলের ছাল, কেলেকড়ার মূল, দেবদারু, রাস্না এবং গণিয়ারী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলদ্বারা উত্তমরূপে বাটিবে, অনন্তর কলার পাতায় রাখিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

শাখোটক লেপ। বাতিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ তাহাতে প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগে ফোড়া বসিয়া যায়।

শাখোটকলেপ। শেওড়া বৃক্ষের মূলের ছাল কাঁজির দ্বারা বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

পুনর্ণবাদি লেপ। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এবং তাহাতে বাতশ্লৈষ্মিক নানাপ্রকার বেদনা থাকিলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগে অতি কঠিন ব্রণ-শোথও অতি শীঘ্র বসিয়া যায়।

পুনর্ণবাদি লেপ। শ্বেতপুনর্ণবা, শজিনামূলের ছাল, দেবদারু, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে পেষণ পূর্ব্বক কলার পাতায় রাখিয়া উষ্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ লেপ দিবে।

পঞ্চবল্কল লেপ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ বা আগন্তুজ ব্রণ-শোথের যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-শোথের মহৌষধ। অতি প্রবৃদ্ধ-শোথ, এমন কি, ফিরঙ্গ জনিত দুষ্ট শোথ অর্থাৎ বাগীও ইহার প্রভাবে বসিয়া যায়। এই পাঁচটির মধ্যে কোন একটি বা দুইটির অভাব হইলে, যে কয়েকটি পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাই লেপ দিবে। পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তুজ ব্রণ-শোথে প্রলেপ দিতে হইলে, কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে এবং

উষ্ণ করিবে না। অন্যান্য শোথে উষ্ণ করিয়া লাগাইবে। বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও অম্লবেতস, এই পঞ্চদ্রব্যের ছালকে পঞ্চবল্কল কহে। ব্রধ্নরোগে পঞ্চবল্কল প্রলেপ উক্ত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে অম্লবেতসের পরিবর্ত্তে ভ্রমবশতঃ বকুল-ছাল লিখিত হইয়াছে। অম্লবেতসকে কোন কোন প্রদেশের লোকে থৈকল, কেহবা বনচালিতা কহিয়া থাকে, উহার অভাবে কৃষ্ণবেতের মূলও প্রয়োগ করা যায়।

পঞ্চবল্কল লেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চক্ষীর লেপ। পঞ্চবল্কল-লেপ যে যে ব্রণ শোথে যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, পঞ্চক্ষীর-লেপও সেই সেই ব্রণ-শোথে সেই সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। পাঁচটি ক্ষীরের অভাব হইলে, যে কয়েকটী পাওয়া যাইবে, তাহাই কিম্বা একটি বা দুইটির ক্ষীর প্রয়োগ করিলেও চলে।

পঞ্চক্ষীর লেপ। বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও অম্লবেতস এই পাঁচটি বৃক্ষের ক্ষীর সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। গরম করিবার আবশ্যকতা নাই।

ধুস্তূরাদি লেপ। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথে এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অতিশীঘ্র ফুলা ও বেদনা কমে এবং ফোড়া বসিয়া যায়।

ধুস্তূরাদি লেপ। ধুতূরাপাতা ও আদা সমান ভাগে লইয়া হুকার কটুজলদ্বারা বাটিবে এবং গরম করিয়া পুনঃপুনঃ লাগাইবে। ইহার সহিত একভাগ শজিনার ছাল মিশ্রিত করিলে আরও ফলপ্রদ হয়। বাতিক ব্রণ-শোথে প্রলেপ দিতে হইলে, কিঞ্চিৎ ঘৃত বা তৎপরিবর্ত্তে একভাগ তিল কিম্বা তিসি (মসিনা) মিশ্রিত করিলে মহোপকার দর্শে। কেবল শজিনার ছাল হুকার জলদ্বারা বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইলেও অসীম উপকার হয়।

চন্দনাদি লেপ। পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তুজ ব্রণ-শোথে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা দাহ ও বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিনষ্ট হয় এবং শোথ বসিয়া যায়।

চন্দনাদি লেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দূর্ব্বাদি লেপ। পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তুজ ব্রণ-শোথে অত্যধিক জ্বালা ও বেদনা থাকিলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে।

দূর্ব্বাদি লেপ। কচি দূর্ব্বাঘাস, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন সমভাগে লইয়া দুগ্ধসহ বাটিয়া প্রলেপ দিবে। কেবল দূর্ব্বাঘাস ও রক্তচন্দন বাটিয়া প্রলেপ দিলেও অসাধারণ উপকার হয়। আবশ্যকমত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কটফলাদি লেপ। শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথে এই লেপ প্রয়োগ করিলে, শীঘ্র শোথ বসিয়া যায়। চিকিৎসক শিরোমণি গঙ্গাপ্রসাদ সেন শ্লৈষ্মিক-শোথে প্রায়শঃ এই যোগটি প্রয়োগ করিতেন। বাতিক শোথে প্রয়োগ করিতে হইলে, ইহার সহিত একভাগ তিল মিশ্রিত করিয়া লইবে।

কটফলাদি লেপ। কট্‌ফল, কুড়, কৃষ্ণজীরা ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া হুকার কটুজলে বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইবে।

সুরসাদি লেপ। শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথ কঠিন, পাণ্ডুবর্ণ, চক্‌চকে, শীতল ও কণ্ডূযুক্ত হইলে, অথবা সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে ঐসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ শোথস্থানে লাগাইবে। ইহাতে শোথ কোমল হয় ও শীঘ্র বসিয়া যায়। হুকার জল বা গোমূত্রের দ্বারা বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইবে।

সুরসাদিলেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তিললেপ। পৈত্তিক ব্রণ শোথে অত্যন্ত দাহ ও বাতজ ব্রণ-শোথে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, এই লেপ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। ইহা ব্রণ-শোথের জ্বালা ও বেদনা নিবারণের মহৌষধ। সান্নিপাতিক শোথের বেদনা এবং জ্বালাও ইহাদ্বারা শীঘ্র প্রশমিত হয়।

তিললেপ। তিল খোলায় অল্প ভাজিয়া অল্প দুগ্ধে ফেলিবে, অনন্তর ঐ দুগ্ধদ্বারা সেই তিল বাটিয়া লাগাইবে।

মরিচাদি লেপ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে এই লেপ প্রয়োগ করিবে।

মরিচাদিলেপ। গোলমরিচ ও মুসব্বর সমভাগে লইয়া আদা ও ধুতূরাপাতার রসে বাটিয়া লইবে। অথবা কেবল মুসব্বর আদা বা ধুতূরাপাতার রসে বাটিয়া কিম্বা গোলমরিচ ঘসিয়া লাগাইবে, ইহাতে ব্রণ শোথ বসিয়া যায়।

অহিফেণ লেপ। রক্তজ ও আগন্তুক ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-শোথ পাকিবার উপক্রমেও এই প্রলেপে বসিয়া যায়।

অহিফেণ লেপ। আদা বা ধুতুরার পাতার রসে আফিং গুলিয়া প্রলেপ দিবে।

জয়ন্ত্যাদি স্বেদ। ব্রণ-শোথে অধিক বেদনা ও ফুলা থাকিলে, এই স্বেদ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে।

জয়ন্ত্যাদি স্বেদ। জয়ন্তীপাতা, শজিনার ছাল, নিশিন্দাপাতা ও ধূতুরাপাতা একত্র ছেচিয়া কলার বা ভেরেণ্ডার নরম পাতায় রাখিয়া বস্ত্রখণ্ডদ্বারা পুটুলী করিয়া আগুণে গরম করিবে।

ব্রণ-শোথরোগে—পথ্যাপথ্য।

পথ্য—জ্বর থাকিলে, বার্লি বা যবমণ্ড, দুগ্ধসহ পথ্য দিবে। যবের ছাতু, যবতণ্ডুল দ্বারা বা ময়দার দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, আটার রুটি অথবা লুচি, মাংসযুষ, খৈর মণ্ড, ঘৃত, অড়হর ও মুগের দাইল, চিনি, মিস্ত্রী, বেগুণ, কাকুড়, পটোল, হিঞ্চাশাক, নালিতাপাতা বা পাটশাক, করলা অথবা বেতের-ডগা বা নিমপাতার শুক্ত, কচিমূলা, সুষুনিশাক, শালিঞ্চশাক, নটেশাক, বেতোশাক, কাঁঠাল, মোচা, থোড়, কাচকলা, ঠ'টেকলা, কিস্‌মিস্‌ এবং মধুররস ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য এই সকল দ্রব্য ব্রণ-শোথ, ব্রণ, নাড়ীব্রণ (নালী-ঘা) ও সদ্যোব্রণ রোগে সুপথ্য।

অপথ্য।—নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিলের প্রস্তুত দ্রব্য, মটর, মাষকলাই, কুলথী কলাই, গুড়, শীতলজল, শাক, বিদাহি বা পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য, বিষ্টম্ভি-দ্রব্য, গুরুদ্রব্য, কটু দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, শীতলদ্রব্য, লবণরসযুক্ত দ্রব্য; ব্রণ-শোথ (ফোড়া) রোগে এই সকল অপথ্য সুতরাং ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে।

ব্রণরোগ-চিকিৎসা।

(য়্যাব্‌সেস্‌)।

বাতিক ব্রণের লক্ষণ। বাতিক ব্রণ শ্যামবর্ণ, কখনও অধিক বেদনাযুক্ত কখনও বা অল্পবেদনাযুক্ত হয় এবং ব্রণের মধ্যে দপ্‌ দপ্‌ করে।

পৈত্তিক ব্রণের লক্ষণ। পৈত্তিক ব্রণে রোগীর দাহ, মোহ, তৃষ্ণা ও ঘর্ম্ম হয় এবং ব্রণ বিদীর্ণ হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত পূয রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক ব্রণের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক ব্রণে ব্রণ পিচ্ছিল, ভারবিশিষ্ট, স্তিমিত (ভিজা ভিজা), স্নিগ্ধ (চক্‌চকে, তৈল বা ঘৃত মাখাইলে যেরূপ দেখা যায়), পাণ্ডুবর্ণ, অল্প বেদনা ও অল্প ক্লেদবিশিষ্ট হয়, পরন্তু ব্রণের সমস্তাংশ এককালে পাকে না, ক্রমশঃ বা দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে।

রক্তজনিত ব্রণের লক্ষণ। রক্তজনিত ব্রণে ব্রণ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং তাহা হইতে পূষ বহির্গত না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক ব্রণের লক্ষণ। সান্নিপাতিক ব্রণে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই দোষত্রয়ের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়।

ব্রণের সুখ-সাধ্য লক্ষণ। তরুণ বয়স্ক ব্যক্তির মর্ম্মস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে ত্বক্‌ ও মাংস আশ্রয় করিয়া ব্রণ উৎপন্ন হইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল-জাত না হইলে ও উপদ্রব (জ্বর তৃষ্ণাদি) বিহীন হইলে, সুখসাধ্য অর্থাৎ সহজে আরোগ্য হয়।

ব্রণের কৃচ্ছ্রসাধ্য লক্ষণ। যে ব্রণ মর্ম্মস্থানে কিম্বা ত্বক্‌ ও মাংসাদি-ব্যতীত গম্ভীর ধাতু আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় অথচ যাহাতে মারাত্মক উপসর্গ বিদ্যমান থাকে না কিম্বা দুই একটি বলবান্‌ উপসর্গ থাকিলেও, যে ব্রণ মর্ম্ম-স্থানোৎপন্ন বা গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী নহে, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য অর্থাৎ কষ্টে প্রশমিত হয়।

ব্রণের অসাধ্য লক্ষণ। বলবান্‌ বা মারাত্মক উপসর্গবিশিষ্ট অথচ গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী ব্রণরোগ দুর্ব্বল ব্যক্তির হইলে তাহা অসাধ্য।

দুষ্ট ব্রণের লক্ষণ। দূষিত ব্রণ অতি দুর্গন্ধযুক্ত, শুদ্ধব্রণের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট, দীর্ঘকাল স্থায়ী অর্থাৎ শীঘ্র আরোগ্য হয় না, পরন্তু ব্রণ হইতে সর্ব্বদা পূযযুক্ত, দূষিত রক্তস্রাব হয় ও ব্রণের মধ্যে গর্ত্ত হইয়া থাকে।

শুদ্ধ ব্রণের লক্ষণ। শুদ্ধ ব্রণ জিহ্বার তল-দেশের ন্যায় বর্ণযুক্ত, কোমল, চক্‌ চকে ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট হয় এবং ঐ ব্রণ হইতে দূষিত বা দুর্গন্ধ পূয রক্তাদি স্রাব হয় না, স্রাবের পরিমাণ হ্রাস হয় এবং ঐ ব্রণের মধ্যে গর্ত্ত দৃষ্ট হয় না।

শুষ্কাবস্থাপন্ন ব্রণের লক্ষণ। ব্রণ শুষ্ক হইয়া আসিলে, তাহার অভ্যন্তরভাগ পাণ্ডু বা ধূম্রবর্ণ অথচ ক্লেদ অর্থাৎ পূযরক্তাদিশূন্য দৃষ্ট হয়, ক্রমশঃ চতুর্দ্দিক পূরিয়া উঠে, কোনস্থানে ফাট্ বা গর্ত্ত থাকে না, পরন্তু ব্রণে ঘামাচির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শুষ্ক ব্রণের লক্ষণ। ব্রণ শুষ্ক হইলে সমতল অর্থাৎ উচ্চতা নিম্নতা-রহিত, কোমল অথচ বেদনা ও স্রাব রহিত এবং পার্শ্ববর্ত্তী চর্ম্মের সমতুল্য বর্ণযুক্ত হয়।

ব্রণের অপর কৃচ্ছ্রসাধ্য লক্ষণ। কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ও মধুমেহরোগাক্রান্ত-ব্যক্তির কিম্বা দূষী বিষাক্রান্ত (এড়াবিষ দ্বারা পীড়িত) রোগীর ব্রণ জন্মিলে, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য অর্থাৎ কষ্টে আরোগ্য হয়, ব্রণের উপরে ব্রণ উৎপন্ন হইলে, তাহাও কৃচ্ছ্রসাধ্য।

ব্রণের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ। আগন্তুক ব্রণ বা সদ্যোব্রণ হইতে বসা, মেদ, মজ্জা কিম্বা মস্তিষ্কের ঘি বহির্গত হইলেও ঐ ব্রণ সাধ্য, কিন্তু দোষোৎপন্ন ব্রণ হইতে ঐ সকল স্রাব হইলে, তাহা অসাধ্য।

ব্রণরোগীর অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যু-লক্ষণ। যে ব্যক্তির ব্রণ হইতে মদ্য, অগুরু, ঘৃত, চন্দন বা জাতী, পদ্ম, চাঁপা অথবা পারিজাত পুষ্পের ন্যায় গন্ধ নির্গত হয়, তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিবে।

ব্রণের অপর অসাধ্য লক্ষণ। দেহের মর্ম্মস্থানে ব্রণ জন্মিলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে ও সেই ব্রণ হইতে অত্যধিক পূযরক্ত স্রাব হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর বলক্ষয়, মাংসক্ষয় (শীর্ণতা,), শ্বাস, কাস, অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, সেই ব্রণ রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। এতদ্ব্যতীত যে ব্রণ-রোগীর দেহের অভ্যন্তরে দাহ অথচ বহির্ভাগে শীতলতা কিম্বা অভ্যন্তরে শীতলতা ও বাহিরে দাহ প্রকাশ পায়, পরন্তু নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগেও উপকার হয় না, তাহার জীবনের আশা থাকে না।

ব্রণরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

শরীরের স্থান-বিশেষ সীমাবদ্ধরূপে ফুলিয়া উঠিলে এবং তাহা হইতে পরিণামে ব্রণ জন্মিবার সম্ভাবনা লক্ষিত হইলে, তাহাকে ব্রণ-শোথ বল

যায়। ইংরাজিতে ব্রণ-শোথের প্রথম অবস্থাকে ইন্‌ফ্লামেশন্ এবং পরবর্ত্তী অবস্থাকে য়্যাব্‌সেস্ কহে। প্রদাহ অর্থাৎ জ্বালা যন্ত্রণার সহিত কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে, তাহাই ইন্‌ফ্লামেশন্ নামে অভিহিত, আর উক্ত প্রদাহিত স্থানে পূয-সঞ্চয়ের প্রারম্ভ হইতে ক্ষত প্রকাশ ও তাহা শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত য়্যাব্‌সেস্ বলা যায়। ব্রণ-শোথ যাবৎ আমাবস্থা (অপক্কাবস্থা) অতিক্রম করিয়া পক্কাবস্থা প্রাপ্ত ও বিদীর্ণ না হয়, তাবৎ উহা ব্রণ-শোথ নামে অভিহিত; কিন্তু পাকিলে, যে কোন উপায়ে অর্থাৎ অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া, শস্ত্রদ্বারা বিদ্ধিয়া কিম্বা বিদারক ঔষধদ্বারা ফাটাইয়া পূযরক্ত বাহির করিয়া দিতে হয়, পূযরক্তাদি বাহির করিবার জন্য যে ক্ষত অর্থাৎ ঘা প্রকাশ পায়, তাহাকে ব্রণ কহে। সংস্কৃতে যাহাকে ব্রণ কহে, চলিত কথায় তাহাকেই ক্ষত বা ঘা কহে। ব্রণ-শোথে যে পর্য্যন্ত ক্ষত প্রকাশ না পায়, তাবৎ ব্রণ-শোথের চিকিৎসা করিবে, কিন্তু ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ব্রণ-রোগের চিকিৎসা করিতে হয়। ব্রণ সাধারণতঃ দুই প্রকার, শারীর ব্রণ ও আগন্তুজ ব্রণ। শারীর-ব্রণ দোষোৎপন্ন অর্থাৎ শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া ঐ ব্রণ উৎপাদন করে, যেমন ফিরঙ্গজনিত বাগী ও প্রমেহ পিড়কা অর্থাৎ বিদ্রধি প্রভৃতি। আর অস্ত্রে কোন অঙ্গ কাটিলে, কোন অঙ্গে অস্ত্র বিদ্ধ হইলে, আগুণে কোন অঙ্গ দগ্ধ হইলে অথবা কোন অঙ্গে কোন কঠিন দ্রব্যের ঘর্ষণ বা আঘাত লাগিলে, ত্বক্ (চর্ম্ম) ও মাংসের অপচয় বশতঃ যে ক্ষত বা ঘা উৎপন্ন হয়, তাহাকে আগন্তুক ব্রণ কহে। অগন্তুক অর্থাৎ অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়, এজন্য উহার নাম আগন্তুক ব্রণ। আগন্তুক ব্রণের অপর নাম সদ্যো ব্রণ। আগন্তুক বা সদ্যোব্রণে যাবৎ পূযোৎপত্তি না হয়, তাবৎ সদ্যোব্রণের চিকিৎসা করিবে, পূযোৎপত্তি হইলেই ব্রণরোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিবে।

ব্রণ-শোথ যেমন নানাপ্রকার, ব্রণও তদ্রূপ নানাপ্রকার। বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিলে ব্রণ সহজ বা অনায়াস-সাধ্যরোগ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইবে, বিশেষতঃ রক্তদোষ বা প্রমেহজনিত ব্রণ অর্থাৎ পীড়কা কষ্টসাধ্য, তন্মধ্যে আবার মধুমেহজনিত ব্রণ অর্থাৎ কার্ব্বঙ্কল প্রভৃতি অতি কষ্টসাধ্য ব্যাধি, এমন কি বিদ্রধিকে অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্রধি-চিকিৎসা অতঃপর স্বতন্ত্র বর্ণিত হইবে।

পক্ক-ব্রণ-শোথ অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া দিলে কিম্বা ঔষধের প্রভাবে বিদীর্ণ হইলে, ব্রণ-মধ্যস্থ পূযরক্ত সমস্ত নির্গত হয় না, কতক ভিতরে থাকিয়া যায়, একারণ ব্রণের চতুর্দ্দিক চাপিয়া টিপিয়া বা ঔষধের সাহায্যে পূযরক্তাদি বাহির করিয়া দিতে হয়। এইরূপ চাপিয়া টিপিয়া অথবা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পূযরক্তাদি বাহির করাকে সংস্কৃতে অবপীড়ন কহে। পক্ক শোথ বিদীর্ণ-হইবা মাত্রই চাপিয়া টিপিয়া পূযরক্তাদি বাহির করিয়া দিবে, অনন্তর অসময়ে ব্রণের মুখ অর্থাৎ পুযরক্ত নিঃসরণের পথ বন্ধ হইয়া না যায়, তজ্জন্য তিল ও কচি নিমপাতা সমভাগে লইয়া দুগ্ধদ্বারা বাটিয়া এক বা দুই-অঙ্গুলি চওড়া ও প্রয়োজনমত লম্বা পরিষ্কার মিহি কাপড়ের ফালিতে মাখাইয়া উহা কাচ্‌লা নামক ঘাসের ডাঁটারদ্বারা আস্তে আস্তে ঘায়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে, ফলতঃ এরূপ আকারের বস্ত্রখণ্ড লইবে, যেন তদ্দ্বারা পূযরক্তাদি নিঃসৃত হইবার জন্য যে স্থানটা খালি হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইতে পারে। ক্ষত-মুখ সরু হইলে, তাহাতে ঐরূপ কাপড়ের ফালি প্রবেশ করান যায় না, এমতাবস্থায় তিল ও কচি নিমপাতা সমভাগে লইয়া বাটিয়া এক টুক্‌রা কাপড়ে মাখাইয়া রৌদ্রে একটু শুষ্ক করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি অর্থাৎ পলিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাই ঘা-মুখে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিবে, এরূপভাবে প্রবিষ্ট করাইবে যেন ঐ পলিতার এক বা দুই অঙ্গুলি আন্দাজ ঘা-মুখের বাহিরে থাকে এবং পরদিন ঐ পলিতা ধরিয়া টানিলে বহির্গত হইয়া আইসে। অনন্তর পেঁজা তুলায় ঘৃত মাখাইয়া ঘা-মুখে বিছাইয়া এবং ঘা-মুখের চতুর্দ্দিকে অবপীড়ন প্রলেপ লাগাইয়া তদুপরি নরম কলার পাতা অথবা পান রাখিয়া কাপড়ের পটী জড়াইয়া উত্তমরূপে বান্ধিয়া রাখিবে। অবপীড়ন প্রলেপ নানাপ্রকার; গন্ধবিরজা, তিসি, তোকমারি, বেড়েলার পাতা ও শিমুল বৃক্ষের ছাল প্রভৃতি পিচ্ছিলদ্রব্য মাত্রেই অবপীড়ন গুণবিশিষ্ট, ইহার কোন একটি-দ্রব্য উত্তমরূপে বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলেই চলে, কিন্তু মাষকলাই, যব-চূর্ণ ও ময়দার অবপীড়ন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উপকারী। ঐ তিনটী দ্রব্য সমান ওজনে লইবে। প্রথমতঃ মাষকলাই ওজন করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে উহার সহিত যব-চূর্ণ ও ময়দা মিশ্রিত করিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ শুষ্ক হইলেও ক্ষতি নাই, উপকারই হয়, কারণ প্রলেপ

শুষ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রণ অত্যধিক পীড়িত হয় ও ব্রণ-মধ্যস্থ পূযরক্তাদি অক্লেশে বাহির হইয়া আইসে। অবপীড়ন প্রলেপের উপরে কেহ কেহ পান বা কলার নরম পাতা বিছাইয়া তদুপরি তিসির পুল্‌টিস্ বসাইয়া বান্ধিয়া রাখেন এবং পুল্‌টিস্ ঠাণ্ডা হইলে, পুনর্ব্বার ঐ বন্ধন খুলিয়া নূতন পুল্‌টিস্ লাগাইয়া বান্ধিয়া রাখেন, এই প্রণালীতে অধিক ফল পাওয়া যায়, তবে দুষ্টব্রণ ব্যতীত এতাদৃশ পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই। ক্ষত ক্ষুদ্র হইলে, ঘা মুখে পলিতা বসাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে তুলসীপাতা ও লবণ একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা অবপীড়ন প্রলেপ দিবে। প্রথমতঃ ঘা-মুখ ঘৃত-মাখান পেঁজা তুলাদ্বারা এরূপভাবে আবৃত করিয়া লইবে, যেন লবণ সংযুক্ত তুলসী পাতার রস ঘা মুখে না লাগে।

ক্ষতস্থান কদাপি খোলা রাখিবে না। খোলা রাখিলে, হাওয়া লাগিয়া ঘায়ের উপরিভাগ পাতলা পরদাদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, কিন্তু ক্ষত কখনও শুষ্ক হয় না, পরন্তু ঐ পর্দ্দার নিম্নে অতি শীঘ্র অধিক পরিমাণে পচ্‌লা সঞ্চিত হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা ক্ষত ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, এমন কি ঐ অবস্থায় নালী হওয়ারও বিশেষ সম্ভাবনা।

ক্ষত-স্থান উল্লিখিত উপায়ে যে দিন বান্ধিয়া রাখিবে, তৎপরদিন আবার বন্ধন খুলিয়া প্রথমতঃ ঈষৎ উষ্ণজলদ্বারা ভিজাইয়া আস্তে আস্তে পেঁজা তুলা ও ব্রণ মধ্যস্থ পলিতা বা কাপড়ের ফালি খুলিবে, পরে নিমপাতা-সিদ্ধ জল বা নিমপাতা ও পল্‌তাসিদ্ধজলদ্বারা ক্ষত-স্থান ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বদিনের নিয়মানুযায়ী বান্ধিয়া রাখিবে।

তিল ও নিমপাতার গুণে পচলা দূরীভূত হইয়া ক্ষত পূর্ণ হয়। উহা যেমন ব্রণ-শোধক, তেমনি ব্রণপূরক ও রোপক। ধুইবার জন্য জল প্রস্তুতের নিয়ম-এই—নিমপাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ১৬ তোলা অথবা নিমপাতা ১ তোলা, পটোলপাতা ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। যে পর্য্যন্ত ক্ষত একেবারে শুষ্ক না হয়, তাবৎ এই নিয়মে কার্য্য করিবে। ক্ষত-চিকিৎসার ইহাই সাধারণ নিয়ম; এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে অধিকাংশ ক্ষত পরিষ্কৃত ও পরিপূর্ণ হইয়া শুকাইয়া যায়, কিন্তু দুষ্ট ব্রণ উক্ত নিয়মে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারাও শুষ্ক হয় না, ঐ অবস্থায় দুষ্টব্রণকে শুদ্ধ করিয়া লইতে

হয়। দুষ্টব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নিমপাতা সিদ্ধ জল বা পলূতা ও নিম-পাতাসিদ্ধ জলের পরিবর্ত্তে হরীতক্যাদি কাথদ্বারা দুষ্টক্ষত ধৌত করিবে। এই ক্বাথ ব্রণ-শোধন-কার্য্যে যে কত উপকারী,তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা ডাক্তারী ঔষধের প্রশংসায় দিগ্ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কাথটি প্রয়োগ করিলে, ইহার আশ্চর্য্যগুণে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। ধৌত করিবার সময়ে প্রয়োজন মত ব্রণের অভ্যন্তর পরিষ্কার করিবার জন্য ছোট বড় পিচ্‌কারী ব্যবহার করা যায়। দুষ্টব্রণ দিবসে অন্ততঃ দুই-বার ধৌত করা উচিত। কাথজল উত্তমরূপে ছাকিয়া তদ্দ্বারা পিচ্‌কারী পূর্ণ করিয়া আস্তে আস্তে বা আবশ্যকমত একটু জোরে অভ্যন্তরভাগ ধৌত করিবে। ধুইয়া একখণ্ড মিহি পরিষ্কার কাপড়দ্বারা ব্রণ-মধ্যস্থ জল মুছিয়া তৎ-পর তিলাষ্টকলেপ,নিম্বপত্রাদি লেপ,কিম্বা হরিদ্রাদ্যলেপ ইহার যে কোন একটি প্রলেপ ক্ষত-স্থানে লাগাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমত বান্ধিয়া রাখিবে। ঘায়ে বেশী গচ্‌লা বা পচা মাংসাদি না থাকিলে, একমাত্র শারিবা লেপ প্রয়োগ করিলেও চলে। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণ তিল ও যষ্টিমধু কিম্বা নিমপাতা ও তিল অথবা নিম-পাতা, তিল, যষ্টিমধু একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা একমাত্র ছাতিম-গাছের ক্ষীর (কস বা আঠা) ক্ষতস্থানে লাগাইলে, দুষ্টক্ষত অতি শীঘ্র বিশুদ্ধ হয়। ক্ষত সম্যক্ বিশুদ্ধ হইলে, ঘায়ের উপরের পচ্‌লা উঠিয়া যায়, মধ্যস্থ গর্ত্ত পূরিয়া উঠে, বেদনা কমে, রস, রক্ত ও পূযের দুর্গন্ধ থাকে না অথচ স্রাবের পরিমাণ হ্রাস পায়, তখন রোপণ অর্থাৎ ঘা শুকাইবার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। ক্ষত শুষ্ক হওয়ার জন্য নিম্বঘৃত প্রসিদ্ধ ঔষধ। একমাত্র নিম্বঘৃত প্রয়োগে অধিকাংশ ক্ষত আরোগ্য হয়। কচি নিমপাতা ও তিল একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা নিমপাতা, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রার ছাল একত্র বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। নরাস্থিলেপ ক্ষত শুষ্ক করণে অসাধারণ ঔষধ, কিন্তু অস্থি পুরাতন হওয়া চাই, নূতন লইবে না। ফিরঙ্গজনিত ক্ষত বা অতি পুরাতন দুষ্ট ক্ষতও উহা প্রয়োগে আরোগ্য হয়। এই প্রকার আরও একটি আশ্চর্য্য ঔষধ আছে,—পঞ্চবল্কল লেপ, ইহা প্রয়োগে অতি কষ্টসাধ্য ক্ষত আরোগ্য হয়। এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ক্ষতস্থান দেখিতে যখন জিহ্বার তল-দেশের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দৃষ্ট হইবে ও তাহাতে

ক্ষুদ্র দানাযুক্ত মাংসাঙ্কুর উদ্গত হইবে, এবং ক্ষত পূর্ণ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তীস্থানের প্রায় সমতুল্য হইবে অথচ ঘায়ে জ্বালাযন্ত্রণা ও স্রাব থাকিবে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, ক্ষত আরোগ্য হইতে আর বিলম্ব নাই। এই অবস্থায় কেবলমাত্র শতধৌতঘৃত তুলায় মাখাইয়া ঐ তুলা লাগাইয়া রাখিলেই চলে।

ঘায়ের মধ্যে গর্ত্ত হওয়া দুষ্টব্রণের আর একটি লক্ষণ। গর্ত্ত হইলে একদিক উচ্চ হয়,—যে স্থান উচ্চ হয়, সে স্থানকে সমতল করিয়া লইতে হয়, নচেৎ ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না। ঐ সকল ব্রণ-শোধক ঔষধে প্রায়শঃ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, কিন্তু যদি বিলম্ব হয়, তবে একখণ্ড কাঁচা তুতিয়া জলে ডুবাইয়া চিমটা দ্বারা ধরিয়া আস্তে আস্তে ঘায়ের উচ্চ স্থানের উপর বুলাইয়া আনিবে, দুই একবার বুলাইয়া আনিলেই ঐ স্থান একটু সাদা হইবে, তখন উহাতে ব্রণ-শোধক লেপ প্রয়োগ করিবে। বেশী বুলাইলে জ্বালা করিতে পারে। ইহাতে উচ্চস্থান বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় সমতল হয়। ডাক্তারখানায় এই নিয়মে চিকিৎসা করা হয়। ক্ষত ধৌত না করিলে উহাতে কীট বা পোকা জন্মে, এই অবস্থায় অগ্রে ঐ পোকা বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ ব্রণ-শোধক প্রলেপ লাগাইবে। পোকা বিনষ্ট করিবার জন্য নিমপাতা, নিশিন্দাপাতা ও ডহর করঞ্জার পাতা সমভাগে একত্র বাটিয়া কিম্বা তদ্ভাবে কেবলমাত্র রসুন বাটিয়া ক্ষতমধ্যে প্রলেপ দিবে।

সূক্ষ্মমুখ-ব্রণ।

এক প্রকার ব্রণ বা ক্ষত আছে, তাহার মুখ সূক্ষ্ম অর্থাৎ সরু, অথচ ভিতরের আয়তন বৃহৎ, এইরূপ ব্রণ হইতে পূযরক্ত যথোচিতরূপে নির্গত হইতে পারে না, সুতরাং ভিতরে আবদ্ধ রহিয়া প্রথমতঃ স্বীয় বাস্তু ধ্বংস করে, পশ্চাৎ পার্শ্ববর্ত্তী শিরা, স্নায়ু ও মাংস বিনষ্ট করিয়া বিষম অনিষ্ট সংঘটন করে। এই অবস্থায় ঐ ব্রণে ঔষধ প্রয়োগ করা যায় না, ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, ব্রণের মুখ বড় করিয়া লইতে হয়। নিমপাতা বাটিয়া ঘা মুখে লাগাইয়া বান্ধিয়া রাখিলে, ঘা-মুখ বড় হয়। আপাঙ্গের পাতা ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাটিয়া ঘা-মুখের চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে, উক্ত প্রলেপের স্থান ফাটিয়া পূযরক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে। ভিতরের পূযরক্ত নিঃসরণের আর একটি আশ্চর্য্য ঔষধ বরিশালের অন্তর্গত চাঁদসীর বিখ্যাত চিকিৎসক স্বর্গীয় পদ্মডাক্তারপ্রয়োগ

করিতেন, বলা বাহুল্য, এখনও উহা বহুপ্রচলিত। এই ঔষধটি সূক্ষ্ম-মুখ-ব্রণে ও নালী-ঘায়ে প্রয়োগ করিলে,ভিতরের দূষিত পূযরক্তাদি আকর্ষণ করিয়া বাহির করে, সূক্ষ্ম-মুখব্রণে অগ্রে এই ঔষধটি প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ নিমপাতা-বাটা ঘা-মুখে দিলে, ঘা-মুখ বড় হয়। ইহা বহুপরীক্ষিত এবং বিখ্যাত ঔষধ। ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম এই—হিঞ্চে বা হেলেঞ্চা নামক প্রসিদ্ধ তিক্তরসবিশিষ্ট জলজ শাকের শিকড় জলে ধুইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে, কিন্তু ছেচিবে না, ছেচিলে, রস বাহির হইয়া যাইবে। পরে ফোড়ার আয়তন অপেক্ষা কিছু বড় চারি খানি কলার নরম পাতা উপর্য্যুপরি সাজাইয়া সূক্ষ্মমুখ লোহার শলাকাদ্বারা উহা বহু ছিদ্রযুক্ত করিবে। এইরূপে ছিদ্রবিশিষ্ট দুইখানি পাতা উপর্য্যুপরি সাজাইয়া তদুপরি ঐ কুচিগুলি রাখিয়া ফোড়ার উপরে বসাইবে এবং অন্য ছিদ্রযুক্ত কলার পাতা দুইখানি তাহার উপরে রাখিয়া ঢাকা দিয়া কাপড়ের পটী দিয়া জড়াইয়া বান্ধিয়া রাখিবে। এরূপভাবে বান্ধিবে যেন বান্ধন না নড়ে অথবা ঢিলা হইয়া সরিয়া না যায়। এইরূপে দুই দিন দুই রাত্রি অতীত হইয়া যাইলে বান্ধন খুলিলেই দেখা যাইবে, ভিতরের পূযরক্ত সমস্ত বহির্গত হইয়া পটী ভিজিয়া গিয়াছে, তখন নিমপাতা-সিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধুইয়া নিমপাতাবাটা ঘা মুখে লাগাইয়া পুনর্ব্বার বান্ধিয়া রাখিবে, এইরূপভাবে দুই তিন দিন ঔষধ লাগাইলে, দেখা যাইবে যে ঘা-মুখ বেশ বড় এবং ঘা লালবর্ণ হইয়াছে, তখন ঘা-শুকাইবার জন্য নিম্বঘৃত প্রয়োগ করিলেই চলে।

ঘা-মুখ বড় করিবার আরও একটি ভাল ঔষধ আছে। বিশুদ্ধ সীজের ক্ষীর এক তোলা ও এক আনা তুতিয়া ভস্ম উত্তমরূপে পেষণ করিয়া একখানি ব্লটিং কাগজে মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ঐ কাগজ কাঁচি দ্বারা একটা দুয়ানির পরিমাণ কাটিয়া ক্ষতমুখে লাগাইবে। তুতিয়ার পরিমাণ বেশী হইলে, জ্বালা করে। কেহ কেহ কাগজখানিকে লাল করিবার নিমিত্ত ঐ সঙ্গে একটু মেজেণ্টার রং মিশ্রিত করিয়া থাকেন।

পুরাতন দুষ্টক্ষত।

একপ্রকার পুরাতন দূষিত ঘা আছে, ব্রণ-শোধক ঔষধাদি প্রয়োগেও তাহার বিশেষ উপকার হয় না, উপরে সর্ব্বদা ময়লা বা পচ লা সঞ্চিত থাকে,

ভিতরে সর্ব্বদা শুড়্ শুড়্ করে, যেন পোকা জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বেশী বেদনা বা জ্বালাযন্ত্রণা থাকে না,এরূপ ঘায়ের একটি আশ্চর্য্য ঔষধ নিম্নে লিখিত হইল। ঘায়ের আয়তন অপেক্ষা কিছু ছোট একখানি ছাগলের মাংস ঘায়ের উপর এরূপভাবে বসাইবে, যেন ক্ষতস্থান বেশ চাপা পড়ে এবং যেন ঘায়ের কোন অংশ খালি না থাকে। এইরূপে বসাইয়া তদুপরি কলার নরম পাতা বা ক্ষত ছোট হইলে, পান রাখিয়া কাপড়ের পটী জড়াইয়া বান্ধিয়া রাখিবে, একদিন এক রাত্রি এইরূপে বন্ধন রাখিবে, পরে খুলিয়া যদি দেখা যায়, ঘা বেশ পরিষ্কার হইয়া শুদ্ধ ব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তবে নিমপাতাসিদ্ধ জলে ধুইয়া রোপক অর্থাৎ ঘা শুকাইবার ঔষধ লাগাইবে। আর যদি ভাল পরিষ্কার হয় নাই বলিয়া বোধ হয়, তবে পুনর্ব্বার আর একখণ্ড টাট্‌কা মাংস লাগাইয়া ঐরূপ বান্ধিয়া একদিন একরাত্রি রাখিবে। প্রায়শঃ দুই তিনবারের বেশী মাংস লাগাইতে হয় না।

নাড়ীব্রণ বা নালী ঘা। (সাইনাস্)

অপক্ব ব্রণ-শোথ বা পক্ব ব্রণ-শোথ উপেক্ষা করিলে, দূষিত পূয ও রক্তাদি বহির্গত হইতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী ত্বক্ মাংসাদি বিদীর্ণ করিয়া অন্তঃচ্ছিদ্র-যুক্ত লতার ন্যায় যে ক্ষত প্রকাশ করে, তাহাকে সংস্কৃতে নাড়ীব্রণ ও চলিত-কথায় নালী ঘা বা শোষ কহে। ইংরাজীতে ইহাকে সাইনাস্ কহে। ব্রণশোথ প্রকাশ পাইবামাত্র, তাহাকে বসাইবার অথবা পাকাইবার চেষ্টা না করিলে, তন্মধ্যস্থ দূষিত রক্ত, মাংসাদি ভেদ করিয়া নালী উৎপাদন করে। আবার ছেদন করিয়াই হউক বা অন্য যে উপায়েই হউক, পক্ব ব্রণ-শোথের মধ্যস্থ পূয বাহির করিয়া না দিলেও,চর্ম্ম মাংসাদি ভেদ করিয়া নালী উৎপাদন করে। অপর সদ্যোব্রণ বা আগন্তুক ব্রণ হইতেও ঐ উভয় কারণে নালী হইতে পারে। আবার কোন অঙ্গের কোন স্থানে কণ্টক বা শল্যাদি প্রবিষ্ট হইলে যদি তাহা সময়ে বাহির করা না যায়, কিম্বা কিয়দংশ ভিতরে রহিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা হইতেও নালী হইতে পারে। নালী প্রকাশ পাইলে, ভগন্দর রোগোক্ত স্নুহ্যাদি বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে এবং প্রত্যহ একবার করিয়া নিমপাতাসিদ্ধ জলে ক্ষত-স্থান ধৌত করিবে, এইরূপ প্রত্যহ রীতিমত ধৌত

ও বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষত পরিষ্কার ও নালীর আকার বড় হইয়া আসিবে, এই ঔষধ প্রয়োগেই অনেক নালী ঘা আরোগ্য হয়, কিন্তু যদি উহাতেও আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে, সূক্ষ্মমুখ ব্রণোক্ত প্রণালী অনুসারে হিঙ্কার শিকড় অথবা ব্লটিং কাগজ লাগাইবে, কিম্বা ক্ষতান্তক মলম বা ক্ষতকুলান্তক-মলম প্রয়োগ করিবে, এই মলম দুইটি পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি-অঞ্চলে সমধিক ব্যবহৃত হয় এবং উহাতে অসাধারণ উপকার পাওয়া যায়।

সদ্যোব্রণ বা আগন্তুজ ব্রণ।

কোন অঙ্গ আগুণে পুড়িলে বা অস্ত্রে কাটিলে অথবা কোন অঙ্গে শস্ত্র বিদ্ধিলে, যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্যোব্রণ বা আগন্তুজ ব্রণ কহে।

হাতে, পায়ে বা অঙ্গুলিতে অগ্নির উত্তাপ লাগিলে, তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে একটু মধু ঢালিয়া দিলে কিম্বা তদভাবে হিং জলে ঘসিয়া নারিকেল বা তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে, তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবৃত্তি হয় ও ফোস্কা পড়ে না, কিন্তু বেশী পুড়িলে ও চামড়া উল্টাইয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে, হিং প্রয়োগ নিষেধ। এতদ্ব্যতীত উত্তাপ লাগিবামাত্রই সেই স্থানে পুনর্ব্বার আগুণের উত্তাপ সহ্যমত লাগাইবে, অবশ্য পুনর্ব্বার আগুণের তাপ লাগাইলে একটু বেশী জ্বালা করিবেই, কিন্তু তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলে উত্তাপ দিতে দিতে জ্বালা কমিয়া আইসে, ইহাকেই বলে বিষে-বিষ-ক্ষয়। অধিক স্থান দগ্ধ হইলে, এইরূপ উত্তাপ লাগাইতে অত্যন্ত কষ্ট হয়।

কোন অঙ্গ পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ চূণের স্বচ্ছ জল ও নারিকেল তৈল বা তিল তৈল একসঙ্গে ফেনাইয়া মাখনের মত হইলে, সেই স্থানে লাগাইবে। অনন্তর জীরকাদি তৈল বা কিঞ্জুলুক তৈল সূক্ষ্ম পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে ভিজাইয়া লাগাইবে ও তদুপরি কলার নরম পাতা রাখিয়া উত্তমরূপে বান্ধিয়া রাখিবে। প্রত্যহ একবার করিয়া বন্ধন খুলিবে ও নিমপাতা সিদ্ধজল দ্বারা ধৌত করিয়া উক্ত তৈল-সিক্ত বস্ত্রখণ্ড লাগাইয়া পুনর্ব্বার বান্ধিয়া রাখিবে। জীরকাদি তৈল প্রয়োগে যে ক্ষত শুষ্ক না হয়, তাহা কিঞ্জুলুক তৈল প্রয়োগে শীঘ্র শুষ্ক হয়। কিঞ্জুলুক তৈলটি অগ্নিদগ্ধ ঘায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্ব্যতীত শতধৌত ঘৃত ও নিমপাতা বাটা লাগাইলেও ক্ষত শুষ্ক হয়। শতধৌত ঘৃত প্রস্তুতের নিয়ম-

এই—পুরাতন হইলেই ভাল হয়, কিন্তু পুরাতন অভাবে নূতন ঘৃত হইলেও চলে। ঐ ঘৃত আবশ্যকমত গ্রহণ করিয়া একটি জল-পূর্ণ বাটীর মধ্যে হাত ডুবাইয়া অঙ্গুলিদ্বারা ঘৃত ছানিবে, ছানিতে ছানিতে কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিবে, সেই ভাসমান বিচ্ছিন্ন অংশ একত্র করিয়া ঐ জলে ফেলিয়া নূতন জল লইয়া তাহার মধ্যে আবার ঐ প্রণালীমত ছানিবে, এইরূপ একশত বার করিলে তাহাকে শতধৌত ঘৃত কহে। এই ঘৃত নানাপ্রকার দূষিত ঘা বিশুদ্ধ ও শুষ্ক করিবার জন্য প্রয়োগ করা যায়। অগ্নিদগ্ধ স্থান অতি যত্নে রক্ষা করা উচিত। যাহাতে ফোস্কা পড়িতে ও ঘা হইতে না পারে, তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করিবে, কারণ অগ্নিদগ্ধ ক্ষত হইতে শ্বেতকুষ্ঠ উৎপন্ন হইতে পারে।

অস্ত্রে কোন অঙ্গের কোন অংশ কাটিলে, কর্ত্তিত বা কাটা অংশ প্রায়ই দুই তিন বা তদধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এ অবস্থায় প্রথমতঃ বিভক্ত-অংশগুলি যথাস্থানে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় যে স্থানে যেরূপ ভাবে ছিল, তদ্রূপ স্থাপন করিয়া হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিবে এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জল সেচন করিবে। কিছুকাল এইরূপ জল-সেচন করিলে, প্রায়ই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, শীতল জলের পরিবর্ত্তে বরফ জল সেচন করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। রক্ত বন্ধ করিবার সাধারণ নিয়ম কথিত হইল, কিন্তু শীতল জল বা বরফ জল-দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই রক্ত বন্ধ হইলেও সর্ব্বত্রই বন্ধ হয় না। স্থূল ধমনী কাটিয়া গেলে শীতল জল বা বরফ জলে কার্য্যসিদ্ধি অর্থাৎ রক্ত বন্ধ হয় না, ঐ অবস্থায় অবিলম্বে কচি দূর্ব্বাঘাস ছেঁচিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে, যদি তাহাতেও রক্তরোধ না হয়, তাহা হইলে আপাঙ্গের পাতা বা বিশল্যকরণী (আয়াপান) ইহার যে কোন একটি দ্রব্যের পাতার রস সেচন করিবে, তাহাতেও রক্ত বন্ধ না হইলে, অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

রক্ত বন্ধ হইলে, ক্ষত স্থানে কর্পূরচূর্ণ ছড়াইয়া আকান্দীপাতা বা বিস্তাড়-কের পাতা ক্ষতমুখে লাগাইয়া কাপড়ের পটীদ্বারা উপস্তম্ভরূপে বান্ধিয়া রাখিবে। আকান্দীপাতা ও লতার রক্তরোধের ক্ষমতাও যেমন আছে, মাংস জুড়িবার শক্তিও তদ্রূপ আছে, উক্ত উভয়প্রকার পাতার অভাবে পান বা নরম কলার পাতা ক্ষতস্থানে লাগাইয়া পটী বান্ধিবে। কর্পূর ছড়াইলে ক্ষতস্থানে

বেদনা হয় না বা ক্ষতস্থান পাকে না। এইরূপে যে দিন বান্ধিয়া রাখা হইবে, তাহার দুইদিন পরে অর্থাৎ তৃতীয় দিনে উক্ত বান্ধন খুলিবে এবং নিমপাতা-সিদ্ধজল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া নিম্ব-ঘৃত মাখান কাপড়ের ফালি দ্বারা ক্ষত-স্থান আচ্ছাদিত করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। দুই চারি দিন যদি ঐরূপ ঔষধ-প্রয়োগে শুদ্ধ ব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, ঐ নিম্বঘৃত প্রয়োগেই ঘা শুষ্ক হইবে, কিন্তু যদি ঘায়ের পচ্‌লা বা ময়লা না কমে, তাহা হইলে ব্রণশোধক নিম্বপত্রাদিলেপ প্রয়োগ করিয়া ব্রণ শুদ্ধ করিয়া নিম্বঘৃত প্রয়োগ করিবে। আগন্তুক বা সদ্যোব্রণে পূযোৎপত্তি হইলেই শারীর ব্রণোক্ত বিধান অনুযায়ী তাহার চিকিৎসা করিবে। অঙ্গে শস্ত্র বা কণ্টকাদি বিদ্ধ হইলে যে ক্ষত হয়, তাহার রক্তবন্ধ করিবার জন্যও উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিবে। অবশ্য অগ্রে বিদ্ধ কণ্টক বা শস্ত্রাদি ক্ষিপ্রহস্তে বাহির করিয়া পশ্চাৎ রক্ত বন্ধ করিবে, পরে ক্ষতস্থানে কর্পূরচূর্ণ ছড়াইয়া উক্ত প্রণালীমত বান্ধিয়া রাখিবে। কোন অঙ্গে কণ্টকাদি বিদ্ধ হইলে, সেই স্থানে একটু সরিষার তৈল লাগাইয়া রাখিবে, যদি তাহাতে না পাকে, তাহা হইলে ব্রণ পাকাইবার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পাকাইবে, পাকিলে কণ্টকাদি আপনা হইতেই বহির্গত হইয়া যায়।

কোন কঠিন দ্রব্যের ঘষা লাগিয়া কোন অঙ্গে ক্ষত হইলে, অগ্রে শীতল-জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তদুপরি লাগাইবে এবং জল শুষ্ক হইলে, পুনঃপুনঃ শীতল জল সেচন করিবে, এইরূপে রক্তস্রাব ও বেদনার নিবৃত্তি হইলে, রক্ত-চন্দন ঘষা কিম্বা পুরাতনঘৃত কলার পাতায় বা পানে মাখাইয়া তদ্দ্বারা ক্ষত বান্ধিয়া রাখিবে।

শূকরদংষ্ট্রক। এইরোগে শরীরের ত্বক্‌ স্থানে স্থানে পাকিয়া ক্ষত হয় এবং তদুপরি কণ্ডু উদ্গত হয়, দেখিতে ঐ ক্ষতের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে, এই রোগকে বরাহদংষ্ট্র বা শূকরদংষ্ট্র কহে। চলিত কথায় উহাকে বরাহদাড় কহে। এই রোগে রোগীর জ্বর হয়। ইহা বিসর্পের ন্যায় গমনশীল।

চিকিৎসা। রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র হলুদ ও ভীমরাজের মূল বাটিয়া

প্রলেপ দিবে। ইহাতে রোগ সঞ্চরণের গতিরোধ হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে রোগও প্রশমিত হয়। ইহাতে অমৃতাদি ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

বৃষণকচ্ছু। যথারীতি স্নান ও গাত্র মার্জ্জনা না করিলে, অণ্ডকোষে-ময়লা সঞ্চিত হয় ও ক্রমশঃ সেই ময়লা হইতে কণ্ডু অর্থাৎ চুলকনা উৎপন্ন হয়, পরে উহা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে ক্ষত প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে রস নির্গত হইতে থাকে। এই রোগকে বৃষণকচ্ছু কহে। ইহা কফ ও রক্ত-দোষে-উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা। চাউলমুগরার তৈল দ্বারা রসাঞ্জন ঘসিয়া পুনঃপুনঃ লাগাইবে।

অহিপূতন। বালক বালিকাদিগকে স্নান না করাইলে বা তাহাদের মলদ্বার, মূত্রদ্বার ও যোনিদ্বার ধুইয়া মুছিয়া না দিলে, ঐ সকল স্থানে ময়লা সঞ্চিত হইয়া একপ্রকার কণ্ডু উদ্গত হয় ও তাহা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে পাকিয়া উঠে ও ক্ষত প্রকাশ পায় এবং রস রক্ত ও পূয নির্গত হইতে থাকে। অনন্তর ক্রমশঃ সমস্ত ক্ষতগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া ঘোরদর্শন বৃহৎ একটি-ক্ষততে পরিণত হয়; শিশুদিগের ইহা অতি কঠিন রোগ। এই রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র চিকিৎসকের প্রয়োজন, উপেক্ষা করিলে মহান্ অনর্থ সঙ্ঘটিত হয়।

চিকিৎসা। রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র রসাঞ্জন চাউলমুগরার তৈলে ঘসিয়া পুনঃ পুনঃ লাগাইবে ও যথারীতি ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে। ক্ষতস্থান খয়ের ও নিমপাতার ক্বাথ দ্বারা দিবসের মধ্যে তিনবার ধৌত করিবে।

অরুংষিকা। ইহা একপ্রকার ক্ষতরোগ, মস্তকের উপরিভাগে জন্মে। প্রথমতঃ মস্তকের উপরে স্থানে স্থানে কতকগুলি স্ফোটক উদ্গত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি পাকে ও ক্ষততে পরিণত হয়, কতকগুলি পাকিতে আরম্ভ করে ও ক্ষত স্থানের আয়তন বর্দ্ধিত করে, আবার কতকগুলি নূতন উদ্গত হয়, এইরূপে ক্রমশঃ বহুমুখ ও অত্যধিক ক্লেদযুক্ত ক্ষত সমস্ত মস্তক পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহা হইতে অধিক ক্লেদ নির্গত হয়।

চিকিৎসা। অরুংষিকার ক্ষত প্রকাশ পাইবামাত্র খয়ের ও কচি নিম-পাতার ক্বাথ দ্বারা ক্ষত-স্থান ধুইয়া আস্তে আস্তে একখানি কাপড় বুলাইয়া মুছিয়া ফেলিবে, অনন্তর কুড়কাষ্ঠ (বেণে দোকানে পাওয়া যায়) খণ্ড খণ্ড

করিয়া কাটিয়া লোহার হাতায় করিয়া ভস্ম করিবে। সাবধান, যেন পুড়িয়া সাদা না হয়। যখন ধূম রহিত হইবে অথচ কাল থাকিবে, তখন নামাইয়া চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ তিলতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া লাগাইলে অতি সত্বর রোগ প্রশমিত হয়। দিবসের মধ্যে তিন চারিবার ধুইবে ও ঔষধ লাগাইবে। এই রোগে বসন্ত রোগোক্ত খদিরাষ্টক ক্বাথ বা নিম্বাদি ক্বাথ পানের ব্যবস্থা করিবে।

শর্করার্ব্বুদ। প্রকুপিত বায়ু ও কফ মাংস, শিরা, স্নায়ু ও মেদ দূষিত করিয়া ত্বকের উপর এক প্রকার গ্রন্থি উৎপাদন করে। ঐ গ্রন্থি পাকে ও বিদীর্ণ হয় এবং বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে ঘৃত, মধু ও বসার ন্যায় অথচ অধিক পরিমাণে স্রাব হয় এবং অত্যধিক স্রাব হেতু ধাতুক্ষয় বশতঃ বায়ু অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অভ্যন্তরস্থ মাংসকে শোষণ পূর্ব্বক শর্করার ন্যায় কঠিন গ্রন্থি উৎপাদন করিয়া তন্মধ্যস্থ শিরা সমূহ দ্বারা পচা অথচ দুর্গন্ধবিশিষ্ট নানা বর্ণের ক্লেদ নিঃসারিত করে, কখনওবা উহা হইতে অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয়।

চিকিৎসা। রোগের প্রথমাবস্থায় অর্ব্বুদরোগোক্ত বিকঙ্কতাদি-প্রলেপ বা শঙ্খাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বসিয়া যায়। পাকিলে দন্ত্যাদিলেপ প্রয়োগ করিয়া ফাটাইবে। ক্ষত হইলে নিমপাতাসিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিবে ও ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সেবনের জন্য অর্ব্বুদরোগোক্ত কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

ব্রণরোগে—ঔষধ।

হরীতক্যাদি ক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-ব্রণে ঔষধ প্রয়োগসত্ত্বেও ক্ষত শুষ্ক না হইলে এবং দুষ্টব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথজল ছাকিয়া ক্ষত ধৌত করিবে। দিবসে অন্ততঃ দুইবার ধৌত করা প্রয়োজন।

হরীতক্যাদি ক্বাথ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খয়ের, দারুহরিদ্রা, বটছাল, যজ্ঞডুমুর-ছাল, অশ্বত্থ-ছাল, কদম্ব-ছাল, পাকুড়-ছাল, অম্লবেতস-ছাল, করবীফুলের গাছের ছাল, আকন্দ-মূলের ছাল, কুড়চিছাল, নিমপাতা ও কুলপাতা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাকিয়া লইবে।

তিলাষ্টক-লেপ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-ক্ষত নিম্বঘৃত প্রয়োগে আরোগ্য না হইলে অথচ ঐ সকল ব্রণে দুষ্টব্রণের লক্ষণ অর্থাৎ ব্রণের উপরে নানাবর্ণের ময়লা সঞ্চিত হইলে, হরীতক্যাদি কাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ ঘায়ের উপরে লাগাইবে। ইহা প্রয়োগে ব্রণের বেদনা ক্লেদ, স্রাব, জ্বালা, রক্তস্রাব, টাটানি, শূলানি, দপ্ দপ্ করা প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত হইয়া ব্রণ বিশুদ্ধ হয় এবং কিছু দিন প্রয়োগে শুষ্ক হইয়া থাকে। ইহাতে লবণ আছে, সুতরাং লাগাইবামাত্র একটু ধরে অর্থাৎ জ্বালা করে,কিন্তু একটু সহিয়া থাকিলেই দুইচারি মিনিট পরে বেদনা প্রশমিত হয়।

তিলাষ্টক-লেপ। কৃষ্ণতিলের শাস, সৈন্ধব লবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নিম্বপাতা; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ, জল বা দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বাটিয়া যথাচন্দনের ন্যায় করিবে। অগ্রে অন্যান্য দ্রব্য বাটিয়া পশ্চাৎ ঘৃত মিশাইবে।

নিম্বপত্রাদি লেপ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-ব্রণে দাহ, বেদনা ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব থাকিলে, অথচ দুষ্টব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ ব্রণে লাগাইবে। ইহাতে ব্রণ শুদ্ধ ও শুষ্ক হইয়া থাকে। ইহাতেও লবণ আছে, তজ্জন্য লাগাইবামাত্র একটু জ্বালা করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শীতল হয়।

নিম্বপত্রাদি লেপ। কচি নিমপাতা, কৃষ্ণতিল, দন্তীমূলের ছাল, তেউড়ীমূলের ছাল, সৈন্ধবলবণ ও মধু, প্রত্যেকে সমভাগ, দুগ্ধে মর্দ্দন। অন্যান্য দ্রব্য অগ্রে যথাচন্দনের ন্যায় বাটিয়া পশ্চাৎ মধু মিশ্রিত করিবে।

শারিবা লেপ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ ব্রণে বেশী ক্লেদ বা স্রাব না থাকিলে, অথচ ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে, এই ঔষধ বাটিয়া ঘায়ে লাগাইবে। ইহা ব্রণ-শোধক ও রোপক।

শারিবা লেপ। অনন্তমূল দুগ্ধদ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

হরিদ্রাদ্য লেপ। দুষ্ট ব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে দাহ, বেদনা, ময়লা বা পচ্‌লা ও রক্তস্রাব থাকিলে হরিতক্যাদি কাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই প্রলেপ ঘায়ে লাগাইবে। ইহা প্রয়োগে জ্বালা করে না।

হরিদ্রাদ্য লেপ। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম্বপাতা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, যষ্টিমধু, কৃষ্ণতিল ও পলতা প্রত্যেকে সমভাগ। দুগ্ধে পেষণ।

কুষ্ঠাদি লেপ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-ব্রণ নিম্বঘৃত প্রয়োগে আরোগ্য না হইলে এবং ঐ সকল ব্রণের উপরে পচ্‌লা সঞ্চিত থাকিলে, বিশেষতঃ তলদেশ অসমতল বা উচ্চ নীচ দৃষ্ট হইলে, হরীতক্যাদি কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া এই লেপ লাগাইবে। যে পর্য্যন্ত ঘায়ের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া শুদ্ধ ব্রণের লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তাবৎ প্রত্যহ দুই বেলা দুই বার করিয়া ধৌত করিবে ও প্রলেপ লাগাইবে।

কুষ্ঠাদি লেপ। প্রস্তুতবিধি ৮৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষতকুলান্তক মলম। নিম্বঘৃত প্রয়োগে যে ক্ষত আরোগ্য না হয়, এই মলমে সেই ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহা নালী ঘায়েরও মহৌষধ। যে নালী ঘায়ের মুখ নিতান্ত সূক্ষ্ম বা সরু নহে, অনায়াসে ঔষধ প্রবিষ্ট হয়, সেই সকল নালীঘা এই মলমে শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম মুখ ব্রণে অগ্রে হিঙ্কার শিকড় প্রয়োগ করিয়া ঘা-মুখ বড় হইলে, ইহা প্রয়োগ করিবে। ফিরঙ্গজনিত বাগীতে কিম্বা অগ্রে ফোড়া হইয়া পশ্চাৎ তন্মধ্যে নালী হইলে, ইহা প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হয়।

ক্ষতকুলান্তক মলম। নারিকেল তৈল ২০ তোলা, মনসাসীজের পাতার রস ১০ তোলা, আপাঙ্গের পাতার রস ১০ তোলা, নিমপাতার রস ১০ তোলা, গাঁজা চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, মুদ্রাশঙ্খ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা ও তুতিয়াভস্ম চারি আনা। সমস্ত একত্র করিয়া জ্বাল দিবে। জল রহিত হইলে, তৈল নামাইবে। দুই চারি ফোঁটা তৈল আগুনে ফেলিয়া দিবে এবং চট্‌পট্ শব্দ না হইলে, নামাইবে। মনসাসীজের পাতা নির্দ্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া নিঙ্গড়াইয়া রস লইবে।

ক্ষতান্তক মলম। ইহা নালী ঘায়ের মহৌষধ। নালী ঘারে এই মলম যদি কোনপ্রকারে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, ক্ষত আরোগ্য-সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। যে কোন প্রকার নালী ঘায়ে ইহা প্রয়োগ করা যায়। নালী ঘায়ের মুখ সূক্ষ্ম হইলে, সুহ্বাদি বর্ত্তি প্রয়োগ করিয়া মুখ বড় করিয়া লইবে, অথবা হিঙ্কার শিকড় ছেচিয়া লাগাইবে, কিম্বা নিমপাতা বাটা লাগাইয়া মুখ বড় করিয়া এই ঔষধ লাগাইবে।

ক্ষতান্তক মলম। কোমল শাঁস হইয়াছে, এরূপ একটি ডাব নারিকেলের মুখ কাটিয়া মুখটিখানা পৃথক করিয়া রাখিবে ও জল ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ ডাবের উপরের কতকাংশ

চাছিয়া ডাবটি বেশ হাল্‌কা করিবে। অনন্তর ঐ ডাবের মধ্যে মাখন ১০ তোলা, আপাঙ্গের পাতার রস ২৷৷৹ তোলা, খোসা ছাড়ান ও বাটা পেঁয়াজ ২৷৷৹ তোলা ও গাঁজা চূর্ণ চারি আনা, এই সকল দ্রব্য রাখিয়া মুখটিখানি পূর্ব্বে যেমন ছিল, ঠিক তদ্রূপ করিয়া লইবে, তৎপরে সুতাদ্বারা বান্ধিয়া কাপড় জড়াইয়া মাটীর লেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং ঘুটের আগুণে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন শোঁ। শোঁ। শব্দ রহিত হইবে, তখন অর্থাৎ জল রহিত হইলেই নারিকেল উঠাইবে। পাক ঠিক হইয়াছে কি না, বুঝিতে না পারিলে, মুখটিখানা উঠাইয়া দেখিবে, যদি জল থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার মুখটি ঢাকা দিয়া জ্বাল দিবে। একটু ঔষধ আগুণে ফেলিয়া দিলে যদি শব্দ না হয়, তাহা হইলে, পাক ঠিক হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ঘুটিয়ার অভাবে কাঠের আগুণে জ্বাল দিবে।

সুহ্যাদি বর্ত্তি। যে কোন প্রকার ব্রণে (ঘায়ে) নালী অর্থাৎ শোষ হইলে, এই বর্ত্তি প্রয়োগ করা যায়, অনেক নালী এই বর্ত্তি প্রয়োগেই আরোগ্য হয়, আবার যে নালী আরোগ্য না হয়, তাহারও আয়তন ও মুখ বড় হয়, সুতরাং অন্য ঔষধ অক্লেশে প্রয়োগ করা যায়।

সুহ্যাদিবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৮৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নরাস্থি-লেপ। অন্যান্য ঔষধে ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই ঔষধ ক্ষত-স্থানে লাগাইলে, অতি শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হয়।

নরাস্থিলেপ। মনুষ্যের কপালের পুরাতন অস্থি, ত্রিফলার ক্বাথ বা জলদ্বারা শিলায় ঘষিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

পঞ্চবল্কল-লেপ। দুর্গন্ধ পূযরক্ত স্রাবযুক্ত যে সকল দুষ্ট ক্ষত অন্যান্য ঔষধে আরোগ্য হয় না, এই লেপ প্রয়োগে তাহা অবিলম্বে আরোগ্য হয়। ইহা প্রয়োগে ব্রণ শুদ্ধ হইয়া শুষ্ক হয়।

পঞ্চবল্কল লেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতাদি ক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ এবং আগন্তুক ব্রণরোগীর ব্রণে বেদনা, ব্রণ হইতে ক্লেদ পূযাদি নিঃসরণ, অল্পজ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ব্রণ-শোথ এবং নানাবিধ ব্রণরোগে ইহার ন্যায় শক্তিশালী ঔষধ আর নাই বলিলেই হয়। দূষী বিষ জনিত কিম্বা অন্যস্থে ব্রণ-শোথ, দুষ্ট ব্রণ, বীসর্প, বিদ্রধি, সর্ব্ববিধ স্ফোটক ও নালী ঘা প্রভৃতি যে প্রকারই হউক না কেন, ইহা

নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা যায়। তৎসংসৃষ্ট জ্বরেও ইহা মহৌষধ। বসন্ত ও হাম প্রভৃতি রোগেও ইহা সমধিক উপকারী। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য, সুতরাং বহু-পরীক্ষিত। ব্রণশোথের প্রারম্ভে ইহা প্রয়োগ করিলে, ব্রণ পাকিবার ও তাহা হইতে ক্ষতপ্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। ঐ সকল অবস্থায় কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, তেউড়ীচূর্ণ অথবা ক্যাষ্টর অয়েল মিশাইয়া দিবে।

অমৃতাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৮২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পটোলাদিক্বাথ। অমৃতাদি ক্বাথের ন্যায় ইহাও সর্ব্বপ্রকার ব্রণরোগে প্রয়োগ করা যায়।

পটোলাদি ক্বাথ। পলতা, গুলঞ্চ, বাসকছাল, মুথা, দুরালভা, চিরতা, কট্‌কী, ক্ষেৎ-পাপ্‌ড়া, নিমছাল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

সপ্তবিংশতিক গুগ্‌গুলু। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও সদ্যোব্রণ-রোগীর ব্রণে বেদনা, ব্রণ হইতে দুর্গন্ধ ক্লেদ বা পূযাদি-নির্গমন এবং তৎসঙ্গে অল্পজ্বর ও কাস, বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গরম দুগ্ধ।

সপ্তবিংশতিক গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৮৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নবকার্ষিক গুগ্‌গুলু। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও সদ্যোব্রণে রোগীর ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গমন, ব্রণে অত্যন্ত বেদনা, গাত্রবেদনা, অল্প জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গরমজল বা গব্যদুগ্ধ।

নবকার্ষিক গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৮৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রণগজাঙ্কুশ রস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-ব্রণে পূযোৎপত্তি হইলে ও তজ্জন্য রোগীর জ্বর, গাত্রবেদনা, কাস, মাথাধরা ও আলস্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

ব্রণগজাঙ্কুশ রস। প্রস্তুতবিধি ৮৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি যে কোন প্রকার ক্ষত পুরাতন হইলে এবং অন্যান্য ঔষধে তাহা আরোগ্য না হইলে,

বিশেষতঃ ফিরঙ্গ ও বিদ্রধি বা অন্যান্য দুষ্টক্ষতরোগে রোগীর রক্ত পরিষ্কারের জন্য এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ব্রণের পুরাতন অবস্থায় রোগীর জীর্ণজ্বর থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ইহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হইয়া থাকে। অনুপান—পঞ্চদুগ্ধ।

পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাতিক্তক ঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ ব্রণ এবং সদ্যোব্রণ পুরাতন হইলে ও তজ্জন্য রোগীর রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিম্বা ক্ষত আরোগ্য না হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ইহা রক্ত শোধক ও ব্রণ-শোধক, পরন্তু বাত বা পিত্তাধিক্য শরীরে অতি উপকারী। পুরাতন-বাতপিত্তাধিক্য জীর্ণজ্বর ও তজ্জন্য চক্ষু হাত পা জ্বালা এবং অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, তাহাও ইহা প্রয়োগে বিনষ্ট হয়।

মহাতিক্তক ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিষ্যনন্দন তৈল। ব্রণ বা ক্ষতরোগের পুরাতন অবস্থায় ব্রণ হইতে অধিক ক্লেদ নির্গত অথচ ব্রণের ক্ষত গভীর হইলে, এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে। ইহা দুষ্টক্ষতশোধক, পূরক ও রোপক।

বিষ্যনন্দন তৈল। প্রস্তুতবিধি ৯০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সোমরাজী তৈল। বাতিক, পৈত্তিক বা সদ্যঃ যে প্রকার ক্ষতই হউক না কেন, পুরাতন হইলে এবং তাহাতে নালী হইলে, কিম্বা ক্ষত শুষ্ক না হইলে বা শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে, এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে। ইহা ব্রণশোধক, পূরক ও রোপক।

সোমরাজী তৈল। প্রস্তুতবিধি ৯০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সোমরাজী তৈল। ক্ষতরোগের পুরাতন অবস্থায় ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে বা নালী হইলে, এই তৈল ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। তৈলে তুলা বা নেকড়া ভিজাইয়া লাগাইবে।

বৃহৎ সোমরাজী তৈল। প্রস্তুতবিধি ৯০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জীরকাদি তৈল। আগুনে কোন অঙ্গ পুড়িলে ও তজ্জন্য ক্ষত (ঘা) হইলে, এই তৈলে নেকড়া বা তুলা ভিজাইয়া ক্ষত-স্থানে লাগাইবে।

জীরকাদি তৈল। তিলতৈল /৯ সের। কাথ্যদ্রব্য—কুট্টিত জীরা এক পোয়া, জল /৪ সের, শেষ /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

কিঞ্চুলুক তৈল। ইহা অগ্নি-দগ্ধ ক্ষতরোগের মহৌষধ। অন্যান্য ঔষধে ঘা শুষ্ক না হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করিলে, অবিলম্বে ক্ষত শুষ্ক হয়।

কিঞ্চুলুকতৈল। জীবিত কেঁচুয়া (কেচো) এক পোয়া ও তিলতৈল এক সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে চড়াইয়া জ্বাল দিবে ও নিস্ফেণ হইলে, কেঁচো নিঃক্ষেপ করিবে। অনন্তর কেঁচোগুলি ভাজা ভাজা হইলে ও চট্‌পট্‌ শব্দ থামিলে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে।

ব্রণরোগে—পথ্যাপথ্য।

পথ্য। যবমণ্ড, যবের ছাতু বা যবতণ্ডুলদ্বারা প্রস্তুত অন্যান্য খাদ্য, ময়দাদ্বারা প্রস্তুতখাদ্য, মাংসযূষ, খৈরমণ্ড, ঘৃত, অড়হর ও মুগের দাইল, চিনি, মিশ্রী, বেগুণ, কাকুড়, পটোল, করলা বা নিমপাতার শুক্ত, রুটী, লুচি, বেতের ডগা, কচিমূলা, সুষুনিশাক, শালিঞ্চ শাক, হিঞ্চাশাক, নালিতাপাতা বা পাটশাক, ন'টে শাক, বেতোশাক, কাঁঠাল, মোচা, থোড়, কাঁচা কলা ঠ'টে কলা, দাড়িম, কিস্‌মিস্‌ এবং তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য; এই সকল দ্রব্য ব্রণ শোথ, ব্রণ, নাড়ীব্রণ (নালী-ঘা) ও সদ্যোব্রণ-রোগে সুপথ্য। মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিলে, ব্রণ শীঘ্র শুষ্ক হয় না, সুতরাং ভক্ষণ না করিয়া পারিলেই ভাল।

অপথ্য।—নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিলের প্রস্তুত দ্রব্য, মটর, মাষকলায়, কুলথকলাই, গুড়, শীতলজল, শাক, বিদাহি বা পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য, বিষ্টম্ভি দ্রব্য, গুরুদ্রব্য, কটুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, শীতল দ্রব্য, মধুর এবং লবণরসসংযুক্ত দ্রব্য, ব্রণ-শোথ বা ফোড়ারোগে এই সকল দ্রব্য অপথ্য, সুতরাং ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বপ্রকার ব্রণরোগে এই সকল পথ্য প্রযোজ্য ও অপথ্য পরিত্যাজ্য।

বিদ্রধি-চিকিৎসা।

(কার্ব্বঙ্কল)

বাতিক বিদ্রধির লক্ষণ। বাতিক বিদ্রধি কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণ, অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট অথচ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নানা আকারের হয় এবং উহার কোন অংশ পাকে, কোন অংশ পাকে না।

পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ। পৈত্তিক বিদ্রধি পাকা ডুমুরের ন্যায় অথবা শ্যামবর্ণ হয়, শীঘ্র বাড়ে ও পাকে, পরন্তু রোগীর জ্বর ও বিদ্রধিতে দাহ (জ্বালা) হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বিদ্রধির লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক বিদ্রধি সরার মত বড়, পাণ্ডুবর্ণ, চক্‌চ'কে, অল্প বেদনাযুক্ত ও স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হয় এবং উহা অল্পে-অল্পে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও বহুবিলম্বে পাকিয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণ। সান্নিপাতিক বিদ্রধি কৃষ্ণ, পীত ও শ্বেত প্রভৃতি নানা বর্ণযুক্ত, নানা প্রকার বেদনা, দাহ ও কণ্ডু বিশিষ্ট হয় এবং নানাবর্ণের পূযস্রাব হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ বিদ্রধি অতি দীর্ঘাকার ও উন্নত হয়, উহার কোন অংশ পাকে এবং কোন অংশ পাকে না। উহা অতি ভয়ঙ্কর।

আগন্তুক বা ক্ষতজনিত বিদ্রধির লক্ষণ। কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, অথবা পাষাণাদি কঠিন দ্রব্যের আঘাত লাগিয়া শরীরের কোনস্থান ফুলিয়া উঠিলে কিম্বা ঐ সকল কারণে কোনস্থানে অঘাত লাগিয়া রক্তস্রাব হইলে সেই অবস্থায় রোগী যদি কুপথ্য সেবন করে, তাহা হইলে, তাহার আঘাত বা রক্তস্রাবজন্য যে উষ্মা তাহা কুপিত বায়ুদ্বারা বিস্তৃত হইয়া রক্তের সহিত পিত্তস্রাব করে ও তজ্জন্য রোগীর জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ এবং পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত শোথ বা ক্ষতকে আগন্তুক বা ক্ষতজ-বিদ্রধি কহে।

রক্তজনিত বিদ্রধির লক্ষণ। এই বিদ্রধি শ্যামবর্ণ কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক (ফুস্কুড়ি) দ্বারা আবৃত, অত্যন্ত দাহযুক্ত, বেদনাবিশিষ্ট এবং পৈত্তিক-বিদ্রধির লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে, পরন্তু এই রোগে রোগীর জ্বর হয়।

অন্তর্বিদ্রধি ও স্থান-বিশেষে তাহার বিশেষ ২ লক্ষণ। কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ পৃথক্ বা একত্র হইয়া শরীরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ মলদ্বারে, মূত্রাশয়ের মুখে, নাভিতে, কুক্ষিদেশে (কোঁখে), কুচ্‌কিতে, অগ্রমাংসে, প্লীহাতে, যকৃতে, হৃদয়ে ও ক্লোমনামক পিপাসার স্থানে বল্মীক অর্থাৎ উইটিপির ন্যায়

বহু ছিদ্রযুক্ত ও উন্নত এবং গুল্মবৎ কঠিন বিদ্রধি উৎপাদন করে। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ বাহ্য বিদ্রধির ন্যায়, কিন্তু স্থান-বিশেষে আবার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা—মল-দ্বারে হইলে অধোবায়ুর নিরোধ, বস্তি-মুখে হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রের অল্পতা, নাভিতে হইলে হিক্কা, কুক্ষিদেশে হইলে বেদনার সহিত উদরের স্তব্ধতা, কুচ্‌কিতে হইলে কটিতে ও পৃষ্ঠে অতিশয় বেদনা, অগ্রমাংসে হইলে পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ, প্লীহাতে হইলে নিঃশ্বাসের অবরোধ, হৃদয়ে হইলে সর্ব্বশরীরে অত্যন্ত বেদনা ও কাস, যকৃতে হইলে শ্বাস ও হিক্কা এবং ক্লোম নামক পিপাসাযন্ত্রে হইলে রোগীর অত্যন্ত তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

বিদ্রধির পক্ক ও অপক্ক লক্ষণ। বিদ্রধির পক্ক, অপক্ক ও বিদগ্ধপাকের লক্ষণ ব্রণ-শোথের পক্ক, অপক্ক ও বিদগ্ধপাকের লক্ষণের ন্যায়।

অন্তর্বিদ্রধি হইতে পূযস্রাবের পথ। নাভির ঊর্দ্ধে বুক (অগ্রমাস বা বুকপাত) ও প্লীহা প্রভৃতি স্থান জাত বিদ্রধির পূয ঊর্দ্ধদিক দিয়া (মুখ দিয়া), নাভির নিম্নদেশ অর্থাৎ মূত্রাশয় ও কুচ্‌কি প্রভৃতি স্থানজাত বিদ্রধির পূয নিম্নদিক্ দিয়া (মলদ্বার দিয়া) এবং নাভিজাত বিদ্রধির পূয মুখ ও মলদ্বার উভয়দিক দিয়া বহির্গত হয়।

বাহ্য বিদ্রধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ক্ষতজ ও রক্তজ বিদ্রধি সাধ্য এবং সান্নিপাতিক বিদ্রধি অসাধ্য।

অন্তর্বিদ্রধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। নাভি, মূত্রাশয় ও কুচ্‌কিতে-জাত বিদ্রধির পূয মল-দ্বার দিয়া নির্গত হইলে, রোগী রক্ষা পায়, কিন্তু মুখ দিয়া নির্গত হইলে, মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। প্লীহা ও ক্লোম (পিপাসার স্থান) প্রভৃতি স্থান-জাত বিদ্রধি বাহ্যদেশ (বাহিরের দিক্ দিয়া) বিদীর্ণ হইলে, রোগী কচিৎ রক্ষা পায়, কিন্তু হৃদয়, নাভি ও মূত্রাশয়জাত বিদ্রধি বাহিরের দিক্ দিয়াই হউক বা ভিতরের দিক দিয়াই হউক বিদীর্ণ হইলে, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

বিদ্রধির অপর অসাধ্য লক্ষণ। বিদ্রধি-রোগীর উদরাধ্মান, মূত্ররোধ, বমি, হিক্কা, তৃষ্ণা, বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, জীবনের আশা থাকে না।

বিদ্রধি-চিকিৎসা-বিধি।

বিদ্রধিও ব্রণ-শোথ-মধ্যে পরিগণিত। বিদ্রধির শোথ হইতেও পরিণামে ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং ব্রণ-শোথ হইতেও পরিণামে ব্রণ বা ক্ষত উৎপন্ন হয়, তবে পার্থক্য এই—সাধারণতঃ কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ চর্ম্ম ও মাংসের অভ্যন্তরে থাকিয়া রক্তের বিকৃতি জন্মাইয়া ব্রণ শোথ উৎপাদন করে এবং কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ অস্থি, অস্থি আবরক পর্দ্দা এবং মেদ প্রভৃতি গম্ভীর ধাতুর অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বক্, মাংস ও রক্তের বিকৃতি ও অপচয় ঘটাইয়া বিদ্রধি উৎপাদন করে। বিদ্রধি মধুমেহ বা বহুমূত্র হইতে উৎপন্ন দশবিধ পিড়কার অন্তর্ভুক্ত। বিদ্রধি সাধারণতঃ দুই প্রকার, বাহ্য বিদ্রধি ও অন্তর্বিদ্রধি। শরীরের বাহিরে হইলে, তাহাকে বাহ্যবিদ্রধি এবং অভ্যন্তরে প্লীহা, যকৃৎ, আমাশয়, পক্কাশয় ও বস্তি প্রভৃতি স্থানে হইলে, তাহাকে অন্তর্বিদ্রধি কহে। এই উভয় প্রকার বিদ্রধি আবার বাতপিত্তাদি দোষ-ভেদে ছয়প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ক্ষতজ ও রক্তজ। প্রমেহ রোগহইতে যে পিড়কা জন্মে, তাহা দশপ্রকার, তন্মধ্যে নয়প্রকার পিড়কার লক্ষণ ইতঃপূর্ব্বে প্রমেহ-পিড়কা রোগে বর্ণিত হইয়াছে, অন্য প্রকার পিড়কা বিদ্রধির লক্ষণযুক্ত তাহাও উক্ত হইয়াছে, সুতরাং মধুমেহ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধি উৎপন্ন হইতে পারে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে ইহাকে 'স্ফোটক, কোনস্থানে ছার, কোন স্থানে বা পাথুরে ছার কহে। ইহা পৃষ্ঠে হইলে, পৃষ্ঠব্রণ ও ঘাড়ে হইলে ঘাড়মাগুরা নামে অভিহিত হয়। ইহাকে কেহ কেহ কার্ব্বঙ্কল নামে অভিহিত করেন, কিন্তু ইহাই প্রকৃত কার্ব্বঙ্কল কিনা, নিশ্চিত বলা সুকঠিন, কারণ বিদ্রধি ও কার্ব্বঙ্কলের লক্ষণ এক নহে, বরং অন্তর্বিদ্রধি, বল্মীক ও বিস্ফোটকের সহিত কার্ব্বঙ্কলের অনেক সামঞ্জস্য আছে। এতদ্ব্যতীত দাঁতের গোড়ায়, কর্ণাভ্যন্তরে ও গলদেশে বিদ্রধি জন্মে এবং উহারা যথাক্রমে দন্ত-বিদ্রধি, কর্ণবিদ্রধি ও গলবিদ্রধি নামে অভিহিত হয়। বিদ্রধি অতি কঠিন ব্যাধি, শরীরের অভ্যন্তরস্থ অস্থি, অস্থি-আবরক পর্দ্দা ও মেদপ্রভৃতি গম্ভীর ধাতুসমূহকে আশ্রয় করিয়া উহা উৎপন্ন হয়। বিদ্রধির মূল অতি গভীর, অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। বিদ্রধি ও বিস্ফোটকের মধ্যে লক্ষণের অনেক

সামঞ্জস্য বর্ত্তমান,সম্ভবতঃ এইজন্য ডাক্তারেরা বলেন, মধুমেহ বা বহুমূত্র হইতে ঐ উভয়প্রকার স্ফোটকই উৎপন্ন হইতে পারে। বিস্ফোটককে ইংরাজিতে বয়েল কহে। বিদ্রধিও গভীর মূলবিশিষ্ট, বিস্ফোটকও তাহাই, বিদ্রধিও যে কারণে হয়, বিস্ফোটকও সেই কারণে হয়। কিন্তু এইপ্রকার সামঞ্জস্য সত্ত্বেও সান্নিপাতিক বিদ্রধি ও সান্নিপাতিক বিস্ফোটকের আকারগত পার্থক্য বিদ্যমান, সান্নিপাতিক বিদ্রধির অগ্রভাগ সরু, কিন্তু সান্নিপাতিক বিস্ফোটকের অগ্রভাগ সরু নহে, চেপ্টা ও মধ্যনিম্ন। এইজন্য বিস্ফোটকই কার্ব্বঙ্কল বলিয়া বোধ হয়।

বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ বিদ্রধি কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে, সময়ে বা রোগারম্ভে সুচিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইতে পারে, অবশ্য মর্ম্ম-স্থানে উৎপন্ন বা বহু উপসর্গযুক্ত হইলে, নিতান্ত সহজে আরোগ্য হয় না, কিন্তু সান্নিপাতিক, আগন্তুক ও মধুমেহ হইতে বিদ্রধির লক্ষণযুক্ত যে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহা মারাত্মক। বিদ্রধি স্বভাবতই অতি কঠিন, তার উপর যদি মর্ম্ম-স্থানে উৎপন্ন বা উপসর্গবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে একবারে অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন রোগীর আর জীবনের আশা থাকে না।

বাতিক বিদ্রধি দেখিতে কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। বাতিক বিদ্রধি ছোটও হয়, বড়ও হয়, বিদ্রধির মধ্যে টন্ টন্, ঝন্ ঝন্ বা দপ্ দপ্ করে, এইরূপ টন্ টনানি বেদনা অন্য কোন বিদ্রধিতে হয় না, পরন্তু ইহাতে রোগীর জ্বরও হয় না। পৈত্তিকবিদ্রধি দেখিতে লালবর্ণও দৃষ্ট হয় বা কদাচিৎ-শ্যামবর্ণও দৃষ্ট হয়, লালবর্ণ যেগুলি হয়, তাহারা পাকা ডুমুরের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয় এবং অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, রোগীর জ্বর হয়, এবং বিদ্রধির মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা করে। শ্লৈষ্মিক বিদ্রধি দেখিতে বাতিক ও পৈত্তিক বিদ্রধি অপেক্ষা বড়, পাণ্ডুবর্ণ এবং উহা অল্প বেদনাযুক্ত ও খুব আস্তে আস্তে বাড়ে ও অনেক বিলম্বে পাকে; উহাতে রোগীর জ্বর হয় না এবং বাতিক বিদ্রধির ন্যায় বেদনা বা পৈত্তিক বিদ্রধির ন্যায় জ্বালা করে না। সান্নিপাতিক বিদ্রধি অতি বৃহৎ। আগন্তুক বা ক্ষতজনিত বিদ্রধি হইতে রক্তের সহিত পিত্তস্রাব হয় এবং বিদ্রধির মধ্যে জ্বালা করে ও রোগীর জ্বর হয়। রক্তজ বিদ্রধি শ্যামবর্ণ, জ্বালা ও বেদনাযুক্ত হয়, উহাতে রোগীর জ্বর হয় এবং বিদ্রধির চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণবর্ণ ছোট ছোট স্ফোটক বা ফুস্কুড়ি উদ্গত হইয়া থাকে।

বাতপিত্তাদি-ভেদে বিদ্রধির বিশেষ লক্ষণ এই—বাতিক বিদ্রধিতে টন্‌টনানি, শূলানি বেদনা হয়, জ্বালা থাকে না, রোগীর জ্বরও হয় না। পৈত্তিক-বিদ্রধি অতি শীঘ্র বাড়ে, অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত হয় ও রোগীর জ্বর হয়। শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিতে অল্প বেদনা থাকে, দেখিতে বাতিক ও পৈত্তিক বিদ্রধি অপেক্ষা বড়, জ্বালা থাকে না এবং রোগীর জ্বরও হয় না। সান্নিপাতিক বিদ্রধি উক্ত তিন প্রকার অপেক্ষা বড়, দেখিতে অতিশয় লম্বা ও উচ্চ, কিন্তু বাতাদি ত্রিদোষোৎপন্ন বলিয়া উহাতে তিন দোষেরই প্রকোপ বর্ত্তমান থাকে। আগন্তুক বিদ্রধি হইতে রক্তস্রাব হয়, অন্যান্য লক্ষণ পিত্তজ বিদ্রধির ন্যায়। রক্তজ বিদ্রধির বিশেষ লক্ষণ এই—বিদ্রধির উপর কৃষ্ণবর্ণ ফুস্কুড়ি জন্মে, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ পৈত্তিক বিদ্রধির ন্যায় অর্থাৎ রোগীর জ্বর ও বিদ্রধি জ্বালাযুক্ত হয়; কিন্তু আগন্তুক বিদ্রধির ন্যায় এই বিদ্রধি হইতে স্রাব হয়।

ব্রণ-শোথের ন্যায় বিদ্রধি উৎপন্নমাত্রই বসাইয়া দেওয়া উচিত, উপর্য্যুপরি ৫।৭ দিন ঔষধ প্রয়োগেও যদি না বসে, তাহা হইলে, অবিলম্বে পাকিবার ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু এক শ্রেণীর বিদ্রধি আছে, তাহারা বাতিক বা শ্লৈষ্মিক লক্ষণযুক্ত, দেখিতে উইয়ের ঢিপির ন্যায় বহু ছিদ্রযুক্ত, উহাকে অন্ত-র্বিদ্রধি কহে। উহা সহজে পাকে না, ঐ বিদ্রধি পাকাইতে পারিলে রোগীর আর ভয় থাকে না। এতদ্ব্যতীত ছিদ্রবিশিষ্ট নহে, অথচ বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক লক্ষণযুক্ত বিদ্রধিও আছে, তাহারাও সহজে পাকে না। সুতরাং বিদ্রধি না বসিলে ভয়ের কারণ বটে।

বিদ্রধি নানাপ্রকার হইলেও সাধারণতঃ দুই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিলেই চিকিৎসা চলে। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিতে এক প্রকার এবং পৈত্তিক, আগন্তুক (ক্ষতজ) ও রক্তজ বিদ্রধিতে অন্য প্রকার। এই প্রণালী সহজ, এই নিয়মে চিকিৎসা করিতে হইলে, বিদ্রধিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইতে হয়। এক শ্রেণীর বিদ্রধি আয়তনে ছোটও হয়, বড়ও হয়; কিন্তু শোথ টিপিলে কঠিন বোধ হয় ও অল্পে অল্পে ফুলা বাড়ে, তন্মধ্যে নানা-প্রকার বেদনা অনুভূত হয়, কখনও বেদনা কমে ও বাড়ে, অথচ রোগীর জ্বর হয় না বা বিদ্রধি জ্বালাও করে না, ইহা বাতিক ও শ্লৈষ্মিক বিদ্রধির লক্ষণ। অন্য এক শ্রেণীর বিদ্রধি উৎপন্ন হওয়া মাত্রই রোগীর জ্বর হয়, ফুলা অতি সত্বর

বাড়ে, বিদ্রধি দেখিতে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ এবং বিদ্রধিতে অত্যন্ত দাহ বিদ্যমান থাকে, ইহা পৈত্তিক, ক্ষতজ ও রক্তজ বিদ্রধির লক্ষণ। সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে রোগীর জ্বর ও বিদ্রধিতে দাহ বা জ্বালা না থাকিলে, বাতিক বা শ্লৈষ্মিক বিদ্রধির ঔষধ এবং রোগীর জ্বর ও বিদ্রধিতে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে পৈত্তিক বিদ্রধির ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে বাতিক ও শ্লৈষ্মিক বিদ্রধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এবং বাতিক ও শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিতে শোভাঞ্জন লেপ ও শোভাঞ্জন স্বেদ, খাওয়ার জন্য প্রাতে পুনর্ণবাদি ক্বাথ, বৈকালে কজ্জলী যোগ, সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তুক বিদ্রধিতে পঞ্চবল্কল লেপ কিম্বা তদভাবে চন্দনাদি-লেপ বা অনন্তাদি-লেপ এবং খাওয়ার জন্য সকালে পুনর্ণবাদি ক্বাথ ও বৈকালে কজ্জলী যোগ প্রয়োগ করিবে। শজিনার ছাল সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধির মহৌষধ। কেবলমাত্র শজিনার ছালের ক্বাথে শজিনার ছাল-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিলে কিম্বা শজিনার ছালের রস পান করিতে দিলে সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধি প্রশমিত হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধিতে কোষ্ঠপরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। পুনর্ণবাদি ক্বাথ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহাতে ক্যাষ্টর অয়েল অথবা তেউড়ী-চূর্ণ মিশাইয়া পান করাইবে। দুই তিন দিন অন্তর বিরেচনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত এই নিয়মে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে বিদ্রধি ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগেও বসে না অথবা মসিনার পুল্‌টিস্ প্রয়োগেও পাকে না, সেই বিদ্রধিকে অবিলম্বে পাকাইবার চেষ্টা করিবে। বলালতা বা বলা-ডুমুরনামক প্রসিদ্ধলতার মূল, ছাল ও পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিদ্রধি পাকে। দুই তিন দিন প্রলেপ দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পাকিলে আর ভয়ের কারণ থাকে না, তখন পক্কব্রণ-শোথের ন্যায় বিদারণ ও পূয-নিঃসারণ করিয়া ব্রণ-শোধক ও ব্রণ-রোপক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই ক্ষত আরোগ্য হয়।

বিদ্রধিরোগে—ঔষধ।

শোভাঞ্জন-লেপ। বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, অত্যন্ত কঠিন কিম্বা অল্প বা অধিক বেদনাযুক্ত হইলে অথচ রোগীর জ্বর বা বিদ্রধিতে দাহ

না থাকিলে, এই প্রলেপ তিনবেলা তিনবার প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক-বিদ্রধিতে দাহ না থাকিলে অথচ অধিক ফুলা ও বেদনা থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়।

শোভাঞ্জন লেপ। শজিনা গাছের মূলের ছাল হুকার কটুজলে বাটিয়া পান বা কলার নরম পাতায় রাখিয়া আগুণে গরম করিয়া লেপ দিবে ও কাপড়ের পটীদ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। শোথ অতি বৃহৎ ও বেদনাযুক্ত হইলে, ইহার সহিত এক ভাগ আদা, এক ভাগ ধুতুরাপাতা ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিবে।

শোভাঞ্জন-স্বেদ। বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, তাহাতে অত্যধিক বেদনা থাকিলে অথচ জ্বালা না থাকিলে, এই স্বেদ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। এই স্বেদ দিয়া শোভাঞ্জন-লেপ লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। বিদ্রধিতে জ্বালা থাকিলে, কখনও স্বেদ দিবে না।

শোভাঞ্জন স্বেদ। শজিনা গাছের মূলের ছাল ছেচিয়া কলার নরম পাতায় রাখিয়া এক টুকরা কাপড় জড়াইয়া পোটলী করিবে এবং নির্ধূম কয়লার আগুণে গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ সেক দিবে।

অনন্তাদি-লেপ। বিদ্রধি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হউক, শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, ও তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে, এই প্রলেপ লাগাইবে। সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে অত্যন্ত দাহ থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। পঞ্চবল্কল বা চন্দনাদি লেপের পরিবর্ত্তে ইহা লাগাইবে। পৈত্তিক, ক্ষতজ ও রক্তজ-বিদ্রধিতে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

অনন্তাদি-লেপ। অনন্তমূল, ইক্ষুচিনি, যষ্টিমধু ও খৈ সমভাগ, দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া তিনবেলা তিনবার প্রলেপ দিবে। গরম করিবে না।

পঞ্চবল্কল-লেপ। বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক অথবা বৃহৎ হউক, বিদ্রধিতে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে, দুগ্ধে বাটিয়া, এই লেপ শীতলাবস্থায় লাগাইবে। দাহসংযুক্ত বিদ্রধিতে ইহার ন্যায় ঔষধ অতি বিরল।

পঞ্চবল্কল লেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দনাদি-লেপ। বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক, বা বৃহৎ হউক, তাহাতে অত্যন্ত

দাহ বা জ্বালা থাকিলে অর্থাৎ পৈত্তিক, রক্তজ ও ক্ষতজ বিদ্রধিতে পঞ্চবল্কল-লেপের অভাবে এই লেপ প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদি লেপ। প্রস্তুতবিধি ৭১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কজ্জলী-যোগ। বাহ্য বা অন্তর্বিদ্রধির যে কোন অবস্থায় এই যোগ রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে। খাওয়ার ঔষধের-মধ্যে বিদ্রধি-রোগে এরূপ মহোপকারী ঔষধ আর নাই। রোগ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রয়োজ্য। অনুপান—শজিনা বৃক্ষের ছালের রস ২ তোলা ও মধু।

কজ্জলী-যোগ। বিশুদ্ধ পারদ ১ তোলা ও বিশুদ্ধ গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে। মাত্রা ২ হইতে ৪ রতি।

পুনর্ণবাদি ক্বাথ। বাহ্য বা আভ্যন্তরিক যে কোন বিদ্রধি উৎপন্ন-হইবামাত্র, এই ক্বাথ রোগীকে প্রত্যহ সকালে সেবন করিতে দিবে। যাবৎ রোগ আরোগ্য না হয়, তাবৎ প্রত্যহ প্রাতে প্রয়োজ্য।

পুনর্ণবাদি ক্বাথ। পুনর্ণবা, দেবদারু, শুঁঠ, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল-ছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, ইহার সহিত ক্যাষ্টর অয়েল বা তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে, শজিনাছালের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

অমৃতাদিক্বাথ। বাহ্য ও অন্তর্বিদ্রধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, পুন-র্ণবাদি ক্বাথের পরিবর্ত্তে এই ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়। ইহা প্রয়োগে আনুষ-ঙ্গিক জ্বরও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অমৃতাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৮২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্রধিরোগে—পথ্যাপথ্য।

পথ্য—পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ব তরকারী ও ঘৃতপক্ব মসুর, মুগ বা বুটের দাইল, যবের মণ্ড, মাং-সযুষ, কাঁচাকলা, পটোল, বেগুণ, উচ্ছে, করলা, নিমপাতা, বেতের ডগা, সুষুণীশাক, নোটেশাক, বেতোশাক, কাঁঠাল, মোচা, লবণের মধ্যে সৈন্ধব, মিষ্টদ্রব্যের মধ্যে ইক্ষুচিনি বা মিশ্রী এবং অন্যান্য

তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট দ্রব্য এই রোগে সুপথ্য। জ্বর থাকিলে খৈরমণ্ড, কিসমিস্ প্রভৃতি পথ্য দিবে ও যথোচিত লঙ্ঘন দিবে। মিষ্টদ্রব্য ও দুগ্ধ অল্প পরিমাণে দিবে।

অপথ্য—নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দধি, গুড়, অম্লদ্রব্য, ভাজাযব, শুষ্কমাংস, পিষ্টক, জলজ-প্রাণীর মাংস, গুরুপাকদ্রব্য, শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক বা পিত্ত-বর্দ্ধক দ্রব্য ও দিবানিদ্রা বিদ্রধিরোগে অপথ্য, সুতরাং পরিত্যাজ্য। এই রোগে মৈথুন নিষিদ্ধ।

বিসর্প-চিকিৎসা।

(ইরিসিপিলাস্।)

বাতিক বিসর্পের লক্ষণ। বাতিক বিসর্পে শোথ এবং বাতিক জ্বরের ন্যায় শরীরের নানাস্থানে বেদনা উপস্থিত হয়, পরন্তু বিসর্পের শোথ স্পন্দিত এবং সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা বা ভঙ্গবৎ বেদনাযুক্ত ও রোগীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ। পৈত্তিক বিসর্পের শোথ লোহিতবর্ণ হয়, ঐ শোথ এক স্থান হইতে অন্যত্র সঞ্চরণ করে বা সরিয়া যায় এবং রোগীর পৈত্তিক জ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বিসর্পের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক বিসর্পের শোথ স্নিগ্ধ (চক্‌চকে) ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং রোগীর শ্লৈষ্মিক জ্বরের ন্যায় শরীরে বেদনা হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বিসর্পের লক্ষণ। সান্নিপাতিক বিসর্পে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই তিন দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

বাতপৈত্তিক বা অগ্নি বিসর্পের লক্ষণ। অগ্নি বিসর্পে রোগীর প্রবল জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতীসার, পিপাসা, ভ্রম, সন্ধিস্থানে বিদীর্ণবৎ বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও শ্বাস উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বাঙ্গ জ্বলন্ত অঙ্গারদ্বারা আবৃতবৎ বোধ হয়। পরন্তু বিসর্প যে যে স্থান দিয়া সঞ্চরণ করে বা চলিয়া যায়, সেই সেই স্থান নির্ব্বাপিত অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলবর্ণ বা রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অগ্নিদগ্ধ স্ফোটকের ন্যায় স্ফোটকদ্বারা আবৃত হইয়া বিসর্প দ্রুত-

গতিতে অন্যস্থানে গমন করে। এই রোগ এত দ্রুতগামী যে সহজেই মর্ম্ম-স্থান (হৃদয়াদি) পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, মর্ম্ম-স্থান আক্রমণ করিলে, তত্রত্য বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া রোগীর অঙ্গ-বেদনা, জ্ঞান-লোপ, নিদ্রা-নাশ, শ্বাস ও হিক্কা প্রভৃতি উৎপাদন করে, রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া একবার ভূমিতে শয়ন, একবার উপবেশন করে, কিছুতেই সুস্থ হইতে পারে না, তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মূর্চ্ছিত ও মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

গ্রন্থি-বিসর্পের লক্ষণ। কফদ্বারা বায়ুর গতি অবরুদ্ধ হইলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে কিম্বা ত্বক্, শিরা, স্নায়ু ও মাংসগত দূষিত রক্তকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া গোলাকার, কঠিন, রক্তবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত গ্রন্থি-মালা উৎপাদন করে। এই রোগে প্রবল জ্বর, শ্বাস, কাস, অতীসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, বিবর্ণতা, প্রলাপ, অঙ্গ-ভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাকে বাতশ্লৈষ্মিক বিসর্প বা গ্রন্থি-মালা কহে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক বা কর্দ্দমক বিসর্পের লক্ষণ। এই বিসর্প প্রায়শঃ আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া শরীরের একদেশ অর্থাৎ বহির্দ্দেশ বা অন্তর্দ্দেশে গমন করে। এই বিসর্পে শোথের চতুর্দ্দিক ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা আবৃত হয় এবং শোথ পীত, লোহিত, পাণ্ডু ও কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ, মলিন, গুরুত্ববিশিষ্ট ও গম্ভীরপাকী হয় অর্থাৎ বিলম্বে পাকিয়া উঠে। পাকিলে মাংস সকল ক্লেদযুক্ত হয় ও খসিয়া পড়ে, এইজন্য শিরা ও স্নায়ু সকল স্পষ্ট দেখা যায়, পরন্তু উহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। এই বিসর্প কর্দ্দমের ন্যায় অত্যন্ত ক্লেদযুক্ত হয় বলিয়া ইহাকে কর্দ্দমক বিসর্প কহে। এইরোগে রোগীর জ্বর, জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, মস্তক-বেদনা, অবসাদ, আক্ষেপ, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিতে বিদীর্ণবৎ বেদনা, পিপাসা ও অপক্ব মল-ত্যাগ হয়। আমাশয় কফ ও পিত্তের স্থান বলিয়া এই বিসর্প প্রায়শঃ আমাশয়েই উৎপন্ন হয়।

ক্ষতজ বিসর্পের লক্ষণ। অস্ত্র শস্ত্রাদির আঘাতে কোন স্থান আহত হইলে, সেই স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হয়, পরন্তু ঐ ক্ষত কোন কারণে দূষিত হইলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে দূষিতকরিয়া কুলত্থি কলাইরমত স্ফোটক-যুক্ত শোথ উৎপাদন করে, ইহাকে ক্ষতজবিসর্প কহে। ঐ বিসর্পে অত্যন্ত দাহ ও বেদনা জন্মে, রোগীর জ্বর হয় এবং রক্ত শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিসর্পের উপসর্গ। জ্বর, অতীসার, বমন এবং চর্ম্ম ও মাংস বিদীর্ণ-হওয়া, ক্লান্তি, অরুচি এই কয়েকটি বিসর্পের উপসর্গ।

বিসর্পের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক-বিসর্প চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হয়, কিন্তু সান্নিপাতিক, দ্বন্দজ তিন প্রকার ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। পৈত্তিক বিসর্পে শরীর অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহাও অসাধ্য; বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বিসর্প মর্ম্মস্থানে উৎপন্ন হইলে, তাহা কষ্টসাধ্য।

বিসর্প-চিকিৎসা-বিধি।

লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ-বীর্য্য দ্রব্যাদি সেবন প্রভৃতি নানা কারণে প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ রক্ত, লসীকা, ত্বক্ ও মাংসকে দূষিত করিয়া বিসর্পরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ শরীরের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করে অর্থাৎ গমন করে বলিয়া ইহাকে বিসর্প কহে। যেমন ব্রণপরিণামী শোথকে ব্রণশোথ কহে, তদ্রূপ ব্রণপরিণামী বিসর্পকে, বিসর্প-ব্রণ বলা যায়। যে সকল বিসর্প হইতে পরিণামে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহারা সুতরাং ব্রণ-শোথ-মধ্যে গণনীয়। ডাক্তারেরা বলেন, ইহা সংক্রামক, এক শরীর হইতে অন্য-শরীরে সংক্রমণ করে। বিসর্পরোগ উৎপত্তির পূর্ব্বে পরিপাক-যন্ত্রের দুর্ব্বলতা, স্থান-বিশেষের মাংস-পেশীতে বেদনা, শিরঃপীড়া, গল-নলীতে বেদনা ও ক্ষত, শরীরের অবসাদ, অস্থিরতা এবং শীত বা কম্প পূর্ব্বক জ্বরাগমন; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং প্রবল আক্রমণে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। প্রায়শঃ দ্বিতীয় দিন হইতে ষষ্ঠ বা সপ্তম দিবসের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ শরীরের যে স্থানে সঞ্চিত হয়, প্রথমতঃ সেই স্থান উষ্ণ ও লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, অনন্তর দোষের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ত্বকের উপরে বা অভ্যন্তরে অথবা ত্বকের বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয় প্রদেশে ঐ শোথ বিচরণ করে। বিসর্পের গতি দুই প্রকার। যথা—যে স্থানে দোষ সঞ্চিত হয়, সেই স্থান উষ্ণ বোধ হয়, চুলকায়, স্পর্শ করিলে জ্বালা করে, অনন্তর অবিলম্বে দ্রুতগতিতে এক স্থান হইতে অন্য-স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কত ক্ষণের মধ্যে কতদূর বিস্তৃত হইবে, তাহা

লক্ষণদ্বারা নিরূপিত করা যায় না এবং কোন চিকিৎসকই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। কোন কোন বিসর্প দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তাহার গতি-রোধের চেষ্টা না করিলে অবিলম্বে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ও মারাত্মক হইয়া উঠে। ইহা প্রথমপ্রকারের গতিবিশিষ্ট ; অপর এককালে সর্ব্বাঙ্গে দোষ সঞ্চিত হইয়া একবারে সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করা।

বিসর্প সাত প্রকার ; বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ এবং পিত্তশ্লেষ্মজ। ক্ষতজ বিসর্পে প্রায়শঃ পিত্তজ বিসর্পের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং কখনও বা অন্য দোষের লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং উহা স্বতন্ত্র ব্যাধি নহে, যে দোষের প্রাবল্য লক্ষিত হইবে, সেই দোষজ বিসর্পের ন্যায় উহার চিকিৎসা করিবে। উক্ত সাত প্রকার বিসর্পের মধ্যে মর্ম্মস্থানে উৎপন্ন না হইলে, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বিসর্প আরোগ্য হয় ; কিন্তু বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। ইহাদের মধ্যে যেগুলি কেবলমাত্র ত্বকের উপরে সঞ্চরণ করে, সেগুলি তাদৃশ মারাত্মক নহে, ইহাকে বহির্বিসর্প কহে। যেগুলি কেবল মাত্র ত্বক্ মাংসের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করে এবং ব্যাধিত স্থানে প্রদাহ, রোগীর জ্বর অথচ অকস্মাৎ অগ্নি ও বলক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু বাহিরে বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় না, সেগুলি কঠিন, তাহাকে অন্তর্বিসর্প কহে, আর যেগুলি ভিতর বাহির উভয় দেশ একবারে আক্রমণ করে, সেগুলি অতি কঠিন বা অসাধ্য, তাহাকে বহিরন্তর্বিসর্প কহে।

এক প্রকার বিসর্প সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহা আগুণে পোড়া ফোস্কার মত কালরংয়ের ছোট ছোট হয়, তন্মধ্যে পূয থাকে না, ফোস্কা ফাটিয়া গেলে কেবল একটু রস নির্গত হয়, তদুপরি প্রায়ই মামড়ি বা চামাটি পড়ে, চলিত কথায় ইহাকে পোড়ানারাঙ্গী, পোড়ামলঙ্গী বা ক্ষুদেওড়া কহে। বাতিক বিসর্পের চিকিৎসাদ্বারা ইহা সহজে আরোগ্য হয়।

বিসর্প পিত্ত-বর্দ্ধক দ্রব্যাদি সেবনেও হয়, আবার ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগে রক্ত দূষিত হইলেও জন্মে। কোন কোন বিসর্পরোগে রোগীর জ্বর নাও হইতে পারে, হয়ত রোগী অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারে না, রাত্রিতে অকস্মাৎ আঙ্গুলটি একটু ফুলিয়া উঠিল, তৎসঙ্গে ফুলাস্থান লালবর্ণ হইল ও ক্রমশঃ তাহার

জ্বালাযন্ত্রণায় রোগী অভিভূত হইয়া পড়িল, ঐ অবস্থায় দেখা গিয়াছে রোগী এক গামলা বরফ-জলে পাঁচ মিনিট হাত ডুবাইয়া রাখিল, একটু শীতলবোধ হইল, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে, জল গরম হইয়া উঠিল, আবার জ্বালায় পূর্ব্ববৎ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। চলিত কথায় ইহাকে আঙ্গুলহারা কহে। এই অবস্থা মারাত্মক না হইলেও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, বিশেষতঃ উক্ত বিসর্প ফিরঙ্গ-জনিত হইলে, প্রলেপাদি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় না, তখন অস্ত্র-প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে, অস্ত্রপ্রয়োগ করিলে দূষিত রক্ত বহির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ জ্বালার শান্তি হয়, কিন্তু প্রলেপদ্বারা বিশেষ উপকার হউক কি নাই হউক, প্রলেপ দিতে কালবিলম্ব করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে, করিলে বিসর্প অধিকাংশস্থানে বিস্তৃত হইতে পারে, অন্ততঃ বিসর্পের গতি-রোধের জন্যও প্রলেপ প্রয়োগ করা উচিত। এস্থলে বুঝিতে হইবে, দূষিত রক্ত বাহির করিয়া না দিলে, উপায় নাই। ব্যাধিত স্থানের কোন অংশ পচিতে আরম্ভ করিলেও অবিলম্বে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া পচা অংশ চাছিয়া ফেলিবে, নচেৎ কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে চিরজীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে। কুষ্ঠ ও বিসর্পের মধ্যে প্রভেদ এই—কুষ্ঠরোগে দোষ দূষ্য দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ক্রিয়া করে, কুষ্ঠে রক্ত ও পিত্ত প্রকুপিত হইলেও, রক্ত ও পিত্তের প্রাবল্য থাকে না, পরন্তু কুষ্ঠরোগ সান্নিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু বিসর্প রক্ত ও পিত্ত দূষিত না হইলে, উৎপন্ন হইতে পারে না; তদ্ভিন্ন সম্প্রাপ্তিগত পার্থক্যও আছে।

রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই কালবিলম্ব না করিয়া প্রলেপ যোজনা করিবে। যতখানি স্থান ব্যাপিয়া রোগোৎপত্তির চিহ্ন দেখা যাইবে, তদপেক্ষা চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুলি বড় বস্ত্রখণ্ড কাঁচিদ্বারা কাটিয়া তাহাতে প্রলেপ মাখাইয়া ব্যাধিত-স্থানে এরূপভাবে লাগাইবে যেন ব্যাধিত স্থান সম্যক্ আবৃত হইয়া অন্ততঃ এক অঙ্গুলি পরিমিত সুস্থ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। রোগাক্রান্ত ত্বক্ ও সুস্থ-ত্বকের মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমা রেখা বর্ত্তমান থাকে, বর্ণ-পার্থক্যে তাহার প্রভেদ অক্লেশে স্থির করা যায়, সুতরাং কতটা স্থান আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা সহজে নির্ণয় করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। এইরূপে প্রলেপ যোজনা করিলে, অন্যদিকে রোগ বিস্তৃত হইতে পারে না। প্রলেপ এক অঙ্গুলি পুরু করিয়া লাগাইবে, শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার নূতন প্রলেপ যোজনা করিবে।

প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া খাওয়ার ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত। পোড়া-নারাঙ্গীতে খাওয়ার ঔষধের আবশ্যকতা হয় না, একমাত্র কিঞ্জুলুক তৈল প্রয়োগ করিলেই চলে, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, বিরেচক দুই একটি পাচন প্রয়োগ করিলেই চলে, কিন্তু কঠিন হইলে, বমনবিরেচনদ্বারা দেহের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগস্থ দোষ নিঃসারিত করিবে, এই প্রকার অন্তঃপরিমার্জ্জনদ্বারা রোগের প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না এবং রোগ মারাত্মক হইতে পারে না, পরন্তু সত্বরই প্রশমিত হইয়া থাকে। এই রোগে ব্যাধিত স্থানে জলৌকা-প্রয়োগ অতি উপকারী, পূর্ব্বে ঐরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা রক্ত-মোক্ষণের প্রথা ছিল। এই প্রণালী অতি সুন্দর, ফিরঙ্গ-বিষজনিত বিসর্পে এইরূপ রক্তমোক্ষণদ্বারা মহোপকার দর্শে।

বমন বিরেচনাদি দ্বারা দোষ নিঃসারিত হইলে, খাওয়ার ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর স্বয়ং বিদীর্ণ বা অস্ত্রদ্বারা বিদারণ করা হইলে, ক্ষত প্রকাশ পায়, তখন ব্রণ-রোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিতে হয়। দুষ্টক্ষতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অগ্রে তাহাকে শোধন করিয়া পশ্চাৎ ক্ষত শুষ্ক হইবার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। বমনের জন্য পোলতা ও নিমছালের কাথে মদনফল-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে, ইহাতে বমন হইলে অনেক উপকার হয়। বিরেচনের জন্য ত্রিফলার কাথে তেউড়ী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করা-ইয়া দাস্ত করাইবে। আমলকীর স্বরসে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে প্রত্যহ দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং রোগও প্রশমিত হয়। বাতিক, পৈত্তিক ও বাত পৈত্তিক বিসর্পে রাস্নাদি লেপ, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিসর্পে চন্দনাদি লেপ বা পঞ্চবল্কল-লেপ, শ্লৈষ্মিক বিসর্পে মুস্তকাদি লেপ অথবা ত্রিফলাদি লেপ প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক বিসর্পে গোটা মসুর বা মুগ বাটিয়া প্রলেপ দিলেও রোগ প্রশমিত হয়। বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পে, কিম্বা সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্পে দশাঙ্গ লেপ অতি উপকারী। ইহা বিষ-দোষ-নাশক, সুতরাং এড়াবিষ লাগিয়া বিসর্প হইলে, ইহা প্রয়োগে বিষ নষ্ট ও রোগ প্রশমিত হয়।

সর্ব্বপ্রকার বিসর্পে সেবনের জন্য পটোলাদি কাথ, অমৃতাদি কাথ বা কিরাতাদি কাথ ব্যবস্থা করিবে। এই রোগের প্রথমাবস্থা হইতে কজ্জলী-

যোগ করলা বা উচ্ছে পাতার রস সহ প্রয়োগ করা যায়। জ্বরের বেগ প্রশমিত হইলে, শরীরের রক্ত-শোধনের জন্য পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু বা পদ্মকঘৃত ব্যবস্থা করিবে। ফিরঙ্গ জনিত বিসর্পে পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু পান করাইয়া পশ্চাৎ ফিরঙ্গরোগোক্ত মশলার জল সেবন করিতে দিলে রোগ সমূলে ধ্বংস হয়। বিসর্পরোগ সমূলে ধ্বংস না হইলে, পুনরাক্রমণ করে, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

বিসর্পরোগে-ঔষধ।

বমনযোগ। রোগ প্রবল হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অগ্রে বিসর্প-রোগীকে বমন করাইবে।

বমনযোগ। পোল্‌তা ২ তোলা ও নিমছাল ২ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। প্রক্ষেপ মদনফলচূর্ণ।০ আনা বা অর্দ্ধতোলা। প্রথমতঃ চারি আনা চূর্ণ অর্দ্ধপোয়া জলে গুলিয়া পান করাইবে, তাহাতে যদি ১৫।২০ মিনিট বা আধ ঘণ্টার মধ্যেও বমন না হয়, তবে আরও একবার প্রয়োগ করিবে।

রাস্নাদি লেপ। বাতিক, পৈত্তিক কিম্বা বাতপৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বা পীড়িতস্থানে দাহ, সন্তাপ থাকিলে এবং প্রদাহিত স্থান লাল বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, এই প্রলেপ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া লাগাইবে। ক্ষতজ বা সান্নিপাতিক বিসর্পে ঐ সকল দোষের প্রকোপ থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

রাস্নাদিলেপ। রাস্না, নীলশুন্দিরমূল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন।

চন্দনাদি লেপ। পৈত্তিক বিসর্পে পীড়িত স্থান রক্তবর্ণ ও অত্যধিক দাহ বা সন্তাপযুক্ত হইলে, এই প্রলেপ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া লাগাইবে। সন্নিপাতজ বা ক্ষতজ বিসর্পে পিত্তের প্রকোপ থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

চন্দনাদিলেপ। রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, বেণারমূল ও পদ্মকাষ্ঠ, প্রত্যেকে সমভাগ, দুগ্ধে মর্দ্দন।

পঞ্চবল্কল লেপ। পৈত্তিক বিসর্পে চন্দনাদি লেপ প্রয়োগে উপকার না হইলে, এই মহোপকারী লেপ লাগাইবে। ক্ষতজ বা সন্নিপাতজ বিসর্পে অত্যধিক প্রদাহ থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

পঞ্চবল্কললেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মুস্তকাদি লেপ। শ্লৈষ্মিক বিসর্পের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ লাগাইবে।

মুস্তকাদি লেপ। মুথা, খদিরকাষ্ঠ বা খয়ের, ছাতিমছাল, বাসকছাল, সোন্দালপাতা ও দেবদারু, প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন।

ত্রিফলাদি লেপ। শ্লৈষ্মিক বিসর্পে মুস্তকাদি লেপ প্রয়োগে রোগ প্রশমিত না হইলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাতজ ও ক্ষতজ বিসর্পে শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়।

ত্রিফলাদি লেপ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, বরাহক্রান্তা, করবীমূল, নলমূল ও অনন্তমূল; প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন।

দশাঙ্গ লেপ। বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পে কিম্বা ক্ষতজ ও সান্নিপাতজ বিসর্পে এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা অতি উপকারী। এড়া-বিষ লাগিয়া বিসর্প হইলে, তাহাতেও এই লেপ প্রয়োগ করা যায়। ইহা বিষদোষ-নাশক।

দশাঙ্গ লেপ। শিরীষছাল, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, বড়এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা, প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন।

পটোলাদি কাথ। বিসর্প রোগের যে কোন অবস্থায় এই কাথ প্রয়োগ করা যায়। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিসর্প-নাশক।

পটোলাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতাদি কাথ। বাতিক, পৈত্তিকাদি যে কোন বিসর্প হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, গাত্র-বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ ও বিসর্পপীড়িত স্থানে দাহ ও শোথ প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইলে, এই কাথ পান করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, কাথের সহিত তেউড়ী-চূর্ণ চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিবে।

অমৃতাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ৮২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কিরাতাদি কাথ। যে কোন প্রকার বিসর্পে যে কোন লক্ষণ প্রকাশ

পাইলে ও তৎসঙ্গে জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে এই কাথ প্রয়োগ করা যায়। রোগ যাবৎ আরোগ্য না হয়, তাবৎ প্রযোজ্য। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, তেউড়ী-চূর্ণ সহ ব্যবস্থা করিবে।

কিরাতাদিকাথ। চিরতা, গুলঞ্চ, পোল্‌তা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, খয়ের ও মুথা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কজ্জলীযোগ। বিসর্পরোগের যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ বিরেচন প্রয়োগ করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঔষধ প্রয়োগে জ্বর বিরাম হইলে ঘৃতসংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মাংস-যুষ প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার প্রদান করিবে। অনুপান—উচ্ছে বা করলা পাতার রস।

কজ্জলী যোগ। প্রস্তুতবিধি ১০৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু। বিসর্পরোগে রোগীর জ্বরের প্রবলবেগ হ্রাস পাইলে এবং স্নানাহার সহ্য হইলে, এই ঘৃত রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে রোগ সমূলে বিনষ্ট হয় এবং পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। স্মরণ রাখা উচিত, বিসর্প সমূলে বিনষ্ট না হইলে, পুনরাক্রমণ করে। বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাত-শ্লৈষ্মিক, পৈত্তিক ও পিত্ত-শ্লৈষ্মিক বিসর্পরোগে এবং সন্নিপাতজ বা ক্ষতজ বিসর্পরোগে বায়ু বা শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে, ইহা প্রযোজ্য। ফিরঙ্গ জনিত বিসর্পেও ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

পঞ্চতিক্ত ঘৃতগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৭০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পদ্মকঘৃত। পৈত্তিক বিসর্পে এবং সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্পে পিত্তের প্রকোপ অধিক থাকিলে কিম্বা বিসর্প কোন প্রকার এড়াবিষ জনিত হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। নালী ঘা ও বিস্ফোটক প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। ফিরঙ্গজনিত বিসর্পে ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার হয় না। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

পদ্মক ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কদ্রব্য — পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, লোধ, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাইচ, কুড়, লাক্ষা (গালা), তেজপাতা, মোম, তুতেভস্ম, বহুবার

বৃক্ষেরছাল, শিরীষছাল ও কয়েদবেল প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত একসের। জল ষোলসের। পাকশেষ নামাইয়া ছাকিয়া লইবে।

বিসর্পরোগে—পথ্যাপথ্য।

পথ্য—বিসর্পে বেশী জ্বর থাকিলে, রোগীকে লঙ্ঘন বা সাগু বার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা করিবে। খৈরমণ্ড, যবমণ্ড, মুগ, মসূর, ছোলা ও অড়হর দাইলের যূষ এবং মাংসের যূষ প্রভৃতি জ্বরসত্ত্বে ব্যবস্থা করা যায়। জ্বর বন্ধ হইলে, মুগ, মসূর, ছোলা বা অড়হর দাইল, পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গলপ্রাণীর মাংসের যূষ, ঘৃতদ্বারা সম্তলন করা দাইল ও ব্যঞ্জনাদি, মাখন, কিস্‌মিস্‌, ডালিম, বেদানা, করলা, বেতের অগ্রভাগ, পোলূতা, পটোল, ডুমুর, কাঁচাকলা, বেগুণ প্রভৃতি পথ্য দিবে। তিক্তরস বিশিষ্ট যে কোন দ্রব্য এই রোগে উপকারী। দুগ্ধ সহ্যমত দিবে। স্নান সহ্যমত।

অপথ্য—শারীরিক পরিশ্রম, দিবা-নিদ্রা, মৈথুন, পূর্ব্বদিগাগত বায়ু বা প্রবল বায়ু সেবন, শাক, সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, দধি, অম্লদ্রব্য, ছানা, গুরুপাক অন্ন ও পানীয়, রসুন, কুলত্থিকলায়, মাষকলায় ও তিল ভক্ষণ, জাঙ্গল-প্রাণীর মাংস ব্যতীত অন্য মাংস ভক্ষণ, পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য, লবণ, অম্ল ও কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন, মদ্যপান, রাত্রি জাগরণ ও রৌদ্র সেবন, এই সকল পরিত্যাজ্য।

স্নায়ুরোগ-চিকিৎসা।

লক্ষণ। নানাকারণে প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ জঙ্ঘা (পদমূল) বা বাহুমূল আশ্রয় করিয়া শোথ উৎপাদন করে ও বিদীর্ণ করিয়া ক্ষত জন্মায় এবং দোষ দেহস্থ উষ্মার সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত স্থানের মাংসকে শোষণ করিয়া সূত্রের ন্যায় করে, ইহাকে স্নায়ুরোগ কহে। মাংস শুষ্ক হইয়া স্নায়ু অর্থাৎ সূতার ন্যায় হয় বলিয়া ইহার নাম স্নায়ুরোগ। ইহা অতি কঠিন ব্যাধি। জঙ্ঘা বা বাহুমূলে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ রোগাক্রান্ত স্থান রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, তখন সাধারণ ব্রণ-শোথ বলিয়াই মনে হয়, চিকিৎসকেরও সময় সময় রোগ-নির্ণয়ে মতিভ্রম ঘটে। ক্রমশঃ শোথ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শোথের

অভ্যন্তর ভাগ কিয়দংশে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। রোগ-নির্ণয়ে বিলম্ব ঘটিলে মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পায় বা রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। শোথের পকাপক লক্ষণদ্বারা পাকিয়াছে কিনা স্থির করা দুরূহ, কারণ, বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টে শোথের বহির্ভাগ কঠিন এবং অপক্ক বলিয়াই বোধ হয়। অস্ত্র প্রয়োগে বিলম্ব ঘটিলে, স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন যবচূর্ণ ঘোলসহযোগে ক্ষত-স্থানে প্রয়োগ করিলে কিম্বা অস্ত্রদ্বারা উহা ছেদন করিলে, শুষ্ক মাংসখণ্ড সূতার ন্যায় বহির্গত হইতে থাকে, এবং শোথও প্রশমিত হয়, কিন্তু রোগের মূলোচ্ছেদ না হইলে, পুনর্ব্বার স্থানান্তরে রোগ প্রকাশ পায়। এই রোগে অস্ত্র প্রয়োগকালে ভ্রমবশতঃ যদি বাহু বা জঙ্ঘাস্থিত স্নায়ু ছিন্ন হয়, তাহা হইলে, বাহু সঙ্কুচিত ও রোগী খঞ্জ হইতে পারে।

চিকিৎসা। স্নায়ু রোগ বুঝিতে পারিলেই শজিনার মূলের ছাল, শজিনারপাতা ও সৈন্ধবলবণ কাঁজির জলে (অভাবে ভাতের অম্লজলে) বাটিয়া প্রলেপ দিবে। সৈন্ধব প্রথম ২।১ বার বেশী পরিমাণে দিবে, পরে ক্রমশঃ পরিমাণ কমাইয়া দিবে, কারণ যে স্থানের মাংস শুষ্ক হইয়া সূত্রবৎ হয়, সেই স্থানে বেশী বেদনা থাকে না, ক্রমশঃ ঔষধ প্রয়োগে শুষ্ক মাংসখণ্ড যতবেশী নির্গত হয়, তদনুযায়ী ক্ষত পরিষ্কৃত হয় ও বেদনা বৃদ্ধি পায়; সুতরাং লবণের পরিমাণ ঐ অবস্থায় কমাইতে হয়। পুনঃ পুনঃ ঐ প্রলেপ লাগাইবে। প্রত্যহ বৈকালে অশ্বগন্ধাচূর্ণ ঘৃতসহযোগে মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ অনুপানে সেবন করাইবে। অশ্বগন্ধা, আতইষ, মুথা, বামনহাটী, শুঁঠ, পিপুল ও বহেড়া চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। এতদ্ব্যতীত রসসিন্দূর করলারমূল বা নিসিন্দাপাতার রসসহ দিবসে ২। ৩ বার প্রয়োগ করিবে। জ্বর না থাকিলে বা অল্প থাকিলে, অশ্বগন্ধা ঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদি ঘৃত দুগ্ধসহ সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ভেকের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা সেক দেওয়া যাইতে পারে।

এই রোগে তুষ্টি-পুষ্টি বর্দ্ধক ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কারণ রুক্ষদ্রব্য সেবনে বায়ু বর্দ্ধিত হইলে রোগও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রোগীর শরীর স্বভাবতঃ শীর্ণ বা বাতাধিক হইলে মাংস যূষ পথ্য দিবে। তিক্তদ্রব্য, দুগ্ধ ও ঘৃত এই রোগে অতি উপকারী।

বিস্ফোটক-চিকিৎসা।

বাতিক বিস্ফোটের লক্ষণ। বাতিক বিস্ফোটে রোগীর জ্বর, মস্তকে বেদনা, পিপাসা ও সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ সন্ধিস্থানে বেদনা হয় এবং স্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক বিস্ফোটের লক্ষণ। পৈত্তিক বিস্ফোটে রোগীর জ্বর ও তৃষ্ণা হয় এবং স্ফোটক পীত বা লোহিত বর্ণ ও অত্যন্ত দাহযুক্ত হয়, পরন্তু উহা শীঘ্র পাকে ও উহা হইতে স্রাব নির্গত হয়।

শ্লৈষ্মিকবিস্ফোটের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটে রোগীর বমি, অরুচি ও শরীরের জড়তা হয় এবং স্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, কঠিন, কণ্ডুযুক্ত ও বেদনা-বিহীন হয়, পরন্তু উহা বিলম্বে পাকে।

দ্বন্দ্বজ বিস্ফোটের লক্ষণ। বাতপৈত্তিক বিস্ফোটে অত্যন্ত বেদনা হয়। বাত শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটে অত্যন্ত বেদনা ও কণ্ডু জন্মে এবং স্ফোটক আর্দ্র-ভাবাপন্ন হয় ও শরীরের গুরুতা হইয়া থাকে। পিত্তশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটে কণ্ডু ও জ্বালা হয় এবং রোগীর জ্বর ও বমি হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বিস্ফোটের লক্ষণ। সান্নিপাতিক বিস্ফোটের মধ্য-স্থান নিম্ন ও পার্শ্বদেশ উন্নত এবং স্ফোটক কঠিন, ক্ষুদ্রাকার, দাহযুক্ত, রক্তবর্ণ ও রোগীর পিপাসা, বমন, মোহ, মূর্চ্ছা, শরীর বেদনা, জ্বর, প্রলাপ, কম্প ও তন্দ্রা হইয়া থাকে। এই বিস্ফোট অসাধ্য, কেহ কেহ ইহাকেই কার্ব্বঙ্কল কহেন।

রক্তজ বিস্ফোটের লক্ষণ। রক্তজ বিস্ফোট দেখিতে গুঞ্জার ন্যায় রক্তবর্ণ, ইহা পৈত্তিক লক্ষণান্বিত। শত সহস্র ঔষধ প্রয়োগেও ইহা আরোগ্য হয় না।

বিস্ফোটের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। এক দোষজ বিস্ফোট সাধ্য, দ্বিদোষজ বিস্ফোট কষ্টসাধ্য এবং সন্নিপাতজ বিস্ফোট নানাপ্রকার উপদ্রব-সংযুক্ত হইলে অসাধ্য হয়।

বিস্ফোটক-চিকিৎসা-বিধি।

কটুরস ও অম্লরসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, রুক্ষগুণ-

বিশিষ্ট ও ক্ষারদ্রব্য বা অপকদ্রব্য ভোজন, আহার পরিপাক না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, রৌদ্র সেবন ও ঋতুবিপর্য্যয় (এক ঋতুতে অন্য ঋতুর আবির্ভাব); এই সকল কারণে বিশেষতঃ ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগে রক্ত দূষিত হইলে কিম্বা মধুমেহ বা বহুমূত্ররোগ থাকিলে, বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া রক্ত, মাংস ও অস্থিকে দূষিত করিয়া ভয়ঙ্কর স্ফোটক উৎপাদন করে। রক্ত ও পিত্ত অত্যন্ত দূষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয়। বিস্ফোটক জ্বরপূর্ব্বক রোগ, বিস্ফোটক উৎপন্ন হইবার পুর্ব্বে প্রায়শঃ জ্বর হইয়া থাকে, কিন্তু কচিৎ উৎপন্ন হইবার পরে বা সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয়।

কার্ব্বঙ্কলের লক্ষণ। রোগাক্রান্ত স্থান প্রথমে শক্ত হয় ও ফুলিয়া উঠে, ফুলা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিস্তৃত হইতে থাকে, শোথের আয়তন অল্পাধিক পরিমাণে গোলাকার, মুখ চ্যাপ্টা, কঠিন ও রক্তবর্ণ হয়; দেখিতে দেখিতে তাহার উপরে আগুণে পোড়া ফুস্কুড়ির ন্যায় ফোস্কা পড়ে, ঐ ফুস্কুড়ি ফাটিয়া গেলে, কতকগুলি ছিদ্র বাহির হইয়া পড়ে এবং ঐ সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া পচামাংস দেখা যায়, তাহার পর ক্রমশঃ ছিদ্রগুলি বুজিয়া যায় ও পচা-মাংস বহির্গত হইতে থাকে, সমস্তাংশ বাহির হইলে, নিম্নে একটি অঙ্কুরবিশিষ্ট ক্ষত দৃষ্ট হয়, এইরূপ দূষিত স্ফোটককে বিস্ফোটক কহে। স্ফোটকের সহিত ইহার প্রভেদ এই—ইহার মুখ চ্যাপ্টা কিন্তু স্ফোটকের মুখ সরু। ইহা হইতে ক্রমশঃ মারাত্মক উপসর্গ সকল প্রকাশ পায় ও রোগী অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগেরই অধিক হয় এবং মধ্য বয়সের পরই প্রায়শঃ ইহার আক্রমণ দেখা যায়। মধুমেহ বা বহুমূত্র হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইলে এবং মুখমণ্ডলে, মস্তকে, পৃষ্ঠদেশে বা মর্ম্ম-স্থানে হইলে, সমধিক বিপজ্জনক হইয়া থাকে। ইহা দেহের নানাস্থানে হয়, কচিৎ সর্ব্বদেহে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিদ্রধি ও বিস্ফোটক এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত কার্ব্বঙ্কল, তাহার নির্দ্দেশ করা দুরূহ। কেহ বলেন, বিদ্রধিই কার্ব্বঙ্কল, আবার কেহ বলেন বিস্ফোটকই কার্ব্বঙ্কল। ডাক্তারী মতে কার্ব্বঙ্কল যদি মধুমেহ বা বহুমূত্র হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায়, তবে বিদ্রধিকেই আয়ুর্ব্বেদ-মতে কার্ব্বঙ্কল বলা উচিত, কারণ বিদ্রধি ঐ রোগ

হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকে বলেন, ঐ রোগ হইতে বিস্ফোটকও উৎপন্ন হয়, বিদ্রধিও উৎপন্ন হয়। আবার কেহ কেহ বিদ্রধিকে ও কেহ কেহ বিস্ফোটককে কার্ব্বঙ্কল কহেন, নানাজনের নানা মত। কার্ব্বঙ্কলের লক্ষণ ১০৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

বিস্ফোটক প্রকাশ পাইবামাত্র জ্বরের গতি বুঝিয়া নবজ্বরের ন্যায় লঙ্ঘন বা লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। বমন বিরেচন অনেক রোগেই মহোপকারী,বমন-বিরেচন দ্বারা উর্দ্ধ ও অধোগত সার্ব্বাঙ্গিক দোষের লাঘব হয়, সুতরাং রোগের প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। বমনের জন্য পোল্‌তা ও নিমছালের কাথে মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। অত্যন্ত দুর্ব্বল শরীরে বমনের পরিবর্ত্তে বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। বিরেচনের জন্য ত্রিফলার কাথের সহিত তেউড়ী-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কিম্বা আমলকীর স্বরসের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে; ইহাতে জ্বরও বিনষ্ট হয় এবং দুই একবার দাস্তও হইয়া থাকে। অন্যান্য কাথের সহিত তেউড়ীমূলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিস্ফোটে রাস্নাদিলেপ কিম্বা শিরীষলেপ; পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক ও রক্তজ বিস্ফোটে চন্দনাদি লেপ,পঞ্চবল্কল লেপ বা উৎপলাদি লেপ; শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটে মুস্তকাদিলেপ বা ত্রিফলাদি লেপ প্রয়োগ করিবে। বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটে কিম্বা সান্নিপাতিক বিস্ফোটে দশাঙ্গ-লেপ অতি উপকারী। এই লেপ বিষ নাশক, সুতরাং বিস্ফোটক এড়াবিষ বা অন্য কোন বিষ জনিত হইলেও, এই প্রলেপে বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক-বিস্ফোটে শিরীষ-ছাল, যজ্ঞডুমুর ছাল ও জামছাল সমভাগে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়।

বমন বিরেচনের পর শুদ্ধদেহে সেবনের জন্য সিন্দূরযোগ বৈকালে প্রয়োগ করিবে, সর্ব্বপ্রকার বিস্ফোট ইহাতে বিনষ্ট হয়। বাতিক বিস্ফোটে দশমূলাদি, পৈত্তিক বিস্ফোটে দ্রাক্ষাদি ও শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটে কিরাতাদি কাথ প্রয়োগ করিবে। বাতপিত্তাদি ভেদে দোষ নির্ণীত না হইলে, বাসাদিকাথ বা পটোলাদিকাথ অথবা অমৃতাদিকাথ ইহাদের কোন একটি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই সকল কাথ রোগের মূলীভূত কারণ-নাশক, রক্তপরিষ্কারক ও

জ্বরনাশক এবং দেহ-শোধক ও বিস্ফোটকনাশক। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, ঐ সকল কাথের সহিত কটুকী-চূর্ণ বা তেউড়ী-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। দোষের তাদৃশ প্রবলতা না থাকিলে, কেবল গুলঞ্চ ও নিমছালের কাথে কিম্বা ইন্দ্রযব ও খয়েরের কাথে (খদিরকাষ্ঠ অভাবে) কটুকী বা তেউড়ী-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিলেও উদ্দেশ্যসিদ্ধ হয়।

যদি বিস্ফোটক না বসে, তাহা হইলে পাকাইবার চেষ্টা করিবে। পূযোৎপত্তি হইলে, সহজেই আরোগ্য হয়। বলাডুমুরের গাছের ছাল, পাতা ও মূল বাটিয়া স্ফোটকের উপর লাগাইয়া তদুপরি কলার পাতা বা পান রাখিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। কদমপাতা ছেচিয়া ফোড়ার উপর বিছাইয়া বান্ধিয়া রাখিলেও পাকে। পাকিলে পক্ক ব্রণ-শোথের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে। অনন্তর ব্রণ বা ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ব্রণ-গজাঙ্কুশ রস ও ব্রণারিগুগ্গুলু এই দুইপদ দুই বেলা বা একপদ একবেলা প্রয়োগ করিবে। জ্বর হ্রাস পাইলে পঞ্চতিক্ত ঘৃতগুগ্গুলু বা বিসর্পরোগোক্ত পদ্মকঘৃত ব্যবস্থা করিবে।

বিস্ফোটকে-ঔষধ।

রাস্নাদি-লেপ। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিস্ফোটের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ বিস্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ বা শ্যামবর্ণ হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অচিরে জ্বালা যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া শোথ বসিয়া যায়।

রাস্নাদি লেপ। প্রস্তুতবিধি ১০৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিরীষাদিলেপ। বাতিক বিস্ফোটে স্ফোটক কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ ও রুক্ষ দৃষ্ট হইলে এবং তাহাতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা বা ধন্‌টনানি, টাটানি, শূলানি, দপ্ দপ্ করা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা অচিরে বাতজ শোথ বসিয়া যায়। স্ফোটক কোন প্রকার বিষ লাগিয়া হইলেও, ইহাতে শোথ বসে।

শিরীষাদি লেপ। শিরীষছাল, বেণারমূল, নাগেশ্বর ও কেলেকড়া বা কালিয়ালতা প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন ও আগুণে গরম করিয়া প্রলেপ দিবে।

চন্দনাদি-লেপ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক ও রক্তজ বিস্ফোটে স্ফোটক, রক্ত, শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও অত্যধিক উত্তাপ থাকিলে, এই প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, মহোপকার দর্শে। ইহা প্রয়োগে অচিরে ঐ সকল শোথ বসিয়া যায়। সান্নিপাতিক বিস্ফোটে পিত্তের অত্যধিক প্রকোপবশতঃ ঐসকল উপসর্গ উপস্থিত হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

চন্দনাদি লেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবল্কল-লেপ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, রক্তজ ও সন্নিপাতজ-বিস্ফোটে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ নানা উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ স্ফোটক রক্তবর্ণ ও অত্যধিক প্রদাহযুক্ত হইলে, এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা অচিরে শোথ বিলীন হয়।

পঞ্চবল্কল লেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উৎপলাদি-লেপ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, রক্তজ ও সন্নিপাতজ-বিস্ফোটে অত্যধিক জ্বালা ও সন্তাপ থাকিলে এবং স্ফোটক রক্তবর্ণ ও উষ্ণবোধ হইলে, এই প্রলেপ লাগাইবে।

উৎপলাদি লেপ। নীলশুন্দিরমূল, রক্তচন্দন, লোধ, বেণারমূল, অনন্তমূল ও শ্যামালতা, প্রত্যেকে সমভাগ, দুগ্ধে পেষণ করিয়া লাগাইবে।

মুস্তকাদি-লেপ। শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটে স্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, বৃহৎ, কঠিন, ও অল্প বেদনাযুক্ত হইলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শোথ বসিয়া যায়।

মুস্তকাদি লেপ। প্রস্তুতবিধি ১০৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদি-লেপ। শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটে স্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, বৃহৎ, কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত হইলে, এই লেপ লাগাইবে। ইহা প্রয়োগে অচিরে শোথ বসিয়া যায়।

ত্রিফলাদি লেপ। প্রস্তুতবিধি ১০৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দশাঙ্গ-লেপ। বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক বিস্ফোটে অত্যন্ত দাহ, টাটানি, শূলানি, টনটনানি বা সূচীবিদ্ধবৎ-

বেদনা থাকিলে এবং ঐ সকল স্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ বা রুক্ষ দৃষ্ট হইলে, এই প্রলেপ লাগাইবে।

দশাঙ্গলেপ। প্রস্তুতবিধি ১০৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিন্দূর যোগ। যে কোন প্রকার বিস্ফোটের যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উচ্ছেপাতা বা করলাপাতার রস ও মধু। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয়। বিসর্প রোগোক্ত কজ্জলীযোগ প্রয়োগেও সমধিক উপকার হয়।

সিন্দূর যোগ। রসসিন্দূরকে গুলঞ্চের রস, নিমছালের রস ও খয়ের জলে ভিজাইয়া সেই জল ও ইন্দ্রযবের কাথদ্বারা ক্রমান্বয়ে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া রসসিন্দূরের সমপরিমাণ কর্পূর, এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপাতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—এক আনা।

দশমূলাদিকাথ। ব্যতিক বিস্ফোট রুক্ষ, কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, সন্ধিস্থানে বেদনা, তৃষ্ণা প্রভৃতি নানা উপসর্গ থাকিলে এই কাথ রোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, কট্‌কী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

দশমূলাদি কাথ। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুথা প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাকিয়া পান করিতে দিবে।

দ্রাক্ষাদি কাথ। পৈত্তিক বিস্ফোটক রক্তবর্ণ ও স্পর্শে উষ্ণবোধ হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ, রোগীর প্রবল জ্বর ও গাত্র-দাহ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই কাথ প্রত্যহ সকালে পান করিতে দিবে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য-থাকিলে, কট্‌কী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

দ্রাক্ষাদি কাথ। কিস্‌মিস্‌, গাম্ভারীছাল, পিণ্ডখেজুর, পলতা, নিমছাল, বাসকছাল, কট্‌কী, খৈ ও দুরালভা প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কিরাতাদি কাথ। শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, বৃহৎ, কঠিন ও অল্প-

বেদনাযুক্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, গা-ব্যথা, অরুচি ও গাত্র গুরুতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ক্বাথ তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে কট্‌কী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

কিরাতাদি ক্বাথ। চিরতা, বচ, বাসকছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ইন্দ্রযব, কুড়চী, নিমছাল ও পল্‌তা, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বাসাদি ক্বাথ। বিস্ফোটের যে কোন অবস্থায় যে কোন উপসর্গ থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বাসাদি ক্বাথ। বাসকছাল, মুথা, যষ্টিমধু, নিমছাল, চিরতা, পোল্‌তা, ক্ষেৎপাপড়া, শেপারমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও ইন্দ্রযব, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পটোলাদি ক্বাথ। যে কোন প্রকার বিস্ফোট প্রকাশ পাইলে ও তাহাতে যে কোন উপসর্গ থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে রোগীর আনুষঙ্গিক জ্বর, দাহ, কম্প ও অন্যান্য সর্ব্ব-প্রকার উপসর্গ বিনষ্ট হয়। কোষ্ঠ কাঠিন্যে কট্‌কী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ব্রণরোগোক্ত পটোলাদিকাথ প্রয়োগ করিলেও চলে।

পটোলাদিক্বাথ। পল্‌তা, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, মুথা, রক্ত-চন্দন, মূর্চামুখী, কট্‌কী, আকনাদি, হরিদ্রা ও দুরালভা, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদি ক্বাথ। বিস্ফোটকের যে কোন অবস্থায় যে কোন উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়।

অমৃতাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৮২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রণ-গজাঙ্কুশ রস। বিস্ফোটক পাকিয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে এবং তাহা হইতে নানাপ্রকার স্রাব হইলে অথচ জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উচ্ছেপাতা বা করলাপাতার রস।

ব্রণগজাঙ্কুশ রস। প্রস্তুতবিধি ৮৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রণারিগুগ্‌গুলু। বিস্ফোটকে ক্ষত উৎপন্ন হইলে এবং তাহা হইতে নানা প্রকার স্রাব হইলে অথচ জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে কিম্বা ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে, ক্ষত শুষ্ক ও রক্তশুদ্ধির জন্য ইহা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—গরম দুগ্ধ।

ব্রণারি গুগ্‌গুলু। পিপুল ১ তোলা, হরীতকীচূর্ণ ১ তোলা, আমলকীচূর্ণ ১ তোলা, বহেড়াচূর্ণ ১ তোলা, রসসিন্দূর ১ তোলা ও বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ৫ তোলা। প্রথমতঃ গুগ্‌গুলু ঘৃতসংযুক্ত করিয়া তৎসহ ক্রমশঃ সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে।

পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু। বিস্ফোটকের ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে, ক্ষত ও রক্তশোধনের জন্য বা রোগ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য, এই ঘৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—গরম দুগ্ধ।

পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৭০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিস্ফোটকে—পথ্যাপথ্য।

পথ্য—জ্বরসত্ত্বে নবজ্বরের ন্যায় লঙ্ঘন বা লঘুপথ্য অর্থাৎ সাগু, খৈরমণ্ড বা যবমণ্ড প্রভৃতি খাইতে দিবে। জ্বর বন্ধ হইলে, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃত সন্তলিত মুগ, মসুর ও ছোলার দাইল, ঘৃতে সন্তলন করা পটোল, পলতা, উচ্ছে, করলা, ঝিঙ্গে, বেগুণ, ডুমুর, কাঁচকলা, থোড় ও মোচা প্রভৃতির তরকারী প্রভৃতি পথ্য দিবে। মিষ্ট দ্রব্য এই রোগে যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল।

অপথ্য। অম্ল, কটু ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য, পিত্ত-বর্দ্ধক দ্রব্য, রুক্ষদ্রব্য, জলজ মাংস, শাক, দধি, ইক্ষুচিনি ব্যতীত অন্য মিষ্টদ্রব্য ও গুরুপাকদ্রব্য বিস্ফোটে অহিতকর। এই রোগে মৈথুন, ক্রোধ, পরিশ্রম ও রৌদ্র-সেবন আরোগ্য-লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল পরিত্যাজ্য।

স্ফোটক-চিকিৎসা।

স্ফোটক আকৃতিভেদে নানাপ্রকার। বিদ্রধি, বিসর্প ও বিস্ফোট প্রভৃতি বৃহৎ স্ফোটক, তাহাদের চিকিৎসা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে কতকগুলি

ক্ষুদ্র ২ স্ফোটকের চিকিৎসা বর্ণিত হইতেছে। যেমন বিদ্রধি প্রভৃতি ব্রণ পরিণামী ব্যাধি, তদ্রূপ অনুশয়ী এবং কক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি স্ফোটক আছে. তাহারা ক্ষুদ্র হইলেও ব্রণপরিণামী, সুতরাং যাবৎ ক্ষত প্রকাশ না পায়, তাবৎ ব্রণ-শোথ-মধ্যে গণ্য, কিন্তু ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ব্রণ বলা যায়।

অনুশয়ার লক্ষণ। পায়ের উপরে অল্প শোথযুক্ত, নিকটবর্ত্তীত্বকের সমানবর্ণবিশিষ্ট এবং অন্তঃপাক ও গভীরমূলযুক্ত রোগ উৎপন্ন হইলে,তাহাকে অনুশয়ী কহে ঃ এইরোগে ত্বকের নিম্নে স্ফোটক জন্মে ও পাকে, সুতরাং ত্বকে রোগের প্রভাব অল্পই প্রকাশ পায়, ত্বক্ অল্প ফুলিয়া উঠে, কিন্তু স্ফোটকের মূল মাংস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

অনুশয়ীর চিকিৎসা। শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র যবচূর্ণ, ময়দা ও কাঁচা গোটা মুগ সমভাগে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। যদি এই প্রলেপে শোথ না বসে, তবে অবিলম্বে পঞ্চবল্কল লেপ প্রয়োগ করিবে। শজিনার ছাল বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলেও শোথ বসিয়া যায়। শজিনার ছাল ছেচিয়া কলার নরম পাতায় জড়াইয়া পোটলী করিবে এবং আগুণে গরম করিয়া স্বেদ দিবে, ইহাতে বেদনা ও ফুলার আশু শান্তি হয়। সেবনের জন্য রসসিন্দুর বা কজ্জলী-যোগ শজিনার ছালের রসসহ প্রয়োগ করিবে। পাকিলে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া বা ঔষধদ্বারা ফাটাইয়া ক্ষত শুষ্ক হওয়ার ঔষধ দিবে। এতদ্ব্যতীত ডেউয়ো বা ডেহুয়া গাছের ক্ষীর বা যজ্ঞডুমুরের ক্ষীর দ্বারা প্রলেপ দিলেও শোথ বসিয়া যায়।

কক্ষানামক স্ফোটকের লক্ষণ। হস্তে, স্কন্ধ-দেশে (কান্ধে) ও কক্ষে (বগলে) দাহ ও তীব্র বেদনাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কক্ষা বলা যায়। ঐ সকল স্থানে অন্যান্য স্ফোটকও উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল ফোড়া অপেক্ষা ইহাতে দাহ এবং বেদনা বেশী থাকে, পরন্তু ইহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ।

কক্ষার চিকিৎসা। শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র বসাইয়া দিবে। যজ্ঞডুমুরের আঠা বা তেউড়ীর আঠা লাগাইলে, অচিরে ঐ শোথ বসিয়া যায়। উহাতে না বসিলে ব্রণ-শোথরোগোক্ত পঞ্চবল্কল লেপ প্রয়োগ করিলে

নিঃসন্দেহ শোথ বসিয়া যাইবে। অসময়ে প্রলেপ দিলে হয়ত নাও বসিতে পারে, সুতরাং যদি পাকে, শোথ ফাটাইয়া ফুটাইয়া বা বিদীর্ণ করিয়া তাহা হইতে পূযাদি নিঃসারিত করিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

পাষাণগর্দ্দভ। হনু-সন্ধিতে কঠিন, অল্প বেদনাবিশিষ্ট ও মসৃণ (তেল্ তেলে) শোথ জন্মিলে, তাহাকে পাষাণ-গর্দ্দভ কহে।

চিকিৎসা। ইহার সঙ্গে জ্বর থাকিলে এবং যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে রোগ মারাত্মক হইতে পারে। জ্বরের জন্য নবজ্বরের জয়াবটী শজিনার ছালের রস সহ প্রয়োগ করিবে অথবা বিস্ফোটকরোগোক্ত অমৃতাদিক্কাথ বা পটোলাদিক্কাথ সেবন করিতে দিবে। শজিনার ছাল, ধুতুরার মুল ও আদা সমভাগে হুঁকার কটু জলে বাটিয়া আগুণে গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে না বসিলে, ব্রণ-শোথোক্ত পঞ্চবল্কল প্রলেপ দিবে।

জালগর্দ্দভ। ইহা শরীরের নানাস্থানে উৎপন্ন হইতে পারে। যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সেস্থানের শোথ অতি পাতলা চর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকে, ঐ শোথ অল্প পাকে এবং শোথে অত্যন্ত দাহ বিদ্যমান থাকে ও তাহার যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হয়। পরন্তু রোগীর জ্বর হয়। এরোগ কদাচ উপেক্ষা করিবে না, কারণ ইহা বিসর্পের ন্যায় এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, সুতরাং রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র প্রতীকার করিবে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, বিসর্পের ন্যায় প্রসর্পিত হইয়া মহান্ অনর্থ সংঘটিত করে, এমন কি জীবন নষ্টও করিতে পারে। ইহার অপর নাম অগ্নিবাত।

জালগর্দ্দভ চিকিৎসা। শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র প্রলেপের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পঞ্চবল্কল-লেপ এক টুকুরা কাপড়ে মাখাইয়া অবিলম্বে শোথ আচ্ছাদিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কাপড়ের টুক্‌রা কাঁচিদ্বারা কাটিয়া লইবে, এরূপ পরিমাণে কাটিবে, যেন শোথস্থানের চতুর্দ্দিকে এক আঙ্গুল পরিমাণ কাপড় বেশী থাকে এবং শোথ-স্থান আচ্ছাদিত হইয়া নীরোগ বা সুস্থ স্থানের এক আঙ্গুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, শোথ স্থান খালি থাকিলে, ঐ শোথ অন্যত্র সঞ্চরণ করিতে পারে, সুতরাং প্রলেপটি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক যোজনা করিবে। এইরূপে গোটা মুগ বা মসূর বাটিয়া প্রলেপ দিলেও

শোথ বসিয়া যায়। শোথ বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ব্রণশোথের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে।

বল্মীক। গ্রীবায়, স্কন্ধে, বগলে, হস্তে, পদে, সন্ধিস্থানে কিম্বা গলায় এক প্রকার স্ফোটক জন্মে, ইহা দেখিতে বল্মীকবৎ অর্থাৎ উইয়ের ঢিপির ন্যায় উন্নতাগ্র ও বহুছিদ্র বা মুখবিশিষ্ট। ইহাতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা থাকে (ছুঁচ-ফুটাইলে যেরূপ বেদনা হয়) এবং ঐ বহুমুখ বা ছিদ্রদ্বারা পচামাংসখণ্ড সূতার আকারে বহির্গত হয়। পরন্তু বিসর্পের ন্যায় ইহাও সঞ্চরণশীল অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্যত্র গমনশীল। ইহা কদাচ উপেক্ষণীয় নহে, সময়ে চিকিৎসা না করিলে বা সুচিকিৎসার অভাবে মারাত্মক হইতে পারে, বিশেষতঃ মর্ম্মস্থানে উৎপন্ন হইলে জীবন নাশের সম্ভাবনা। প্রথমতঃ শোথ প্রকাশ পায়, পরে অল্প অল্প পাকে ও উপরের চর্ম্ম উঠিয়া গিয়া ক্ষত প্রকাশ পায়, তখন উইয়ের ঢিপির ন্যায় উচ্চ ও বহুছিদ্র সকল প্রকাশ পায়, ডাক্তারীমতে যাহাকে কার্ব্বঙ্কল কহে, তাহার সহিত ইহার লক্ষণের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে।

বল্মীক-চিকিৎসা। শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র পঞ্চবল্কল-লেপ প্রয়োগ করিবে। বিসর্পের ন্যায় ইহাতে প্রলেপ লাগাইবে, যেন অন্যত্র সঞ্চরণ করিতে না পারে। মসূর বা মুগ বাটিয়া চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে সঞ্চরণ করিতে পারে না। যদি না বসে অথচ বহু ছিদ্র প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বন্য-ডুমুরের পাতা ও শিকড় ছেচিয়া শোথের উপরে স্থাপন করিয়া তদুপরি কলার পাতা বিছাইয়া বান্ধিয়া রাখিবে, ইহাতে শীঘ্র পাকে, পাকিলে আর ভয়ের কারণ থাকে না, তখন পূয রক্তাদি স্রাব হইতে থাকে। যদি উহাতেও না-পাকে, তাহা হইলে অস্ত্রদ্বারা উহার মূলোচ্ছেদ করা প্রয়োজন। পাকিলে পক্ক ব্রণ-শোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। আনুষঙ্গিক জ্বর থাকিলে, নবজ্বরের জয়াবটী ও বিদ্রধি রোগোক্ত কজ্জলীযোগ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের প্রকোপ প্রবল হইলে, অবশ্যই লঙ্ঘন বা লঘুপথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

অগ্নিরোহিণী। কক্ষ-দেশে (বগলে) একপ্রকার দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক ও মৃত্যুপ্রদ স্ফোটক জন্মে, উহা দেখিতে জলন্ত অগ্নির ন্যায়। উহাতে জ্বর ও অন্তর্দাহ জন্মায় এবং মাংস পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করে। এই রোগ ত্রিদোষোৎপন্ন,

কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে প্রায়শঃ পিত্তাধিক লক্ষণ অর্থাৎ দাহ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়; পরন্তু পিত্তাধিক ব্রণের ন্যায় অগ্নিবর্ণাভা এবং কচিৎ বা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণের আভা প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ কোনস্থানে একটি রক্তবর্ণ কণ্ডু প্রকাশ পায় ও তাহা চুলকায়, পরে দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে ঐরূপে বর্দ্ধিত হইলেও খুব বড় হয় না বা অন্যত্র সঞ্চরণ করে না। প্রায়শঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বর্দ্ধিত হইবার বেগ হ্রাস পায় এবং জ্বর ও প্রবল গাত্র-দাহ ও স্ফোটকে দাহ প্রকাশ পায়। রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র প্রতী-কারের চেষ্টা না করিলে প্রায়শঃ জীবন নষ্ট করে; সুতরাং উহা কদাপি উপে-ক্ষণীয় নহে।

অগ্নিরোহিণী-চিকিৎসা। রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র পঞ্চবল্কল-লেপ প্রয়োগ করিবে, এই মহৌষধে অবিলম্বে শোথ বসিয়া যায়। পলুতা ও নিম-ছালের কাথে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে, বিরেচনদ্বারা দাস্ত হইলে, জ্বরের সন্তাপ হ্রাস হইয়া আইসে ও দাহ প্রশমিত হয়, পরন্ত জীবনের আশঙ্কা থাকে না; সুতরাং আস্তে আস্তে চিকিৎসা করিবার অবসর পাওয়া যায়। স্ফোটক যাবৎ না বসে, তাবৎ ঐ লেপ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। বিরে-চনের পর অমৃতাদিকাথ সেবন করিতে দিবে। স্ফোটকে অত্যধিক দাহ থাকিলে পৈত্তিক বিসর্পরোগোক্ত বিধান অনুযায়ী চিকিৎসা করিবে এবং না বসিলে পাকাইয়া ফাটাইয়া ফুটাইয়া বা বিদীর্ণ করিয়া পূযরক্ত নিঃসারিত করিয়া ক্ষতরোপণের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, এ রোগে মৃত্যু অনিবার্য্য। প্রায়শঃ ৭। ১০ বা ১৫ দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়।

বিদারিকা। কক্ষদেশে (বগলে) ও বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে অর্থাৎ কুচ্‌কিতে ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার ছোট বড় শোথ জন্মিলে, তাহাকে বিদারিকা কহে। ইহাতেও রোগীর আনুষঙ্গিক জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। ইহাও ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু শোথ ক্ষুদ্র হইলে বা দোষের প্রবল প্রকোপ না থাকিলে, উপসর্গগুলিও অনতি প্রবলভাবে উপস্থিত হয় এবং শোথ বৃহৎ হইলে বা দোষের প্রবল প্রকোপ থাকিলে, ত্রিদোষের নানাপ্রকার প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং দাহ, পিপাসা, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, জড়তা,

অলসতা, মুখ-লিপ্ততা প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও এই রোগ মারাত্মক নহে, কষ্টদায়ক মাত্র।

বিদারিকা-চিকিৎসা। শোথ প্রকাশ পাইলে, শজিনাছাল, ধুতুরামূল, দেবদারু ও আদা সমভাগে হুকার কটু জলে বাটিয়া কলার নরম পাতায় রাখিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে, ইহাতে যদি না বসে, পঞ্চবল্কল-লেপ প্রয়োগ করিবে। অমৃতাদিকাথ সেবন করাইলে জ্বরও বিনষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে স্ফোটকও বসিয়া যায়। না বসিলে পাকিবার ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং পাকিলে পক্কব্রণ-শোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

পিড়কা-চিকিৎসা।

পিড়কাশব্দে সাধারণতঃ ফুস্কুড়ি অপেক্ষা অল্পায়তনবিশিষ্ট স্ফোটক বুঝাইলেও আয়ুর্ব্বেদমতে অন্যতম প্রমেহ-পিড়কা অর্থাৎ সরার ন্যায় আকৃতিযুক্ত বৃহৎ বিদ্রধি পর্য্যন্তও পিড়কা শ্রেণীভুক্ত। আবার হাম, জলবসন্ত, বসন্ত এবং ফিরঙ্গজনিত ইরাপ্সন্ও পিড়কাশ্রেণীভুক্ত। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদমতে স্ফোটক ও পিড়কা উভয়ই একার্থবোধক;—স্ফোটক বলিলে যাহা বুঝায়, পিড়কা বলিলেও তাহাই বুঝায়, কিন্তু এই গ্রন্থে প্রচলিত অর্থের অনুসরণ করিয়া তদনুযায়ী স্ফোটক ও পিড়কা স্বতন্ত্র লিপিবদ্ধ করা হইল।

অজগল্লী। চাকচিক্যযুক্ত এবং নিকটবর্ত্তী চামড়ার ন্যায় বর্ণ ও মুগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অথচ গ্রথিত পিড়কা জন্মিলে, তাহাকে অজগল্লী কহে। ইহা বেদনারহিত এবং শ্লেষ্মা ও বাত এই দ্বিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন। কিন্তু ইহাতে বায়ু অপেক্ষা শ্লেষ্মার প্রকোপ বেশী থাকে, এই জন্য বেদনা থাকে না। এই রোগ বাল্যকালে অর্থাৎ শিশুদিগকেই আক্রমণ করে। শিশুরোগে অজগল্লীর লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা। পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। যবক্ষার, সাচিক্ষার ও ঝিনুক-ভস্ম সমানভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। অজগল্লিকায় বেদনা থাকে না; সুতরাং কাঁটা বা সূচীদ্বারা উপর্য্যুপরি বিদ্ধ করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। বিদ্ধ করিলে সহজে পাকে ও আরোগ্য হয়।

এতদ্ব্যতীত মনঃশিলা, দেবদারু ও কুড় কাষ্ঠ সমানভাগে জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও পাকে।

যবপ্রখ্যা। যবের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, অতি কঠিন অথচ গ্রথিত পিড়কা জন্মিলে, তাহাকে যবপ্রখ্যা কহে। এই পিড়কার মূলদেশ মাংস-পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা অজগল্লিকার ন্যায়। প্রথমতঃ যবক্ষার, সাচিক্ষার ও ঝিনুক-ভস্মদ্বারা প্রলেপ দিয়া ক্ষয় করিবার চেষ্টা করিবে, পরে অজগল্লিকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অন্ত্রালজী। কঠিন, অবক্র, গোলাকার এবং উন্নত পিড়কা জন্মিলে, তাহাকে অন্ত্রালজী কহে। ইহা অল্প পাকে ও অল্প পূয সংযুক্ত হইয়া থাকে। মনঃশিলা, দেবদারু ও কুড় সমানভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সত্বর পাকে ও আরোগ্য হয়।

বিবৃতা। পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পক্ক ডুমুর ফলের ন্যায় লালবর্ণবিশিষ্ট, গোলাকার ও অত্যধিক দাহযুক্ত পিড়কা উৎপাদন করিলে, তাহাকে বিবৃতা কহে। এই পিড়কা অতি শীঘ্র পাকে এবং পাকিলে পিড়কার মুখ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মুখ বিস্তৃত হয় বলিয়া ইহাকে বিবৃতা কহে।

চিকিৎসা। বিবৃতা পিড়কা অতি শীঘ্র পাকে, সুতরাং বসাইবার চেষ্টা করা বৃথা। ইহা যন্ত্রণাদায়ক বটে, কিন্তু মারাত্মক নহে। পাকোন্মুখ না হইলে, অবশ্যই পঞ্চবল্কল বা পঞ্চক্ষীরিবৃক্ষের ক্ষীরদ্বারা প্রলেপ দিয়া বসাইয়া দিবে। পাকোন্মুখ হইলে পাকিবার জন্য তোকমারী বা তিসির পুলটিস্ এবং অত্যন্ত দাহ থাকিলে বিসর্পরোগোক্ত চন্দনাদি লেপ দিবে। পাকিলে পক্ক-ব্রণ-শোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ইন্দ্রবিদ্ধা। যেরূপ পদ্মকোষের মধ্যে বীজসকল অবস্থান করে, তদ্রূপ বাত ও পিত্তের প্রকোপে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা আবৃত হইয়া পিড়কা জন্মিলে, তাহাকে ইন্দ্রবিদ্ধা কহে। ইহার চিকিৎসা বিবৃতা পিড়কার ন্যায় করিবে। ইহাতে পঞ্চক্ষীরের লেপ অতি উপকারী। অশ্বত্থ, পাকুড়, বেতস ও যজ্ঞডুমুর এই পাঁচটিকে পঞ্চক্ষীরিবৃক্ষ কহে। ইহাদের ছালের লেপ দেওয়া যায় বা ক্ষীরের লেপও দেওয়া যায়, আবার পাঁচটি সংগ্রহ করিতে না

পারিলে ২।৩ টি বৃক্ষের ছাল বা ক্ষীর দ্বারা লেপ দিলেও চলে। পাকোন্মুখ হইলে, পাকিবার ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

গর্দ্দভিকা। বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা দ্বারা আবৃত, রক্তবর্ণ, গোলাকার অথচ বেদনাবিশিষ্ট পিড়কা উদ্গত হইলে, তাহাকে গর্দ্দভিকা কহে। ইহার চিকিৎসা বিবৃতার ন্যায়। প্রথমে বসাইবার চেষ্টা করিবে, না বসিলে কিম্বা পাকোন্মুখ হইলে, পাকিবার ঔষধ লাগাইবে।

ইরিবেল্লিকা। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের প্রকোপে মস্তকে-তীব্র বেদনাবিশিষ্ট পিড়কা জন্মিলে তাহাকে ইরিবেল্লিকা কহে। এই রোগে রোগীর প্রবল জ্বর হয়। বিবৃতার ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে। পিড়কায় প্রলেপ দিবে এবং অমৃতাদি ক্বাথ সেবনের ব্যবস্থা করিবে। যে কোন পীড়কা বা স্ফোটক সংযুক্ত জ্বরে এই ক্বাথ অতি উপকারী।

গন্ধমালা। কক্ষা নাম্নী স্ফোটকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট কয়েকটি পিড়কা চর্ম্মের উপরে মালার ন্যায় একবারে উদ্গত হইলে, তাহাকে গন্ধমালা বা গন্ধনাম্নী পিড়কা কহে। ইহা পিত্তের প্রকোপবশতঃ উৎপন্ন হয়। বিবৃতার ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে।

কচ্ছপিকা। বায়ু ও কফের প্রকোপ বশতঃ কচ্ছপের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট অথচ অতি কঠিন পাঁচ ছয়টি পিড়কা পরস্পর সম্মিলিতভাবে উদ্গত হইলে, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে।

চিকিৎসা। পিড়কা প্রকাশ পাইবামাত্র ধুতুরা পাতা, আদা ও শজিনা ছাল সমভাগে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে; তাহাতে না বসিলে, পঞ্চ-বল্কল লেপ অথবা দেবদারু, মনঃশিলা ও কুড় সমভাগে বাটিয়া লেপ দিবে। পাকিবার ঔষধ লাগাইয়া পাকাইবে, এবং পাকিলে, পকব্রণ-শোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

পনসিকা। কর্ণরন্ধ্রে একপ্রকার নিশ্চল ও তীব্র বেদনাযুক্ত পিড়কা জন্মে, তাহাকে পনসিকা কহে। ইহার অভ্যন্তরভাগ পাকে।

চিকিৎসা। পনসিকা বসে না, সুতরাং বসাইবার চেষ্টা করা বৃথা।

মনঃশিলা, কুড়, হরিদ্রা, হরিতাল ও দেবদারু সমভাগে জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে; ইহাতে পাকে। পাকিলে পক্ক ব্রণ-শোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ত্বক্‌রোগ-চিকিৎসা।

কুনখ ও চিপ্প। বায়ু ও পিত্ত নখের অগ্রভাগস্থ মাংস দূষিত করিয়া দাহ ও পাকবিশিষ্ট যে রোগ জন্মায়, তাহাকে কুনখ কহে। এই রোগে হস্ত ও পদের অঙ্গুলির নখাগ্রভাগের মাংস প্রথমতঃ একটু ফুলিয়া উঠে, উহাতে বেদনা ও জ্বালা হয় এবং উহা স্পর্শ করিলে কর্কশ বোধ হয়। কাহারও কাহারও ঐরূপ অবস্থাই দীর্ঘকাল যাবৎ বর্ত্তমান থাকে, এই অবস্থাকে কুনখ কহে। আবার ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যখন নখাগ্রভাগ পাকে ও তাহাতে ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে রস নির্গত হইতে থাকে, তখন চিপ্প বলা যায়।

চিকিৎসা। কুনখ রোগে নিমপাতা ও খয়ের বাটিয়া প্রলেপ দিবে ও অঙ্গুলি বান্ধিয়া রাখিবে। যাবৎ রোগ আরোগ্য না হয়, তাবৎ ঐরূপ ঔষধ লাগান ও বান্ধিয়া রাখা উচিত। চিপ্পরোগে সরিষার তৈল ১ তোলা, চূণ ।০ আনা, ধূনা ।০ আনা ও তুঁতে ভস্ম ৩ রতি একত্র লোহার হাতায় বা ঝিনুকে রাখিয়া আগুনের জ্বালে ফুটাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে। ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বান্ধিয়া রাখা উচিত।

কদর। কাঁকর বা কণ্টকাদি দ্বারা পদতল ক্ষত বা আহত হইলে, কুলের আঠির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কদর কহে। কেহ কেহ উহাকে কুল-আঠি কহে। ইহাকে অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া ক্ষত-স্থানে ব্রণরোগোক্ত নিম্বঘৃত লাগাইবে।

পাদদারী। যাহারা অধিক ভ্রমণ করে, তাহাদের পদদ্বয়স্থিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া পদদ্বয়কে বিদীর্ণ করে। এই রোগের চলিত নাম পা'ফাটা। পাদদারীরোগে পদ অত্যন্ত রুক্ষ হয়। কুষ্ঠরোগোক্ত বিপাদিকারোগেও পদ-তল ফাটে; কিন্তু তাহাতে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া তাহা কুষ্ঠ-রোগের মধ্যে পরিগণিত।

চিকিৎসা। এই রোগে ধূনাচূর্ণ, মোম ও তৈল একত্র আগুনে ফুটাইয়া পুনঃ পুনঃ লাগাইবে।

অলসক (পাঁকুই)। দুষ্ট কর্দ্দম সংস্পর্শে এই রোগ জন্মে। এই-রোগে পায়ের অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যস্থল ক্লিন্ন এবং কণ্ডু (চুলকণা), দাহ ও বেদনা-বিশিষ্ট হয়, পরন্তু ঐ কণ্ডু পাকে ও তাহা হইতে রসনির্গত হয়।

চিকিৎসা। জাতীপত্র বা মালতীফুলের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে রোগ সারে। সরিষার তৈল, চূণ ও তুঁতেভস্ম একত্র আগুণে ফুটাইয়া লাগাইলে রোগ সারে। ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগাইয়া বান্ধিয়া রাখিবে।

যুবান-পিড়কা। মুখে শিমুল কাঁটার ন্যায় উন্নতাগ্র ফুস্কুড়ি জন্মিলে, তাহাকে যুবান পিড়কা কহে। ইহা যৌবনকালে উদ্গত হয়, চলিত কথায় ইহাকে বয়োস্ফোট, বয়স্‌ফোড়া বা বয়ব্রণ কহে। ইহা কফ, বায়ু ও রক্ত-দোষে জন্মে। উক্ত উন্নতাগ্রস্থান দুইটি অঙ্গুলিদ্বারা টিপিলে উহার মধ্য হইতে একটি শাস নির্গত হয়। উহা কখনও একটু পাকে এবং কিঞ্চিৎ বেদনাবিশিষ্ট হয়। তখন দুই অঙ্গুলিদ্বারা টিপিয়া শাস বাহির করিয়া দিলে, বেদনা কমে। শিমূলের কাঁটা দুগ্ধসহযোগে ঘষিয়া লাগাইলে, ঐ রোগের শান্তি হয়।

জতুমণি। ত্বকের উপর মসৃণ, কিঞ্চিৎ উন্নত, বেদনারহিত ও কৃষ্ণবর্ণ যে মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে জতুমণি কহে। ইহা জন্মের সহিত উৎপন্ন হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ইহা পুরুষের দক্ষিণদিকে ও স্ত্রীলোকের বামদিকে উৎপন্ন হইলে, শুভ ফল প্রদান করে। প্রচলিত কথায় কোন কোন অঞ্চলে ইহাকে জড়ুল এবং কোন কোন অঞ্চলে জড় বা জট্‌ কহে। ইহা আরোগ্য হয় না, পরন্তু আরোগ্য না হইলেও কোন ক্ষতি নাই।

মাষক। ত্বকের উপর মাষকলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ উন্নত, বেদনারহিত ও অচল ক্ষুদ্র মাংসাঙ্কুর উদ্গত হইলে, তাহাকে মাষক কহে। প্রচলিত কথায় ইহাকে আঁচিল বলা যায়।

তিলকালক। ত্বকের উপর তিলপরিমিত স্থানে বেদনারহিত, অনুন্নত অথচ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের উৎপত্তি হইলে, তাহাকে তিলকালক কহে। প্রচলিত কথায় ইহাকে তিল কহে।

চিকিৎসা। জতুমণি, মশক ও তিলের চিকিৎসা করিতে হইলে,

এক টুকরা কাপড়দ্বারা বাতির ন্যায় পাকাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবে এবং ঐ জলন্ত বাতি বা পলিতা পুনঃ পুনঃ রোগ-স্থানে লাগাইবে। অনন্তর দগ্ধ হইলে মাখন বা তিলতৈল লাগাইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিলে রোগ সারে।

ব্যঙ্গ ও নীলিকা। ক্রোধ ও পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত অথচ পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মুখে শ্যামবর্ণ ও অনুন্নত মণ্ডল উৎপাদন করিলে, তাহাকে মুখ-ব্যঙ্গ কহে। চলিত কথায় ইহাকে মেচেতা কহে। উক্ত মণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহাকে নীলিকা কহে। ব্যঙ্গ ও নীলিকায় প্রভেদ এই—ব্যঙ্গ দেখিতে শ্যামবর্ণ ও নীলিকা কৃষ্ণবর্ণ।

চিকিৎসা। নিমপাতাবাটা ও চন্দনঘসা মিশ্রিত করিয়া মালিষ করিবে বা মঞ্জিষ্ঠা দুগ্ধসহযোগে বাটিয়া মালিশ করিবে কিম্বা মসুরের দাইল দুগ্ধসহ বাটিয়া অথবা দুগ্ধসহ জায়ফল ঘসিয়া মালিশ করিবে।

পরিবর্ত্তিকা। পুমঙ্গ অতিশয় মর্দ্দন বা পীড়ন (টেপাটিপি) করিলে কিম্বা তদনুরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইলে, সর্ব্বশরীরগামী ব্যানবায়ু প্রকুপিত হইয়া পুমঙ্গের ত্বক্ আশ্রয় করে, তজ্জন্য ঐ ত্বক্ স্ফীত হইয়া লিঙ্গের অধোভাগে গ্রন্থির ন্যায় লম্বিত হয় অর্থাৎ ঝুলিয়া পড়ে। ইহাকে পরিবর্ত্তিকা কহে। এই রোগ বায়ুজনিত হইলে, ঐ লম্বিত চর্ম্মে বেদনা অনুভূত হয়, কিন্তু শ্লেষ্ম-জনিত হইলে, ঐ লম্বিত চর্ম্ম কঠিন ও কণ্ডূযুক্ত (চুলকণাবিশিষ্ট) হয়। বাতজ পরিবর্ত্তিকা পাকিতেও পারে। বিষাক্ত মেহরোগে এই রোগ প্রকাশ পায়, তাহার চিকিৎসা ঐ রোগে কথিত হইয়াছে। ইহাকে চলিত কথায় মুদো বলা যাইতে পারে।

চিকিৎসা। রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র দশমূল তৈল দ্বারা এক টুকরা কাপড় ভিজাইয়া তদ্দ্বারা পুমঙ্গ বান্ধিয়া রাখিবে। নেকড়ার পোটলা আগুণে গরম করিয়া কিম্বা গরম জলে নেকড়া ভিজাইয়া তদ্দ্বারা আস্তে আস্তে ব্যাধিত স্থানে স্বেদ দিবে, কিন্তু বিষাক্তমেহে পুমঙ্গে অত্যন্ত প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং ঐ অবস্থায় এইরূপ স্বেদ কদাপি প্রয়োগ করিবে না। শীতল জলের অথবা বায়ু পিত্তনাশক তৈল ভিজান নেকড়ার পটী ঐ অবস্থায় প্রয়োজ্য।

এইরূপে ক্রমশঃ বেদনা ও ফুলা কমিয়া যায় এবং চর্ম্ম পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অবপাটিকা। অনার্ত্তিকা বালিকার ক্ষুদ্র যোনিতে রমণের চেষ্টা করিলে কিম্বা হস্ত দ্বারা পুমঙ্গ মর্দ্দন বা পীড়ন করিলে অথবা পুমঙ্গ তদনুরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে, পুমঙ্গের অগ্রভাগের বেষ্টনচর্ম্ম উল্টাইয়া গিয়া বিদীর্ণ হয়, এবং পুনর্ব্বার পুমঙ্গ মুদ্রিত হয় না, এই রোগকে অবপাটিকা কহে।

চিকিৎসা। পরিবর্ত্তিকার ন্যায় এই রোগের চিকিৎসা করিবে। ক্ষত উৎপন্ন হইলে, রক্তচন্দন-ঘসা ঘৃতসহযোগে লাগাইবে বা গভীর ক্ষত হইলে নিম্বঘৃত প্রয়োগ করিবে।

নিরুদ্ধপ্রকাশ। অবপাটিকা যে সকল কারণে উৎপন্ন হয়, নিরুদ্ধ-প্রকাশও সেই সকল কারণে উৎপন্ন হয়। অবপাটিকা রোগে যদি বেষ্টনচর্ম্ম লিঙ্গের অগ্রভাগকে আচ্ছাদিত করে বা ঢাকিয়া ফেলে, তাহাকে নিরুদ্ধপ্রকাশ কহে। পুমঙ্গের এইরূপ মুদ্রিত অবস্থার চলিতনাম মুদো। এই রোগে বেষ্টনচর্ম্ম এরূপ স্ফীত হয় ও এরূপভাবে লিঙ্গাগ্রভাগকে আবৃত করিয়া ফেলে যে তজ্জন্য রোগীর প্রস্রাব-পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া যায় ও তজ্জন্য প্রস্রাব নির্গত হইতে পারে না বা অতি কষ্টে নির্গত হয়, পরন্তু মূত্র-নিঃসরণকালে, বেদনা ও যাতনায় রোগী অস্থির হয়। এই অবস্থা অতি শোচনীয়। গনোরিয়া বা বিষাক্ত-মেহে এইরূপ অবস্থা হয়।

চিকিৎসা। গনোরিয়া রোগে গনোরিয়া জনিত নিরুদ্ধ প্রকাশের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য কারণে নিরুদ্ধপ্রকাশ রোগ উৎপন্ন হইলে ও প্রস্রাববন্ধ হইলে, প্রস্রাব সরলরূপে নির্গত হওয়ার জন্য ত্রিফলার-জল বা দধির মাত ছাকিয়া তদ্দ্বারা পিচ্‌কারী দিবে এবং বাতনাশক মধ্যম-নারায়ণ প্রভৃতি তৈলে নেকড়া ভিজাইয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গনাল বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। পাকিবার আশঙ্কা ও দাহ থাকিলে, অবিলম্বে ব্রণ-শোথোক্ত চন্দনাদিক্বাথ সেচন বা চন্দনাদিলেপ প্রয়োগ করিবে ও পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

সন্নিরুদ্ধ গুদ। মলের বেগ ধারণ বশতঃ অপানবায়ু প্রকুপিত হইয়া

মলদ্বারকে অবরুদ্ধ বা সঙ্কুচিত করিলে, তাহাকে সন্নিরুদ্ধগুদ কহে। ইহা অতি কঠিন ব্যাধি, ঔষধ প্রয়োগে রোগ প্রশমিত না হইলে, অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা মল-নির্গমনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হয়, নচেৎ মল রুদ্ধ হইয়া রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে পারে।

চিকিৎসা। এই রোগে বাতনাশক মধ্যমনারায়ণ প্রভৃতি তৈল মলদ্বারে সেচন করিবে। ঐ তৈলের পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলেও প্রকুপিত অপানবায়ু প্রশমিত হয় এবং সঙ্কুচিত মলদ্বার পুনর্ব্বার বিস্তৃত হয়।

গুদভ্রংশ। অতিশয় কুন্থন ও অধিক মলভেদবশতঃ রুক্ষ ও দুর্ব্বল-দেহ ব্যক্তির গুহ্যনাড়ী স্বস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িলে, তাহাকে গুদভ্রংশ কহে। চলিত কথায় ইহাকে হালিশ বা গোগোল বাহির হওয়া কহে।

চিকিৎসা। সহসা হালিশ বহির্গত হইয়া পড়িলে ভীত হইবে না, অনেকে ভীত হইয়া টেপাটিপি করে ও তজ্জন্য উহা ক্ষত বিক্ষত হয়। হস্তের অঙ্গুলিতে ঘৃত মাখাইয়া উহাকে আস্তে আস্তে ঠেলিয়া অন্তর্নিবিষ্ট করিবে। অতীসার বা প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগের প্রবৃদ্ধাবস্থায় একবার হালিশ অন্তর্নিবিষ্ট করিলেও পুনর্ব্বার বাহির হইতে পারে, কারণ অতীসার ও আমাশয়ে গ্রহণীনাড়ীর সঙ্কোচন শক্তি হ্রাস পায়, সুতরাং নাড়ী শিথিল হইয়া পড়ে। ঐ অবস্থায় হালিশ অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া কাপড়ের কৌপীন দ্বারা মলদ্বার চাপিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। কিন্তু এরূপভাবে চাপিয়া বান্ধিবে, যেন বেশী চাপ লাগিয়া রক্তের চলাচল বন্ধ না হয়। গরুর চর্ব্বিদ্বারা লিপ্ত করিয়া আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দিলে, অতি শীঘ্র হালিশ অন্তর্নিবিষ্ট হয়। প্রয়োজন হইলে ইন্দুরের মাংস সিদ্ধ করিয়া মলদ্বারে স্বেদ দেওয়া যায় এবং কচি পদ্মপাতা চিনি সহ বাটিয়া সেবন করান যায়। শূকরের চর্ব্বির ও গরুর চর্ব্বি সঙ্কোচন শক্তি অতি প্রবল।

ইন্দ্রলুপ্ত (টাক)। লোমকূপস্থিত পিত্ত বায়ুর সহিত মিলিত ও প্রকুপিত হইলে, মস্তকের কেশ উঠিয়া যায়, পরন্তু দুষ্টরক্ত ও কফ রোমকূপ (লোমেরছিদ্র) সকলকে অবরুদ্ধ করে বলিয়া পুনর্ব্বার কেশ উদ্গত হইতে পারে না। এই রোগের সংস্কৃত নাম ইন্দ্রলুপ্ত বা রুহ্যা,—চলিতনাম টাক। এই রোগ সকলেরই সুপরিচিত।

চিকিৎসা। রোগ প্রকাশ পাইলে, ডুমুরপাতাদ্বারা ব্যাধিত-স্থান (টাক) ঘসিয়া কুঁচের প্রলেপ দিবে। কুঁচ দুগ্ধে বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিতে হয়। রসাঞ্জন বাটিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা হাতীর দাঁত ভস্ম করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পুনর্ব্বার কেশোদ্গম হয়। গোক্ষুর, তিলপুষ্প, মধু ও ঘৃত বাটিয়া লেপ দিবে। কেশ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিলে, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, সূর্য্যমুখী, তিল, গব্যঘৃত, গব্যদুগ্ধ ও ভীমরাজ একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে কেশ গাঢ়, দৃঢ়মূল, আয়ত ও কুঞ্চিত হয়। যষ্টিমধু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অগ্রে দুগ্ধে বাটিয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে।

দারুণক। বায়ু ও কফের প্রকোপে কেশভূমি রুক্ষ, কর্কশ ও কণ্ডু-যুক্ত হইলে, তাহাকে দারুণক কহে। ইহা সকলেরই পরিচিত রোগ, চলিত কথায় ইহাকে রুখী, রুসী বা খুস্কী কহে। ইদানীং ধাতু-দৌর্ব্বল্য ও রক্তদুষ্টি হইতে প্রায়শঃ এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। নারিকেল তৈল এক পোয়া, ভীমরাজের রস এক পোয়া ও কুঁচফল-চূর্ণ এক ছটাক একত্র জাল দিবে এবং জল শুকাইয়া গেলে নামাইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে রোগ সারে।

পলিত। ক্রোধ, শোক ও শ্রমজনিত শরীরোষ্মা ও পিত্ত কেশভূমিকে আশ্রয় করিয়া অকালে কেশ পাকায়, ইহাকে পলিত বা চুলপাকা কহে। ঐ সকল কারণ ব্যতীত আরও অনেক কারণে চুল পাকিতে পারে; ধাতুদৌর্ব্বল্য ও রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নানা কারণে শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়িলে অকালে চুল পাকে। পরন্তু ঐ সকল কারণেই যেন ইদানীং অকালপলিতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। রক্তদুষ্টি ও ধাতুদৌর্ব্বল্য হইতে কেশ পাকিলে, সুবাসিততৈল মর্দ্দনে কোনই উপকার হয় না, তবে সুগন্ধিতৈল, তিল-তৈল বা নারিকেলতৈলে প্রস্তুত হয় বলিয়া মস্তক একটু ঠাণ্ডা রাখে, এই পর্য্যন্ত। ধাতু-দৌর্ব্বল্য-জনিত হইলে ধাতুপোষক বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত বা অমৃতপ্রাশ ঘৃত ও বৃহৎ চিন্তামণি বা ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি প্রভৃতি সেবন করাইবে ও তৎসঙ্গে ধাতু-পোষক বলাতৈল বা পুষ্পরাজ-প্রসারিণী তৈল মস্তকে মর্দ্দনের ব্যবস্থা

করিবে। রক্তদোষ থাকিলে, রক্তশোধনের জন্য মশল্লার জল প্রয়োগ করিবে। কথা এই—মূলরোগ নষ্ট না হইলে, কেবল সুগন্ধিতৈল মর্দ্দনে কোনই উপকার হয় না। চুল পাকার কারণ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, হয় রক্ত-দোষ আছে, নয় ধাতুদৌর্ব্বল্য আছে।

পদ্মিনীকণ্টক। ত্বকের উপর কণ্টকের ন্যায় মাংসাঙ্কুর উদ্গত হইলে, তাহাকে পদ্মকাঁটা কহে। ইহা সর্ব্বজন পরিচিত ব্যাধি। জলপদ্মের ডাটা পোড়াইয়া জলসহযোগে প্রলেপ দিবে অথবা কচি নিমপাতা ও সোঁদালপাতা বাটিয়া লেপন করিবে।

ন্যচ্ছ (ছুলী)। গাত্রে অল্প বা বহু আয়তনবিশিষ্ট শুক্লবর্ণ বা ক্বচিৎ শ্যামবর্ণ মণ্ডল উৎপন্ন হইলে, তাহাকে ছুলী বা ছোঁদ কহে। ইহাতে বেদনা থাকে না, কিন্তু কণ্ডূয়ন বর্ত্তমান থাকে—চুলকাইতে চুলকাইতে কিছু কিছু মরামাস উঠে।

চিকিৎসা। শ্বেতচন্দন ঘসা, হরিতাল, সোহাগার খৈ ও নিমের কচি পাতা সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। যদি ইহাতে আরোগ্য না হয়, তবে বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, অম্লবেতস ও যজ্ঞডুমুর ; এই পঞ্চবৃক্ষের ক্ষীর বা আঠা লাগাইবে। পাঁচটি একসঙ্গে না পাইলে, ২। ৩ টি যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের ক্ষীর লাগাইবে।

দদ্রু। কুষ্ঠরোগে দদ্রু উল্লেখ করা গিয়াছে, কারণ দদ্রু ক্ষুদ্রকুষ্ঠ-মধ্যে পরিগণিত। দদ্রু সামান্য রোগ নহে, অনেক সময়ে নানাপ্রকার ঔষধেও আরোগ্য হয় না ; পরন্তু যথাসময়ে চিকিৎসা না করাইলে ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এই প্রকার দদ্রু সহজসাধ্য নহে। রক্তদোষ হইতে ক্রমশঃ ইহা উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় পঞ্চনিম্ব সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত। মালিশের জন্য বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত গর্জ্জনতৈল প্রয়োগ করিলেই চলে। ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দদ্রু প্রকাশ পাইলে এবং উক্ত মালিশের ঔষধে রোগ না সারিলে চাউলমুগরার তৈল ও বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে।

ঘামাচি। ঘামাচি, কণ্ডূ বা চুলকনা উৎপাদন শ্লেষ্মার কার্য্য, গাত্রে-চন্দন ঘসা লেপন ও বিশুদ্ধ গন্ধক সেবন করিলে, মহোপকার দর্শে।

পাঁচড়া। বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে।

মসূরিকা-চিকিৎসা।

(বসন্ত, পানিবসন্ত ও হাম অর্থাৎ স্মলপক্স, চিকেনপক্স ও মিজ্‌ল্‌স্‌।)

বাতিক মসূরিকার লক্ষণ। বাতিক বসন্তের পিড়কা বা গুটীসকল শ্যাম বা রক্তবর্ণ, রুক্ষ (চাক্‌চিক্যবিহীন), তীব্র বেদনাযুক্ত ও কঠিন এবং বিলম্বে পাকে। এই রোগে রোগীর সন্ধি ও অস্থি-সমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কাস, কম্প, অস্থিরতা, ক্লান্তি, তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বার শুষ্কতা, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি বায়ুপ্রধান উপসর্গ প্রকাশ পায়।

পৈত্তিক মসূরিকার লক্ষণ। পৈত্তিক বসন্তের পিড়কা বা গুটী-সকল রক্ত বা পীতবর্ণ, অত্যন্ত দাহ ও তীব্রবেদনাযুক্ত হয় এবং শীঘ্র পাকে। এইরোগে রোগীর পাতলা দাস্ত, গাত্র দাহ, পিপাসা, মুখ-পাক, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং তীব্রজ্বর প্রভৃতি পিত্তপ্রধান উপসর্গ সকল প্রকাশ পায়।

শ্লৈষ্মিক মসূরিকার লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক বসন্তের গুটী সকল শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ, স্নিগ্ধ (চাক্‌চিক্যযুক্ত), অতি বৃহৎ, চতুর্দ্দিকে ঘামাচির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি দ্বারা পরিবৃত ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়। ইহা অধিক বিলম্বে পাকে। এই রোগে রোগীর মুখ বা নাক হইতে কফস্রাব, শরীরের গুরুতা, আর্দ্রতা (শরীর ভিজা ভিজা বোধ হওয়া), মস্তকে বেদনা, বমনেচ্ছা, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য এই সকল শ্লৈষ্মিক উপসর্গ প্রকাশ পায়।

রক্তজ মসূরিকার লক্ষণ। রক্তজ বসন্তের গুটী সকলের লক্ষণ ও রোগের উপসর্গ পৈত্তিক বসন্তের ন্যায় এবং জ্বর পৈত্তিক জ্বরের লক্ষণসদৃশ, কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই।

সান্নিপাতিক মসূরিকার লক্ষণ। সান্নিপাতিক বসন্তের গুটীসকল চিড়ার মত চেপ্টা ও বিস্তৃত এবং ঐ গুটীর মধ্যস্থান নিম্ন হইয়া থাকে; পরন্তু ঐ গুটীগুলি নীলবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং অতি বিলম্বে বা দীর্ঘকালে পাকে ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ পূয নির্গত হইয়া থাকে। এইরোগে সন্নিপাত জ্বরের ন্যায় নানা উপদ্রবযুক্ত জ্বর হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক জ্বরে যেমন ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সন্নিপাতজ রোগমাত্রেই বায়ু, পিত্ত

ও কফ এই দোষত্রয় প্রকুপিত হয় বলিয়া যখন যে দোষ প্রবল হয়, তখন সেই দোষের প্রকোপলক্ষণ প্রকাশ পায়। বসন্তরোগও সন্নিপাতজ হইলে, নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পায়, আবার তৎসঙ্গে বসন্তের গুটীসকলও নানাবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে, কখনও বা প্রবালের ন্যায় লাল কখনও বা জামফলের ন্যায় কালো, কখনও লৌহজালের ন্যায় বর্ণযুক্ত এবং কখনও বা তমাল ফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত বসন্তের অসাধ্য লক্ষণে যতগুলি উপসর্গ বর্ণিত হইবে, তাহার প্রায় সমস্ত উপসর্গই সন্নিপাতজ বসন্তে উপস্থিত হয়, সুতরাং সান্নিপাতিক বসন্ত অসাধ্য।

ত্বক্‌গতা বা চর্ম্মজা মসূরিকার লক্ষণ। চর্ম্মদলনামক এক প্রকার মসূরিকা আছে, তাহাতে রোগীর কণ্ঠরোধ, অরুচি, তন্দ্রা, প্রলাপ ও অস্থিরতা বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। এই রোগ অতি কষ্টসাধ্য।

রোমান্তীর লক্ষণ। শরীর রোমাঞ্চিত হইলে, লোমকূপ সকল যেরূপ উন্নত হয়, সেই প্রকার উচ্চ ও রক্তবর্ণযুক্ত পিড়কা সর্ব্বাঙ্গে জন্মিলে, তাহাকে রোমান্তী অর্থাৎ হাম কহে। কফ ও পিত্ত দূষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয়। জ্বর, কাস, অরুচি এই রোগের প্রধান লক্ষণ বা উপসর্গ। তদ্ব্যতীত কফ ও পিত্ত দুষ্টির অন্যান্য লক্ষণ অর্থাৎ দাহ, গা-ব্যথা প্রভৃতিও এই রোগে প্রকাশ পায়।

রসগত মসূরিকার লক্ষণ। রসগত বসন্তকে চালিত কথায় পানি-বসন্ত বা জলবসন্ত কহে। এই রোগে জলবুদ্বুদের ন্যায় আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট গুটী উৎপন্ন হয় এবং তাহা বিদীর্ণ হইলে, জলস্রাব হয়। গুটিকাগুলি রস বা জলপূর্ণ হয় বলিয়া, ইহাকে পানি বা জলবসন্ত কহে। ইহাতে দোষের প্রকোপ অতি অল্পই প্রকাশ পায়।

রক্তগত মসূরিকার লক্ষণ। রক্তগত বসন্তে গুটীসকল রক্তকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, সুতরাং গুটী সকল রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় ও শীঘ্র পাকে, গুটীর চর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম বা পাতলা এবং বিদীর্ণ হইলে, তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়। ইহা সুসাধ্য।

মাংসগত মসূরিকার লক্ষণ। মাংসগত বসন্তের গুটী সকল কঠিন ও

স্নিগ্ধ অর্থাৎ চক্‌চকে হয়, বিলম্বে পাকে এবং গুটীর চর্ম্ম স্থূল হয়। এই রোগে রোগীর গাত্র-বেদনা, কণ্ডূ, জ্বর ও তৃষ্ণা হয়। এই রোগ কষ্টসাধ্য।

মেদোগত মসূরিকার লক্ষণ। বসন্ত মেদ-ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে, গুটীসকল গোলাকার, কোমল, অল্প উচ্চ, স্থূল ও বেদনা-বিশিষ্ট হয় এবং রোগীর প্রবল জ্বর, অস্থিরতা, মোহ ও গাত্র-সন্তাপ উপস্থিত হয়। ইহাও অসাধ্য, কেহ কেহ এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে।

অস্থি ও মজ্জাগত মসূরিকার লক্ষণ। বসন্ত অস্থি ও মজ্জা আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে, গুটীসকল ক্ষুদ্র, গাত্রসমবর্ণবিশিষ্ট, রুক্ষ ও দেখিতে কিয়দংশে চিড়ার মত আকৃতিবিশিষ্ট হয়। পরন্তু এই রোগে রোগীর মোহ, অস্থিরতা ও মর্ম্ম স্থান সকল ছিন্নবৎ এবং অস্থিসকল ভ্রমর কর্ত্তৃক বিদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহাতে রোগীর জীবন শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শুক্রগত মসূরিকার লক্ষণ। বসন্ত শুক্র ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে, গুটীসকল স্নিগ্ধ (চাক্‌চিক্যশালী), অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও পূয-পূর্ণ পক্ক পিড়কার ন্যায় শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়। এই রোগে রোগীর শরীর আর্দ্র (ভিজা ভিজা), মোহ, গাত্র-দাহ, অস্থিরতা ও ক্ষিপ্ততা উপস্থিত হয় এবং রোগী অচিরে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে।

মসূরিকার সুখসাধ্য লক্ষণ। রসগত (পানিবসন্ত), রক্তগত পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক বসন্ত সুখ-সাধ্য।

মসূরিকার কষ্টসাধ্য লক্ষণ। বাতিক, বাতপৈত্তিক ও বাতশ্লৈষ্মিক-বসন্ত কষ্টসাধ্য।

মসূরিকার অসাধ্য লক্ষণ। সান্নিপাতিক বসন্তে গুটীসকলের বর্ণ প্রবাল, তমাল-ফল, জাম ও লৌহের ন্যায় হইলে তাহা অসাধ্য। এতদ্ব্যতীত বসন্তরোগীর কাস, হিক্কা, মোহ, প্রবল জ্বর, অত্যধিক প্রলাপ, অস্থিরতা, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, গাত্র-দাহ, দেহ বা মস্তকঘূর্ণন, চক্ষু ও মুখ নাক হইতে রক্ত-স্রাব, কণ্ঠে ঘর্ ঘর্ শব্দ ও বেদনার সহিত শ্বাস-ত্যাগ এই সকল উপসর্গ থাকিলে, রোগ অসাধ্য। সান্নিপাতিক বসন্তে প্রায়শঃ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বসন্তরোগের বিস্তৃত বিবরণ।

সংস্কৃতে যাহাকে মসূরী বা মসূরিকারোগ কহে, চলিত কথায় তাহাকে বসন্তরোগ বলা যায়। বসন্ত এক প্রকার বিশিষ্ট বীজ জনিত দেশব্যাপী সংক্রামক ব্যাধি। কি প্রকারে ঐ বীজ সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া বসন্ত উৎপাদন করে এবং সেই বীজ আবার কি প্রকারেই বা একদেহ হইতে অন্যদেহে প্রবেশ করে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে ;—

বসন্তবীজের সৃষ্টি ও পুষ্টি। নানাকারণে বসন্তবীজের সৃষ্টি হয়। কটু ও অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য, ক্ষার দ্রব্য ও বিরুদ্ধ ভোজন, আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, দূষিত শিম ও শাক ভক্ষণ, দূষিত জল পান ও দূষিত বায়ু-সেবন এই সকল কারণে দোষ প্রকুপিত ও দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসূরের (মসূর কলাইয়ের) আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট যে পিড়কা উৎপাদন করে, তাহাকে মসূরী বা বসন্ত কহে। বসন্তরোগোৎপত্তির যে সকল পান ভোজনাদি কারণ উক্ত হইল, ঐ সকল কারণের সহায়তায় প্রথমতঃ পিত্ত প্রকুপিত হয়, অনন্তর, ঐ দুষ্ট পিত্ত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রক্তকে দূষিত করে, পরে সেই দুষ্ট রক্ত ও পিত্ত ত্বকে উপস্থিত হইয়া গুটী উৎপাদন করে। এই সকল গুটীর মধ্যে কোনটীর আকার মসূরের ন্যায়, কোনটির আকার মুগের ন্যায় এবং কোনটির আকার মাষকলায়ের ন্যায়, এইরূপে শরীরাভ্যন্তরে বীজ সৃষ্ট ও পুষ্ট হইলেও গুটি উৎপাদন-কার্য্য সময়-সাপেক্ষ, এইজন্য রোগ কয়েকদিন পর্য্যন্ত গুপ্তাবস্থায় থাকে এবং কোন শরীরে বীজাধান করিলেও অর্থাৎ টীকা দিলেও দুই এক দিনেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। অনন্তর ক্রমশঃ রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন মাথা ধরে, মাথা ও শরীর ভার বোধ হয়, চক্ষু ছল ছল ও মুখ রসে টল টল করিতে থাকে, ক্ষুধা কমিয়া যায় বা একেবারেই থাকে-না, সুতরাং খাইতে ইচ্ছা হয় না, কিছুই ভাল লাগে না, কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না—সর্ব্বদা অশান্তিবোধ হইতে থাকে, সুনিদ্রা হয় না, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বলবোধ হয়, নানাপ্রকার বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দর্শন হয়, শরীরের বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটে, চক্ষু, মুখ ও সর্ব্বাঙ্গ ঈষৎ লোহিত বর্ণ দৃষ্ট হয়, রোগের

প্রবল আক্রমণের পূর্ব্বে প্রায়শঃ ত্বক্ অত্যন্ত লাল ও স্ফীত হয় এবং এই সকল উপসর্গের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও জ্বরাক্রমণে কম্প প্রকাশ পাইয়া থাকে। জ্বর সর্ব্বত্রই প্রবল হয় না, দোষ প্রকোপের ন্যূনাধিক্য অনুসারে জ্বরের বেগও অল্পাধিক হয়। এই রোগে শিশু ও বালকদিগের আক্ষেপ প্রকাশ পায়, কাহারও কাহারও গলায় বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। বসন্তের এই সকল পূর্ব্বলক্ষণ প্রায়শঃ দুই দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে ও তৃতীয় দিবসে গুটী বহির্গত হয়, কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হইতে দেখা যায়; চতুর্থ, পঞ্চম ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম দিবসেও গুটী বাহির হইয়া থাকে। বীজে বসন্তের তীব্র প্রভাব বর্ত্তমান থাকিলে গুটীও সত্বর এবং অধিক সংখ্যক উদ্গত হয়। প্রথমে কপালে ও হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল দাগ দেখা দেয়, অনন্তর ক্রমশঃ সেগুলি দলে দলে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত অঙ্গ আবৃত করিয়া ফেলে। সচরাচর ঐ সকল গুটিকার সংখ্যা ১০০ হইতে ৩০০ শত, কিন্তু সময় সময় সহস্রপর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল, মস্তক এবং কণ্ঠদেশে গুটী অধিক সংখ্যায় উদ্গত হয়। এইপ্রকার বসন্তকে দোষজ বলা যাইতে পারে।

গুটিকার সংখ্যা তিন শতেরও অধিক হইলে, রোগীর অবস্থা প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠে, ঐ অবস্থায় জ্বরের বেগ প্রায়ই অত্যন্ত প্রবল হয়, সর্ব্বদা বমনোদ্বেগ, গাত্রে বেদনা, প্রলাপ, মূর্চ্ছা ও অস্থিরতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, এমন কি সময় সময় সংজ্ঞা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু অল্প সংখ্যক গুটী বহির্গত হইলে, জ্বর অথবা অন্যান্য উপসর্গের তাদৃশ প্রবলতা দৃষ্ট হয় না এবং রোগীও অনায়াসে মুক্তিলাভ করে। কোন কোন রোগীর মুখগহ্বরে বা কণ্ঠনলীতে গুটী উদ্গত হয় ও তজ্জন্য সর্ব্বদা শ্লেষ্মসংযুক্ত থুথু নির্গত হইতে থাকে, পরন্তু গলাধঃকরণেও অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়, আহার গ্রহণে ও কথা কহিতে পর্য্যন্ত নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়ে। নাক, মুখ ও চক্ষুতে ফুলা প্রকাশ পায়, চক্ষু অত্যন্ত কোমল বলিয়া অক্ষিপল্লব স্ফীত হয় ও ঝুলিয়া পড়ে। শ্বাস-বহা নলীতে হইলে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ হয় এবং শ্বাস, কাস ও স্বর-ভঙ্গ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গুটী বহির্গত হইবার দুই এক দিন পরেই গুটীগুলির প্রায় অধিকাংশ পূর্ণাবয়ব-প্রাপ্ত ও অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণভাবাপন্ন হইয়া উঠে; তখন উহার উপরে

অঙ্গুলি চালনা করিলে, সর্ষপের মত ক্ষুদ্র একটি গুটীর ন্যায় অনুভূত হয়; কিন্তু গুটী পাকিতে আরম্ভ করিলে, ঐ কঠিন মধ্যভাগ নিম্ন হইয়া পড়ে। তিন দিবসের পরই পূয সঞ্চার হয় এবং পূয সঞ্চার হইলেই ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রায়শঃ আট নয় দিনের মধ্যে গুটিকা পরিপক্ক হয়, কদাচিৎ তদপেক্ষা বেশী সময়ও লাগে। পক্ক হইলে, গুটীকা কখনও কখনও স্বয়ং বা আপনা আপনি বিদীর্ণ হয়, আবার কখনওবা গুটিকা কণ্টকাদির সাহায্যে বিদ্ধ করিয়া পূযাদি নিঃসারণ করিতে হয়। পূযাদি নিঃসরণের পর ব্রণ-স্থান মামড়ী দ্বারা আবৃত হয় এবং মামড়ী উঠিয়া গেলে ক্ষতস্থান লোহিত-বর্ণ ধারণ করে। গুটিকা বিদীর্ণ না হইয়া সময় সময় আপনা আপনি শুষ্ক হইয়া যায়।

বসন্তবীজের সংক্রমণ। উক্ত নানাকারণে প্রথমে বসন্তবীজের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়, তৎপর ক্রমশঃ তাহা এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমণ করে। বসন্তের বীজ বসন্তরোগীর গুটিকা ও শোণিত মধ্যে অবস্থিতি করে এবং রোগীর গাত্র সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস গ্রহণ, তাহার শয্যায় শয়ন, আসনে উপবেশন-কিম্বা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ব্যবহার, এই সকল কারণে বীজ এক দেহ হইতে অন্য দেহে প্রবেশ করে। এইরূপে বীজ ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। এই বসন্তকে আগন্তুক বসন্ত বলা যায়।

রোগ-প্রবণতা। যাহাদের কখনও বসন্তরোগ উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদের শরীর স্বভাবতঃ বসন্ত-রোগপ্রবণ, কিন্তু একবার ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া আরোগ্যলাভ করিলে, রোগপ্রবণতা বিনষ্ট হয় ও তাহাকে প্রায়শঃ দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হইতে দেখা যায়না, বা কদাচিৎ দৃষ্ট হইলেও দ্বিতীয় আক্রমণে জীবন নষ্ট হয় না; একারণে রোগ প্রবণতা বিনষ্ট করিবার জন্য টীকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। একবার রোগাক্রান্ত হইয়া আরোগ-লাভ করিলে তো কথাই নাই, কিন্তু টীকা দ্বারাও রোগ-প্রবণতার আশঙ্কা অনেকাংশে দূরীভূত ও বসন্তের আক্রমণ ব্যর্থ হইতে পারে। টীকা দুই প্রকার, বাঙ্গলা ও ইংরাজী টীকা। বাঙ্গালা টীকা রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে যেরূপ সমর্থ, ইংরাজী টীকা তদ্রূপ নহে, তবে দুই তিন বৎসর অন্তর একবার

করিয়া টীকা লইলে এবং উপর্য্যুপরি অন্ততঃ দুই তিনবার টীকা গ্রহণ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে উদ্দেশ্য-সিদ্ধ হইতে পারে।

রোগের প্রকার ভেদ। বসন্ত রোগ পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ও রক্তজ। পূর্ব্বরূপের পরই রোগের রূপ বা লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন লক্ষণ দৃষ্টে বাতপিত্তাদি কোন্ দোষের প্রকোপে রোগটি উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রকুপিত বাতাদি দোষ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতুর কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়াছে কি না, তাহা স্থির করিতে হয়। সপ্ত ধাতুর মধ্যে কোন একটীকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে, তাহাদিগকে রসজ, রক্তজ, মাংসজ, মেদোগত, অস্থিগত, মজ্জাগত ও শুক্রগত বসন্ত কহে। বসন্তরোগ দোষজই হউক বা ধাতুগতই হউক রোগোৎ-পাদকদোষের প্রকোপ-লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পায়, কিন্তু দোষ যদি রসাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া রোগ উৎপাদন করে, তাহা হইলে, অতিরিক্ত আরও কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বায়ু প্রকুপিত হইয়া রক্তধাতুকে আশ্রয় করিয়া বসন্ত উৎপাদন করিলে, বাতিক বসন্তের লক্ষণও প্রকাশ পায়, অধিকন্তু রক্তজ বসন্তের লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই প্রকার যে কোন দোষ যে-কোন ধাতুকে আশ্রয় করিলে, দোষ ও ধাতু উভয়ের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিশিষ্ট লক্ষণ। বাতিক বসন্তে গুটী পৃথক্ পৃথক্ বা এক সঙ্গে দুই তিনটি নানা আকারে উদ্গত হয়, বায়ুর বৈষম্যহেতু আকার বা বর্ণ কিছুরই স্থিরতা থাকে না। গুটিকা স্পর্শ করিলে ঈষৎ কঠিন ও দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, অস্থি ও সন্ধিস্থানে বাতজন্য বেদনা ও বাতিক জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। পৈত্তিক-বসন্তে গুটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া উঠে, এক সঙ্গে ২।৩টি জড়াইয়া উঠে না, গুটীর আকৃতি গোলাকার বা অণ্ডাকার, বর্ণ লাল বা ঈষৎ পীতাভ, গুটীতে অত্যন্ত জ্বালা ও তীব্র বেদনা অনুভূত হয় এবং গুটী শীঘ্র পাকিয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত গাত্রদাহ, পিপাসা, অস্থিরতা ও মলভেদ প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দেয়। শ্লৈষ্মিক বসন্তে গুটীগুলি শ্বেতবর্ণ, বৃহৎ ও কোমল হয়। রক্তজ বসন্তের লক্ষণ পৈত্তিক বসন্তের সমতুল্য। সান্নিপাতিক বসন্তের গুটীসকল নানাবর্ণের ও

নানা আকারে হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থায় মারাত্মক লক্ষণ ও নানা উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

চিকিৎসা ও ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে বক্তব্য। বসন্তরোগের চিকিৎসাসম্বন্ধে মত-ভেদ দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য উহার চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদবিশারদগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, চিকিৎসাদ্বারা বসন্তরোগ প্রশমিত হয় না, সুতরাং ঐ রোগের চিকিৎসা নিষ্ফলা। আবার কেহ কেহ বলেন, রোগের চিকিৎসা যথারীতি করা উচিত। এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়,—কেহ কেহ বলেন, বসন্তরোগে ঔষধ প্রয়োগদ্বারা রোগের কিছুমাত্র প্রতীকার হয় না, আবার কেহ কেহ বলেন, ঔষধ প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য, ঔষধের ফল অবশ্যই ফলে এবং রোগেরও প্রতীকার হয়। এক্ষণে প্রশ্ন এই—কোন্ পক্ষের সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা উচিত? আমরা অবশ্য চিকিৎসা ও ঔষধ-প্রয়োগেরই পক্ষপাতী, কারণ মানব কর্ম্ম করিতেই জগতে প্রেরিত হইয়াছে, কর্ম্মব্যতীত সে কখনও নিশ্চিন্ত বা উদাসীন থাকিতে পারে না। কোন্ কোন্ কার্য্যে মানবের কতটুকু শক্তি আছে, বিচারবুদ্ধি বা তর্কদ্বারা তাহার সুমীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ একদিকে কার্য্যবিশেষে মানবের অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পায়, আবার অপরদিকে কার্য্যবিশেষে তাহার শক্তি অতি তুচ্ছ নগণ্য বলিয়া মনে হয়,—ইলেক্‌ট্রিক ট্রামওয়ে, কলের গান ও বিনা তারে টেলিগ্রাফের কথা মনে হইলে, মনুষ্যের অসাধ্য কোন কর্ম্মই জগতে নাই, এমনই মনে হয়; কিন্তু আবার যখন দেখা যায়, অতি তুচ্ছ একটা সাধারণ কার্য্য মানুষ করিতে পারে না;—একগাছা পাকাচুল কালো করিতে সক্ষম হয় না, তখনই মনে হয়, সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া যে বিষয়ে যাহাকে যতটুকু শক্তি দান করিয়াছেন, তদতিরিক্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আর একটা কথা এই—চিকিৎসক আয়ুঃ প্রদান করিতে সক্ষম নহেন, কিন্তু রোগ-প্রশমন করিতে সক্ষম; সুতরাং মৃত্যুজ্ঞাপক অরিষ্টলক্ষণ প্রকাশ, পাইলেও অন্ততঃ রোগীর রোগ-যন্ত্রণা লাঘবের জন্যও ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। এই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কোন রোগই হউক এবং রোগীর যতদূর সঙ্কটাপন্ন অবস্থাই হউক, চিকিৎসার ফলাফল

ভগবানের প্রতি সমর্পণ করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। এরোগ সারেনা বা এরোগী বাঁচিবে না, এসকল কাযের কথা নহে।

বসন্ত-চিকিৎসা-বিধি।

বসন্তরোগে গুটী উদ্গত হইবার পূর্ব্বে প্রায়শঃ জ্বর প্রকাশ পায়, কিন্তু কেবলমাত্র জ্বর বা পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই তদ্দ্বারা রোগ নির্দ্ধারণ করা যায় না, অন্ততঃ গুটিকার স্চনা না হইলে, বসন্তরোগ জন্মিবে, এরূপ কল্পনাও করা যায় না, তবে গ্রাম, নগর বা জনপদে বসন্তের প্রাদুর্ভাব থাকিলে যদি জ্বর হয়, তাহা হইলে, অবিতেরও রোগ জন্মিতে পারে, আনু-মানিক এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কেহ কেহ বলেন,—সন্দেহস্থলে কোন ঔষধই প্রয়োগ করা উচিত নহে, বসন্তরোগ জন্মিবে কি অন্যরোগ জন্মিবে, তাহারই যখন নিশ্চয়তা নাই, তখন অগ্রেই বসন্তরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা কি? আবার অনেকে বলেন, বসন্ত উঠিবে কি না, তাহা দুই চারি দিন না দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু রোগ নির্দ্ধারণ না হইলেও, এরূপ চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে, যাহাতে বসন্ত উঠিলেও উপকার হইবে এবং না-উঠিলেও কোন অপকার হইবে না, অধিকন্তু তদ্দ্বারা রোগীর জ্বর আরোগ্যের সাহায্য হইবে। বসন্তরোগের কোন অবস্থায়ই তীব্র বিষাক্ত অথবা শোষক-গুণবিশিষ্ট কোনও ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। তবে রোগীর বিকার উপস্থিত হইলে, মৃগনাভি বা তৎসংযুক্ত ঔষধ অবশ্যই ব্যবস্থা করা যায়। অনেকে মনে করেন, মৃগনাভি বায়ুবর্দ্ধক, এজন্য বসন্তবিকারে ব্যবস্থা করা উচিৎ নহে, কিন্তু একথা সত্য নহে, মৃগনাভি বায়ু নাশক, একটু শোষণগুণবিশিষ্ট বা উষ্ণ বীর্য্য হইলেও বায়ু বা পিত্তবর্দ্ধক নহে, বরং তিক্ত বলিয়া পিত্ত-নাশক এবং উষ্ণবীর্য্য বলিয়া শ্লেষ্ম-নাশক। ঐজন্যই বাত-শ্লেষ্মজনিত-বিকারে বা সন্নিপাত বিকারে, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা তিন দোষেরই প্রকোপ-বৈষম্যকে বিদূরিত করিয়া শমতা উৎপাদন করে। মৃগনাভির গুণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—কস্তূরী—কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, ক্ষারযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক ও গুরুপাক। ইহা কফ, বায়ু, বিষদোষ, বমি, শীত, দুর্গন্ধ, শোষরোগ,

আক্ষেপ ও হিক্কা নিবারক, পরন্তু ঘর্ম্মকারক, মূত্রক্ষারক, কামোদ্দীপক, বলকারক ও কিঞ্চিৎ মাদকগুণবিশিষ্ট।

বসন্তের পূর্ব্বরূপকে প্রথমাবস্থা, গুটিকা উদ্গত হইলে, দ্বিতীয় অবস্থা, গুটিকার পচ্যমান অবস্থাকে তৃতীয় অবস্থা ও পক্কাবস্থাকে চতুর্থ অবস্থা বলা যাইতে পারে।

প্রথমাবস্থা। জ্বর বা সর্দ্দির ভাব দেখা দিলেই স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস বা কফ-চিন্তামণি প্রয়োগ করিবে অথবা জ্বর প্রবল এবং প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, কস্তূরীভূষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই সকল ঔষধ সাধারণ ঔষধের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য, প্রায়শঃ প্রস্তুতও থাকে, সুতরাং সংগ্রহ করিতে কষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত কেবল স্বর্ণসিন্দুর বা উৎকৃষ্ট রসসিন্দুর প্রয়োগ করিলেও চলে। অবস্থা-ভেদে এই সকল ঔষধের অনুপান কল্পনা করিয়া লইবে। তুলসীপাতাররস বা পানের রস সাধারণ অনুপান, তবে অত্যন্ত গা-ব্যথা প্রভৃতি শ্লেষ্মার প্রকোপ-জনিত কোন উপসর্গ থাকিলে, আদা, বেলপাতা ও ওকড়ার রসের সহিত প্রয়োগ করা যায়। দিবারাত্রির মধ্যে তিন চারিবার প্রয়োগ করিতে হয়; শ্লেষ্মার প্রবল প্রকোপ না থাকিলে অর্দ্ধমাত্রায় দিলেও চলে। ঐসকল ঔষধের অন্তর্গত সিদ্ধিবীজ ও ধুতুরাবীজ এরূপভাবে দুগ্ধে সিদ্ধ করা উচিত, যেন টিপিলে গলিয়া যায়। যাবৎ গুটিকার সূচনা না হয়, তাবৎ এই নিয়মে ঔষধ সেবন করাইবে ও অবস্থা-ভেদে জল সাগু, খৈরমণ্ড, মুগ বা বুটের যুষ ও মিশ্রী প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে।

দ্বিতীয়াবস্থা। বসন্তের গুটীর সূচনা হইলে বা কপালে ও হাতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র লাল দাগ দেখা দিলে, অবিলম্বে ঔষধের পরিবর্ত্তন করা উচিত। তখন ঐসকল ঔষধ বন্ধ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বমন ও তৎপরে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। বমন বিরেচনদ্বারা দেহ বিশুদ্ধ হয়, সুতরাং রোগের প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না, স্ফোটকের সংখ্যা হ্রাস পায়, যে গুটীগুলি উঠে, তাহাতে বেদনা ও পূয অল্প হয়, জ্বরবিকারে পরিণত হয় না বা হইলেও প্রায়শঃ মারাত্মক হয় না। বমনের জন্য ১১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত ৩নং বমনযোগ ব্যবস্থা করিবে কিম্বা নিমছাল ও পলতার কাথে মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। বমনের জন্য ময়নাফল অতি উৎকৃষ্ট, ইহাদ্বারা বমন করাইলে,

অন্যান্য বমনকারক দ্রব্যের ন্যায় রোগীর দুর্ব্বলতা, আমাশয়ের উত্তেজনা বা উগ্রতা প্রকাশ পায় না এবং মুখ বিরস বা বিস্বাদ হয় না। বমন-কার্য্যে মদন-ফলের ন্যায় উপকারী ঔষধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তজ্জন্য এই গ্রন্থে বমনার্থ বমন-যোগের মধ্যে মদনফল সংযুক্ত করা হইয়াছে; ইহার চূর্ণও প্রয়োগ করা যায় এবং উহা পেষণ করিয়াও প্রয়োগ করা যায়; বমনের জন্য যে ক্বাথ প্রস্তুত করা যায়, তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, কিন্তু এক্ষণে তাহা অপ্রচলিত। সাধারণনিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ এক্ষণে প্রয়োগ করা হয়। এজন্য বিসর্পরোগে ঐ প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ হিঞ্চাশাকের রস ও মধু কিম্বা করলা অথবা উচ্ছে ইহার কোন একটির পাতার রস ও হরিদ্রাচূর্ণ একত্র করিয়া প্রয়োগ করেন। হিঞ্চার রসে কেবল বমন হয়, কিন্তু করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রসে বমন বিরেচন উভয়ই হয় এবং উহাতে রোগীর বিশেষ ক্লেশ বা আমাশয়ের তাদৃশ উত্তেজনা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি প্রকাশ পায় না। হিঞ্চার রসের মাত্রা ৮ তোলা, প্রক্ষেপ মধু ২ তোলা, করলা বা উচ্ছেপাতার রসের মাত্রা ৮ তোলা ও প্রক্ষেপ হরিদ্রা-চূর্ণ।০ চারি আনা। রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে, বমন করাইবে না; কেবল বিরেচন প্রয়োগ করিবে। যে দিন বমন করান হইবে, সেই দিন আর অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। বমনের পর খৈরমণ্ড পথ্য দিবে। মণ্ডের সহিত বেদানা বা ডালিমের রস মিশ্রিত করা যায়। ২ তোলা কিস্‌-মিস্ অর্দ্ধসের দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ও চট্‌কাইয়া সেই দুগ্ধ ছাকিয়া খৈর মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। গুটিকা উদ্গত হইলেই, দুগ্ধমিশ্রিত পথ্য দেওয়া উচিত, দুগ্ধবিহীন পথ্য কদাচ দেওয়া উচিত নহে। অবস্থা-ভেদে ঘৃতের সন্তলন-করা মুগ বা ছোলার যুষ একবেলা এবং দুগ্ধ ও কিস্‌মিসের ক্বাথসহ খৈরমণ্ড একবেলা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কণ্ঠনালীতে বা মুখ-গহ্বরে গুটিকা উঠিলে, পথ্য গলাধঃ করিতে বা গিলিতে কষ্ট হয়, এরূপ অবস্থায় একমাত্র দুগ্ধ-ও খৈর মণ্ডই উৎকৃষ্ট পথ্য। ঐ অবস্থায় রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কলার নরম পাতা দ্বারা একটি চোঙ্ (চুঙ্গা) প্রস্তুত করিয়া তাহা টাকরার উপরে রাখিয়া আস্তে আস্তে ঐ পথ্য ঢালিয়া দিবে। রোগীর অত্যধিক দাহ থাকিলে, মুগ ও আমলকীর যুষ কিম্বা মটরের যুষ অতি উপকারী। মুগ ও আমলকীর

যুষের বিধান এই—কাঁচা গোটা মুগ ১০ তোলা ও আমলকী ৪ তোলা একত্র করিয়া এরূপ পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিবে যেন মুগ গলিয়া যায়। গলিয়া গেলে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। এক বেলা খৈর মণ্ড ও দুগ্ধ এবং একবেলা মুগের যুষ বা বুটের যুষ পথ্য দিবে। প্রত্যহ একবার পায়রা বা মুরগীর যূষও ব্যবস্থা করা উচিত ; মাংসের যুষ এই রোগে প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য। যে দিন বমন করান হইবে, তাহার পরদিবস হইতে যথারীতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। এই সময়ে একবেলা সিন্দুরযোগ ও একবেলা কজ্জলীযোগ প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে বাতপিত্তাদি ভেদে প্রত্যহ একটি পাচন ব্যবস্থা করিবে। পাচন প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন। বসন্ত, হাম, বিস্ফোট, বিসর্প ও বিদ্রধি প্রভৃতি রোগে ক্বাথ সেবন যেরূপ উপকারী, তদ্রূপ আর কিছুই নহে। বাতিক বসন্তে দশমূলাদি, পৈত্তিকে দ্রাক্ষাদি ও শ্লৈষ্মিকে কিরাতাদি ক্বাথ ব্যবস্থা করা যায়। বাতপিত্তাদি-ভেদে রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে কিম্বা সর্ব্বপ্রকার বসন্তে নিম্বাদি ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়, ইহার ন্যায় বসন্তের ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই বলিলেও চলে। ইহাতে জ্বর প্রভৃতিও প্রশমিত হয় এবং গুটিকাও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আইসে, অধিকন্তু গুটিকা উঠিয়া আবার বসিয়া গেলে, অথবা উঠিতে বিলম্ব হইলে, তাহাও অবিলম্বে নিঃশেষে উদ্গত হয়। এতদ্ব্যতীত অমৃতাদি ক্বাথ, পটোলাদি ক্বাথ বা খদিরাষ্টক ক্বাথ, সর্ব্বপ্রকার বসন্তে প্রয়োগ করা যায়। প্রয়োজন মনে করিলে, দুই বেলা দুইটি ক্বাথ সিন্দুরযোগের অনুপানরূপে প্রয়োগ করা যায় ; এই সকল ক্বাথ পান করিলে অপক্ব বসন্ত বিশোষিত ও প্রশমিত হয় এবং পক্ব বসন্ত শীঘ্র শুষ্ক হয়। কিন্তু বসন্তের পচ্যমান অবস্থা লক্ষিত হইবামাত্রই ঐসকল ঔষধ, পথ্য ও পাচনের পরিবর্ত্তন করিবে। বমনের দুই দিবস পরে বিরেচন দিবে। বিরেচন একদিন বা দুই দিন অন্তর অবস্থা-ভেদে দিবে। উদরে মল সঞ্চিত না থাকে, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে বিরেচন প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক ; বিরেচনের জন্য ত্রিফলার ক্বাথ ও তেউড়ীচূর্ণ যথোচিত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে, তৎপরিবর্ত্তে ক্যাষ্টর অয়েল সেবন করান যায়, মাত্রা—২।০ তোলা।

পচ্যমান বা তৃতীয় অবস্থা। গুটী পাকিবার উপক্রমে বায়ুর প্রকোপ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় গুটী শীঘ্র পাকে না, হয় ত বসিয়া বা

শুকাইয়াও যাইতে পারে, এইরূপ অবস্থা হইলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য, সুতরাং ঐরূপ লক্ষণ লক্ষিত হইলেই অবিলম্বে বায়ুনাশক অথচ পুষ্টিকর পথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। পচ্যমান অবস্থায় গুড়ূচ্যাদি কাথ প্রত্যহ পান করাইবে। এই কাথ পানে গুটী শীঘ্রই পাকে অথচ রোগীর বায়ু বৰ্দ্ধিত হয় না। এতদ্ব্যতীত কুলশুঁঠ চূর্ণ করিয়া ইক্ষুগুড়ের সহিত চাটিয়া খাইতে দিলেও বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে। এই সময় বসন্তজনিত জ্বর-বিকার উপস্থিত না হইলে, ইন্দুকলাবটী প্রয়োগ করিবে, প্রত্যহ সকালে পটোলাদি কাথ ও বৈকালে ইন্দুকলা-বটী প্রয়োগ করিলেই চলে। প্রত্যহ মাংসের যূষ, দুগ্ধ, ঘৃতদ্বারা সন্তলন করা দাইলের যূষ, খৈর মণ্ড বা অন্নমণ্ড পথ্য দেওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

বসন্তে বিকার। বসন্তে জ্বরবিকার উপস্থিত হইলে, রোগীর অবস্থা প্রায়শঃ শোচনীয় হয়। সন্নিপাতজবসন্তে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রবল প্রকোপ থাকিলে, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের এবং ত্রিদোষের প্রবল প্রকোপ থাকিলে, সান্নিপাতিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন রোগী দুগ্ধ পর্য্যন্ত গলাধঃ করিতে পারেনা, ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত প্রকাশ পায়, রোগী মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হয়, অস্থি, সন্ধি ও মস্তকে বেদনা, চক্ষু হইতে জল নির্গমন, নেত্রদ্বয়ের রক্তিমা ও ঘোলা'টে ভাব, তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ অত্যধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় অবিলম্বে কস্তুরীভূষণ (মতান্তরে) প্রয়োগ করিবে। যাবৎ বিকার প্রশমিত না হয়, তাবৎ উহা প্রয়োগ করা উচিত। বসন্ত-বিকারে এই ঔষধের ন্যায় ফলপ্রদ ঔষধ অতি বিরল। ইহা শত শত স্থলে প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই ঔষধের উপকরণ প্রায় সমস্তই বসন্তজনিত জ্বর ও বিকার নাশক, ইহা প্রয়োগে বায়ুর প্রকোপ সম্বৰ্দ্ধিত হয়না অথচ শীঘ্রই বিকার হ্রাস পায়। কাস, শ্বাস, অরুচি ও বমি হইলে, কিম্বা গলাব্যথা, ঔষধ ও পথ্য গ্রহণে অক্ষমতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, অষ্টাঙ্গাবলেহ চাটিয়া খাইতে দিবে। শূল, উদরাধ্মান ও কম্প উপস্থিত হইলে, ঘৃতসন্তলন করা ছাগ বা পাররার যূষ অবশ্যই ব্যবস্থা করিবে। মাংসরসে অরুচি হইলে, অম্ল ডালিমের রস মিশ্রিত করিয়া দিবে। কণ্ঠরোধ হইলে, দাত্যাদি কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিতে দিবে, কাথ অনেক ক্ষণ

মুখে রাখিয়া নাড়া চাড়া করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। কোন্ শরীরে কত গুটী বাহির হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, দোষ-প্রকোপের তারতম্যে গুটীর সংখ্যারও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যে পরিমাণে দোষ প্রকুপিত হয়, গুটিকার সংখ্যাও তদ্রূপ হইয়া থাকে, সুতরাং সমস্ত গুটী বাহির হইল কি না, তাহা বুঝিবার কোনই উপায় নাই। তবে সাধারণ নিয়ম এই—যদি গুটী উঠিবার পর ২।৩ দিনের মধ্যেও সংখ্যাবৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে নিম্বাদি কাথ ব্যবস্থা করিবে। গুটী যথারীতি বাহির না হইলেও রোগীর জীবন-নাশের সম্ভাবনা, আবার অধিক সংখ্যক বহির্গত হইলেও, যন্ত্রণার সীমা থাকে না, উপসর্গ-সকল কঠোরভাবে আক্রমণ করে; এরূপাবস্থায় সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হইলে জয়ন্তী-পাতার চূর্ণ গুটিকার উপরে ছড়াইয়া দিবে, জয়ন্তী পাতার চূর্ণ পুরু কাপড়ে ছাকিয়া একটুকরা পাতলা কাপড়ে বান্ধিয়া পোটলার মত করিবে এবং ঐ পোটলাটি আস্তে আস্তে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বুলাইবে, পরে সর্ব্বাঙ্গ পুরু কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। করতল দ্বারা চূর্ণ মার্জ্জনা করিলেও চলে। অষ্টাঙ্গধূপ ঐ সময়ে প্রয়োগ করিলেও বেশ সুফল পাওয়া যায়। গুটী উঠিতে বিলম্ব হইলে বা বহির্গত গুটী বসিয়া গেলে নিম্বাদি কাথ পান করিতে দিবে ও তেলাকুচার পাতার রস এবং মাখন একত্র করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে। গুটীগুলি পুষ্ট হইলে ও দুই চারিটি পাকিতে আরম্ভ করিলে, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, নিমতৈল কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে নিমপাতা ঘৃতে ভাজিয়া তুলি দ্বারা পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। সিন্দূরযোগ সাধারণতঃ সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু কজ্জলীযোগ বায়ুর রুক্ষতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে প্রয়োগ করিবে না। গুটী অধিক সংখ্যায় প্রকাশ পাইলে, রোগীর শয়ন বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে কষ্ট হয়, সুতরাং তখন যুক্তিপূর্ব্বক শয্যা রচনা করিয়া দিবে। পুরু তোষকের উপর পরিষ্কার চাদর বিছাইয়া তদুপরি রোগীকে শয়ন করাইবে, কিন্তু গুটী গলিয়া গেলে কলার নরম পাতায় মাখন মাখাইয়া তোষকের উপর স্থাপন করিয়া তদুপরি শয়ন করাইবে।

পক্কাবস্থা বা চতুর্থ অবস্থা। গুটিকাগুলি সুপক্ক হইলে, কখনও স্বয়ং বিদীর্ণ হয়, কখনও বা সূক্ষ্মাগ্র কণ্টকের সাহায্যে পূয নিঃসারণ করিতে হয়। কণ্টকের সাহায্যে পূয নিঃসারণ করা অতীব ক্লেশকর ব্যাপার; উহাতে

রোগীর বড়ই কষ্ট হয়, ঐ রূপ না করিলেও ক্ষতি নাই, কারণ, বসন্তের পূয গুটিকার উপরেই সঞ্চিত হইয়া শুষ্ক হয় ও স্বয়ং উঠিয়া যায়। গুটিকা পূয-পূর্ণ হইলেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে, যেন ঐ বীজ বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশিত হইয়া জনপদ ধ্বংস করিতে না পারে। নিমতৈল, পঞ্চতিক্ত ঘৃত বা নিমপাতা ভাজাঘৃত তুলিতে করিয়া গুটীর উপরে সর্ব্বদা লাগাইবে। গুটিকা উদ্গত হইলেই রোগীকে আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত বায়ু ও আলোক রহিত স্বতন্ত্র গৃহে স্বতন্ত্রভাবে রাখিবে ও ঘর বন্ধ রাখিবে; বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত খুলিবে না। বিকার তিরোহিত হইলেই গরম দুগ্ধসহ পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু পান করিতে দিবে, ঐ সময়ে সিন্দূরযোগ বা সর্ব্বতোভদ্র রস, ইন্দুকলাবটী ও পটোলাদি ক্বাথ প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ তিন পদ ঔষধ ও পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিলেই চলে, এতদতিরিক্ত ঔষধের প্রয়োজন হয় না।

উপসর্গ। এই রোগে বাতশ্লেষ্মজ বা সান্নিপাতজ বিকারের ন্যায় নানা-বিধ মারাত্মক উপসর্গ প্রকাশ পায়, সুতরাং ঐ সকল উপসর্গকে প্রশমিত করাই চিকিৎসকের প্রধান কার্য্য। উপসর্গ প্রশমনের জন্য ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত পিপাসা হইলে, মৌরী ও যষ্টিমধু এক টুকরা কাপড়ে বান্ধিয়া জলে ভিজাইয়া ঐ পোটলী চুষিতে দিবে এবং ঐ দুই দ্রব্য জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিতে দিবে। অরুচি প্রবল হইলে, আমরুলশাক ঘৃতে সাঁতলাইয়া অল্প জল ও সৈন্ধবলবণ মিশিত করিয়া একটু একটু লেহন করিতে দিবে। বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে, মধু ও সৈন্ধব কিম্বা সৈন্ধব ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া করাঙ্গুলিতে মাখাইয়া রোগীর জিহ্বা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিবে, ইহাতে শ্লেষ্মা বহির্গত হইয়া যায়। শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে বাসক, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ও মরিচ প্রত্যেকে ৷৷৹ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ পান করাইবে। ইহাতে শ্লেষ্মা তরল হয়। ঐ অবস্থায় পানে একটু পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ বুকে সেক দিবে। কিম্বা পান ও পেঁয়াজ ছেচিয়া তাহার রস কাপড়ে ছাকিয়া ও গরম করিয়া বুকে মালিশ করিবে। ঐ দুই দ্রব্যের স্বরস খাওয়াইলেও উপকার হয়। কাসের বেগ অত্যন্ত প্রবল হইলে এবং তজ্জন্য উৎকাসি প্রকাশ পাইলে বা গলনালী শুড় শুড় করিলে চন্দ্রামৃতরস বা তালীশাদিচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। চক্ষুতে

গুটী উদ্গত হইলে মধুকাদি প্রলেপ ও আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিবে, নচেৎ চক্ষু নষ্ট হইতে পারে। চক্ষুর দৃষ্টি অল্প হইলে, শামুকের জল বা কর্পূর-ভিজান জল চক্ষুর অভ্যন্তরে ফোঁটা ফোঁটা দিবে। সন্নিপাত জ্বরের ন্যায় অন্যান্য উপসর্গের চিকিৎসা করিবে, মুষ্টিযোগই প্রয়োজ্য, তবে তাহা বিষাক্ত বা তীব্র না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কোন কোন উপসর্গ প্রশমনের জন্য মকরধ্বজ প্রয়োগ করা যায়। অতীসারে মুথার রস, উদরাধ্মানে চাউল ধোয়া জল, হিক্কায় মুড়ি বা খৈ ভিজান জল, বমনে খৈ ভিজান জল, গাত্র-দাহতে পটোলের রস, বেদানার রস বা ডালিমের রস, মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইলে যষ্টিমধু ও কিস্‌মিসের কাথ এই সকল অনুপান সহ মকরধ্বজ প্রয়োগ করিবে। বসন্ত-রোগের অন্তে কূর্পর, মণিবন্ধ ও স্কন্ধদেশে শোথের আবির্ভাব হইতে পারে; ঐ অবস্থায় যবচূর্ণ, গমচূর্ণ ও মুগ বা মাষকলাই চূর্ণ সমভাগে লইয়া জলে গুলিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে; ইহাতেই শোথ প্রায়শঃ বসিয়া যায়; যদিনা-বসে, ব্রণ-শোথ নাশক অন্যান্য প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। গুটিকা গলিয়া গেলে, তন্মধ্যে পোকার সঞ্চার না হয়, তজ্জন্য সরলকাষ্ঠ, ধূনা, দেবদারু, চন্দন, অগুরু অর্থাৎ আগরকাষ্ঠ ও গুগ্‌গুলু সমভাগে লইয়া একটি শরায় রাখিয়া রোগীর মস্তক ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ঐ ধূম লাগাইবে। গুটী উঠিলেই প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ধূপ প্রয়োগ করিবে। গুটী হইতে অত্যধিক পূয নিঃসরণ বশতঃ ক্ষতস্থান সর্ব্বদা ক্লেদযুক্ত থাকিলে, পঞ্চবল্কলের সূক্ষ্ম চূর্ণ তদুপরি পুনঃ পুনঃ ছড়াইয়া দিবে। বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও অম্ল-বেতসের ছাল এই পাঁচটীকে পঞ্চবল্কল কহে। সমানভাগে চূর্ণ লইবে। ইহাতে ক্ষত পরিষ্কার ও শুষ্ক হইয়া থাকে। পায়ে অধিক গুটী নির্গত ও তজ্জন্য পায়ে দাহ উপস্থিত হইলে, চাউলের জল দ্বারা পা ধৌত করিবে। চক্ষুতে প্রবলদাহ ও চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে, যষ্টিমধু পরিষ্কার শিলায় বাটিয়া একটুকরা কাপড়ে জড়াইয়া ফোঁটা ফোঁটা রস চক্ষুর অভ্যন্তরে দিবে।

আরোগ্যস্নান। রোগ আরোগ্য হইলে, কাঁচা হরিদ্রা ও কচি নিম-পাতা বাটিয়া রোগীকে মাখাইয়া স্নান করাইবে।

উঠ্‌তি ঝোল, বস্‌তি ঘোল। এই প্রবাদ বাক্য, দেশময় প্রচলিত। এই প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করিয়া অনেকে হাম, বসন্ত ও জল বসন্ত

উঠিলেই কলমীর ঝোল রোগীকে খাইতে দেন। কলমীর ঝোল উপর্য্যুপরি ২।৩ দিন খাইলে, হাম, পানিবসন্ত ও বসন্তের গুটী দলে দলে বহির্গত হয়, মুষ্টি-যোগটি উপকারী, কিন্তু প্রয়োগ করিলে, অনেক স্থলে জ্বরের বেগ বর্দ্ধিত করে, পাতলা দাস্ত করায়; তবে রোগীর শরীর বায়ু পিত্তাধিক হইলে, ঐ সকল উপসর্গ উপস্থিত নাও হইতে পারে। ইহার পরিবর্ত্তে নিম্বাদি কাথ ও ভাজামেথী ভিজান জল প্রযোজ্য। অনেকে পান্তা বা পশ্তি ভাতের জল জ্বরের প্রবলবেগসত্ত্বেও পথ্য দিয়া থাকেন, এরূপ পথ্য সর্ব্বথা অপকারী; এমন কি পরিণামে উহাতে জীবন নষ্ট হইতে পারে। হাম, বসন্ত ও পানিবসন্ত বসিবার সময় অত্যন্ত দাহ ও পাতলা দাস্ত হইলে ঘোল-মিশ্রিত অন্নমণ্ড বা যব-মণ্ড (বার্লি) দেওয়া যাইতে পারে; অল্প ঘোল পান করিতে দিবে অথবা তৎসহ চিড়ারমণ্ড মিশ্রিত করিয়া পথ্য দিবে।

বসন্তরোগে—ঔষধ।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। বসন্তরোগের পূর্ব্বে জ্বর, গাত্র-বেদনা, মাথাভার, মাথাকামড়ানি, হাত-পা কামড়ানি, শরীরের অবসন্নতা, সর্দ্দিতে নাকমুখ বন্ধ, চক্ষু ছল ছল করা, মুখে রসে টল টল করা, চক্ষু, মুখ ঈষৎ ফুলাফুলা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, জ্বরের বেগ অল্পই হউক বা প্রবলই হউক এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কিন্তু গুটিকার সূচনা হইলে প্রযোজ্য নহে। তিন-বেলা তিনবার প্রযোজ্য। অনুপান—তুলসীপাতার রস বা পানের রস ও মধু।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কফচিন্তামণি। স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

কফচিন্তামণি। বিশুদ্ধ হিঙ্গুল, ইন্দ্রযব, সোহাগার খৈ, মরিচ ও দুগ্ধে শোধিত সিদ্ধিবীজ প্রত্যেকে ১ তোলা এবং রসসিন্দূর ৩ তোলা, আদার রসে মর্দ্দন। বটী ৩ রতি।

কস্তূরী ভূষণ। স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস যে যে অবস্থায় প্রযোজ্য, সেই সেই অবস্থায় জ্বরের বেগ অত্যধিক প্রবল হইলে ও তজ্জন্য তন্দ্রা, প্রলাপ, পার্শ্ববেদনা, প্রভৃতি বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষঘসা ও মধু।

কস্তূরী ভূষণ। প্রস্তুতবিধি ৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কজ্জলীযোগ। বসন্তের গুটী উঠিলে, বমন-বিরেচনের পর রোগীকে প্রত্যহ সকালে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে গুটীর সংখ্যাধিক্য ও উপসর্গের প্রভাব হ্রাস হয়, সুতরাং রোগের প্রবল আক্রমণের অল্পতা ঘটে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

কজ্জলীযোগ। প্রস্তুতবিধি ১০৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিন্দুরযোগ। বসন্তের গুটী দেখা দিলে, এই ঔষধ প্রত্যহ বৈকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে গুটীর সংখ্যা হ্রাস হয় ও রোগের প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না এবং অন্যান্য উপসর্গের প্রভাব কমিয়া আইসে।

সিন্দূরযোগ। প্রস্তুতবিধি ১০৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দশমূল ক্বাথ। বাতিক বসন্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গুটিকা পাকিতে আরম্ভ করিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুড়ূচ্যাদি ক্বাথই সমধিক উপকারী।

দশমূল ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দ্রাক্ষাদি ক্বাথ। পৈত্তিক বসন্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করাইবে। গুটিকা পাকিতে আরম্ভ করিলে, এই ক্বাথ সেবন বন্ধ করিবে।

দ্রাক্ষাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কিরাতাদি ক্বাথ। শ্লৈষ্মিক বসন্তরোগে যাবৎ গুটিকা পাকিতে আরম্ভ না করে, তাবৎ এই ক্বাথ প্রয়োজ্য।

কিরাতাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কস্তূরীভূষণ (মতান্তরে)। বসন্তরোগে রোগীর জ্বরবিকার উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষঘসা ও তালের বাগুড়ার রস।

কস্তূরীভূষণ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। গুটী পাকিতে আরম্ভ করিলে, বায়ুর প্রকোপ-বিনাশের জন্য এই ক্বাথ প্রয়োজ্য। ইহার অভাবে দশমূল ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, ইক্ষুমূল ও দাড়িমের খোসা, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অষ্টাঙ্গাবলেহ। বসন্ত, জলবসন্ত ও হাম প্রভৃতি রোগে জ্বরবিকার উপস্থিত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাস বা হিক্কা, ইহার কোন একটি উপসর্গ অথবা উভয়ই এককালে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ চাটিয়া খাইতে দিবে। ঐসঙ্গে, কাস, অরুচি, বমি বা কর্ণরোগ অথবা গলাব্যথা বা পথ্যগ্রহণে অক্ষমতা অথবা ঢোক গিলিতে কষ্ট প্রভৃতি থাকিলে, তাহাও ইহাতে প্রশমিত হয়। এই ঔষধে উপকার না হইলে, শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ইহার পরিবর্ত্তে প্রয়োগ করা যায়। উহা অপেক্ষা শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ সমধিক উপকারী। ইহা গর্ভিণী, প্রসূতি ও শিশু কিম্বা বালকের পক্ষেও মহোপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

অষ্টাঙ্গাবলেহ। কট্‌ফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, আদার রসে মর্দ্দন ও শুষ্ক করিয়া লইবে।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। অষ্টাঙ্গাবলেহ যে যে অবস্থায় প্রযোজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিম্বাদি ক্বাথ। বাতপিত্তাদিভেদে রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে, এই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বসন্ত ও তজ্জনিত জ্বরনাশক, বিশেষতঃ ইহা প্রয়োগে বহির্গত গুটিকা অন্তর্লীন হইলে, তাহাও শীঘ্র উদ্গত হয়। গুটিকা নিঃশেষে বাহির হয় নাই, যদি এরূপ বুঝা যায় অথবা গুটিকার সংখ্যাল্পতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, এই ক্বাথ অবশ্য প্রয়োগ করিবে। কুষ্ঠ, বিস্ফোট ও বিসর্পরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। সকালে বা সন্ধ্যার সময় প্রয়োজ্য। সিদূরযোগ বা কজ্জলীযোগের অনুপানরূপেও প্রয়োগ করা যায়।

নিম্বাদি ক্বাথ। নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদি, পলৃতা, কট্‌কী, বাসকছাল, দুরালভা,

আমলকী, বেণারমূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল-৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদি ক্বাথ। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। বিস্ফোট, বিসর্প, ব্রণ, বসন্ত, হাম, কণ্ডূ ও শীতপিত্ত প্রভৃতি রোগ এবং তজ্জনিত জ্বর-প্রশমনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা স্বতন্ত্ররূপে বা কজ্জলীযোগ কিম্বা সিন্দূরযোগের অনুপানরূপে প্রয়োগ করা যায়। ইহার পরিবর্ত্তে সমগুণবিশিষ্ট পটোলাদি ক্বাথ বা খদিরাষ্টক ক্বাথ প্রয়োগ করিলেও চলে।

অমৃতাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৮২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাদি ক্বাথ। বসন্ত ও হামের যে কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বাসাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পটোলাদি ক্বাথ। রোগীর দাস্ত পরিষ্কারের জন্য অমৃতাদি বা খদিরাষ্টকের পরিবর্ত্তে ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা কটুকী মিশ্রিত, সুতরাং দাস্ত খোলসা রাখে। অধিক কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে কটুকীচূর্ণ বা তেউড়ীচূর্ণ ॥০ আনা মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা বসন্তের সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। বিস্ফোট রোগোক্ত পটোলাদি ক্বাথ প্রয়োগ করিলেও চলে। ইহা সিন্দূরযোগ বা কজ্জলীযোগের অনুপানরূপেও প্রয়োগ করা যায়।

পটোলাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

খদিরাষ্টক। হাম, বসন্ত, পানিবসন্ত, বিসর্প ও বিদ্রধি প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগে ঐ সকল রোগ ও তদানুষঙ্গিক জ্বর অতি শীঘ্র প্রশমিত হয়। ঐ সকল রোগে অতীসার হইলে, এই ক্বাথ প্রয়োগে তাহাও বন্ধ হয়। সিন্দূর-যোগ বা কজ্জলীযোগের অনুপানরূপে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

খদিরাষ্টক। খয়ের, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, পোলতা, গুলঞ্চ ও বাসকছাল প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

জাত্যাদি ক্বাথ। কণ্ঠরোধ হইলে, এই ক্বাথ দ্বারা রোগীকে কবল করিতে দিবে।

জাত্যাদি কাথ। জাতী অর্থাৎ মালতীফুলের পাতা, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারীচূর্ণ, শমীবৃক্ষের (শাঁইগাছের) ছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

ইন্দুকলা বটী। গুটিকা পাকিতে আরম্ভ করিলে ও তজ্জন্য বায়ুর অত্যন্ত রুক্ষতা প্রকাশ পাইলে, এই মহৌষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। বসন্ত-রোগে গুটী পাকিবার সময়ে বায়ু বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং এই ঔষধ গুটী পাকিবার উপক্রমে প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য। গুটী পাকিলে ও তাহা হইতে অধিক স্রাব হইলে, ঔষধ বন্ধ করিবে। তদ্ব্যতীত আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত প্রযোজ্য। অনুপান—কোন একটি কাথ বা রুদ্রাক্ষঘসা।

ইন্দুকলা বটী। শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ-ভস্ম সমভাগ, তুলসীর রসে মর্দ্দন। বটী ২ রতি।

সর্ব্বতোভদ্র রস। গুটী পাকিলে ও তাহা হইতে অত্যধিক পূয স্রাব হইলে, যাবৎ স্রাব বন্ধ না হয়, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—কোন একটি কাথ বা রুদ্রাক্ষ ঘসা।

সর্ব্বতোভদ্র রস। রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণভস্ম ও বিশোধিত মনঃশিলা প্রত্যেকে ১ তোলা, বংশলোচন ২ তোলা ও বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ৭ তোলা। প্রথমে গুগ্‌গুলু ঘৃতদ্বারা পেষণ করিয়া পরে অন্যান্য চূর্ণ তৎসহ ক্রমশঃ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা এক আনা।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত। রোগীর বিকার রহিত ও জ্বর হ্রাস হইলে, এই ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে তুলিদ্বারা প্রয়োগ করিবে ও সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গরম দুগ্ধ।

পঞ্চতিক্তঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পদ্মক ঘৃত। বিকার এবং জ্বরের বেগ হ্রাস হইলে, এই ঘৃত বাত-পিত্তাধিক রোগীকে প্রয়োগ করিবে।

পদ্মকঘৃত। প্রস্তুতবিধি ১০৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু। গুটিকা পাকিলে ও তাহা হইতে অত্যধিক স্রাব হইলে, যাবৎ স্রাব রহিত ও ক্ষত শুষ্ক না হয়, তাবৎ ক্ষতস্থানে পঞ্চবল্কলচূর্ণ ছড়াইয়া দিবে ও এই ঘৃত সেবন করাইবে।

পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৭০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধুকাদি প্রলেপ ও আশ্চ্যোতন। চক্ষুতে গুটিকা উঠিলে ইহার লেপ চক্ষুপল্লবে দিবে এবং ইহার ক্বাথ চক্ষুতে সেচন করিবে।

মধুকাদি প্রলেপ ও আশ্চ্যোতন। যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সূচীমুখী, দারু-হরিদ্রা, নীলশুন্দি, বেণারমূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল সমভাগে বাটিয়া অক্ষিপল্লবে প্রলেপ দিবে ও ক্বাথ করিয়া সেই জল ছাকিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে সেচন করিবে।

বসন্তরোগোক্ত সমস্ত ঔষধ বসন্তরোগাক্রান্ত শিশু ও বালকদিগকে প্রয়োগ করা যায়।

পথ্যাপথ্য।

পথ্য। বসন্তের গুটী যে পর্য্যন্ত বাহির না হয়, তাবৎ নবজ্বরের ন্যায় রোগীকে জলসাগু, জলবার্লি, জল এরারুট, খৈর মণ্ড, মসুর, মুগ বা বুটের দাইলের যূষ পথ্য দিবে। ঐ সকল দ্রব্যে মিশ্রী ও লেবুর রস মিশাইয়া দিবে। জনপদে গুটিকার প্রাদুর্ভাব হইলে, একবারে নিরম্বু উপবাস দিবে না। গুটিকা বাহির হইলে, খৈর মণ্ড শ্রেষ্ঠ পথ্য; তদ্ব্যতীত যবের মণ্ড, কাঁচা মুগ, মসুর বা বুটের যূষও দেওয়া যায়। যূষ ঘৃতসম্বরা দিয়া ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া দিবে। গুটী পাকিতে আরম্ভ করিলে পায়রা, ছাগল, চড়ুই, ডাহুক বা মুরগীর যূষ অবশ্য দিবসে একবার দিবে। যূষ ঘৃতসম্বরা দিয়া দিবে। বিকার কাটিয়া গেলে, ভাতের মণ্ড, মাংসের ঝোল, দাউলের যূষ এবং পলতা, করলা, উচ্ছে, শজিনা, কাঁচাকলা, পটোল, বেগুণ প্রভৃতির তরকারী বিবেচনা-মত পথ্য দিবে।

অপথ্য। মৈথুন, স্বেদ-প্রয়োগ, মৎস্য, পরিশ্রম, তৈলমর্দ্দন বা ভক্ষণ, ক্রোধ, রৌদ্রের উত্তাপ, বায়ুসেবন, দূষিত জল পান, একত্র দুগ্ধ মাংসাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য-ভোজন, শিম, আলু, শাক, সৈন্ধব ব্যতীত অন্য লবণ, অসময়ে আহার, কটু ও অম্ল দ্রব্য ভোজন এবং মলমূত্রাদির বেগধারণ; এই সকল বসন্ত রোগীর পরিত্যাজ্য।

রসস্থামসূরি-চিকিৎসা।

(পানিবসন্ত বা জলবসন্ত)

ইংরাজীতে যাহাকে চিকেন্‌পক্স বা ওয়াটারপক্স কহে, সংস্কৃতে তাহাকে রসগত মসূরিকা ও বাঙ্গালায় পানিবসন্ত বা জলবসন্ত কহে। নানাকারণে দোষ প্রকুপিত হইয়া রস-ধাতুকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। ইহাও সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক ; একজনের হইলে ক্রমশঃ গ্রাম, নগর বা জনপদ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শিশু ও বালকেরাই এই রোগে সমধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে, চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইহার আক্রমণ দ্রুতবেগে প্রকাশ পায়, চারি বৎসর হইতে দ্বাদশবৎসর বয়সের মধ্যে আক্রমণ অপেক্ষাকৃত বিরল এবং তাহার পর অত্যন্ত বিরল, বয়স্ক বা বৃদ্ধদিগের কচিৎ এই রোগ প্রকাশ পায়। ১০৭৬ পৃষ্ঠায় লক্ষণ দেখ।

প্রায়শঃ প্রথমে জ্বর হইয়া চব্বিশ ঘণ্টা বা একদিন একরাত্রির মধ্যে গুটী উদ্গত হয়। অধিক সংখ্যক গুটী বহির্গত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, জ্বরের বেগ প্রায়শঃ প্রবল হয় ও যাবৎ সমগ্র গুটী নিঃশেষে বাহির না হয়, তাবৎ জ্বরের বেগ ও উত্তাপ হ্রাস হয় না। গুটী উঠিবার পূর্ব্বে প্রায়ই জ্বর, সর্দ্দির ভাব ও গা-ব্যথা প্রকাশ পায়। কিন্তু কচিৎ গুটীর সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দেয়।

প্রথমতঃ লালবর্ণ বিন্দু বিন্দু চিহ্ন দেখা দেয়, ক্রমশঃ দুই, তিন বা চারি-ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলি মটরের ন্যায় বড় বড় হয়, উহা জলে পূর্ণ থাকে এবং শরীরে জলবিন্দু পতিত হইলে যেরূপ দেখা যায়, কিম্বা মটরের আকারবিশিষ্ট জল-বুদ্বুদ যেরূপ দেখা যায়, ইহাও দেখিতে তদ্রূপ।

প্রথমতঃ প্রায়শঃ বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে, স্কন্ধদ্বয়ে বা তন্নিকটবর্ত্তীস্থানে, মাথায় বা বাহুদ্বয়ে গুটী উদ্গত হয়, তৎপরে হস্তপদাদি অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, মুখমণ্ডলে অল্প প্রকাশ পায়, গুটীকাগুলি গোল বা অণ্ডাকার। ইহারা প্রায়শঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহির্গত হয়, কচিৎ দুই তিনটি এক-সঙ্গেও উঠে। গুটিকাগুলির তল-দেশ লালবর্ণ হয়। গুটিকার সূচনা হইতে তিন দিবসের মধ্যেই প্রায়শঃ সমস্ত গুটী বহির্গত হয়, পরে কতকগুলি বা

অল্প পূয পূর্ণ হয়, কতকগুলিবা রসপূর্ণ হয়, ক্রমশঃ সেগুলি কটাভ হরিদ্রাবর্ণের মামড়ীদ্বারা আবৃত হয় ও চারি পাঁচ দিবসের মধ্যেই মামড়ী খসিয়া পড়ে। এই রোগে ত্বকের বিকৃতি ঘটে না। এই রোগ সুখ-সাধ্য।

চিকিৎসা। এই রোগের যন্ত্রণা প্রায়শঃ তিন দিবসের অধিক স্থায়ী হয় না। জ্বর প্রকাশ পাইলে, বসন্তরোগোক্ত কফচিন্তামণি বা স্বল্প-লক্ষ্মী-বিলাস প্রয়োগ করিবে এবং উপসর্গ থাকিলে, হামরোগোক্ত মুষ্টিযোগ অবস্থা-ভেদে প্রয়োগ করিবে। গুটীকা প্রকাশ পাইলে, বসন্তরোগোক্ত নিম্বাদি- কষায় পান করিতে দিবে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও গা-ব্যথা থাকিলে, ঐ কাথের সহিত তেউড়ীচূর্ণ মিশাইয়া পান করিতে দিবে। গুটীকা উঠিতে আরম্ভ করিলে, এই রোগে বিরেচন প্রয়োগ করিয়া দেহ শুদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু বমন করাইবার প্রয়োজন নাই। দুগ্ধসাগু, দুগ্ধ ও খৈরমণ্ড,কাঁচামুগের যূষ প্রভৃতি পথ্য দিবে। এই রোগে কেহ কেহ কাঁচা মাষকলাইর দাইল ও অন্ন এবং কেহ কেহ বা কলমীর ঝোল ও অন্ন ভোজন করিতে ব্যবস্থা দেয় ও তাহার ফলে জ্বরের বেগ এবং ভোগ-কাল বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ঐরূপ পথ্যের পরিবর্ত্তে নিম্বাদিকাথ বা ভাজা মেথী ভিজানজল প্রয়োগ করিলেও গুটী নিঃশেষে বহির্গত হয় অথচ জ্বরের বেগ বর্দ্ধিত হয় না, বরং ক্রমশঃ কমিয়া আইসে। গল-দেশে গুটী উঠিলে ও তজ্জন্য রোগী পথ্য-গ্রহণে অক্ষম হইলে, বসন্তরোগে যে কবল গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই কবল গ্রহণ করিতে দিবে।

রোমান্তী-চিকিৎসা।

সংস্কৃতে যাহাকে রোমান্তী কহে, ইংরাজীতে তাহাকে মিজেল্‌স্‌ ও বাঙ্গালায় চলিত কথায় হাম কহে। বঙ্গদেশের কোন ২ স্থানে ইহাকে রুভী বা লুভী কহে। ফাল্গুণ, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেই ইহার সমধিক প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু কদাচিৎ ইহা অন্য সময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১০৭৬পৃষ্ঠায় লক্ষণ দেখ।

হাম ও জ্বরসংযুক্ত একপ্রকার সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক স্ফোটক। ইহা জ্বরপূর্ব্বিকা ব্যাধি—অগ্রে জ্বর হয় ও পরে হাম বহির্গত হয়। শরীর রোমাঞ্চিত

হইলে, লোমকূপ সকল যেরূপ উচ্চ হয়, ইহার আকার তদ্রূপ হয় বলিয়া, ইহাকে রোমান্তী কহে। প্রায়শঃ জ্বর প্রকাশের পরবর্ত্তী চতুর্থদিবসে প্রথমতঃ কপালে ও হস্তপদে পশ্চাৎ সর্ব্বাঙ্গে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডূ প্রকাশ পায়, কচিৎ পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম দিবসেও নির্গত হইয়া থাকে। জ্বরের সঙ্গে সর্দ্দি ও কাস বর্ত্তমান থাকে, ক্রমশঃ জ্বরের বেগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং অস্থিরতা, আলস্য, বিরক্তি, চক্ষু সজল ও রক্তবর্ণ, চক্ষুর ভিতরে বেদনা, আলোকে কষ্ট-বোধ, গলা-বেদনা, নাসিকা হইতে তরল শ্লেষ্ম-নির্গমন ও সময়ে সময়ে হাঁচি, এবং প্রবলদাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগে প্রথমতঃ মল-রোধ ও উদরাধ্মান হয়, কিন্তু হাম নিঃশেষে উঠিলে, উদরাময় উপস্থিত হয়। জ্বরা-বস্থায় কখনও ২ প্রলাপ, নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব, কপালে বেদনা, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও ভার-বোধ এবং শ্বাস, কাস প্রভৃতিও উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এইরূপে তিন দিবস অতীত হইলে, চতুর্থ দিবসে মুখে ও কপালে লাল দাগ প্রকাশ পায়, ক্রমশঃ সেগুলি উচ্চ হয় ও সর্ষপের আকার ধারণ করে, বার ঘণ্টা এইরূপ অবস্থায় রহিয়া পরে ঐগুলি ত্বকের সমান হইয়া যায়। কণ্ডূ নিঃশেষে বাহির হইয়া গেলে তৎসঙ্গে উপসর্গও হ্রাস পায়। ষষ্ঠ বা অষ্টম দিবসে কণ্ডূ-গুলি শুষ্ক হয় ও তাহার উপস্থিত চামড়া চূর্ণ হইয়া উত্থিত হইতে থাকে। জ্বর পরিত্যাগ এবং গুটী শুষ্ক হইলেও কাস, অরুচি ও উদরাময় দুই চারি দিন বা তদধিক কাল বিদ্যমান থাকে। জ্বর প্রায়শঃ শীতকম্পপূর্ব্বক হয়, কিন্তু বালকদিগের কদাচিৎ আক্ষেপপূর্ব্বক প্রকাশ পায়। আয়ুর্ব্বেদ মতে রোমান্তী একই প্রকার, কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা বলেন, রোমান্তী দুইপ্রকার, একপ্রকার রোমান্তী মৃদুলক্ষণযুক্ত ও একপ্রকার তীব্রলক্ষণযুক্ত। আয়ুর্ব্বেদে-দুই প্রকারের উল্লেখ নাই। বোধ হয়, মৃদু ও তীব্র লক্ষণ-ভেদে ডাক্তারেরা উহাকে দুই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

চিকিৎসা। এ রোগেও বসন্তের ন্যায় প্রথমে জ্বর প্রকাশ পায়, এবং তদানুষঙ্গিক দুই একটি উপসর্গ প্রকাশ পাইলেই হাম উঠিবে কিনা স্থির করা যায় না, তবে জনপদে ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব থাকিলে, হাম উঠিবে, এরূপ আনুমানিক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এই রোগেও যথাসম্ভব হামের অবিরোধী বা অনুকূল চিকিৎসা-ক্রম অবলম্বন করিবে। হাম সামান্য রোগ,

আপনিই সারে, উহাতে ঔষধ দিতে নাই, এসকল কাজের কথা নহে, অনেকে সময় সময় ঐসকল বাজে কথায় মুগ্ধ হইয়া শেষে বিপন্ন হইয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবার অনেকে যে সে লোকের কথায় উঠ্‌তি-ঝোল, বস্‌তি ঘোল, এই প্রবাদবাক্যের অনুসরণ করিয়া লতা পাতার ঝোল খাইয়া স্বীয়জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলেন। এসকল ব্যবস্থায় উপেক্ষা-প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

জ্বর প্রকাশ পাইলেই বসন্তরোগের ন্যায় স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা কফচিন্তামণি ইহাদের মধ্যে কোনও একটি ঔষধ পানেররস ও মধুর সহিত দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করিবে। যাবৎ গুটী উদ্গত না হয়, তাবৎ এই প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে জ্বরের উপশম হয় এবং গুটীও সহজে উদ্গত হয়। গুটী উদ্গত হইলেই বমন বিরেচনের জন্য নিম্নের ক্রম অবলম্বন করিবে। বসন্ত এবং পানিবসন্তেও বমনবিরেচনের উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। হামও ঐ জাতীয় রোগ, সুতরাং ইহাতেও ঐরূপ বমনবিরেচন উপকারী। গুটী দেখা-দিলেই উচ্ছেপাতা বা করলাপাতার রসে হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। উচ্ছেপাতা ও করলাপাতা উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট, উভয়ের মধ্যে যেটি পাওয়া যায়, সেইটি প্রয়োগ করা চলে। ইহা বমন ও বিরেচন উভয় গুণবিশিষ্ট, অথচ তীব্র নহে, অক্লেশে বমন ও বিরেচন হয়। মাত্রা, বয়স্ক-দিগের পক্ষে রস ৮ তোলা ও চূর্ণ চারি আনা। অল্প বয়স্কদিগের মাত্রা কম। বমন ও বিরেচনদ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে, রোগের প্রবল আক্রমণ রহিত ও রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হয়, বিশেষতঃ রোগ কদাপি মারাত্মক হইবার আশঙ্কা থাকে না।

এইরূপে বমন বিরেচন দ্বারা দেহ পরিশুদ্ধ হইলে, পরদিবস হইতে প্রত্যহ প্রাতে নিম্বাদি কাথ প্রয়োগ করিবে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ঐকাথে তেউড়ী-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। এইরূপ মধ্যে মধ্যে একবার বিরেচন দিলে, পরে উদরাময় হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, এবং রোগও প্রবল হয় না। এই রোগে শৈত্যক্রিয়াও যেমন অপকারী, রুক্ষক্রিয়াও তেমনি অপকারী। মাতিশীতোষ্ণ ক্রিয়া করিবে। এইরূপ চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিলে রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

এই রোগে সময় সময় বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায় ও তজ্জন্য প্রলাপ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত হয়, তখন আবশ্যক হইলে জ্বররোগোক্ত কস্তূরীভূষণ বা কস্তূরীভূষণ (মতান্তরে) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উপসর্গ উপস্থিত হইলে, মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিবে।

পিপাসা নিবারণের জন্য গরম জলে যষ্টিমধু বা মৌরী ভিজাইয়া ছাকিয়া সেই জল পান করিতে দিবে। অরুচি নিবারণের জন্য আমরুল শাক কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণসহ সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিবে অথবা পুরাতন আমসত্ব কিম্বা অতি পুরাতন অম্লরসবিহীন তেঁতুল অল্পপরিমাণে খাইতে দিবে। এই রোগে হাম বহির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায়ই দাস্ত বন্ধ ও উদরাধ্মান বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তাহাতে ভয়ের কোনই কারণ নাই। নিম্বাদিক্বাথ তেউড়ী-চূর্ণসহ পান করাইলেই ক্রমশঃ দাস্ত খোলাসা হয় ও উদরাধ্মান হ্রাস পায়। পাতলা ভেদ হইলে, বাসাদিক্বাথ পান করিতে দিবে। এই রোগে অধিক শৈত্যক্রিয়া করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া শুষ্ক হইতে পারে, যদি ঐরূপে শ্লেষ্মা শুষ্ক হয় অথচ দাস্ত পরিষ্কার না থাকে, তবে যষ্টিমধু, বাসক ছাল, কিস্‌মিস্‌ ও মরিচ এই চারিটী দ্রব্যের ক্বাথ পান করাইবে। আর যদি শ্লেষ্মা শুষ্ক ও অধিক দাস্ত হয়, তবে যষ্টিমধু, পানের বোঁটা, মরিচ ও বাসকছাল ইহাদের ক্বাথ পান করাইবে। শ্লেষ্মা তরল হওয়ার জন্য বুকে পুরাতন ঘৃত মালিষ করিয়া পান একটু গরম করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে অথবা আদা, পান ও পেঁয়াজ এই তিনটি দ্রব্যের রস কাপড়ে ছাকিয়া একটু গরম করিয়া খাওয়াইয়া দিবে। ইহাতে সহজে শ্লেষ্মা তরল হইয়া শ্বাসকষ্ট নিবারিত হয়। কাসের বেগ অত্যন্ত প্রবল হইলে চন্দ্রামৃতরস অথবা তালীশাদি চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধের প্রায়ই আবশ্যকতা হয় না, কারণ উক্ত ক্বাথ সেবনেই জ্বর ও অন্যান্য সমস্ত উপসর্গ প্রশমিত হয়। হাম যতই বেশী পরিমাণে বহির্গত হয়, ততই মঙ্গল, রীতিমত বহির্গত না হইলে গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া তাহাতে কাপড় ভিজাইয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিবে। গা-মুছাইবার জন্য তৈলাক্ত গামছা ব্যবহার করিবে না। নিম্বাদি ক্বাথ প্রয়োগ করিলেই, সমস্ত গুটী বহির্গত হয়, সুতরাং হাম বসিয়া যাইবার আশঙ্কা

থাকে না। তদভাবে ভাজা মেথীর জল তিন বেলা ব্যবস্থা করিলেও উদ্দেশ্য-সিদ্ধ হয়।

রোমান্তীরোগে—ঔষধ।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। রোমান্তীরোগে গাব্যথা ও জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—পানের রস ও মধু।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কফচিন্তামণি। স্বল্পলক্ষ্মীবিলাসের পরিবর্ত্তে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—পান বা তুলসীপাতার রস ও মধু।

কফচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ১০৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কস্তূরীভূষণ। হামসংযুক্ত জ্বরে বিকার উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।—অনুপান—রুদ্রাক্ষঘসা ও মধু।

কস্তূরীভূষণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিম্বাদিকাথ। গুটী উদ্গত হইলেই এই কাথ প্রয়োগ করিবে। ইহা জ্বরাদি উপসর্গ নাশক ও অল্প বিরেচক।

নিম্বাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাদিকাথ। রোগীর উদরাময় প্রকাশ পাইলে, নিম্বাদির পরিবর্ত্তে এই কাথ ব্যবস্থা করিবে।

বাসাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৮২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা।

কুষ্ঠের প্রকারভেদ। কুষ্ঠ দুইপ্রকার, ক্ষুদ্রকুষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠ।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠের প্রকারভেদ। মহাকুষ্ঠ সাত প্রকার ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠ একাদশ প্রকার, সুতরাং কুষ্ঠ সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ প্রকার।

সপ্তপ্রকার মহাকুষ্ঠের লক্ষণ।

১। চামড়ার উপর কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ, ঈষৎ রক্তবর্ণ বা খাপরার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথচ রুক্ষ, কর্কশ এবং অধিক বেদনাযুক্ত যে কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কাপালকুষ্ঠ কহে। ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

২। যে কুষ্ঠ চর্ম্মের উপরিভাগে জন্মে এবং যজ্ঞডুমুরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ, বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত অথচ তাহার উপরিস্থ লোম কপিলবর্ণ, তাহাকে ঔডুম্বর কুষ্ঠ কহে।

৩। যে কুষ্ঠ কিঞ্চিৎ শ্বেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ, কঠিন এবং আর্দ্রভাবাপন্ন, স্নিগ্ধ অথচ উচ্চ ও মণ্ডলাকারে উত্থিত হইয়া পরস্পর সংলগ্ন হয়, তাহাকে মণ্ডলকুষ্ঠ কহে। ইহা কষ্টসাধ্য।

৪। যে কুষ্ঠে চর্ম্ম তাম্রবর্ণ বা লাউফুলের ন্যায় শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট হয় এবং অঙ্গুলিদ্বারা ঘর্ষণ করিলে, যাহা হইতে ধূলির ন্যায় নির্গত হয়, তাহাকে সিধ্মকুষ্ঠ কহে। এই রোগ প্রায়শঃ বক্ষঃস্থলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাও একপ্রকার ছুলী।

৫। যে কুষ্ঠের মধ্যস্থল গুঞ্জা বা কুঁচের ন্যায় রক্তবর্ণ ও পার্শ্বদেশ কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা পার্শ্ব রক্তবর্ণ ও মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট অথচ তীব্রবেদনাযুক্ত এবং পাকে-না, তাহাকে কাকণকুষ্ঠ কহে। ইহা ত্রিদোষের প্রকোপহেতু উৎপন্ন হয় বলিয়া অসাধ্য।

৬। যে কুষ্ঠে উদ্গত চিহ্নসকল রক্তপদ্মের পাতার ন্যায় মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ ও পার্শ্বে রক্তবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাকে পুণ্ডরীক কুষ্ঠ কহে।

৭। যে কুষ্ঠের চিহ্নসকল ভল্লূকের জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কর্কশ, বেদনান্বিত, মধ্যস্থল শ্যামবর্ণ ও পার্শ্বদেশ রক্তবর্ণ, তাহাকে ঋক্ষজিহ্ব কুষ্ঠ কহে।

একাদশপ্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠের লক্ষণ।

১। যে কুষ্ঠে অধিকাংশস্থান হইতে মাছের আইসের ন্যায় উদ্গত হয়, এবং রোগীর ঘর্ম্ম হয় না; তাঁহাকে এককুষ্ঠ কহে।

২। যে কুষ্ঠে গজচর্ম্মের ন্যায় চর্ম্ম স্থূল, রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে গজচর্ম্ম কুষ্ঠ কহে।

৩। যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ, বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত এবং স্পর্শাসহ স্ফোটক উদ্গত অথচ চর্ম্ম বিদীর্ণ হয়, তাহাকে চর্ম্মদলকুষ্ঠ কহে।

৪। যে কুষ্ঠে শ্যামবর্ণ, কণ্ডুবিশিষ্ট অথচ অত্যধিক স্রাবযুক্ত পিড়কা উদ্গত হয়, তাহাকে বিচর্চ্চিকা কহে। বিচর্চ্চিকা হস্তে ও পদে উৎপন্ন হয়।

৫। যে রোগে দাহবিশিষ্ট ও স্রাবযুক্ত বহুসংখ্যক কণ্ডু বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে পামা কহে। উক্ত পামা বৃহৎ আকারে উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে অত্যধিক দাহ থাকিলে, তাহাকে কচ্ছু কহে। পামা ও কচ্ছু একই রোগ, পামার আকার বৃহৎ হইলে কচ্ছু নামে অভিহিত হয়। পামা ও কচ্ছু হস্তদ্বয়ে ও নিতম্বদেশে বেশী পরিমাণে হয়।

৬। রক্তবর্ণ কণ্ডুযুক্ত পিড়কা মণ্ডলাকারে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে দদ্রু কহে।

৭। যে কুষ্ঠে শ্যাম বা রক্তবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয় ও ঐ স্ফোটকের চর্ম্ম অত্যন্ত পাতলা হয়, তাহাকে বিস্ফোট কহে।

৮। যে কুষ্ঠে চর্ম্ম শ্যামবর্ণ, খরস্পর্শ ও শুষ্ক ব্রণস্থানের ন্যায় কর্কশ ও রুক্ষ হয়, তাহাকে কিটিম কুষ্ঠ কহে।

৯। যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ কণ্ডু দ্বারা আবৃত বৃহৎ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে অলসক কুষ্ঠ কহে।

১০। যে কুষ্ঠে রক্ত বা শ্যামবর্ণ অথচ দাহবিশিষ্ট বহুসংখ্যক ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে শতারু কহে।

১১। হস্ততল ও পদতল ফাটিয়া সেই স্থানের চর্ম্ম ও মাংস কঠিন এবং বেদনাযুক্ত হইলে, তাহাকে বিপাদিকা কহে।

১২। শ্বিত্রকুষ্ঠ।

বিপাদিকাকে অনেকেই কুষ্ঠমধ্যে গণনা করেন না, সুতরাং ক্ষুদ্রকুষ্ঠ একাদশ প্রকার।

সপ্তধাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণ।

রসগত কুষ্ঠ। রসধাতুগত কুষ্ঠে দেহের বিবর্ণতা, রুক্ষতা, রোমাঞ্চ অতিশয় ঘর্ম্মোদ্গম ও চর্ম্মের স্পর্শজ্ঞান রহিত হয়।

রক্তগত কুষ্ঠ। রক্তধাতুগত কুষ্ঠে কণ্ডূ ও পূয উৎপন্ন হয়।

মাংসগত কুষ্ঠ। মাংসগত কুষ্ঠে কুষ্ঠরোগের প্রাবল্য, মুখশোষ, দেহের কর্কশতা, ক্ষুদ্র পিড়কার উৎপত্তি, সূচী-বিদ্ধবৎ বেদনা ও স্থিরভাবাপন্ন স্ফোটক উৎপন্ন হয়।

মেদোগত কুষ্ঠ। মেদোগত কুষ্ঠে হস্তক্ষয়, অঙ্গভঙ্গ, গমনাগমনের ব্যাঘাত; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত সর্ব্বশরীরে প্রসারিত হয় অথচ রক্ত এবং মাংসগত কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অস্থিগত কুষ্ঠ। অস্থিগত কুষ্ঠে নাসা-ভঙ্গ, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং রোগীর স্বরভঙ্গ হয়, পরন্তু ক্ষতস্থানে বেদনা ও পোকা জন্মে।

মজ্জাগত কুষ্ঠ। মজ্জাগত কুষ্ঠের লক্ষণ অস্থিগত কুষ্ঠের ন্যায়।

শুক্রগত কুষ্ঠ। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির শুক্র অতিশয় দূষিত হইলে, সেই দূষিত শুক্র হইতে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই রোগে কুষ্ঠ শুক্রকে আশ্রয় করে বলিয়া জাত সন্তানেরও রস-রক্তাদি ধাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

কুষ্ঠরোগের বিশেষ লক্ষণ। কুষ্ঠরোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে কোন্‌টীর প্রবলতাবশতঃ কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা সহজে নির্ণয় করিবার কতকগুলি সঙ্কেত আছে; যথা—কুষ্ঠরোগে বায়ুর প্রবলতাবশতঃ কুষ্ঠ খরস্পর্শ, শ্যামবর্ণ বা রক্তবর্ণ অথচ রুক্ষ ও বেদনাবিশিষ্ট হয়। পিত্তের প্রবলতাবশতঃ কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, দাহযুক্ত ও স্রাববিশিষ্ট হয়। শ্লেষ্মার প্রবলতা-বশতঃ কুষ্ঠ কণ্ডূযুক্ত ও গাঢ় বা ঘন ক্লেদবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়। এই-রূপ দ্বিদোষজ কুষ্ঠে দুই দোষের মিলিত লক্ষণ এবং সান্নিপাতিক কুষ্ঠে তিনদোষের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কুষ্ঠরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। রসগত, রক্তগত, মাংসগত এবং

বাতশ্লেষ্মাধিক কুষ্ঠ সাধ্য। বাতশ্লেষ্মাধিক কুষ্ঠ অর্থাৎ সিধ্ম, এককুষ্ঠ, গজচর্ম্ম, বিপাদিকা, কিটিম ও অলসক। মেদোগত কুষ্ঠ ও দ্বন্দ্বজকুষ্ঠ যাপ্য, মজ্জা ও অস্থিগত কুষ্ঠ অসাধ্য, সান্নিপাতিক কুষ্ঠরোগীর দাহ, অগ্নিমান্দ্য ও কুষ্ঠে কীট উৎপন্ন হইলে, তাহাও অসাধ্য।

কুষ্ঠরোগীর অরিষ্ট বা মৃত্যু-লক্ষণ। কুষ্ঠরোগীর অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া যদি পূযাদি স্রাব হয় এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও স্বরভঙ্গ হয় অথচ বমনবিরেচনাদিদ্বারা কোন উপকার না হয়, তাহা হইলে সেই রোগীর মৃত্যু হয়।

শ্বিত্রের লক্ষণ। অন্যান্য কুষ্ঠ যেসকল কারণে উৎপন্ন হয়, শ্বিত্রকুষ্ঠও সেই সকল কারণে উৎপন্ন হয়। পার্থক্য এই—অন্যান্য কুষ্ঠ হইতে স্রাব হয়; কিন্তু এই কুষ্ঠ হইতে স্রাব হয় না। অন্যান্য কুষ্ঠ সান্নিপাতিক বা ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু শ্বিত্র বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনটি দোষ হইতে পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন। বায়ু, পিত্ত ও কফ, পৃথক্‌রূপে রক্ত, মাংস ও মেদ এই ধাতুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া শ্বিত্র উৎপাদন করে। কিলাস নামক কুষ্ঠ, শ্বিত্রের প্রকারভেদমাত্র। রক্তবর্ণ শ্বিত্রকে কিলাস কহে।

দোষ-ভেদে শ্বিত্রের লক্ষণ। বায়ুজনিত শ্বিত্র রুক্ষ ও রক্তবর্ণ। পিত্তজন্য শ্বিত্র তাম্রবর্ণ, পদ্মপাতার ন্যায়, দাহযুক্ত এবং লোমক্ষয়কারী। কফজন্য শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ, গাঢ়, গুরু ও কণ্ডুবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বাতজন্য-রক্তবর্ণ শ্বিত্র রক্তধাতুগত, পিত্তজন্য তাম্রবর্ণ শ্বিত্র মাংসধাতুগত এবং কফজন্য শ্বেতবর্ণ শ্বিত্র মেদোধাতুগত।

শ্বিত্র দুই প্রকার, যথা;—দোষজ ও ব্রণজ। যাহা কেবলমাত্র বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া উৎপাদন করে, তাহা দোষজ এবং অগ্নিদগ্ধাদিব্রণ বা ক্ষত হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্রণজ কহে। এই উভয় প্রকার শ্বিত্রই বর্ণভেদে দোষাশ্রিত এবং রক্ত, মাংস ও মেদোগত হইয়া থাকে।

শ্বিত্রের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। যে স্থানে শ্বিত্র জন্মে, সেই স্থানে অল্প লোম থাকিলে এবং সেই সকল লোম কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইলে, অথচ ঐ শ্বিত্র অধিক দিনের ও পরস্পর সংলগ্ন না হইলে এবং উহা অগ্নিদগ্ধজনিত ক্ষত হইতে যদি উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে, সাধ্য। এতদ্ব্যতীত অন্যপ্রকার লক্ষণবিশিষ্ট শ্বিত্র অসাধ্য।

কিলাসনামক শ্বিত্রের অসাধ্য লক্ষণ। মলদ্বার, শিশ্ন, যোনি, হস্ত ও পদতল এবং ওষ্ঠজাত কিলাসনামক শ্বিত্র অল্পকালোৎপন্ন হইলেও, অসাধ্য।

এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রমণ। কুষ্ঠ, জ্বর, যক্ষ্মা, চক্ষু-উঠা, এবং অন্যান্য ঔপসর্গিক (পাপরোগ যেমন ফিরঙ্গ, বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি) রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত মৈথুন, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন অথবা এক আসনে উপবেশন করিলে, কিম্বা তাহাদিগের গাত্র সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস-গ্রহণ অথবা তাহাদিগের ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য বা অনুলেপন ব্যবহার করিলে, সেই সেই রোগ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রোগীর শুশ্রূষা সতর্কতার সহিত করা কর্ত্তব্য।

কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

বিরুদ্ধ অন্ন ও পানীয় (ক্ষীর, দধি বা দুগ্ধসহ মৎস্য বা মাংস একত্র ভক্ষণ), তরল, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন, বমন ও মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ, ভোজনের পরেই অত্যন্ত ব্যায়াম (পরিশ্রম), অগ্নির উত্তাপ বা রৌদ্র সেবন, ঘর্ম্মাক্ত, পরিশ্রান্ত ও ভয়াক্রান্ত হওয়ার পরেই শীতলজল পান, অপক্ক অন্ন ভোজন বা অধ্যশন অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতেই পুনর্ব্বার ভোজন, পঞ্চকর্ম্ম (বমন, বিরেচন, নিরুহণ, অনুবাসন ও নস্য) প্রয়োগের পর অপচার, নূতন-অন্ন, দধি, মৎস্য, লবণ, অম্লদ্রব্য, মাষকলায়, মূলা, পিষ্টক, তিল, দুগ্ধ ও গুড় অত্যধিক ভোজন, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধাজীর্ণ অবস্থায় মৈথুন, দিবানিদ্রা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের অপমান এবং অন্যান্য নানাপ্রকার পাপকার্য্যদ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ এককালীন প্রকুপিত হইয়া ত্বক্, রক্ত, মাংস ও জলীয় ধাতুকে দূষিত করিয়া কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে।

কুষ্ঠ অষ্টাদশপ্রকার, তন্মধ্যে মহাকুষ্ঠ সাতপ্রকার ও ক্ষুদ্র কুষ্ঠ একাদশ-প্রকার। কাপাল, উডুম্বর, মণ্ডল, সিধ্ম, কাকণ, পুণ্ডরীক ও ঋক্ষজিহ্ব এই কয়েকটিকে মহাকুষ্ঠ কহে এবং এককুষ্ঠ, গজচর্ম্ম, চর্ম্মদল, বিচর্চ্চিকা, বিপাদিকা, পামা, কচ্ছু, দদ্রু, বিস্ফোট, কিটিম ও অলসক ; এই কয়েকটিকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ কহে। সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগই ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু তন্মধ্যে আবার একটি বা দুইটি দোষের প্রাবল্য অনুসারে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাত-পৈত্তিক,

বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিকভেদে কুষ্ঠরোগ সাতভাগে বিভক্ত। বায়ুর প্রাবল্যে কাপাল, পিত্তাধিক্যে উডুম্বর, শ্লেষ্মাধিক্যে মণ্ডল ও বিচর্চ্চিকা, বাতপিত্তাধিক্যে ঋক্ষজিহ্ব, বাতশ্লেষ্মাধিক্যে চর্ম্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলসক ও বিপাদিকা, পিত্তশ্লেষ্মাধিক্যে দদ্রু, শতারু, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল এবং ত্রিদোষের আধিক্যে কাকণকুষ্ঠ জন্মে।

কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে রোগাক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম মসৃণ, রুক্ষ বা খরস্পর্শ, ঘর্ম্মবিহীন, বিবর্ণ ও স্পর্শজ্ঞান-রহিত অর্থাৎ অসাড় হয় এবং ঐস্থানে দাহ, কণ্ডূ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও কোঠ (মণ্ডলাকার চিহ্ন) উৎপন্ন হয়, ব্রণ-সকল শীঘ্র উৎপন্ন, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, ব্রণের অঙ্কুরসকল অত্যন্ত রুক্ষ ও অল্প কারণেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং রোগীর ক্লান্তি, রোমাঞ্চ, ও রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। অধিকাংশ চর্ম্ম রোগেও ত্বকে বেদনা এবং কণ্ডূ বা ব্রণ উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং ঐ লক্ষণদ্বারা কুষ্ঠরোগ কিনা তাহা স্থির করা যায় না। যেস্থানে কুষ্ঠ উৎপন্ন হইবে, সেই স্থানের ত্বকের অসাড়তা বা স্পর্শশক্তি-রাহিত্য ও বিবর্ণতা প্রধান লক্ষণ, প্রায়শঃ এই দুইটি লক্ষণদ্বারাই সহজে কুষ্ঠ রোগ নির্ণয় করা যায়।

লোকের সাধারণ বিশ্বাস যে কুষ্ঠ অসাধ্যরোগ, কখনও আরোগ্য হয় না। কুষ্ঠরোগ যে কঠিন বা দুরারোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি এরূপও আছে যে,সহজে আরোগ্য হয়, আর কতকগুলি দুরারোগ্য অতিকষ্টে আরোগ্য হয়। কুষ্ঠ সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন, কুষ্ঠরোগমাত্রেই অসাধ্য নহে। এতদ্দেশে কতিপয় কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণী পাঠ করিলেও একথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

চিকিৎসা-সঙ্কেত। যে কোনপ্রকার কুষ্ঠই হউক না কেন, তাহা বাতাদি কোন্ দোষোৎপন্ন প্রথমতঃ নির্ণয় করা উচিত। বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন কুষ্ঠে আক্রান্ত স্থান খরস্পর্শ, রুক্ষ, শ্যামবর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হয়, পিত্তের প্রকোপে উৎপন্ন হইলে, আক্রান্ত স্থান রক্তবর্ণ, বেদনা ও দাহযুক্ত হয় এবং তাহাতে উৎপন্ন ক্ষত হইতে পূয স্রাব হয়, শ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হইলে, আক্রান্তস্থান দেখিতে চক্‌চকে, কণ্ডূযুক্ত ও ঐ কণ্ডূ-

হইতে গাঢ় শুক্লবর্ণ স্রাব হইয়া থাকে। এইরূপ বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষণ, বাতশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে বাত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষণ, পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষণ এবং সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ত্রিদোষের প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। কুষ্ঠাক্রান্ত স্থানে যেরূপ বাতাদি-দোষের প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তদ্রূপ শরীরেও প্রকাশ পায় ও তজ্জন্য শরীর বাতাধিক, পিত্তাধিক ও শ্লেষ্মাধিক হয়, বাতাধিক্যে শরীর অত্যন্ত রুক্ষ, পিত্তাধিক্যে অন্তর্দ্দাহ ও শ্লেষ্মাধিক্যে শরীর ভারযুক্ত হয়। এই সকল লক্ষণ-দ্বারা রোগ সহজে নির্ণয় করা যায়। কুষ্ঠ রসগতই হউক বা রক্ত কিম্বা মাংসগতই হউক, রোগারম্ভক বাতাদি দোষের প্রকোপ লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

বমনবিরেচন। কুষ্ঠরোগে বমনবিরেচন দ্বারা প্রথমতঃ দেহ শুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। বমনবিরেচনের জন্য বসন্ত রোগোক্ত ক্রম অবলম্বন করিবে।

বমন বিরেচনদ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে, স্থানিক ও আভ্যন্তরিক উভয়প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। এইরূপ ঔষধ প্রয়োগে রোগ বর্দ্ধিত হইতেত পারেই না, পরন্তু স্থানিক রোগ ও উপসর্গ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আইসে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ক্রমশঃ সুস্থ হইতে থাকে। একবেলা কাথ, একবেলা বটিকা ও একবেলা গুগ্গুলু ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়, এমন কি অনেকস্থলে রোগ একবারে আরোগ্য হইয়া থাকে। এই রোগে যে কাথ ব্যবস্থা করা যাইবে, রুগ্ন স্থানে ক্ষত থাকিলে ঐ কাথ দ্বিগুণ মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া অর্দ্ধেক প্রত্যহ প্রাতে পান ও অর্দ্ধেকদ্বারা ক্ষতধৌত করিতে দিবে। ক্ষত ধৌত করা হইলে, একটি প্রলেপ যোজনা করিয়া ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে কিম্বা বান্ধিয়া রাখা অসম্ভব হইলে, তৈলে তুলা ভিজাইয়া সেই তুলা ক্ষতস্থানে যোজনা করিবে এবং তৈল শুকাইয়া গেলে পুনর্ব্বার তুলি দ্বারা ঐ তৈল লাগাইবে; ফলতঃ ক্ষতস্থান একেবারে খোলা রাখিবে না এবং তৈল শুষ্ক হইলেই পুনর্ব্বার ভিজাইয়া দিবে। কুষ্ঠরোগের প্রারম্ভে বা যাবৎ ক্ষত না হয়, তাবৎ ক্বাথ দ্বারা ধৌত না করিয়া রুগ্নস্থানে কেবলমাত্র তৈল মর্দ্দন করিবে।

বাতিক ও বাতপৈত্তিক গলৎকুষ্ঠে ক্ষত হইতে স্রাব হইলে, দেবদারুলেপ, পটোলাদিকাথ এবং অমৃতাগুগ্‌গুলু, কৈশোরগুগ্‌গুলু বা ত্রিফলাগুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক গলৎকুষ্ঠে ক্ষত হইতে ক্লেদ বা রস নির্গত হইলে, কুষ্ঠাদি লেপ, খদিরাষ্টক কাথ, অমৃতাগুগ্‌গুলু বা রসাভ্রগুগ্‌গুলু এবং নিম্বাদিচূর্ণ ও গলৎকুষ্ঠারিরস প্রয়োগ করিবে। শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে তাললেপ, খদিরাষ্টককাথ, কৈশোরগুগ্‌গুলু ও বিশ্বেশ্বররস প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের ক্লেদ ও রস নির্গত হইলে, বিড়ঙ্গাদি লেপ, মঞ্জিষ্ঠাদি বা বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ, কৈশোরগুগ্‌গুলু ও মাণিক্যরস প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। বিশ্বেশ্বররস, গলৎকুষ্ঠারিরস, মাণিক্যরস এবং কুষ্ঠকালানলরস সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। কুষ্ঠরোগে-বাতাদি দোষের বিচার না করিয়াও এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এইরূপ তাল-ভস্ম, মহাতালেশ্বররস, পঞ্চনিম্ব, পঞ্চনিম্ব (মতান্তরে), অমৃতাঙ্কুর-লৌহ ও পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। এতদ্ব্যতীত গর্জ্জনতৈল, তুবরকতৈল ও নিমের তৈল পান ও মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। লক্ষণাদিদ্বারা বাতাদি দোষের প্রকোপ-লক্ষণ স্থির করিতে না পারিলে, ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিলেও চলে। ইচ্ছা-সত্বেও নানা কার্য্যানুরোধে যাহাদের ঔষধ সংগ্রহ করিবার অবসর নাই বা ততটুকু ক্লেশ স্বীকার করিবার ইচ্ছা নাই, তাহাদের পক্ষে উক্ত তিনপ্রকার তৈলের মধ্যে একটি ব্যবহার করিলেই চলিতে পারে। গর্জ্জনতৈল বেণে দোকানে পাওয়া যায়, তুবরকতৈল বা চাউলমুগরার তৈল ও নিমের তৈল উভয়ই ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। তুবরকতৈলের মাত্রা প্রভৃতি ৮৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। তুবরকতৈল কুষ্ঠরোগে—বিশেষতঃ ফিরঙ্গজনিত কুষ্ঠে মহোপকারী, পুনঃ পুনঃ উহার ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। উহার কোন-একটি তৈলপানের সঙ্গে সঙ্গে বাতাদিদোষ ভেদে অন্য কোন তৈল শরীরে বা ব্যাধিতস্থানে মর্দ্দন করিলেও চলে। বাতপ্রধান কুষ্ঠে বাতরক্তোক্ত বিষতিন্দুক তৈল, পিত্তপ্রধান কুষ্ঠে সোমরাজী বা বৃহৎ সোমরাজী তৈল এবং শ্লেষ্মপ্রধান কুষ্ঠে বৃহৎ মরিচাদি তৈল রুগ্ন স্থানে ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করিবে।

কুষ্ঠরোগে তৈল ঘৃত প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়, রোগের মূলোচ্ছেদ-করিতে তৈল ঘৃতের শক্তি অসাধারণ। কুষ্ঠে, বায়ু বা পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, তৈল ঘৃত প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে সোমরাজী তৈল বা বৃহৎ সোমরাজীতৈল ও মহাতিক্তঘৃত; শ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে বৃহৎ মরিচাদি তৈল বা বিষতিন্দুক-তৈল ও পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু; বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠে মহাপিণ্ডতৈল, রুদ্রতৈল বা মহারুদ্রতৈল ও পঞ্চতিক্ত-ঘৃত গুগ্‌গুলু যথাক্রমে মর্দ্দন ও পানের ব্যবস্থা করিবে। পৈত্তিককুষ্ঠে আবশ্যক হইলে, মালিশের জন্য বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল ও পানের জন্য পঞ্চ-তিক্ত ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। কুষ্ঠরোগে ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, বিষ্যন্দনতৈল তুলিদ্বারা লাগাইবে।

সোমরাজী তৈল ৯০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বৃহৎ সোমরাজী তৈল ৯০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বৃহৎ মরিচাদিতৈল ৮৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। গর্জ্জনতৈল ও নিমেরতৈলের মাত্রা প্রভৃতি তুবরক তৈলের ন্যায়। মহাতিক্তঘৃত ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পঞ্চ-তিক্তঘৃত ৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু ৭০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বিষতিন্দুক তৈল ৭১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। মহারুদ্রতৈল ৭০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। রুদ্রতৈল ৭০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বিষ্যন্দন-তৈল ৯০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ফিরঙ্গরোগে তুবরক তৈলের প্রয়োগ প্রণালী দ্রষ্টব্য।

এইরূপ আরও কতকগুলি প্রসিদ্ধ তৈল ঘৃত কুষ্ঠরোগে সমধিক উপ-কারী। পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে সোমরাজীঘৃত, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিককুষ্ঠে মহা-খদিরাদি ঘৃত, বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে বাসারুদ্রতৈল, বাতিককুষ্ঠে কুষ্ঠকালানল তৈল, শ্লৈষ্মিককুষ্ঠে মরিচাদিতৈল, বিষতৈল বা কুষ্ঠ-রাক্ষসতৈল প্রয়োগ করা যায়।

এককুষ্ঠ। এই রোগ একটু কঠিন, সহজে আরোগ্য হয় না। বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যের উত্তাপে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে অনেক সময় রোগ আরোগ্য হয়। যদি উহাতে ফল না হয়, তাহা হইলে মরিচাদিতৈল বা বিষতৈল মালিশের ব্যবস্থা করিবে এবং

সেবনের জন্য পঞ্চনিম্ব ব্যবস্থা করিবে। কুষ্ঠ রক্তদুষ্টিজনিত হইলে, চাউলমুগরার তৈল প্রয়োগ করিবে।

গজচর্ম্ম ও কিটিম। দদ্রু, চর্ম্মকুষ্ঠ ও কিটিম প্রায় একই জাতীয়-পীড়া এবং একই ঔষধে আরোগ্য হয়। দদ্রুরোগে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা হইল, তদ্দ্বারাই চর্ম্মকুষ্ঠ ও কিটিম আরোগ্য হয়। যদি ঐ সকল প্রলেপে না সারে, তাহাহইলে, মরিচাদি বা বৃহৎ মরিচাদিতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। দদ্রু এবং চর্ম্মকুষ্ঠ ও কিটিমের পার্থক্য এই—দদ্রু মণ্ডলাকাররূপে সীমাবদ্ধস্থানে উৎপন্ন হয় ও ঘামাচির ন্যায় কণ্ডূযুক্ত হয়, কিন্তু চর্ম্মকুষ্ঠ যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সেস্থানের চামড়া হস্তীর চামড়ার ন্যায় পুরু, খসখসে ও কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং কিটিম যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সেস্থানের চামড়া শ্যামবর্ণ, খসখসে অথচ পাতলা দৃষ্ট হয়, হস্তি-চর্ম্মের ন্যায় পুরু হয় না। সেবনের জন্য পঞ্চনিম্ব প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রক্তদুষ্টিজনিত হইলে চাউলমুগরার তৈল প্রয়োগ করিবে। গজচর্ম্মকুষ্ঠের অপর নাম চর্ম্মকুষ্ঠ।

বৈপাদিক। এই রোগে হাত ও পায়ের তলা ফাটিয়া যায় এবং সেই ফাটা স্থানের চর্ম্ম ও মাংস কঠিন ও বেদনাবিশিষ্ট হয়। এই রোগে ধূনা, সৈন্ধব লবণ, গুড়, মধু, ঘৃত ও মোম একত্র পাক করিয়া আঠার মত হইলে নামাইয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। রক্তদুষ্টিজনিত হইলে চাউলমুগরার তৈল ও মোম একত্র গলাইয়া প্রয়োগ করিবে।

চর্ম্মদল কুষ্ঠ। ইহাতে মহারুদ্রতৈল বা বিষতৈল লাগাইবে ও শীতপিত্ত রোগোক্ত অমৃতাদি কাথ সেবন করিতে দিবে। রক্তদুষ্টিজনিত হইলে, চাউলমুগরার তৈল প্রয়োগ করিবে।

বিস্ফোট, অলসক ও শতারু নামক কুষ্ঠের চিকিৎসা চর্ম্মদলকুষ্ঠের ন্যায় করিবে।

বিচর্চ্চিকা। এই রোগ জানুদেশে বা হাঁটুর নিম্নে উৎপন্ন হয়। কদাচিৎ হাতে কনুয়ের নিম্নেও হইয়া থাকে। বিচর্চ্চিকার প্রচলিত নাম বিকাচ বা কাউরের ঘা। ইংরাজীতে ইহাকে একজিমা কহে। এই রোগে শ্যামবর্ণ ও ঘনসন্নিবিষ্ট ছোটবড় পিড়কা উৎপন্ন হয়। ঐ পিড়কা অত্যন্ত

চুল্‌কায় এবং চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে রস নির্গত হয় ও কণ্ডগুলি পাকে, পাকিলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু ছিদ্রযুক্ত হয়। বিচর্চ্চিকা বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই জন্মে, বর্ষাকালে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শরৎ ও হেমন্ত ঋতুর সমাগমে কমিতে আরম্ভ করে ও শীতকালে প্রশমিত হয়, আবার শীতাগমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা ফিরঙ্গরোগ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, চাউলমুগরার তৈল ও গন্ধকচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ফিরঙ্গজনিত না হইলে, চিতল মাছের আইস্ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে কিম্বা গর্জ্জনতৈল বা আল্‌কাতরার সহিত গন্ধক চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। আল্‌কাত্‌রা আগুণে গরম করিয়া পাতলা করিয়া লইতে হয়। প্রলেপ যোজনা করিয়া কলার নরম পাতা বা পান-পাতাদ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। এই রোগে মরিচাদি ও বৃহৎ মরিচাদিতৈল ব্যবস্থা করিয়া দেখা গিয়াছে, রোগ নির্ম্মূল হয় না। উক্ত তৈল প্রয়োগ করিলে পিড়কাগুলি পাকিয়া উঠে, বেদনা বেশী হয়, তৎপরে রস নির্গত হয়, এবং একটু নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয় মাত্র। সেবনের জন্য পঞ্চনিম্ব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পামা, কচ্ছু ও পাচড়া। বাঙ্গালায় যাহাকে চুলকণা কহে, সংস্কৃতে তাহাই পামা নামে অভিহিত, উহাই একটু বড় আকারের হইলে আবার কচ্ছু-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কচ্ছুর প্রচলিত নাম খোস্। খোস্ পাকিয়া রস নির্গত হইলে তাহাকে পাচড়া কহে। পামা ও কচ্ছু উভয়ই হস্তদ্বয়ে ও নিতম্বদেশে বাহুল্যরূপে উদ্গত হয়। পামা ও কচ্ছুরোগে শীতপিত্ত-রোগোক্ত দূর্ব্বাদি লেপ, আমলাদি যোগ, সিদ্ধার্থলেপ এবং অমৃতাদি ক্বাথ ও হরিদ্রাখণ্ড উপকারী। কচি নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ সমভাগে বাটিয়া লেপন করিলেও রোগ সারে। রোগ বেশী দিনের হইলে, উক্ত ক্বাথ প্রয়োগ করা আবশ্যক। পাচড়া হইলে, সরিষারতৈল ও মোম একত্র গলাইয়া তাহাতে বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মলমের ন্যায় লাগাইবে। যদি উহাতে না সারে বা পাচড়া হইতে বেশী রস নির্গত ও তাহার উপর পচ্‌লা সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে, চূণ এক ভাগ, তুঁতেপোড়া এক ভাগ ও বিশুদ্ধ-

গন্ধকচূর্ণ এক ভাগ একত্র করিয়া তৈলের সহিত মিশাইয়া লেপন করিবে। রক্তদুষ্টিজনিত হইলে, ইহাতে নাও সারিতে পারে, তখন ঐ দুই পদ ঔষধে তৈলের পরিবর্ত্তে চাউলমুগরার তৈল মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

দদ্রু। যাহাকে বাঙ্গালায় দাদ কহে, তাহাই সংস্কৃতে দদ্রু নামে খ্যাত। ইহাও ক্ষুদ্র কুষ্ঠমধ্যে গণ্য। এরোগ সর্ব্বসাধারণের পরিচিত। ইহা চামড়ার উপরে মণ্ডলাকারে উত্থিত হয় ও মণ্ডলাকার চিহ্নের মধ্যবর্ত্তীস্থান ঘামাচির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডুযুক্ত হয়, কণ্ডুগুলি সময় সময় চুলকায় এবং তাহা-হইতে রস নির্গত হয়। দদ্রু দেখিতে রক্ত বা শ্যামবর্ণ। বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ ও গর্জ্জনতৈল একত্র করিয়া লাগাইলে দদ্রু বিনষ্ট হয়। দদ্রুরোগে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত। একবার ঔষধ প্রয়োগেই দাদ্ আরোগ্য হয় না, কয়েক দিনের জন্য যাপ্য থাকে মাত্র, কিছুকাল পরে আবার দেখা দেয়; সুতরাং পুনর্ব্বার প্রকাশ পাইবামাত্রই ঔষধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক, এইরূপে উপর্য্যুপরি ২।৩ বার ঔষধ প্রয়োগ করিলেই রোগ একবারে আরোগ্য হয়। যাঁহাদের বিশ্বাস ঐরোগ একবারে সারে না, তাঁহারা ঐ নিয়মে ঔষধ ব্যবহার করিলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। গর্জ্জনতৈল, চাকুন্দেবীজ ও কালকাসুন্দেবীজ একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসর্ষপ ও বিড়ঙ্গ বাটিয়া লেপন করিলে কিম্বা কেবলমাত্র সোন্দালপাতা ও সোমরাজী-বীজ কাঁজিতে বাটিয়া লেপ দিলে দাদ্ আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত কাল্-কাসুন্দে পাতার রস ও চাকুন্দে পাতাররস সমভাগে লইয়া তৎসহ সোহাগার-খৈ ও গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু সারে; তুলসীপাতা ও সৈন্ধব একত্র রগ্ড়াইয়া লাগাইলেও দদ্রু সারে।

ছুলী বা সিধ্মকুষ্ঠ। চন্দনঘসা, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দেপাতা ও কাল-কাসুন্দে পাতা সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিবে কিম্বা ২ ভাগ চন্দনঘসা ও ১ ভাগ বিশুদ্ধ হরিতালঘসা ছাগলের মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে অথবা আপাং পাতার রসদ্বারা মূলারবীজ পেষণ করিয়া লাগাইবে।

শ্বিত্রকুষ্ঠ। বাঙ্গালায় যাহাকে ধবল বা শ্বেতী কহে, তাহাই সংস্কৃতে

শ্বিত্রকুষ্ঠ নামে অভিহিত। কুষ্ঠ ও শ্বিত্রের চিকিৎসা একই। কোন অঙ্গ আগুনে দগ্ধ হইলে, তাহা হইতেও শ্বিত্র উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ হরিতাল এক ভাগ ও সোমরাজীবীজ ৪ ভাগ একত্র করিয়া গোমূত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। কুঁচ ও রক্তচিতার মূল সমভাগে জলদ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। কেবল রক্তচিতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও শ্বিত্র নষ্ট হয়। চিতামূল ফোস্কা-কারক, কিন্তু খুব পাতলা করিয়া প্রলেপ দিলে এবং উপর্য্যুপরি তিন দিন প্রয়োগ করিয়া তিন দিন বন্ধ করিলে ফোস্কা হয় না, ফোস্কা হইলে তাহাতে ভয়ের কারণ নাই। ফোস্কা উঠিয়া ঘা হয় এবং রোগ আরোগ্য হয়। চিতামূল বা আকন্দক্ষীরের প্রলেপ দিলে, সেইস্থানে কদাচ জল লাগাইবে না। ঐ স্থান কাপড়ে আবৃত করিয়া স্নান করা উচিত। সৈন্ধবলবণ আকন্দের ক্ষীরে বাটিয়া লেপন করিলেও বিশেষ উপকার হয়। মুখে হইলে বিশুদ্ধ গন্ধক, চিতামূল, হীরাকস, হরিতাল এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার ছাল সমানভাগে লইয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। যে সকল কুষ্ঠ হইতে রস স্রাব হয়, তদ্ব্যতীত অন্যান্য কুষ্ঠে প্রলেপ দিতে হইলে, ডুমুর পাতা বা বলাডুমুর পাতা-দ্বারা রোগাক্রান্তস্থান ঘর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ প্রলেপ লাগাইবে। এই রোগে সেবনের জন্য পঞ্চনিম্ব উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—ঘৃত ও মধু। এতদ্ব্যতীত গলৎকুষ্ঠারি রস, শ্বেতারি এবং কুষ্ঠকালানলরস নিমছালের কাথসহ প্রয়োগ করা যায়, মালিশের জন্য মরিচাদিতৈল, বৃহৎ মরিচাদিতৈল, কুষ্ঠরাক্ষসতৈল, কুষ্ঠকালানলতৈল, সোমরাজীতৈল বা বৃহৎ সোমরাজীতৈল বাতাদিদোষ-ভেদে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, কিন্তু উক্ত প্রলেপ অগ্রে প্রয়োগ করা উচিত, কারণ প্রলেপ দ্বারা রোগ আরোগ্য হইলে, অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না।

কুষ্ঠরোগে-ঔষধ।

দেবদারুলেপ। বাতিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থান হইতে ক্লেদ বা রস নির্গত হইলে এবং ব্রণে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা ও রুক্ষতা প্রকাশ পাইলে, পটোলাদি কাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ লাগাইবে।

দেবদারুলেপ। দেবদারু, খয়ের, নিমপাতা, বিড়ঙ্গ ও করবীবৃক্ষের মূলের ছাল, প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে।

কুষ্ঠাদিলেপ। পৈত্তিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থানে অত্যধিক দাহ প্রকাশ পাইলে, এবং ক্ষত হইতে পীতবর্ণের ক্লেদ ও রস নির্গত হইলে, খদিরাষ্টক কাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ তাহাতে লাগাইবে।

কুষ্ঠাদি লেপ। কুড়, চাকুন্দে বীজ, কালকাসুন্দে বীজ ও ডহরকরঞ্জ বীজ প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে।

তাললেপ। শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে পাণ্ডু বা শ্বেতবর্ণের ক্লেদ নির্গত হইলে, এই লেপ ক্ষতস্থানে লাগাইবে। অগ্রে খদিরাষ্টক কাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া পশ্চাৎ প্রলেপ লাগাইবে।

তাললেপ। হরিতাল, মনঃশিলা ও মরিচ; প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে।

বিড়ঙ্গাদিলেপ। সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের ক্লেদ নির্গত হইলে, মঞ্জিষ্ঠাদি বা বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি কাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ লাগাইবে।

বিড়ঙ্গাদি লেপ। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, সোমরাজী বীজ, শ্বেতসর্ষপ, ডহরকরঞ্জ বীজ ও হরিদ্রা প্রত্যেকে সমভাগ; জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে।

পটোলাদি কাথ। বাতিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে ক্লেদাদি নির্গত হইলে, রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে এই কাথ পান করিতে দিবে।

পটোলাদি কাথ। পোল্‌তা, খয়ের, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কালিয়ালতা (কেলেকড়া) ও কটকী, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

খদিরাষ্টক। পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে লক্ষণানুযায়ী ক্লেদাদি নির্গত হইলে, রোগীকে এই কাথ প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে।

খদিরাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ১০৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ। সান্নিপাতিক গলৎকুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে, রোগীকে এই কাথ প্রত্যহ সকালে পান করাইবে।

মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ। মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী বীজ, চাকুন্দে বীজ, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা,

আমলকী, বাসকছাল, শতমূলী, বেড়েলা, গোক্ষুরচাকুলে, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, পোলতা, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি ক্বাথ। সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে, রোগীকে এই ক্বাথ প্রত্যহ প্রাতে পান করাইবে।

বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি ক্বাথ। মঞ্জিষ্ঠা, কুড়চী ছাল, গুলঞ্চ, মুথা, বচ, শুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারী, নিমছাল, পোলতা, কটকী, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, সূচীমুখী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, ভীমরাজ, পিপুল, বলাডুমুর, আকনাদি, শতমূলী, খয়ের, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিরতা, ঘোড়ানিমের ছাল, শালছাল, সোন্দালের আঠা, প্রিয়ঙ্গু, সোমরাজীবীজ, রক্তচন্দন, বরুণছাল, দন্তীমূল, শেওড়াছাল, বাসকছাল, ক্ষেৎপাপড়া, অনন্তমূল, আতৈস, দুরালভা, রাখালশশার মূল ও বালা প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাগুগগুলু। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থানে দাহ, পক্বতা, কণ্ডূতা ও স্পর্শ শক্তির অভাব প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এবং ক্ষত হইতে লক্ষণানুযায়ী নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গরম দুগ্ধ।

অমৃতাগুগগুলু। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কৈশোরগুগগুলু। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থানে দাহ, পক্বতা, কণ্ডূতা থাকিলে ও ক্ষত প্রকাশ এবং তাহা হইতে নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা শীঘ্র দাহ ও স্রাবাদি উপসর্গ প্রশমিত হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগে ইহার ন্যায় উপকারী ঔষধ বিরল। শ্বিত্রকুষ্ঠেও ইহা অতি উপকারী। অনুপান—গরম দুগ্ধ।

কৈশোরগুগগুলু। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাগুগগুলু। সান্নিপাতিক কুষ্ঠে বাত ও পিত্তের প্রবল-প্রকোপ দৃষ্ট হইলে কিম্বা বাতিক ও বাতপৈত্তিককুষ্ঠে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগে কুষ্ঠজনিত ক্ষত হইতে ক্লেদাদি নিঃসরণ বন্ধ অথচ

ক্ষতস্থানের দাহ, বেদনা ও পক্কতা প্রভৃতি উপসর্গ সমূহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলাগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিম্বাদিচূর্ণ। পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে নানাপ্রকার উপসর্গ, বেদনা ও স্রাব থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কুষ্ঠরোগে এরূপ উপকারী ঔষধ বিরল। শ্বিত্রকুষ্ঠেও ইহা অতি উপকারী। অনুপান—গরম দুগ্ধ।

নিম্বাদি চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসাভ্রগুগ্‌গুলু। বাতিক, পৈত্তিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে লক্ষণানুযায়ী ক্লেদ বা রস নির্গত হইলে এবং ক্ষতস্থানে নানাপ্রকার উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গরম দুগ্ধ।

রসাভ্রগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গলৎ কুষ্ঠারিরস। পৈত্তিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে ক্লেদ বহির্গত হইলে এবং নানাউপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্বিত্রকুষ্ঠেও ইহা উপকারী। অনুপান—দুগ্ধ।

গলৎকুষ্ঠারিরস। কজ্জলী ২ তোলা এবং তাম্র, লৌহ, বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু, রক্তচিতারমূল, শিলাজতু, বিশুদ্ধ কুচিলা ও বচ, ইহাদের প্রত্যেকে এক তোলা ও অভ্র এবং করঞ্জ-বীজ প্রত্যেকে ৪ তোলা; সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া মধুদ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক, ঘৃতসহযোগে বটিকা করিবে। মাত্রা—এক আনা।

বিশ্বেশ্বররস। বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক ও গলৎ-কুষ্ঠে ক্ষত হইতে লক্ষণানুযায়ী স্রাব ও উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধ। প্রায় অধিকাংশ-স্থলেই লক্ষণাদির প্রবিচার না করিয়া চিকিৎসকেরা ইহা প্রয়োগ করেন। ফিরঙ্গজনিত কুষ্ঠ, স্নায়ুগত বাত ও বাতরক্তের ইহা অমোঘ ঔষধ। অনুপান—নিমছালের রস বা কাথ।

বিশ্বেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মাণিক্যরস। সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানা বর্ণের স্রাব ও লক্ষণানুষায়ী নানা উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাও সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ, অধিকাংশ স্থলে রোগের লক্ষণাদি বিচার না করিয়াও প্রয়োগ করা হয়। অনুপান—গুলঞ্চের রস বা নিম-ছালের কাথ অথবা দুগ্ধ।

মাণিক্যরস। বিশুদ্ধ হরিতাল ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গন্ধক ৮ তোলা, মনঃশিলা ৪ তোলা এবং পারদ, সীসা, তাম্র, অভ্র ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র করিয়া বটের ক্ষীরে মর্দ্দন করিবে। প্রথমতঃ গন্ধক ও পারদ কজ্জলী করিয়া পশ্চাৎ সমস্ত দ্রব্য বটের ক্ষীরে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর নিমের কাথে তিনদিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে উহার সহিত গুলঞ্চ, বালা, সোমরাজীবীজ, আলকুশী, নীলঝিণ্টী, শজিনাছাল, মুরামাংসী, জীরা, নিশিন্দাছাল ও করবীমূলের ছাল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক মুষার মধ্যে রাখিয়া পুটপাক করিবে। মাত্রা—২ রতি।

কুষ্ঠকালানলরস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাত-শ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠের যে কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। অনুপান—দুগ্ধ বা গুলঞ্চের রস।

কুষ্ঠকালানলরস। কজ্জলী ২ তোলা এবং সোহাগার খৈ, তাম্র, লৌহ ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক নিমের পাতা, ফল, মূল, ফুল ও ছালের কাথে, ত্রিফলার কাথে এবং সোন্দালের শাসের কাথে যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া লইবে। বটী ৩ রতি।

তালভস্ম। ইহা গলৎ কুষ্ঠের পরীক্ষিত ঔষধ। কুষ্ঠরোগে হস্ত এবং পদ গলিতপ্রায় হইলে অথবা ক্ষতস্থানে কণ্ডু, অতিশয় দাহ, নানা প্রকার বেদনা ও ক্ষত হইতে ক্লেদনির্গমন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর গাত্র-গুরুতা ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—নিমের পাতা বা ছালচূর্ণ ও গব্য ঘৃত।

তালভস্ম। প্রস্তুতবিধি ৭০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাতালকেশ্বর রস। কুষ্ঠে হাত পা ও অঙ্গুলি প্রভৃতি গলিতপ্রায়

হইলে, এবং ক্ষতস্থানে বেদনা, দাহ, রোগীর পিপাসা ও গাত্র-গুরুতা প্রভৃতি নানা উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, অথচ ক্ষত হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। অনুপান—নিমের পাতা বা ছাল-চূর্ণ ও ঘৃত।

মহাতালকেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ১০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চনিম্ব। ইহা গলৎকুষ্ঠেও উপকারী, শ্বিত্র প্রভৃতিতেও উপকারী, যে কোন কুষ্ঠের যে কোন অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু পিত্তপ্রধান-কুষ্ঠে প্রয়োগ করিলে গাত্র-দাহ, চর্ম্মের উপর নানা প্রকার কণ্ডূর উদ্গম ও তাহাতে জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ অতি শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে। পঞ্চনিম্ব প্রস্তুতের ক্লেশ স্বীকার করিতে যাঁহারা রাজী নহেন, তাঁহারা নিমের তৈল দুগ্ধসহ সেবন করিতে পারেন। ফল একই। সহপান—ঘৃত ও মধু অনুপান—দুগ্ধ।

পঞ্চনিম্ব। নিমের পাতা, ফল, ফুল, মূল ও ছাল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। চূর্ণ বেশীদিন অবিকৃত থাকে না, দুই তিন মাসের পরই বীর্য্যহীন হয়, এজন্য চূর্ণকে নিমছালের বা পাতার রসদ্বারা বাটিয়া বটী করিয়া লইতে পারা যায়। বটিকা প্রায় একবৎসর অবিকৃত থাকে।

পঞ্চনিম্ব (মতান্তরে)। পঞ্চনিম্ব যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। শ্বিত্রকুষ্ঠেও ইহা মহোপকারী। সহপান—ঘৃত ও মধু, অনুপান—দুগ্ধ।

পঞ্চনিম্ব (মতান্তরে)। নিমের ফুল, ফল, পাতা, ছাল ও মূল প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ব্রহ্মীশাক, গোক্ষুর, ভেলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গশাস, চামার-আলু, লৌহ, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজীবীজ, সোন্দালের শাস, কুড়, ইন্দ্রযব ও আকনাদি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া খয়ের, শাল ও নিমছাল, ইহাদের প্রত্যেকের কাথে ও ভীমরাজের স্বরসে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। চূর্ণ বা বটিকার মাত্রা—এক আনা হইতে চারি আনা।

অমৃতাঙ্কুর-লৌহ। যে কোন প্রকার কুষ্ঠরোগের যে কোন অবস্থায় বাতাদি দোষের বিচার না করিয়া ইহা প্রয়োগ করা যায়। তবে প্রয়োগকালে

কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। ইহাতে পর্পটী ও ভেলা আছে, সুতরাং বায়ুপ্রধান শরীরে প্রয়োগ করিলে বায়ুর প্রকোপ অর্থাৎ মাথাঘোরা প্রভৃতি উপসর্গ আরও বর্দ্ধিত হয় এবং পিত্তপ্রধান শরীরে প্রয়োগ করিলে পিত্তের প্রকোপও সমধিক বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ হাত পা বা সর্ব্বাঙ্গে দাহ উপস্থিত হয়। ঐ সকল উপসর্গ নিবারণের জন্য দুগ্ধ কিছু বেশী পরিমাণে পান করিতে দিবে এবং প্রত্যহ বা সহ্যমত নারিকেলের জল পান করিতে দিবে। সহপান ঘৃত ও মধু, অনুপান—দুগ্ধ বা নারিকেলের জল।

অমৃতাঙ্কুর লৌহ। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ও বিশুদ্ধ আমলাসা গন্ধক ৮ তোলা, একত্র কজ্জলী করিয়া কিঞ্চিৎ জলসহযোগে পিণ্ডাকার করিবে ও একটি পাথরের পাত্রে রাখিবে, পরে একটি তামার পাত্র আগুনে গরম করিয়া ঐ পিণ্ডের উপরে চাপিয়া ধরিবে, এইরূপে ঐ পিণ্ড পর্পটীর ন্যায় হইলে, পর্পটীর ষোল ভাগের এক ভাগ সোহাগা পর্পটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি মূষামধ্যে রাখিয়া পুটপাক করিবে। যে পর্য্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হইবে, তাবৎ পাক করিবে, গন্ধকের গন্ধ রহিত হইয়া আসিলেই অবিলম্বে মূষা উঠাইবে। অনন্তর উহার সহিত লৌহ ৮ তোলা, তাম্র ৮ তোলা, ভেলা ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গুগ্গুলু ৮ তোলা ও ঘৃত ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া, ত্রিফলার ক্বাথে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে, পাত্র অবতরণ করিয়া তাহাতে হরীতকীচূর্ণ ৪ তোলা, বহেড়াচূর্ণ ৪ তোলা ও আমলকীচূর্ণ ১২৷৷০ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। ত্রিফলার ক্বাথ প্রস্তুতের নিয়ম এই—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত /২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। মাত্রা—এক আনা হইতে দুই আনা।

শ্বেতারি। ইহা শ্বিত্রকুষ্ঠের মহৌষধ। শ্বিত্রের যে কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

শ্বেতারি। কজ্জলী ২ ভাগ এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ভীমরাজ, চাকুন্দেবীজ, ভেলা, কৃষ্ণতিল ও নিমফল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া ভীমরাজের রসে ক্রমাগত ২১ দিন ভাবনা দিবে। বটী ৫ রতি।

সোমরাজীঘৃত। পৈত্তিক ও পিত্ত-শ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে এবং শ্বিত্রকুষ্ঠে অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। অনুপান—গরম দুগ্ধ।

সোমরাজী ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কদ্রব্য—সোমরাজীবীজ ৩২ তোলা, খয়ের ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গুগ্গুলু ১৬ তোলা এবং পটোলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বলা-

ডুমুর, দুরালভা ও কট্‌কী প্রত্যেকে ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—॥০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।

মহাখদিরাদিঘৃত। ক্ষুদ্রকুষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠের যে কোন অবস্থায় ইহা সেবন করান যায়। ইহা পানেও যেমন উপকার হয়, মর্দ্দনেও তদ্রূপ উপকার হইয়া থাকে। গলৎকুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের স্রাব হওয়া, রোগস্থানে চিম্‌চিম্ বেদনা, অসাড়তা বোধ, দাহ, রোগীর গাত্র-দাহ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, শরীরের বিবর্ণতা, ঘর্ম্মরোধ, গাত্রে গুড়্ গুড়্ করা বা পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ-বোধ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বোল্‌তা দংশনের ন্যায় শরীরে চাকা চাকা দাগ, ক্লান্তিবোধ, রোমাঞ্চ ও রক্তের কৃষ্ণবর্ণাভা প্রভৃতি উপসর্গ এবং শ্বিত্র ও নানা-প্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। ইহা সালসার মত রক্তপরিষ্কারক ও বল-কারক। অনুপান—গব্যদুগ্ধ।

মহাখদিরাদি ঘৃত। গব্যঘৃত ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—ছাতিমছাল, আতইষ, সোন্দালের শাস, কট্‌কী, আকনাদি, মুথা, বেণারমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পোল্‌তা, নিম-ছাল, ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, শ্যামালতা, শতমূলী, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, সূচীমুখী, গুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর প্রত্যেকে ৮ তোলা। ক্বাথ্যদ্রব্য—খয়ের ৬২॥০ সের, শিশুগাছের ছাল ১২॥০ সের, শালবৃক্ষের ছাল ১২॥০ সের এবং ডহরকরঞ্জার ছাল, নিমছাল, অম্লবেতসের ছাল, ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, কুড়চীছাল, বাসকছাল, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোন্দাল, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ীমূল ও ছাতিমছাল, প্রত্যেকে ৬।০ সোয়া ছয় সের, জল ৬৪০ সের, শেষ ৮০ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা।

বাসারুদ্রতৈল। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক গলৎকুষ্ঠে কিম্বা শ্বিত্র প্রভৃতি কুষ্ঠে বাতপিত্তের প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগ-স্থানে ও রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগে রোগীর গাত্র-দাহ, গাত্রকম্প, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, রোগ-স্থানের পক্বতা, ব্রণের স্রাব প্রভৃতি উপ-সর্গ ত্বরায় নিবৃত্তি হয়। নালী-ঘা বা দুষ্ট ঘায়ে এই তৈল লাগাইলে ক্ষত অবিলম্বে বিশুদ্ধ ও শুষ্ক হয়। পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, খোস্, পাচড়া, শীতপিত্ত এবং নানাবিধ চর্ম্মরোগে ইহা মহোপকারী। বাতিক, পৈত্তিক ও

বাতপৈত্তিক বিসর্প, বিদ্রধি ও বিস্ফোট প্রভৃতি রোগে ইহা মর্দ্দনে অসাধারণ উপকার হয়।

বাসাকুষ্ঠ-তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথাবিধানে মূর্চ্ছা পাক করিবে। কল্কদ্রব্য—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, তালমূলী, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, নিশিন্দাপাতা, পোলতা, কনকধুতুরার মূল, হরিতাল, মনঃশিলা, কুড়, ঈশ্‌লাঙ্গলা, দাড়িমের খোসা, আপাং,মিঠাবিষ, জয়ন্তীপাতা,নাটাকরঞ্জছাল ও কট্‌ফল, প্রত্যেকে ৪ তোলা। গুলঞ্চের রস বা কাথ ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের ও বাসকপাতার রস ১৬ সের। যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

কুষ্ঠকালানল তৈল। বাতিক গলৎকুষ্ঠে রোগস্থানের অসাড়তা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও দপ্‌দপানি প্রকাশ পাইলে এবং ক্ষত হইতে স্রাব নিবারণের জন্য এই তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগে বাতিককুষ্ঠের নানাবিধ উপসর্গ শীঘ্রই প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠকালানল তৈল। কজ্জলী ২ তোলা এবং বিশুদ্ধ মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র করিয়া ৪ তোলা কাঁজিদ্বারা পেষণ করিবে, অনন্তর উক্ত পিষ্টপদার্থদ্বারা এক টুকরা কাপড় লিপ্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে বাতির ন্যায় পাকাইয়া ও তিলতৈল লিপ্ত করিয়া প্রজ্বালিত করিবে ও অল্প অল্প পরিমাণে তৈল বাতির উপরে ঢালিবে এবং বাতির নীচে একটি পাত্র রাখিবে, এই প্রক্রিয়া মত যে তৈল পাত্রে পতিত হইবে, তাহা কুষ্ঠে লেপন করিবে।

মরিচাদি তৈল। শ্লৈষ্মিক গলৎকুষ্ঠে বা ফিরঙ্গ জনিত কুষ্ঠে এই তৈল মহোপকারী। ফিরঙ্গজনিত পিড়কা বিনষ্ট করিতে ইহা অসীম শক্তিশালী। নানাবিধ চর্ম্মরোগ বা খোস্, পাচড়া ও চুলকনা প্রভৃতি রোগে স্থানিক মালিশ করিলে, বিশেষ উপকার হয়। ইহা সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে রক্ত বিশুদ্ধ হয়, কিন্তু মস্তকে মর্দ্দন নিষেধ; বিশেষতঃ বালকের মস্তকে কদাপি প্রয়োগ করিবে না। ফিরঙ্গরোগোক্ত বৃহৎ মরিচাদিতৈলও প্রয়োগ করা যায়।

মরিচাদি তৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছা পাক করিবে। কল্কদ্রব্য—মরিচ, হরিতাল, মনঃশিলা, মুথা, আকন্দের ক্ষীর, করবীগাছের মূল, জটামাংসী, তেউড়ীমূল, গোবরের রস, রাখালশশার মূল, কুঁড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন, প্রত্যেকে

৪ তোলা ও মিঠাবিষ ৮ তোলা কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে এবং ১৬ সের চোনাদ্বারা পাক সমাপন করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বিষতৈল। শ্লৈষ্মিক গলৎকুষ্ঠে এই তৈল স্থানিক প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। ইহা খোস্, পাঁচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি রোগে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু শিশুগণের মস্তকে প্রয়োগ করিবে না। এই তৈল সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য, শ্বিত্রকুষ্ঠেও পরম উপকারী, মরিচাদি তৈলের পরিবর্ত্তে প্রয়োগ করা যায়।

বিষতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছা পাক করিবে। কল্কদ্রব্য—ডহর-করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দের ক্ষীর, তগরপাদুকা, করবীমূল, বচ, কুড়, হাপর-মালী, রক্তচন্দন, জাতী বা মালতীফুলেরপাতা, নিশিন্দাপাতা, মঞ্জিষ্ঠা ও ছাতিমছাল, প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং বিশুদ্ধ মিঠাবিষ ৮ তোলা কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে ও ১৬ সের জলসহ পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

কুষ্ঠরাক্ষসতৈল। শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গলৎকুষ্ঠে এই তৈল স্থানিক ও সার্ব্বাঙ্গিক প্রয়োগ করা যায়। নানাবিধ খোস্, চুলকণা, পাচড়া প্রভৃতি রোগে এই তৈল অতি উপকারী। শ্বিত্ররোগে স্থানিক মর্দ্দনে অসাধারণ উপকার হয়। এই তৈলে কাপড়ের টুকরা ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

কুষ্ঠরাক্ষস তৈল। কটুতৈল /১ সের, যথাবিধি মূর্চ্ছা পাক করিবে। কল্কদ্রব্য—কজ্জলী ৪ তোলা এবং কুড়, ছাতিমছাল, চিতামূল, মেটেসিন্দুর, রসুন, হরিতাল, সোমরাজী বীজ, সোন্দালবীজ, তামা ও মনঃশিলা,প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ তৈলে নিঃক্ষেপ করিয়া প্রত্যহ রৌদ্রের উত্তাপে রাখিবে ও প্রয়োগ করিবে।

কুষ্ঠরোগে-পথ্যাপথ্য।

পথ্য। আমনতণ্ডুলের অন্ন, কাঁচা মুগ, অড়হর ও মসুরের ঘৃতপক্ক দাইল, বেতাগ্র, পলতা, উচ্ছে, করলা, নিমপাতা বা হিঞ্চাশাকের শুক্ত, থোড়, মোচা, ঝিঙ্গে, কুমড়া, ডুমুর, কাচকলা, আলু, পটোল, শিম প্রভৃতির ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন ও সহমত দুগ্ধ এই রোগে সুপথ্য।

অপথ্য। তৈলপক্ক দাইল ও তরকারী, অম্লদ্রব্য, মৈথুন, শারীরিক-

পরিশ্রম, রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপ লাগান, মাষকলায়ের দাইল; নূতন চাউলের অন্ন, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক দ্রব্য, দধি, মদ্য, গুড়, দিবানিদ্রা, মৎস্য ও মাংসাহার এই রোগে কুপথ্য। নিতান্ত মৎস্যাহারের ইচ্ছা হইলে মাগুর বা রোহিত-মৎস্যের ঝোল মধ্যে মধ্যে দিবে। মিষ্টদ্রব্য যত কম আহার করা যায়, ততই ভাল।

পিত্তরোগ-চিকিৎসা।

পিত্তরোগের লক্ষণ। কেশের অকালপক্কতা, চক্ষুর রক্তিমা ও পীত-বর্ণাভা, মল ও মূত্রের পীতাভা, নখের রক্তাভতা ও পীতবর্ণাভা, দন্ত ও দেহের পীতবর্ণতা, অন্ধকারবৎ দর্শন, মুখের অম্লতা, নিঃশ্বাসবায়ুর উষ্ণতা, ধূমোদ্গার, ভ্রম, ক্লান্তি, ক্রোধ, দাহ, মলভেদ, অগ্নি ও সূর্য্যোত্তাপে অনিচ্ছা, শৈত্য-সেবনেচ্ছা, সন্তোষাভাব, কার্য্যে অনিচ্ছা, ভুক্তদ্রব্যের বিদাহ, তীক্ষ্ণাগ্নি, রক্তোদ্গীরণ, রক্তভেদ, মলের তরলতা ও উষ্ণতা, মূত্রের উষ্ণতা ও কৃচ্ছ্রতা, শুক্রের অল্পতা, তরলতা ও উষ্ণতা, দেহের উষ্ণতা, ঘর্ম্ম, শরীরের দুর্গন্ধ, দেহের প্রাবরণতা, শরীরের অবসন্নতা ও পাক; এই চল্লিশপ্রকার পিত্তজ ব্যাধি।

পৈত্তিকরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

যেমন বাতব্যাধি বা বাতজব্যাধি লক্ষণভেদে আশীপ্রকার, তদ্রূপ পিত্তজ-ব্যাধি বা পৈত্তিকরোগ লক্ষণভেদে চল্লিশপ্রকার। কটু, অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট-দ্রব্য, উষ্ণ, বিদাহী ও তীক্ষ্ণদ্রব্য ভোজন, দধি, মস্ত, মাষকলায়, তিল, তিসি ও কাঁজি প্রভৃতি ভোজন, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা উপস্থিত হইলে, পানাহার না করা এবং ক্রোধ, উপবাস ও রৌদ্রসেবন; এই সকল কারণে ও ভোজনের মধ্যভাগে, ভুক্তদ্রব্যের পচ্যমান অবস্থায়, মধ্যাহ্নে, মধ্য রাত্রিতে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পৈত্তিকব্যাধি উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত পিত্তপ্রধান শরীরে পিত্তজ ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পৈত্তিকব্যাধির লক্ষণভেদে নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। গুড়্-

চ্যাদি লৌহ, পিত্তান্তক লৌহ, পিত্তান্তক রস, গুড়ূচ্যাদি তৈল প্রভৃতি অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে।

পৈত্তিকরোগে—ঔষধ।

গুড়ূচ্যাদি লৌহ। পিত্তের প্রকোপবশতঃ হাত পা ও সর্ব্বাঙ্গে দাহ প্রকাশ পাইলে কিম্বা রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে, অথবা পিত্তবৃদ্ধির অন্যান্য লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হিঞ্চার রস বা পলতার রস, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উচ্ছে বা করলাপাতার রস।

গুড়ূচ্যাদি লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিত্তান্তক লৌহ। গুড়ূচ্যাদি লৌহ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই সেই অনুপানে প্রয়োজ্য।

পিত্তান্তকলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৪০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিত্তান্তক রস। পিত্তবৃদ্ধির সহিত তরল দাস্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—ধনে ও পলতাভিজান জল।

পিত্তান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাপিত্তান্তকরস। পিত্তান্তকরস যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই অনুপানে প্রয়োজ্য। পিত্তান্তকরস অপেক্ষা মহাপিত্তান্তকরস সমধিক গুণবিশিষ্ট।

মহাপিত্তান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচ্যাদি তৈল। পিত্তবৃদ্ধি বশতঃ হাত পা বা সর্ব্বাঙ্গে অত্যধিক দাহ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে, কিন্তু জ্বরসত্ত্বে মর্দ্দন বিধেয় নহে। নিদ্রা না হইলে মস্তকে মালিশ করা যায়।

গুড়ূচ্যাদি তৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল। গুড়ূচ্যাদি তৈল অপেক্ষা ইহা সমধিক উপকারী।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিত্তরোগে—পথ্যাপথ্য।

পথ্য। পিত্তরোগে তিক্ত, মধুর ও কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য, শীতল বায়ু, ছায়া, নিশাবায়ু, ব্যজন, চন্দ্রকিরণ, মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ, ফোয়ারার জল, পদ্ম, স্ত্রীর গাত্রস্পর্শ, ঘৃত, দুগ্ধ, বিরেচন, পরিষেচন, রক্তমোক্ষণ ও শীতল-প্রলেপ প্রভৃতি হিতকর।

অপথ্য। কটুরস, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, তীক্ষ্ণ ও লবণরস দ্রব্য, ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্র, স্ত্রীসংসর্গ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বেগধারণ, ব্যায়াম, মদ্য, মাষকলায়, তিল, কুলথকলায়, মৎস্য, মেষমাংস, গব্যদধি ও গব্যতক্র, এই-সকল পিত্তরোগে অহিতকর ; অর্থাৎ এই সমুদয় দ্বারা পিত্ত বর্দ্ধিত হয়।

কফরোগ-চিকিৎসা।

কফরোগের লক্ষণ। মুখের মধুরতা, লিপ্ততা ও মুখ হইতে লালাস্রাব, নিদ্রাধিক্য, কণ্ঠদেশে ঘর্ ঘর্ শব্দ, কটু ও উষ্ণদ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধির জড়তা, চৈতন্যশক্তির হ্রাস, অলসতা; তৃপ্তিবোধ, অগ্নিমান্দ্য, মলের আধিক্য ও শীতলতা, মূত্রাধিক্য, মূত্রের শুক্লতা, শুক্রের আধিক্য, শরীরের আর্দ্রতা, শুক্লতা ও শীতলতা; এই সকল কফজ ব্যাধির লক্ষণ।

কফরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

গুরুদ্রব্য, মধুররসবিশিষ্ট দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য, তরলদ্রব্য, দধি ও শীতল দ্রব্য এই সকল ভোজন এবং দিবানিদ্রা, অগ্নিমান্দ্য, পরিশ্রম না করা প্রভৃতি নানা কারণে এবং দিবা ও রাত্রির প্রথমভাগে, ভোজনান্তে, হেমন্ত ও বসন্তকালে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া শ্লৈষ্মিকরোগ উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত শ্লেষ্মপ্রধান শরীরেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকরোগ উৎপন্ন হইলে, লক্ষণভেদে শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, শ্লেষ্মকালানলরস, মহা শ্লেষ্মকালানলরস, কফচিন্তামণি, কফকেতু ও বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি যথা-মুপানে প্রয়োগ করা যায়।

কফরোগে-ঔষধ।

কফকেতুরস। কফের আধিক্যবশতঃ নাসাস্রাব, শ্বাস, কাস, গলরোগ, গলাব্যথা, মুখরোগ, শিরোরোগ, দন্তরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ উপস্থিত হইলে, প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে, কিন্তু এই সকল রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে, ইহা দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। **অনুপান**—আদার রস ও মধু।

কফকেতুরস। সোহাগার খৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম ও শোধিত বিষ প্রত্যেকে সমভাগ, আদাররসে মর্দ্দন। বটী ১ রতি।

কফকেতু (মতান্তরে)। উক্ত কফকেতু অপেক্ষা ইহা সমধিক-বীর্য্যবান্। **অনুপান**—আদার রস ও মধু।

কফকেতু (মতান্তরে)। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিজলবীজ, শঙ্খভস্ম, বিশুদ্ধ বিষ ও মরিচ প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী মরিচ পরিমাণ।

কফচিন্তামণি। কফকেতু যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রথমাবস্থায়ই বিশেষ উপকারী। **অনুপান**—আদার রস ও মধু।

কফচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ১০৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কফকেতু রস। কফরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী কিম্বা রোগীর প্রকৃতি স্বভাবতঃ শ্লেষ্ম-প্রধান হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎ কফকেতুরস। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মসুন্দররস। বৃহৎ কফকেতু যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। **অনুপান**—পানের রস ও মধু।

শ্লেষ্মসুন্দররস। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে)। ইহার প্রয়োগ-প্রণালী ও অনুপান বৃহৎ কফকেতুর ন্যায়।

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মকালানলরস। ইহা সাধারণ ঔষধের মধ্যে উৎকৃষ্ট। শ্লেষ্মাধিক-ঊর্দ্ধজত্রুগত যে কোনও রোগে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু ধাতুক্ষয়জনিত বা দীর্ঘকালস্থায়ী শিরোরোগে বেশী ফলপ্রদ নহে। সাধারণতঃ মাথাধরা, গাব্যথা, শরীরের জড়তা ও অলসতা প্রভৃতি বিনাশ করে। অনুপান—পানের রস, তুলসীপাতার রস কিম্বা আদার রস ও মধু।

শ্লেষ্মকালানলরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বিষ ৪ তোলা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মিলিত ৮ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, যমানী, বন-যমানী, বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, চই, লবঙ্গ, তেউড়ীমূল, দন্তীবীজ ও পঞ্চলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা। তুলসীপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া সাতবার ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে অথবা বায়ুপ্রধান, শ্লেষ্মপ্রধান অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সান্নিপাতিক শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ মহোপকারী। ঐ সকল শিরোরোগের সহিত রোগীর আমবাত, বাত, মুখে, জিহ্বায় বা গলনালীতে ঘা অথবা কাণপাকা, নাসাস্রাব ও দন্তরোগ প্রভৃতি থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করিবে। এতদ্ব্যতীত ঊর্দ্ধজত্রুগত সর্ব্বপ্রকার রোগে অর্থাৎ চক্ষু হইতে জলস্রাব, পিচুটিপড়া ও দৃষ্টিহানি, মাথায় ভার, দন্তমাড়ীর-স্ফীততা প্রভৃতি থাকিলে, ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে, জয়পাল-বীজ দিবে না, কিম্বা ইহার পরিবর্ত্তে মহাশ্লেষ্মকালানল প্রয়োগ করিবে। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস বা পানের রস ও মধু।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহা শ্লেষ্মকালানলরস। শ্লেষ্মকালানল যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করাযায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই অনুপানে প্রয়োগ করা যায়।

মহাশ্লেষ্মকালানলরস। হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, তাম্র, অভ্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, বংশপত্র হরিতাল, ধুতুরারবীজ সৈন্ধবলবণ, কুড়, হিং, পিপুল, কট্‌ফল, দন্তীবীজ, সোমরাজীবীজ, সোন্দালের আঠা ও তেউড়ী; ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। সীজের ক্ষীরে মর্দ্দন। বটী মাষকলাইয়ের ন্যায়।

ধুস্তূরতৈল। এই তৈল মর্দ্দনে কফরোগ বিনষ্ট হয়।

ধুস্তূরতৈল। কটুতৈল /৪ সের। কাথ্যদ্রব্য—ডাল, পাতা ও মূলসহ ধুতুরাগাছ সাড়ে-

থার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—ধুতুরাপাতা /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। ক্রিমিরোগোক্ত ধুস্তুরতৈল প্রয়োগ করিলেও চলে।

কফরোগে—পথ্যাপথ্য।

রুক্ষ, ক্ষার, কষায়, তিক্ত ও কটু রসবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন, শারীরিক পরিশ্রম, নিষ্ঠীবন ত্যাগ, ধূমসেবন, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যভোজন, স্বেদ, উপবাস ও রৌদ্রসেবন এইসকল কফরোগে হিতকর। কফজনক ও গুরুদ্রব্য ভোজন, লবণ, মধুর, অম্ল ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, মাষকলায়, তিল, তরলদ্রব্য, দধি, দিবা-নিদ্রা, শৈত্যক্রিয়া ও ঘৃতভক্ষণ কফরোগে হিতকর নহে।

শিরোরোগ-চিকিৎসা।

বাতিকশিরোরোগের লক্ষণ। এই রোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ অকস্মাৎ মস্তকে তীব্র বেদনা হয় এবং ঐ বেদনা রাত্রিতে বাড়ে। বস্ত্রাদিদ্বারা মস্তকবন্ধন বা মস্তকে স্বেদাদি প্রয়োগ করিলে, এই রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিকশিরোরোগের লক্ষণ। এই রোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ মস্তক, চক্ষু ও নাসিকাতে এত প্রদাহ উপস্থিত হয়, বোধ হয় যেন, জলন্ত অঙ্গার দ্বারা মস্তক আবৃত হইয়াছে এবং চক্ষু ও নাসাভ্যন্তর হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। শীতল ক্রিয়াদ্বারা এবং রাত্রিকালে এইরোগ স্বভাবতঃ প্রশমিত হয়।

শ্লৈষ্মিকশিরোরোগের লক্ষণ। এই রোগে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ মস্তক শ্লেষ্মাদ্বারা লিপ্ত, ভারগ্রস্ত, স্তব্ধ ও শীতল বোধ হয় এবং মুখে ও অক্ষিপল্লবে (চক্ষুর পাতায়) শোথ উৎপন্ন হয়।

সান্নিপাতিকশিরোরোগের লক্ষণ। এই রোগে ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শিরোরোগের লক্ষণ একবারে প্রকাশ পায়

রক্তজশিরোরোগের লক্ষণ। এই রোগে রক্তদুষ্টিবশতঃ পৈত্তিক শিরোরোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়, অধিকন্তু মস্তক স্পর্শাসহ অর্থাৎ মস্তক স্পর্শ করিলেও রোগী অত্যন্ত কষ্টবোধ করে বা চম্‌কাইয়া উঠে।

ক্ষয়জশিরোরোগের লক্ষণ। মস্তকের রক্ত, বসা ও শ্লেষ্মার অত্যধিক ক্ষয়বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে মস্তকে অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বেদ-প্রয়োগ, বমন, ধূম ও নস্যগ্রহণ কিম্বা রক্তমোক্ষণ করিলে, এরোগ বাড়ে। ইহা কষ্টসাধ্য।

ক্রিমিজশিরোরোগের লক্ষণ। এইরোগে মস্তকের অভ্যন্তরে সূচিবিদ্ধবৎ অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয় এবং ক্রিমি সঞ্চরণ (চলিয়া বেড়ান) ও দংশন করে (কামড়ায়), পরন্তু নাসারন্ধ্র হইতে জলমিশ্রিত পূয এবং কখনও কখনও বা ক্রিমি বহির্গত হইয়া থাকে। এই রোগ অতি যন্ত্রণা-দায়ক।

সূর্য্যাবর্ত্তরোগের লক্ষণ। এই রোগে সূর্য্যোদয় হইতে চক্ষু ও ভ্রূদ্বয়ে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হইয়া সূর্য্যের উত্তাপবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ ঐ বেদনা বাড়ে, আবার সূর্য্যাস্ত হইলে বেদনা কমে, পরন্তু শীতল বা উষ্ণ ক্রিয়া কিছুতেই বেদনা কমে না। সূর্য্যাবর্ত্তরোগ ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, সুতরাং অতিশয় কষ্টসাধ্য।

অনন্তবাতের লক্ষণ। বায়ু, পিত্ত ও কফ ত্রিদোষ প্রকুপিত হইয়া গ্রীবার পশ্চাৎ দিগের মন্যানামক শিরাদ্বয়কে পীড়ন করিয়া গ্রীবার পশ্চাৎ দিকে তীব্র বেদনা, দাহ ও গুরুতা জন্মায়, অনন্তর ঐ বেদনা ক্রমশঃ চক্ষু, ভ্রূদ্বয় ও শঙ্খদেশে উপস্থিত হয়, এবং গণ্ডপার্শ্বের কম্পন, হনুগ্রহ ও চক্ষুর নানাপ্রকার পীড়া উৎপাদন করে। ইহার নাম অনন্তবাত।

অর্দ্ধাবভেদক-শিরোরোগের লক্ষণ। রুক্ষদ্রব্য ভোজন, আহার পরিপক না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, হিমলাগান, পূর্ব্বদিকের বায়ু সেবন, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ, পথপর্য্যটন ও পরিশ্রম, এই সকল কারণে বায়ুপ্রকুপিত ও প্রবল হইয়া স্বয়ং কিম্বা শ্লেষ্মার সহযোগে মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করিয়া সেই অর্দ্ধাংশের মন্যা, ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, চক্ষু ও ললাটে অস্ত্রাঘাত

বা বজ্রপাতের ন্যায় তীব্র বেদনা জন্মায়। এই রোগে সমস্ত মস্তকের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ একচক্ষু, মন্যার শিরাদ্বয়ের একটি, একটি ভ্রূ এবং শঙ্খ ও ললাটের অর্দ্ধাংশ ও একটি কর্ণ পীড়িত হয়, একারণ ইহাকে অর্দ্ধাবভেদক বা আধকপালে মাথাধরা কহে। এই রোগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে, চক্ষু বা কর্ণ নষ্ট হইতে পারে।

শঙ্খকশিরোরোগের লক্ষণ। রক্ত, পিত্ত ও বায়ু প্রকুপিত, বর্দ্ধিত ও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া শ্লেষ্মার সহযোগে শঙ্খদেশে তীব্রবেদনা ও দাহযুক্ত অথচ রক্তবর্ণ দারুণ শোথ উৎপাদন করে, ঐ শোথ বিষের ন্যায় বেগবান্ হইয়া ত্বরায় মস্তক ও কণ্ঠদেশকে অবরোধ করিয়া তিন দিনের মধ্যে রোগীর জীবনহরণ করে, কিন্তু রোগী যদি তিন দিনের অধিক জীবিত থাকে, তাহা হইলে তাহার জীবন রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে।

শিরোরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

শিরোরোগ অর্থাৎ শিরঃশূল বা মস্তকের শূল এগার প্রকার। ইহার চলিত নাম মাথাধরা বা মাথাব্যথা। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ, ধাতুক্ষয়জ, ক্রিমিজ, সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত এবং অর্দ্ধাবভেদক ও শঙ্খক। শিরঃপীড়া সচরাচর পুরুষদিগকে দশ হইতে পঁচিশ এবং পঁয়ত্রিশ হইতে পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে এবং স্ত্রীদিগকে আট বৎসরের পর পঁচিশ বৎসর বয়সে আক্রমণ করে। নানাকারণে এই রোগ জন্মে। চিকিৎসা-কালে রোগোৎপত্তির কারণ সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করা আবশ্যক। নানাপ্রকার অহিত আহার-বিহারাদি অর্থাৎ পানভোজন, এবং অধিক মানসিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত বা কফ প্রকুপিত হইয়া শিরঃপীড়া জন্মায়, তদ্ব্যতীত জ্বর, ফিরঙ্গ, বা বিষাক্তমেহবশতঃ রক্তদুষ্টি, স্নায়ু দৌর্ব্বল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য, অধিক শুক্রক্ষয়, মধুমেহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, স্ত্রীদিগের ঋতুর গোলযোগ বা আর্ত্তবদুষ্টি প্রভৃতি বহুবিধরোগের উপসর্গ স্বরূপ শিরঃপীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রিমি হইতে এক প্রকার শিরঃপীড়া জন্মে, তাহাকে ক্রিমিজনিত শিরঃপীড়া কহে। ধাতুক্ষয় বশতঃ যে শিরঃপীড়া জন্মে, তাহাকে ক্ষয়জ শিরঃপীড়া কহে; অতিরিক্ত মদ্য-পান এবং সীসা প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্য উদরস্থ হইলে,

শিরঃপীড়া হয়। ফলতঃ রোগ যে কারণেই হউক, তত্তৎ কারণ দূরীভূত এবং রক্তদুষ্টি ও বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে, তত্তৎ রোগ বিনষ্ট অর্থাৎ রক্তসংশোধন বা বিশুদ্ধ এবং বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি আরোগ্য না হইলে, শিরঃপীড়া প্রশমিত হয় না, এইরূপ স্ত্রীলোকের ঋতুদুষ্টিবশতঃ পীড়া হইলে, আর্ত্তব শোধিত না হইলেও রোগ প্রশমিত হয় না; সুতরাং শিরঃপীড়া যে-রোগের সহবর্ত্তী বা উপসর্গ-স্বরূপ প্রকাশ পাইবে, সেই রোগের প্রতীকারে অবশ্যই মনঃসংযোগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগে নবজ্বরের সংস্রব না থাকিলে, সাধারণতঃ লৌহ, অভ্র, রৌপ্য ও স্বর্ণাদি ধাতুঘটিত বল-পুষ্টিকারক ঔষধ-সকল প্রয়োজ্য এবং ধাতুক্ষয় বা ধাতু-দৌর্ব্বল্য, আর্ত্তবদুষ্টি, এবং বিষাক্ত ও মধুমেহ প্রভৃতি রোগে প্রায়শঃ নবজ্বরের সংস্রব থাকে না, সুতরাং ঐ সকল রোগেও লৌহাদি ঘটিত ঔষধ মহোপকারী।

জ্বরাদিরোগের উপসর্গস্বরূপ শিরঃপীড়া প্রকাশ পাইলে, ঐ সকল রোগে বর্ণিত শিরোরোগের চিকিৎসা-ক্রম অবলম্বন করিবে।

বাতিক শিরঃপীড়ায় মস্তকে মুচুকুন্দ ফুল কিম্বা দারুচিনি জলদ্বারা বাটিয়া অথবা ঘোলদ্বারা কুড়, এরণ্ডমূল ও শুঁঠ বাটিয়া প্রলেপ দিবে এবং দুধ জাল-দেওয়া মাটীর হাড়ী বা কড়াই আগুণে গরম করিয়া তাহার উত্তাপ মস্তকে লাগাইবে। দশমূল তৈল নস্যরূপে নাসারন্ধ্রে গ্রহণ ও মস্তকে বা কপাটীর রগে মালিশের ব্যবস্থা করিবে। শ্বাসরোগোক্ত শ্বাসকুঠাররসের নস্য প্রয়োগে মহোপকার হয়। স্বল্প পঞ্চমূল কাথ পানেরও ব্যবস্থা করা যায়। ৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পৈত্তিক ও রক্তজ শিরোরোগে রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেণার মূল বাটিয়া অথবা রক্তচন্দন ঘষিয়া প্রলেপ দিবে এবং অত্যধিক দাহ থাকিলে শতধৌত-ঘৃত মালিশ করিবে। স্বল্পপঞ্চমূল কাথ (৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বা পঞ্চমূলাদি ক্ষীর (১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) পান ও ষড়বিন্দু তৈল নস্যরূপে গ্রহণ এবং মস্তকে মর্দ্দন করিতে দিবে।

শ্লৈষ্মিক শিরঃপীড়ায় কাপড়ের পুটলী গরম করিয়া তদ্দারা স্বেদ এবং আদার রস গরম করিয়া কুলি করিতে দিবে। দেবদারু, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী ও শুঁঠ বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। গুঞ্জাতৈল অথবা

দশমূলতৈল নস্যরূপে গ্রহণ ও মস্তকে মালিশ করিতে দেওয়া যায়। আবশ্যক হইলে, বৃহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারী ছালের কাথ পান করান যায়।

সান্নিপাতিক শিরঃপীড়ায় বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিন দোষের মধ্যে যাহার প্রকোপ দৃষ্ট হইবে, তদ্দোষনাশক চিকিৎসা করিবে।

ক্রিমিজনিত শিরোরোগের চিকিৎসা ৪৬৪ পৃষ্ঠা ও ৪৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাতুক্ষয়জনিত শিরোরোগে ধাতুপোষক তৈল মর্দ্দন ও ঘৃত পানের ব্যবস্থা করিবে।

সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগে অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু কাঁজি বা জলদ্বারা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে কিম্বা হুড়হুড়ের বীজ (কোন কোন দেশে ইহাকে গুইলটা কহে) হুড়হুড়ের রসে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধদ্বারা তিল বাটিয়া প্রলেপ বা উহা গরম করিয়া সেক দিলেও ঐ উভয় রোগ সারে। চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতলজল বা ঘৃতদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলেও আধকপালে ও সূর্য্যাবর্ত্তরোগ বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণতিল ও বেণারমূল বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, ঐ উভয়রোগ দূরীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত ষড়বিন্দুতৈলের নস্য ও মর্দ্দন উপকারী। এই সকল ঔষধ শঙ্খক এবং অনন্তবাতরোগেও উপকারী। অনন্তবাত অত্যধিক প্রবল হইলে, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিমছাল; ইহাদের কাথ করিয়া নাসিকাদ্বারা পান বা নস্য গ্রহণ করিতে দিবে। এই প্রক্রিয়াদ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে রোগীর যন্ত্রণা অর্থাৎ ভ্রূ, শঙ্খ, ললাট, কর্ণ, চক্ষু, ও শিরোহর্দ্ধশূল দূরীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত শিরোরোগে নানাপ্রকার বটিকা প্রয়োগ করা যায়। লক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস, নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস, কফরোগোক্ত শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, শ্লেষ্মকালানলরস, মহাশ্লেষ্মকালানলরস, কফকেতু, কফচিন্তামণি ও জ্বররোগোক্ত কস্তুরীভূষণ প্রভৃতি নানাপ্রকার বটিকা অবস্থাভেদে যথানুপানে প্রয়োগ করা যায়।

শিরোরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে বা কোষ্ঠবদ্ধতাবশতঃ শিরঃপীড়া হইলে, বিরেচন দিবে। তেউড়ী-চূর্ণ বৃদ্ধ ও যুবা সকলের পক্ষেই উপযোগী, মাত্রা—দুই আনা হইতে চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত।

ঋতুর গোলমাল, আৰ্ত্তবদুষ্টি কিম্বা স্ত্রীদিগের রজোলোপ বা অন্যান্য কারণে শিরঃপীড়া হইলে, বক্ষ্যমাণ স্ত্রীরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং তৎসঙ্গে শিরোরোগের লক্ষণ অনুযায়ী দোষের প্রকোপ স্থির করিয়া যে দোষ প্রবল দৃষ্ট হইবে, তদ্দোষ নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

কতকগুলি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ আছে, তাহা প্রায় সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়ায় প্রয়োগ করা যায়। যষ্টিমধু চূর্ণ চারি ভাগ ও শোধিত বিষচূর্ণ এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া নস্য লইবে। ঝিনুকভস্ম ও নিশাদল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহার ঘ্রাণ লইবে। কৃষ্ণজীরা কাপড়ের পোটলায় করিয়া বান্ধিয়া রগড়াইবে ও ঘ্রাণ লইবে। এতদ্ব্যতীত টাট্‌কা চুণ ও মধু একত্র করিয়া পানের টুক্‌রায় মাখাইয়া রগের উপর লাগান যায়। কর্পূরের সূক্ষ্ম-চূর্ণের নস্য গ্রহণ করা যায়। গোলমরিচ জলের সহিত ঘসিয়া রগে লাগান যায়। অৰ্দ্ধনাড়ী নাটকেশ্বরের নস্য প্রয়োগেও সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ নষ্ট হয়।

শিরোরোগে-ঔষধ।

লক্ষ্মীবিলাস। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে কিম্বা বাতাধিক বা শ্লেষ্মাধিক সান্নিপাতিক শিরোরোগে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শিরঃপীড়ার সহিত নাসাস্রাব, গলায় ঘা, জিহ্বায় ঘা, গলাব্যথা, মুখে ঘা ও ব্যথা এবং কর্ণরোগ প্রভৃতি থাকিলেও ইহা উপকারী। অনুপান—পানেররস ও মধু। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, আদার রস ও মধু। পানের সহিত বটিকা চর্ব্বণ করিয়াও ভক্ষণ করা যায়।

লক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্প-লক্ষ্মীবিলাস। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক কিম্বা বায়ু বা শ্লেষ্মপ্রধান সান্নিপাতিক শিরোরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। শিরোরোগের সহিত গলরোগ, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, জিহ্বারোগ, কর্ণরোগ এবং নাসারোগ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—পানের রস ও মধু, কোষ্ঠ-কাঠিন্যে-আদার রস ও মধু।

স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে)। মহালক্ষ্মীবিলাস যে যে অবস্থায় প্রয়োগ

করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। অনুপান—পানের রস বা আদার রস ও মধু।

লক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস। যে কোন প্রকার শিরোরোগে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। শিরোরোগের সহিত অগ্নিমান্দ্য, অক্ষুধা, অম্লোদ্গার, অন্ত্রবৃদ্ধি, রক্তদোষ, ধাতুক্ষয় বা ধাতু দোষ জন্য কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্লীপদ (গোদ) নালী ঘা, ক্ষতকাস, নাসাস্রাব, যক্ষ্মা, কর্ণরোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, গলরোগ, জিহ্বা-রোগ, ওষ্ঠরোগ ও স্ত্রীদিগের স্ত্রীরোগ বর্ত্তমান থাকিলে, বিশেষতঃ প্রসবান্তে প্রসূতির পক্ষে ইহা মহোপকারী। ইহা বল, পুষ্টি ও কাম-বর্দ্ধক। অনুপান—পানের রস বা আদার রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস। মহালক্ষ্মীবিলাস যে যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, বিশেষতঃ জ্বর, মাথা-ব্যথা, মাথাভার, বাক্যের জড়তা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, গলায় ব্যথা এবং ভার-বোধ অথবা মুখ, নাসিকা বা জিহ্বা প্রভৃতিতে ক্ষত থাকিলে, এই ঔষধ অমৃত-বৎ উপকারী। প্রসবান্তে প্রসূতির জ্বরাদি যে কোন উপসর্গ থাকিলে, ইহা প্রয়োজ্য। অনুপান—পান বা আদার রস ও মধু।

বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৬০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস। ইহাপেক্ষা শিরোরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। অন্যান্য ঔষধে যে শিরোরোগ আরোগ্য না হয়, ইহাতে তাহাও আরোগ্য হয়, ফলতঃ শিরঃপীড়ার যে কোন অবস্থায় ইহা নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা যায়। এই মহৌষধ প্রয়োগ করিলে, আর অন্য কোন ঔষধের আবশ্য-কতা হয় না। ধাতুক্ষয় বা স্ত্রীলোকের আর্ত্তবদুষ্টি হইতে যে শিরোরোগ জন্মে, ইহাতে তাহাও অচিরে বিনষ্ট হয়। ইহা ধাতুপোষক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, আর্ত্তবশোধক এবং অনন্তবাত ও শঙ্খকনামক শিরোরোগ নাশক।

নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে)। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও

সান্নিপাতিক শিরোরোগের প্রথমাবস্থায় ইহা অত্যন্ত উপকারী। শিরোরোগের সহিত অক্ষুধা, পাতলাদাস্ত, অম্লপিত্ত, দুর্ব্বলতা, গলাব্যথা, মুখে ঘা, জিহ্বায়-ঘা, শরীরের জড়তা, আলস্য, নাসাস্রাব, কাস ও সর্দ্দি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়। প্রসবান্তে প্রয়োগ করিলে সূতিকারোগে আক্রমণ করিতে পারে না এবং শীঘ্র শরীর সুস্থ ও সবল হয়। অনুপান—আদার রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে)। লৌহ, অভ্র, বিষ, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধুস্তুরবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, ভাঙ্গবীজ ও পিপুলমূলচূর্ণ প্রত্যেকে এক-তোলা এবং গোক্ষুরচূর্ণ দুই তোলা, ধুস্তুরপত্র রসে ভাবনা ৭টা। বটী ২ রতি।

শিরোবজ্ররস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক শিরো-রোগে কিম্বা অন্যান্য শিরোরোগের প্রথম অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ইহা প্রয়োগে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। শিরোরোগের সহিত নাসাস্রাব, চক্ষুর দৃষ্টিহানি, মুখস্রাব এবং গলাব্যথা প্রভৃতি উপসর্গও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অনুপান—আদার রস ও মধু।

শিরোবজ্ররস। কজ্জলী ১৬ তোলা, লৌহ আট তোলা, অভ্র ৮ তোলা, তাম্র ৮ তোলা, শোধিত গুগ্গুলু ৩২ তোলা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা এবং কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, শুঁঠ গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও গোক্ষুরচূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা। সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া দশমূলের ক্বাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ঘৃতসহযোগে বটিকা করিবে। মাত্রা—দুই আনা।

অর্দ্ধনাড়ীনাটকেশ্বর। শিরোরোগে এই নস্য অতি উপকারী। জল বা স্তনদুগ্ধসহ ঘসিয়া নস্যের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়।

অর্দ্ধনাড়ীনাটকেশ্বর। কড়িভস্ম ও সোহাগার খৈ প্রত্যেকে ২॥০ তোলা, মরিচচূর্ণ ৯ তোলা ও বিষচূর্ণ ৩ তোলা; একত্র করিয়া স্তনদুগ্ধ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে।

নস্য। শিরোরোগে বায়ুদ্বারা মস্তকের শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে এবং রোগীর সর্দ্দি বা নাসাস্রাব বহুকাল যাবৎ বন্ধ থাকিলে, নাসারন্ধ্রে এই চূর্ণ সর্ষপপ্রমাণ নস্যের ন্যায় প্রয়োগ করিবে, বেশী প্রয়োগ করিলে হাঁচিতে হাঁচিতে নাসা-

বিবরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ছিন্ন হইয়া রক্তস্রাব হইতে পারে। যদি ঐরূপ হয়, দূর্ব্বার রস করিয়া নস্যগ্রহণ করিলে, তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইবে।

নস্য। বিছুটী পাতা অর্থাৎ বড় চোত্‌রা পাতা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে।

দশমূলতৈল। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে কিম্বা সান্নিপাতিক শিরোরোগে বায়ু বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, এই তৈলের নস্য অতি উপকারী। মস্তকের কপাটিতে বা সমস্ত মস্তকে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। শিরোরোগের সহিত পুরাতন জ্বর থাকিলে, সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে দিবে।

দশমূলতৈল। কটুতৈল /৪সের। মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—দশমূল সাড়েবার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য-দশমূল সমভাগে মিলিত এক সের। দুগ্ধ ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মধ্যমদশমূলতৈল। দশমূল তৈল যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। দশমূলতৈল অপেক্ষা ইহা বেশী শক্তিশালী। পুরাতন জ্বরের সহিত শিরোরোগ থাকিলে সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

মধ্যমদশমূলতৈল। কটুতৈল /৪ সের। মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—দশমূল এবং করঞ্জবীজ, নিশিন্দা পাতা, জয়ন্তীপাতা ও ধুতুরাপাতা, এই চৌদ্দ দ্রব্যের প্রত্যেকে ৪৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—ঐ চৌদ্দটিদ্রব্যের প্রত্যেকে ৬ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বৃহৎ দশমূলতৈল। ইহা মধ্যমদশমূলতৈল অপেক্ষা বেশী ফলপ্রদ, ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং অর্দ্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি শিরোরোগে অতি প্রশস্ত। নস্যে, মর্দ্দনে ও পানে ব্যবস্থা করা যায়।

বৃহৎ দশমূলতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—দশমূল প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। আদারস /৪ সের। নিশিন্দাপাতার রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ীমূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বৃহৎ দশমূলতৈল (মতান্তরে).। ইহা বৃহৎ দশমূলতৈল অপেক্ষা সমধিক গুণবিশিষ্ট, বিশেষে এই যে, মুখ, চক্ষুর পার্শ্ব, নাসিকা ও কর্ণ প্রভৃতিতে

শোথসহ বেদনা থাকিলে ইহা প্রয়োগে সদ্যঃ ফল পাওয়া যায়। নস্য, পান ও মস্তকে বা সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করা যায়।

বৃহৎ দশমূলতৈল। (মতান্তরে)। কটুতৈল ১৬ সের, যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ধুতুরাপাতা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নিশিন্দাপাতা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পুনর্ণবা- ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বাসকছাল, বচ, দেবদারু, শটী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, কট্‌ফল, করঞ্জবীজ, শজিনাছাল, কুড়, তেঁতুলছাল, বনশিম ও চিতামূল প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মহাদশমূলতৈল। ইহা বৃহৎ দশমূলতৈল অপেক্ষা সমধিক ফলপ্রদ, বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শিরোরোগ নাশক। নস্য, পান ও মর্দ্দনে প্রয়োগ করা যায়।

মহাদশমূলতৈল। কটুতৈল ১৬ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোড়ালেবুর রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, ধুতুরাপাতার রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, শুলফা, পুনর্ণবা, শজিনা- ছাল, পিপুল, কট্‌কী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শুঁঠ, গজপিপুল, চিতামূল, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, হুড়্‌হুড়ে, কট্‌ফল, নিসিন্দাপাতা, চই, গেরিমাটী, পিপুলমূল, শঙ্খমূলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিস্তারকবীজ ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথারীতি তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ষড়বিন্দুতৈল। ইহা পৈত্তিক ও রক্তজ শিরোরোগে এবং অনন্তবাত, শঙ্খক ও সূর্য্যাবর্ত্তরোগে মহোপকারী। নস্যে ও মর্দ্দনে প্রয়োগ করা যায়।

ষড়বিন্দুতৈল। কৃষ্ণতিল তৈল ৪ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের ও ভীমরাজের রস ১৬ সের, কল্কদ্রব্য—এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুলফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টি- মধু ও শুঁঠ সমভাগে মিলিত এক সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

শিরোরোগে—পথ্য।

শালি ও ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুলের অন্ন, আটার রুটি, মুগের দাইল, মসূরের দাইল, দুগ্ধ, পটোল, শজিনা, বেতোশাক, করল্লা ও উচ্ছে প্রভৃতির ঘৃতপক্ক- তরকারী, মাগুর, কই, রোহিত ও খলিশা মাছের ঝোল প্রভৃতি শিরোরোগে সুপথ্য।

চক্ষুরোগ-চিকিৎসা।

(নেত্র দৃষ্টিগত—রোগ)।

প্রথমপটলাশ্রিত চক্ষুরোগের লক্ষণ। দৃষ্টিমণ্ডলের সর্ব্বনিম্নে কালকাস্থিস্থিত প্রথম পটল (প্রথম আবরণ) দূষিত হইলে, রোগীর দৃষ্টিবিভ্রম জন্মে অর্থাৎ রোগী কখন কখন অস্পষ্ট এবং কখন কখন বা স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়।

দ্বিতীয়পটলাশ্রিত চক্ষুরোগের লক্ষণ। দৃষ্টিমণ্ডলের মেদাশ্রিত দ্বিতীয় পটল (দ্বিতীয় আবরণ) দূষিত হইলে, অধিক দৃষ্টিবিভ্রম জন্মে, সুতরাং রোগী তজ্জন্য মশা, মাছি, কেশ, জাল, মণ্ডল, পতাকা, রশ্মি (কিরণ), কুণ্ডলাকার, জলপ্লাবিতবৎ, বৃষ্টি ও অন্ধকার প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রতিবিম্ব দর্শন করে এবং দৃষ্টিবিভ্রমহেতু নিকটস্থ বস্তুকে দূরস্থ ও দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থ দেখে, পরন্তু অতি কষ্টেও সূচিকার (সূচের) ছিদ্র দেখিতে পায় না।

তৃতীয় পটলাশ্রিত চক্ষুরোগের লক্ষণ। দৃষ্টিমণ্ডলের মাংসাশ্রিত তৃতীয় পটল দূষিত হইলে, রোগী সর্ব্বদা ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করে, অধোদিকের বস্তু দেখিতে পায় না, ঊর্দ্ধদিকের স্থূলাকার দ্রব্যসকল বস্ত্রদ্বারা আবৃতবৎ বোধ হয় এবং জীবজন্তুর কর্ণ, নাসিকা ও চক্ষু বিকটাকার দৃষ্ট হয়। এই-রোগে যে দোষ প্রকুপিত হয়, দৃশ্য বস্তুসকল সেই সেই দোষজনিত বর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হইয়া থাকে, বায়ুর প্রকোপে রক্তবর্ণ, পিত্তের প্রকোপে পীত বা নীলবর্ণ এবং শ্লেষ্মার প্রকোপে শুক্রবর্ণ দৃষ্ট হয়।

দোষের অবস্থান-ভেদে রোগের লক্ষণ। পটলের বা আবরক-পর্দ্দার নিম্নভাগ দূষিত হইলে, নিকটের দ্রব্য, ঊর্দ্ধভাগ দূষিত হইলে দূরের দ্রব্য এবং পার্শ্বদেশ দূষিত হইলে, পার্শ্বের দ্রব্য দেখা যায় না। একেবারে সমস্ত পটল দূষিত হইলে, নানাবিধরূপ মিলিতভাবে এক সময়ে দৃষ্ট হয়, পটলের মধ্যস্থল দূষিত হইলে বড়দ্রব্য ছোট দেখায়। পটল তির্য্যক্‌ভাবে (বক্রভাবে) দূষিত হইলে একটি দ্রব্য দুইটির ন্যায় দেখায়, দুই পার্শ্ব দূষিত হইলে একটি দ্রব্য দ্বিধা দৃষ্ট হয় এবং দোষ পটলের নানা স্থানে অবস্থান করিলে একটি বস্তুকে বহুসংখ্যক বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থ পটলাশ্রিত চক্ষুরোগের লক্ষণ। দৃষ্টিমণ্ডলের রসরক্তাশ্রিত চতুর্থ বা বাহ্য পটল দূষিত হইলে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টিরোধ হয়, কিন্তু দোষের অল্পতা থাকিলে, রোগী চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও অলঙ্কারাদির জ্যোতি বা দীপ্যমান বস্তু দেখিতে পায়। ইহাকে তিমিররোগ কহে। লিঙ্গ-নাশ, নীলিকা ও কাচ এই তিনটি তিমিররোগের নামান্তর।

কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্টিমণ্ডলরোগের নাম ও সংখ্যা। দৃষ্টিমণ্ডলে দ্বাদশ-প্রকার রোগ জন্মে, তন্মধ্যে লিঙ্গ-নাশ ছয়প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও পরিম্লায়ী। অপর ছয় প্রকার এই—পিত্ত-বিদগ্ধদৃষ্টি, শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টি, ধূমদর্শন, হ্রস্বজাড্য, নকুলান্ধ্য ও গম্ভীরক।

বাতিক তিমিরের লক্ষণ। এইরোগে রোগী দৃশ্যবস্তু চঞ্চল, আবিল (ঘোলা'টে) বা কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ এবং কুটিলরূপ দর্শন করে।

পৈত্তিক তিমিরের লক্ষণ। এইরোগে রোগী সূর্য্য, জোনাকীপোকা, রামধনু ও বিদ্যুতের ন্যায় রূপ দর্শন করে এবং দৃশ্যবস্তু ময়ূর-পুচ্ছের ন্যায় দেখিতে পায়।

শ্লৈষ্মিক তিমিরের লক্ষণ। এইরোগে রোগী সমুদয় দৃশ্যবস্তু বড়, স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত বা ঘৃতাক্ত), শুক্লবর্ণ ও জলসিক্ত দ্রব্যের ন্যায় আর্দ্র দেখিতে পায়।

রক্তজনিত লিঙ্গনাশের লক্ষণ। এইরোগে রোগী দৃশ্যবস্তু সকল রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পায়।

সান্নিপাতিক তিমিরের লক্ষণ। এইরোগে রোগী দৃশ্যবস্তু সকল নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত, অঙ্গহীন কিম্বা বহু অঙ্গবিশিষ্ট দেখিতে পায় ও নানা প্রকার জ্যোতি দর্শন করিয়া থাকে।

পরিম্লায়ীর লক্ষণ। দূষিত রক্ত পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে রোগী চতুর্দ্দিক পীতবর্ণ এবং উদিত সূর্য্যের ন্যায় অথবা বৃক্ষসমূহ জোনাকী পোকা বা অগ্নি দ্বারা আবৃতবৎ দেখে।

বাতাদিজনিত দৃষ্টিনাশে দৃশ্যবস্তু যেরূপ বর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়, তাহা কথিত

হইল, এক্ষণে বাতাদির প্রকোপে নেত্রমণ্ডল কি প্রকার বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাই কথিত হইতেছে।

দৃষ্টিমণ্ডলের বর্ণের সামান্য লক্ষণ। বাতিক লিঙ্গনাশে (তিমিরে) দৃষ্টিমণ্ডল রক্তবর্ণ, পরিম্লায়ী ও পৈত্তিক লিঙ্গনাশে দৃষ্টিমণ্ডল নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, শ্লৈষ্মিক দৃষ্টিনাশে শুক্লবর্ণ, রক্তজ দৃষ্টিনাশে রক্তবর্ণ এবং সান্নিপাতিক দৃষ্টিনাশে নেত্রমণ্ডল নানা বর্ণবিশিষ্ট হয়।

দৃষ্টিমণ্ডলের বর্ণের বিশেষ লক্ষণ। বাতিক দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল লোহিতবর্ণ, চঞ্চল ও রুক্ষ হয়। পৈত্তিক দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল নীলবর্ণ, পীতবর্ণ অথবা কাঁসার পাত্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ হয়। শ্লৈষ্মিক দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল স্নিগ্ধ এবং শঙ্খ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ অথবা পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল ও শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক দৃষ্টিনাশে উক্ত বাতাদি ত্রিদোষের বর্ণ ও লক্ষণ মিলিতভাবে দৃষ্ট হয়। রক্তজন্য দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল প্রবাল এবং রক্তপদ্মপত্রের ন্যায় কিম্বা স্থূল অথচ লোহিতবর্ণ কাচের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হয়। পরিম্লায়ীরোগে দৃষ্টিমণ্ডল ম্লানভাবাপন্ন ও নীলবর্ণ হইয়া থাকে। এইরোগে সময় সময় দোষের লাঘব হয় ও তজ্জন্য স্বয়ং দর্শনশক্তি উপস্থিত হয় অর্থাৎ রোগী কখন কখন দেখিতে পায়। পরন্তু বাতাদি দোষভেদে নেত্রে দাহ, গুরুতা ও বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টির লক্ষণ। প্রকুপিত পিত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে দৃষ্টি পীতবর্ণ হয় এবং রোগী দৃশ্য সমস্ত পদার্থ পীতবর্ণ দর্শন করে। প্রকুপিতপিত্ত তৃতীয় পটলকে আশ্রয় করিলে, রোগী দিনে দেখিতে পায় না, কিন্তু রাত্রিতে শৈত্যতাবশতঃ পিত্তপ্রশমিত হয় বলিয়া সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়।

শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টির লক্ষণ। দূষিত শ্লেষ্মা প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে, রোগী সমস্ত দ্রব্য শুক্লবর্ণ দর্শন করে। তৃতীয় পটল আশ্রয় করিলে, রাত্র্যন্ধতা উপস্থিত হয়, কিন্তু দিবাভাগে সূর্য্য উদিত ও শ্লেষ্মার লাঘব হয় বলিয়া দেখিতে পায়।

ধূমদর্শনের লক্ষণ। শোক, জ্বর ও পরিশ্রম হেতু এবং মস্তকে রৌদ্রাদির উত্তাপ লাগা এই সকল কারণে দৃষ্টি আহত হইলে, রোগী দৃশ্যমান সকল বস্তুকে ধূমদ্বারা আবৃতবৎ দর্শন করে, এই রোগকে ধূমদর্শন কহে।

হ্রস্বজড়তার লক্ষণ। এই রোগে দিবাভাগে বড় বস্তু অতি কষ্টে ক্ষুদ্রবৎ দৃষ্ট হয় এবং রাত্রিকালে পরিমাণ মত দৃষ্ট হয়, এ কারণ ইহাকে হ্রস্ব-জড়তা বা হ্রস্ব-জাড্য কহে।

নকুলান্ধ্যরোগের লক্ষণ। এই রোগে রোগী দিবাভাগে যাবতীয় বস্তু চিত্রবিচিত্র দর্শন করে এবং রাত্রিকালে চক্ষুর দীপ্তি নকুলের ন্যায় উজ্জ্বল হয়।

গম্ভীরকের লক্ষণ। এই রোগে সমগ্রদৃষ্টি-মণ্ডলে বায়ু প্রকুপিত হইলে দৃষ্টি বিকৃতিভাবাপন্ন হয় এবং পার্শ্ববেষ্টন হেতু সঙ্কুচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও গাঢ় বেদনান্বিত হয়।

উক্ত দৃষ্টিনাশ ব্যতীত নিমিত্তজ ও অনিমিত্তজ ভেদে আরও দুইপ্রকার আগন্তুজ দৃষ্টিনাশ রোগ আছে, তাহাদের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

নিমিত্তজ দৃষ্টিনাশের লক্ষণ। বিষাক্ত পুষ্পাদিদ্বারা দূষিত বায়ুর শ্বাস গ্রহণ করিলে মস্তক সন্তপ্ত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগের লক্ষণ রক্তজ অভিষ্যন্দরোগের ন্যায়।

অনিমিত্তজ দৃষ্টিনাশের লক্ষণ। দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দর্শন করিলে, দৃষ্টি আহত হইয়া এই রোগ জন্মে। এই রোগে অক্ষি-গোলক অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, জ্যোতিবিশিষ্ট ও নির্ম্মল হয়, কিন্তু দর্শন শক্তি-লোপ পাইয়া থাকে।

নেত্র-কৃষ্ণগত-রোগ।

কৃষ্ণগতরোগের নাম ও সংখ্যা। শুক্র, অব্রণ শুক্র, অক্ষিপাকাত্যয় এবং অজকাজাত এই চারি প্রকার রোগ চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডলে জন্মে।

সব্রণশুক্রের লক্ষণ। এই রোগে চক্ষুর মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ মণির উপর নিমগ্নরূপ গোলাকার, শুক্লবর্ণ অথচ সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত চিহ্ন জন্মে ও চক্ষু হইতে অনবরত উষ্ণ জলস্রাব হয়।

সব্রণশুক্রের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। সব্রণশুক্র দৃষ্টির নিকটবর্ত্তী বা গাঢ়-মূল অর্থাৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় ত্বক্ আশ্রিত না হইলে এবং অল্প স্রাব ও ঈষৎ বেদনা বিশিষ্ট অথচ একটি মাত্র শুক্র চিহ্ন উৎপন্ন হইলে, কদাচিৎ আরোগ্য হয়, কিন্তু উহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ শুক্লবর্ণ দুইটি চিহ্ন উৎপন্ন হইলে ও তাহাতে অত্যন্ত বেদনা এবং স্রাব থাকিলে তাহা অসাধ্য।

অব্রণশুক্রের লক্ষণ। অভিষ্যন্দহেতু অব্রণশুক্র কৃষ্ণমণ্ডলে শঙ্খ, চন্দ্র বা কুন্দপুষ্পের ন্যায় আভাযুক্ত অথবা আকাশের বা অভ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট এবং দাহযুক্ত চিহ্ন উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অব্রণ শুক্র কহে। ইহা সাধ্য।

কৃচ্ছ্রসাধ্য অব্রণশুক্রের লক্ষণ। অব্রণশুক্র গম্ভীর মূলবিশিষ্ট অর্থাৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় ত্বগাশ্রিত, পুষ্ট এবং বহুকালোৎপন্ন হইলে, অতি কষ্টে আরোগ্য হয়।

অব্রণশুক্রের অসাধ্য লক্ষণ। যদি মাংসবিশীর্ণতাবশতঃ অব্রণশুক্রের মধ্যস্থান নিম্ন (ডোবর), মাংসাঙ্কুরদ্বারা আবৃত, সচল, লোহিতবর্ণ এবং দুইটি বা তিনটি পটল ব্যাপিয়া অথচ শিরাতে উৎপন্ন হয় এবং তাহা দীর্ঘকালজাত হয় ও দর্শনশক্তি নষ্ট করে, তাহা হইলে অসাধ্য।

অন্যপ্রকার অসাধ্য লক্ষণ। কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ণ মণিতে যদি মুগের ন্যায় পিড়কা উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে উষ্ণ অশ্রুপাত হয়, তাহা হইলে, তাহাও অসাধ্য। পরন্তু তিত্তিরপাখীর পাখার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শুক্র চিহ্ন উৎপন্ন হইলে, তাহাও অসাধ্য।

অক্ষিপাকাত্যয়ের লক্ষণ। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডল (মণি) শুক্লবর্ণ হইলে, তাহাকে অক্ষিপাকাত্যয় কহে। এই রোগ অসাধ্য।

অজকাজাতের লক্ষণ। চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডলে কিঞ্চিৎ লোহিত ও বেদনা-যুক্ত অথচ ছাগলের শুষ্ক বিষ্ঠার ন্যায় শোথ উৎপন্ন হইলে, এবং তাহা হইতে রক্তমিশ্রিত অথচ পিচ্ছিল অশ্রু নির্গত হইলে, তাহাকে অজকা-জাত কহে।

নেত্রসন্ধিগত রোগ।

নেত্র-সন্ধিগত রোগ ছয় প্রকার, যথা—পক্ষসন্ধি, বর্ত্মসন্ধি, বর্ত্ম ও শুক্লগত সন্ধি, শুক্ল ও কৃষ্ণগত সন্ধি, কৃষ্ণ ও দৃষ্টিগতসন্ধি এবং কনীনিকা সন্ধি।

সন্ধিগতরোগের নাম ও সংখ্যা। সন্ধিগতরোগ নয় প্রকার, যথা—পূয়ালস, উপনাহ, চারি প্রকার স্রাব, পর্ব্বণিকা, অলজী এবং ক্রিমি-গ্রন্থি।

পূয়ালসের লক্ষণ। কনীনিকা-সন্ধিতে (নেত্রান্তে নাসাসমীপে) সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হইয়া তাহা পাকিলে ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ পূয নির্গত হইলে, তাহাকে পূয়ালস কহে।

উপনাহের লক্ষণ। কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টি মণ্ডলের সন্ধিস্থানে অল্প-বেদনা ও পাকবিশিষ্ট অথচ কণ্ডুযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, তাহাকে উপনাহ কহে।

চতুর্ব্বিধস্রাবের সম্প্রাপ্তি। কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ নেত্রগত সমস্ত সন্ধিকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় স্বীয় লক্ষণবিশিষ্ট চারি প্রকার স্রাব উৎপাদন করে। কেহ কেহ ইহাকে নেত্রনাড়ী (নালী) নামে অভিহিত করেন। ইহাদের লক্ষণ কথিত হইতেছে—

পৈত্তিকস্রাবের লক্ষণ। পৈত্তিক স্রাবে সন্ধিগত নাড়ী হইতে হরিদ্রার বর্ণবিশিষ্ট বা পীতবর্ণ উষ্ণ জলের ন্যায় তরল ও স্বচ্ছ পূয নির্গত হয়।

শ্লৈষ্মিক স্রাবের লক্ষণ। ইহাতে সন্ধিগত নাড়ী হইতে শুক্লবর্ণ, ঘন ও পিচ্ছিল পূয স্রাব হয়।

সান্নিপাতিক স্রাবের লক্ষণ। ইহাতে চক্ষুর সন্ধিস্থান পাকে ও তাহা হইতে পূয়স্রাব হয়।

রক্তজ স্রাবের লক্ষণ। ইহাতে সন্ধিগত নাড়ী হইতে নিরন্তর উষ্ণ ও পাতলা রক্তস্রাব হয়।

পর্ব্বণিকার লক্ষণ। কৃষ্ণমণ্ডল ও শুক্লমণ্ডল উভয়ের সন্ধিস্থানে দাহ ও পাকবিশিষ্ট অথচ তাম্রবর্ণ ও গোলাকার শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে পার্ব্বণিকা কহে।

অলজীর লক্ষণ। কৃষ্ণ ও শুক্লমণ্ডলের সন্ধিস্থানে অলজী নামক প্রমেহ-পিড়কার লক্ষণযুক্ত পিড়কা (স্ফোটক) উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অলজী কহে।

ক্রিমিগ্রন্থির লক্ষণ। যে রোগে বর্ত্ম ও পক্ষের সন্ধিস্থানে ক্রিমি জন্মিয়া কণ্ডূ উৎপাদন করে এবং ক্রমে ক্রমে ঐ ক্রিমিগণ বর্ত্ম ও শুক্লের সন্ধিস্থানে প্রবেশ করিয়া দর্শনশক্তি বিনষ্ট করে, তাহাকে ক্রিমিগ্রন্থি কহে।

নেত্রশুক্লগত রোগ।

শুক্লগতরোগের নাম ও সংখ্যা। চক্ষুর শুক্লভাগে সর্ব্বসমেত এগারপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, যথা প্রস্তার্য্যর্ম্ম, শুক্লার্ম্ম, রক্তার্ম্ম, অধিমাংসার্ম্ম ও স্নায়ুর্ম্ম এই পাঁচ প্রকার এবং শুক্তি, অর্জ্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাজ পিড়কা ও বলাসগ্রন্থি এই ছয় প্রকার।

প্রস্তার্য্যর্ম্মরোগের লক্ষণ। এই রোগে শুক্লমণ্ডলে শ্যাম বা রক্তবর্ণ অথচ পাতলা ও বিস্তৃত মাংস উদ্গত হয়।

শুক্লার্ম্মের লক্ষণ। এই রোগে শুক্লমণ্ডলে কিঞ্চিৎ শুক্লবর্ণ অথচ কোমল মাংস উদ্গত হইয়া বিলম্বে বর্দ্ধিত হয়।

রক্তার্ম্মের লক্ষণ। এই রোগে শুক্লমণ্ডলে রক্তবর্ণ অথচ কোমলমাংস উদ্গত হয়।

অধিমাংসার্ম্মের লক্ষণ। এই রোগে শুক্লমণ্ডলে বিস্তৃত, পুষ্ট অথচ কোমল এবং যকৃতের ন্যায় কিঞ্চিৎ কৃষ্ণমিশ্রিত লোহিতবর্ণ মাংস সঞ্চিত হইয়া থাকে।

স্নায়ুর্ম্মের লক্ষণ। প্রস্তার্য্যর্ম্মরোগ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। এই রোগে কঠিন ও স্রাবরহিত বহুমাংস কৃষ্ণমণ্ডলে সঞ্চিত হয়।

শুক্তির লক্ষণ। চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে শ্যামবর্ণ অথবা মাংসের কিম্বা ঝিনুকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিন্দু বিন্দু মাংসসকল সঞ্চয় হয়।

অর্জুনের লক্ষণ। এই রোগে চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে শশকের রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ একটিমাত্র বিন্দু উৎপন্ন হয়।

পিষ্টকের লক্ষণ। এই রোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে পেষিত তণ্ডুলের ন্যায় কোমল অথচ মলিন দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ মাংস উদ্গত হয়।

শিরাজালের লক্ষণ। এই রোগে চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে জালের ন্যায় ছিদ্র-বিশিষ্ট, কঠিন, কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ এবং শিরাজালদ্বারা আবৃত বিন্দুমাত্র মাংস উদ্গত হয়।

শিরাজ পিড়কার লক্ষণ। এই রোগে শুক্লমণ্ডলের উপর শিরাসমূহ-দ্বারা আবৃত শ্বেতবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হয়। ইহা কৃষ্ণমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী শিরা-হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া শিরাজ পিড়কা নামে অভিহিত হয়।

বলাসগ্রন্থির লক্ষণ। এই রোগে শুক্লমণ্ডলের উপরে কাঁসার ন্যায় শ্বেতবর্ণ, কঠিন ও জলবিন্দুর ন্যায় কিঞ্চিৎ উন্নত মাংস উদ্গত হয়।

নেত্র-বর্ত্মগতরোগ।

বর্ত্মগত রোগের নাম ও সংখ্যা। উৎসঙ্গিনী, কুম্ভিকা, পোথকী, বর্ত্মশর্করা, বর্ত্মার্শ, শুষ্কার্শ, অঞ্জনদূষিকা, বহুলবর্ত্ম, বর্ত্মবন্ধক, ক্লিষ্টবর্ত্ম, বর্ত্ম-কর্দ্দম, শ্যামবর্ত্ম, প্রক্লিন্নবর্ত্ম, বর্ত্মার্ব্বুদ, নিমেষ, শোণিতার্শ, লগণ, বিষবর্ত্ম এবং কুঞ্চন এই একবিংশতি প্রকার বর্ত্মরোগ।

উৎসঙ্গ পিড়কার লক্ষণ। ত্রিদোষের প্রকোপ বশতঃ বর্ত্মমধ্যে (চক্ষুগোলকের আবরক পটলদ্বয়ে) স্থুল কণ্ডুযুক্ত, উন্নত ও তাম্রবর্ণ অথচ অভ্যন্তরে মুখবিশিষ্ট পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে উৎসঙ্গ পিড়কা কহে।

কুম্ভিকার লক্ষণ। এই রোগে চক্ষুর বর্ত্মমধ্যে কুম্ভীবীজ সদৃশ দাড়িমফলের ন্যায় (ফলবিশেষ) পিড়কা উৎপন্ন হয় ও তাহা বিদীর্ণ হইয়া স্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং পুনর্ব্বার স্ফীত হয়।

পোথকীর লক্ষণ। বর্ত্মমধ্যে কণ্ডু ও স্রাববিশিষ্ট অথচ গুরু ও বেদনান্বিত রক্তসর্ষপাকার পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে পোথকী কহে।

বর্ত্মশর্করার লক্ষণ। বর্ত্মমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাদ্বারা বেষ্টিত স্থূলাকার ও খরস্পর্শ পীড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বর্ত্মশর্করা কহে।

বর্ত্মার্শের লক্ষণ। বর্ত্মমধ্যে কাকুড়বীজ সদৃশ অথচ তীক্ষ্ণাগ্র ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বর্ত্মার্শ কহে।

শুষ্কার্শের লক্ষণ। বর্ত্মমধ্যে দীর্ঘ অঙ্কুরবিশিষ্ট অথচ খরস্পর্শ, অত্যন্ত কঠিন ও শুষ্ক মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে শুষ্কার্শ কহে।

অঞ্জনদূষিকার লক্ষণ। বর্ত্মমধ্যে দাহ ও সূচিবদ্ধবৎ কিম্বা অল্পবেদনাযুক্ত, কোমল অথচ তাম্রবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অঞ্জনদূষিকা কহে।

বহুলবর্ত্মের লক্ষণ। সমস্ত বর্ত্মের উপরে চর্ম্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কঠিন ও অচল বহুসংখ্যক পিড়কার উৎপত্তি হইলে, তাহাকে বহুলবর্ত্ম কহে।

বর্ত্মবন্ধকের লক্ষণ। এই রোগে বর্ত্মদ্বয়ে কণ্ডূ ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হয় বলিয়া রোগী সম্যক্‌রূপে চক্ষুগোলক আচ্ছাদন করিতে পারে না।

ক্লিষ্টবর্ত্মের লক্ষণ। বর্ত্মদ্বয় প্রথমে কোমল, তাম্রবর্ণ এবং অল্প বেদনাবিশিষ্ট হইয়া অকস্মাৎ রক্তবর্ণ হইলে, তাহাকে ক্লিষ্টবর্ত্ম কহে।

বর্ত্মকর্দ্দমের লক্ষণ। ক্লিষ্টবর্ত্ম রোগে পিত্ত অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে, রক্ত দূষিত হইয়া কর্দ্দমবৎ আর্দ্র ক্লেদ স্রাব হয়, এই রোগের নাম বর্ত্মকর্দ্দম।

শ্যামবর্ত্মের লক্ষণ। বর্ত্মের বহির্দ্দেশে ও অভ্যন্তরে কণ্ডূ ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট অথচ শ্যামবর্ণ ও আর্দ্রভাবাপন্ন শোথ জন্মিলে, তাহাকে শ্যামবর্ত্ম কহে।

প্রক্লিন্নবর্ত্মের লক্ষণ। বর্ত্মের বহির্দ্দেশে অল্প বেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন ও তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, তাহাকে প্রক্লিন্ন বর্ত্ম কহে।

অক্লিন্নবর্ত্মের লক্ষণ। যে রোগে বর্ত্মদ্বয় পাকে না অথচ ধৌত না

করিলে পরস্পর সংলগ্ন হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলে আবার পৃথক্ হয়, তাহার নাম অক্লিন্নবর্ত্ম।

বাতহতবর্ত্মের লক্ষণ। এই রোগে বর্ত্ম (নেত্রাবরণ) সন্ধি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, সুতরাং রোগী নিমেষোন্মেষরহিত (মিলনোন্মীলন রহিত) হয়, পরন্তু সঙ্কোচনে অক্ষমতা প্রযুক্ত চক্ষু মুদ্রিত থাকে, মেলিতে পারে না।

বর্ত্মার্ব্বুদের লক্ষণ। এই রোগে বর্ত্মের অভ্যন্তরে বিষম (অসমান), কিঞ্চিৎ বেদনাবিশিষ্ট, ঈষৎ রক্তবর্ণ অথচ পাকরহিত অর্ব্বুদ জন্মে ও শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়।

নিমেষের লক্ষণ। এই রোগে বায়ু প্রকুপিত হইয়া বর্ত্ম ও শুক্লের সন্ধিস্থিত মিলনোন্মীলনকারী সূক্ষ্ম শিরাসমূহে প্রবেশ করিয়া বর্ত্মদ্বয়কে (নেত্রাবরণদ্বয়কে) অতিশয় সঞ্চালিত করে।

শোণিতার্শের লক্ষণ। এই রোগে প্রদুষ্টরক্ত বর্ত্মে (নেত্রাবরণচর্ম্মে) কোমল এবং রক্তবর্ণ মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, ইহা ছেদভেদ করিলেও পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হয়।

লগণের লক্ষণ। শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ বর্ত্মের উপরে কঠিন, স্থূল, কণ্ডূযুক্ত, পিচ্ছিল অথচ পাকরহিত বদরের ন্যায় যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে লগণ কহে।

বিষবর্ত্মের লক্ষণ। ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বর্ত্মের বহির্দ্দেশে শোথ উৎপন্ন হইলে এবং ঐ শোথ বহুসংখ্যক ছিদ্রবিশিষ্ট ও সেই সকল ছিদ্র হইতে জলের ন্যায় অথচ বিষাক্ত স্রাব হইলে, তাহাকে বিষবর্ত্ম কহে।

কুঞ্চনের লক্ষণ। এই রোগে বাতাদি ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বর্ত্মদ্বয় সঙ্কুচিত হইলে, তজ্জন্য রোগী দেখিতে পায় না।

(পক্ষ্ম অর্থাৎ বর্ত্ম—লোমগত রোগ।)

পক্ষ্মগতরোগের নাম ও সংখ্যা। পক্ষ্মগতরোগ দুই প্রকার, যথা—পক্ষ্মকোপ ও পক্ষ্মশাত।

পক্ষ্মকোপরোগের লক্ষণ। এই রোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ পক্ষ্ম (বর্ত্ম-লোম) সঞ্চালিত এবং নেত্রাবরণ হইতে স্খলিত হইয়া চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ চক্ষু ঘর্ষণে কৃষ্ণমণ্ডল ও শুক্লমণ্ডলে শোথ জন্মে।

পক্ষ্মশাতের লক্ষণ। পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বর্ত্মে দাহযুক্ত কণ্ডু উৎপাদন করিয়া পক্ষ্ম-লোম স্খলিত করিলে, তাহাকে পক্ষ্মশাত কহে।

(নেত্রসর্ব্বগতরোগ)

নেত্রাভিষ্যন্দ।

অভিষ্যন্দরোগের নাম ও সংখ্যা। অভিষ্যন্দরোগ চারি প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ।

সর্ব্বপ্রকার অভিষ্যন্দরোগের সাধারণ লক্ষণ। সর্ব্বপ্রকার অভিষ্যন্দরোগে অত্যন্ত বেদনার সহিত জলস্রাব হয় এবং সর্ব্বনেত্রগত অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাতিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ। এই রোগে চক্ষুতে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা, চক্ষুর জড়তা, চক্ষুর মধ্যে কর্ কর্ করা, চক্ষুর রুক্ষতা, মস্তক-বেদনা, রোমাঞ্চ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং এবং চক্ষু হইতে শীতল অশ্রু নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু দৃষ্টির কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মে না।

পৈত্তিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ। এই রোগে চক্ষু অত্যন্ত জ্বালা করে, পীতবর্ণ হয় ও পাকে এবং চক্ষু হইতে ধূম নির্গতবৎ বোধ ও উষ্ণজলস্রাব হইয়া থাকে। পরন্তু চক্ষুতে শীতলক্রিয়া করিলে সুখবোধ হয়।

শ্লৈষ্মিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ। এই রোগে চক্ষু ভার, শীতল ও স্নিগ্ধ বোধ হয় এবং চক্ষুতে শোথ ও কণ্ডূ উৎপন্ন হইয়া থাকে ও চক্ষু হইতে পিচ্ছিল অশ্রু নির্গত হয়। পরন্তু চক্ষুতে উষ্ণক্রিয়া করিলে সুখ-বোধ হয়।

রক্তজ অভিষ্যন্দের লক্ষণ। এই রোগে পৈত্তিক অভিষ্যন্দের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, অধিকন্তু চক্ষু তাম্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ হয় এবং চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বস্থ শিরাসমূহ অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

অধিমন্থরোগের কারণ ও সংখ্যা। চতুর্ব্বিধ অভিষ্যন্দ চিকিৎসা না করিলে, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তীব্রবেদনাবিশিষ্ট অধিমন্থরোগ উৎপাদন করে। অধিমন্থ চারি প্রকার।

চতুর্ব্বিধ অধিমন্থরোগের সাধারণ লক্ষণ। সর্ব্বপ্রকার অধিমন্থরোগেই চক্ষু উৎপাটিত ও মথিত হওয়ার ন্যায় বোধ হয় এবং মস্তকের অর্দ্ধাংশে অর্দ্ধাবভেদক শিরঃশূল জন্মে।

চতুর্ব্বিধ অধিমন্থের বিশেষ লক্ষণ। বাতিক অধিমন্থে বাতিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ, পৈত্তিক অধিমন্থে পৈত্তিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ, শ্লৈষ্মিক অধিমন্থে শ্লৈষ্মিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ এবং রক্তজ অধিমন্থে রক্তজ অভিষ্যন্দের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদ্ব্যতীত অধিমন্থের সামান্য লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অধিমন্থরোগের অরিষ্ট লক্ষণ। অধিমন্থরোগাক্রান্তব্যক্তি অহিতাচরণ করিলে, বাতিক অধিমন্থরোগে ছয় রাত্রির মধ্যে, পৈত্তিক অধিমন্থে তিনরাত্রির মধ্যে, শ্লৈষ্মিক অধিমন্থে সাত রাত্রির মধ্যে ও রক্তাধিমন্থে পাঁচ রাত্রির মধ্যে দৃষ্টি-নাশ হয়।

শোথবিশিষ্ট অক্ষিপাকের লক্ষণ। সশোথ অক্ষিপাকে চক্ষু পাকাযজ্ঞডুমুরের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং প্রলিপ্ত (লিপ্তবৎ) অথচ কণ্ডূ, শোথ ও স্রাববিশিষ্ট হয় ও পাকে।

শোথশূন্য অক্ষিপাকের লক্ষণ। শোথ না হইয়া অক্ষি পাকিলে, উক্ত সশোথ অক্ষিপাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অক্ষির সামতা বা অপক্ক লক্ষণ। সামাবস্থায় অথবা অপক্কাবস্থায় চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা, সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা ও শূলবেদনা হয় এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইয়া থাকে।

অক্ষির নিরাম বা পক্ক লক্ষণ। নিরাম বা পক্কাবস্থায় চক্ষুর বেদনা এবং শোথ ও জলস্রাবের অল্পতা, চক্ষুতে কণ্ডূর উৎপত্তি এবং চক্ষু পরিষ্কার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হতাধিমন্থের লক্ষণ। বাতিক অধিমন্থ যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, সহসা চক্ষুকে শোষণ ও তীব্রবেদনায় ব্যথিত করে। ইহাকে হতাধিমন্থ কহে। এই রোগ অসাধ্য।

বাতপর্য্যায়ের লক্ষণ। প্রকুপিত বায়ু চক্ষু ও ভ্রূদ্বয়কে পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ সঙ্কুচিত ও তাহাতে বেদনা উৎপাদন করিলে, তাহাকে বাতপর্য্যায় কহে।

শুষ্কাক্ষিপাকের লক্ষণ। যে রোগে চক্ষু মুদিত ও দাহবিশিষ্ট হয়, অক্ষিপুট কঠিন ও রুক্ষ হয় এবং রোগী চক্ষু মেলিতে কষ্টবোধ ও দৃশ্যবস্তু আবিলবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম শুষ্কাক্ষিপাক।

অন্যতোবাতের লক্ষণ। মস্তক, ঘাড়, মন্যা (গ্রীবার পশ্চাৎদিকের শিরাদ্বয়), কর্ণ, ও হনু কিম্বা অন্য অঙ্গস্থিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া ভ্রূ ও চক্ষুতে বেদনা উৎপাদন করিলে, তাহাকে অন্যতোবাত কহে।

অম্লাধ্যুষিতের লক্ষণ। অতিরিক্ত অম্লদ্রব্য ভক্ষণে চক্ষুর মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ নীলবর্ণ ও চতুষ্পার্শ্ব রক্তবর্ণ হইলে এবং চক্ষুতে দাহ, শোথ, পকতা ও স্রাব থাকিলে, তাহাকে অম্লাধ্যুষিত কহে।

শিরোৎপাতের লক্ষণ। চক্ষুর শিরাজাল কখনও তাম্রবর্ণ, কোন সময় রক্তহীন বা বিকৃতবর্ণ, কখনও বেদনাযুক্ত এবং কখনও বা বেদনাবিহীন হইলে ও চক্ষু হইতে অধিক স্রাব নির্গত হইলে, তাহাকে শিরোৎপাত কহে। এই রোগে রোগীর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়া থাকে।

শিরাপ্রহর্ষ রোগের লক্ষণ। যে রোগে চক্ষু তাম্রবর্ণ ও গাঢ় স্রাববিশিষ্ট হয় এবং রোগীর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়, তাহাকে শিরাপ্রহর্ষ কহে।

নেত্ররোগ-চিকিৎসা-বিধি।

সর্ব্বসমেত নেত্রমণ্ডলের পরিমাণ স্বীয় স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলির দুই অঙ্গুলি মাত্র। পক্ষ্ম (চক্ষুর পাতার লোম), বর্ত্ম (চক্ষুর আবরণ বা পাতা), মণ্ডলাকার শুক্লাংশ এবং দৃষ্টি এই কয়েকটি চক্ষুর অঙ্গ বা অবয়ব অর্থাৎ চক্ষু ঐ কয়েকটি অঙ্গ দ্বারা পূর্ণাবয়ব। চক্ষুতে সর্ব্বসমেত আটাত্তর প্রকার রোগ জন্মে, দৃষ্টিমণ্ডলে চৌদ্দপ্রকার, কৃষ্ণমণ্ডলে চারিপ্রকার, শুক্লমণ্ডলে এগারপ্রকার,

চক্ষুর বর্ত্মে একুশ প্রকার,* পক্ষ্মে দুইপ্রকার, সন্ধিতে নয়প্রকার এবং সমস্ত নেত্র ব্যাপিয়া সতর প্রকার।

রৌদ্রাদির উত্তাপে তাপিত ব্যক্তির শীতল জলে অবগাহন (সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া স্নান করা), দূরের বস্তু দর্শন, নিদ্রা-বিপর্য্যয় অর্থাৎ দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া ও রাত্রিকালে জাগরণ, চক্ষুতে অগ্নি প্রভৃতির সন্তাপ লাগা ও ধূলি বা ধূম প্রবেশ, বমনের বেগধারণ, অতিরিক্ত বমন, শুক্ত, আরনাল, জল, কুলুথি-কলাই ও মাষকলাই অধিক পরিমাণে ভক্ষণ, মলমূত্রের বেগধারণ, অতিশয় ক্রন্দন, শোকজন্য সন্তাপ, মস্তকে আঘাত, দ্রুতগামী যানে ভ্রমণ, ঋতুবিপর্য্যয়, কামক্রোধাদি বশতঃ দৈহিক পীড়া, অধিক মৈথুন, অশ্রুর বেগধারণ এবং অতিশয় সূক্ষ্মবস্তু দর্শন; এই সকল কারণে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নেত্রাশ্রিত ঊর্দ্ধগামী শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া চক্ষুর সর্ব্ব অবয়বে ঐ আটাত্তরপ্রকার রোগ উৎপাদন করে।

চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যস্থলে দৃষ্টি অবস্থিত, দৃষ্টির পরিমাণ অর্দ্ধ বা দ্বিখণ্ডিত মসূর দাইলের ন্যায়। উহা নিমেষে জোনাকী পোকার ন্যায় এবং নিমেষরহিত অবস্থায় অগ্নিকণার ন্যায় দৃষ্ট হয়। উহা ছিদ্রবিশিষ্ট ও বাহ্যপটল (পর্দা) দ্বারা আচ্ছাদিত, পরন্তু শীতলক্রিয়াদ্বারা দৃষ্টি প্রসন্ন থাকে। দৃষ্টি তেজোময় পদার্থ, সুতরাং পঞ্চভূতাত্মক ও অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী।

পটল অর্থাৎ পর্দা চারিপ্রকার ও চারিস্তরে সাজান। দৃষ্টিশক্তির বাহ্য-পটলদ্বারা আচ্ছাদিত। বাহ্য অর্থাৎ প্রথম বা বহির্ভাগের পটল রসরক্ত, দ্বিতীয় পটল মাংস, তৃতীয় পটল মেদ এবং চতুর্থ পটল কালকাস্থিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। এই চারিটি পটলের মিলিত স্থূলতা, দৃষ্টিমণ্ডলের পাঁচ-ভাগের এক ভাগ।

পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দুইটি স্থূল রক্তবাহিনী শিরা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, এবং ঐ শিরাদ্বয় হইতে আবার বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা বহির্গত হইয়া নেত্রা-ভিমুখে গমন করিয়াছে। দোষ ঐ শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া চক্ষুরোগ উৎপা-দন করে, এই জন্য চক্ষুতে ধূলি বা ধূম প্রবেশ করিলে অথবা সন্তাপাদি লাগি-লেও যেমন চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্রূপ আবার পদদ্বারা ধূলি প্রভৃতি, ময়লা সংঘট্টন ও পীড়ন বা ঘাটাঘাটি ও মর্দ্দন করিলে, কিম্বা পদদ্বয়ে অগ্নি

প্রভৃতির উত্তাপ লাগাইলেও চক্ষুরোগ হইতে পারে, একারণে চক্ষুর্দ্বয়কে নীরোগ রাখিতে হইলে, পদদ্বয় ধৌত করা ও পরিষ্কার রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, পরন্তু পদদ্বয়ে উত্তাপ প্রভৃতি যাহাতে লাগিতে না পারে, তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করা অত্যাবশ্যক। পদপ্রক্ষালন বা ধৌত করিলে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে, স্নানের পূর্ব্বে ও রাত্রিতে শয়নকালে পায়ে তৈল মর্দ্দন এবং সর্ব্বদা পাদুকা অর্থাৎ জুতা প্রভৃতি ব্যবহার করিলে,সহসা চক্ষুরোগ উপস্থিত হয় না।

চক্ষুরোগের চিকিৎসা নানাপ্রকার। পদদ্বয়ে ঔষধসিদ্ধকাথজল-সেচন, ঔষধদ্রব্য মর্দ্দন বা প্রলেপ-প্রয়োগ এবং স্থানিক ঔষধ প্রয়োগ।

পদদ্বয় হইতে মস্তক ও নেত্রপর্য্যন্ত স্থূল শিরাদ্বয় ও সূক্ষ্ম শিরাসমূহ ব্যাপ্ত থাকাতে পদদ্বয়ে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, মস্তকে, চক্ষুর্দ্বয়ে এমন কি সর্ব্বাঙ্গে তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, একারণে পদদ্বয়ে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অনেক রোগ আরোগ্য হয়। অত্যন্ত সর্দ্দি বা নাসা-স্রাব ও তৎসঙ্গে মাথাব্যথা উপস্থিত হইলে, গরমজলে পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিলে, সমধিক উপকার হয়। চক্ষুর্দ্বয়ে অত্যধিক দাহ থাকিলে, গুলঞ্চ, পল্‌তা ও যষ্টিমধুর কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতলাবস্থায় তন্মধ্যে পদদ্বয় নিমগ্ন করিয়া রাখিলে, তৎক্ষণাৎ দাহ প্রশমিত হয়। মাথা গরম হইলে, পদদ্বয়ে তৈল অথবা তৈল ও জল মিশ্রিত করিয়া যে ফেণা উদ্গত হয়, তাহা কিম্বা তৎসদৃশ কোন বায়ু পিত্ত নাশক শৈত্যদ্রব্য মর্দ্দন করিলে, তৎক্ষণাৎ মাথা ঠাণ্ডা হয়, পিত্তবৃদ্ধি বশতঃ সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূ জন্মিলে ও তৎসহ প্রবল দাহ থাকিলে, গুড়ূচ্যাদিলৌহ প্রয়োগ করিয়াও যেস্থলে কোন উপকার হয় নাই, সেইস্থলে কাঁচা পটোলপত্র ছেচিয়া পদদ্বয় দ্বারা রগ্‌রাইবার ব্যবস্থা করিয়া রোগের প্রতীকার হইতে দেখা গিয়াছে। বসন্ত রোগীর চক্ষুর্দ্বয়ে অধিক প্রদাহ উপস্থিত হইলে, এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলে, বেশ উপকার হয়।

জ্বর এবং অতীসার, গ্রহণী, বিলম্বিকা, প্রবাহিকা, ব্রণ ও প্রতিশ্যায় বা নাসাস্রাব প্রভৃতি কতকগুলি রোগের যেরূপ সাম ও নিরাম দুইটি অবস্থা আছে এবং সামাবস্থায় কোন কোন ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ, চক্ষুরোগেরও তদ্রূপ সাম ও নিরাম দুইটি অবস্থা এবং সামাবস্থায় কোন কোন ঔষধ প্রয়োজ্য নহে। যাবৎ চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ দৃষ্ট ও তাহা হইতে অশ্রু নির্গত হয় এবং তৎসঙ্গে

নেত্রাভ্যন্তরে কর্ কর্ করা, ছুঁচ ফুটান মত বেদনা এবং শূলবিদ্ধবৎ প্রভৃতি নানাপ্রকার বেদনা বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ নেত্ররোগের আমাবস্থা, এই অবস্থায় রোগীকে অঞ্জন, ঘৃত ও ক্বাথ পান, এবং গুরুভোজন ও স্নান ব্যবস্থা করিবে-না, সেক, আশ্চ্যোতন, প্রলেপ, এবং বাষ্প স্বেদপ্রভৃতি ও লঙ্ঘন বা অবস্থা-ভেদে লঘু ভোজনের ব্যবস্থা করিবে। এই অবস্থায় মধুর ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্যের পথ্য অতি উপকারী।

অপক্ক অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা।

প্রায়ই অগ্রে অভিষ্যন্দ প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে নানাপ্রকার চক্ষুরোগ জন্মে, সুতরাং অভিষ্যন্দ প্রকাশ পাইবামাত্র নানাবিধ যোগ প্রয়োগ করিবে। অভিষ্যন্দ বা চক্ষুরোগের আমাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নানাপ্রকার প্রলেপ, সেক বা সেচন, আশ্চ্যোতন, পিণ্ডী, বিড়ালক, তর্পণ ও পুটপাক প্রভৃতি প্রয়োগদ্বারা নেত্ররোগীর চিকিৎসা করিবে। এই সকল চিকিৎসার পর কিম্বা নেত্ররোগ আমাবস্থা অতিক্রম করিয়া পক্কাবস্থা বা নিরামাবস্থা-প্রাপ্ত হইলে, অঞ্জনাদি প্রয়োগ এবং ঘৃত বা ক্বাথ পানের ব্যবস্থা করিবে। পাঁচ ছয় দিন বা এক সপ্তাহ অতীত হইলে, পক্কাবস্থা উপস্থিত হয়।

সেক, আশ্চ্যোতন, পিণ্ডী, বিড়ালক, তর্পণ ও পুটপাক-প্রয়োগ।

অভিষ্যন্দের চলিত নাম চক্ষু উঠা, অভিষ্যন্দ নেত্রসর্ব্বগত রোগ। নেত্রের সর্ব্ব অবয়ব ব্যাপিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। অভিষ্যন্দ রোগের পূর্ব্বরূপ বা লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, কাঁচা হলুদের রসে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা সিক্ত করিয়া হস্তে রাখিবে এবং চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত বা চক্ষু চুল্‌কাইতে ইচ্ছা হইলে, তদ্দ্বারা অশ্রু মুছিয়া ফেলিবে, পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি বা হস্তদ্বারা চক্ষুর পাতা ঘর্ষণ করা অপেক্ষা এই নিয়মটি ভাল। এই অবস্থায় দেবদারুচূর্ণ, আতুষ-চূর্ণ ও লোধচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া তৎসহ অল্প সৈন্ধবচূর্ণ মিশাইয়া একটি কাপড়ের পোট্‌লায় করিয়া চক্ষুর পাতার বহির্ভাগে পুনঃ পুনঃ ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে অর্থাৎ বুলাইবে, এরূপভাবে বুলাইবে যেন চূর্ণের কিয়দংশ চক্ষুর পাতায় পতিত হয়। গরমজলেতে গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া কাপড়ের পোট্‌লায়

বান্ধিয়া তাহার উষ্ণ স্বেদ পুনঃ পুনঃ চক্ষুতে লাগাইবে। কাঁচা আমলকীর-রস পিচ্‌কারীতে পূর্ণ করিয়া রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া ২।৩ বিন্দু চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিবে। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পোস্তদানা ও দারুচিনি সমভাগে আফিংগোলা জলে বাটিয়া পুট্‌লী বান্ধিয়া চক্ষুর উপরে বুলাইবে, শুকাইয়া গেলে পুনর্ব্বার আফিংয়ের জলে ভিজাইয়া লইবে। আমলকী সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলে, যে রস বাহির হয়, সেই রস চক্ষুতে দেওয়া যায়। করবী ফুলের কচিপাতা ভাঙ্গিলে, যে রস বহির্গত হয়, তাহাও চক্ষুর অভ্যন্তরে দেওয়া যায়। শজিনার ছালের রস চক্ষুর মধ্যে প্রয়োগ করিলে বেশ উপকার হয়। হাতী শুঁড়ার রস অতি উপকারী, ইহার রস ২।৩ দিনের বেশী প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে হয় না। এইরূপ আপাঙ্গের মূল তামার পাত্রে দধির মাত দ্বারা ঘষিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করা যায়, ইহাতে একটু জ্বালা করে, কিন্তু সেই জ্বালাটুকু সহিয়া থাকিলে, কিছুক্ষণ পরে বিলক্ষণ আরামবোধ হয়। কোন কোন ঔষধ অভ্যন্তরে দিলে জ্বালা করে, কিন্তু উহাতে সঞ্চিত অশ্রু বহির্গত হইয়া যায় বলিয়া যথেষ্ট উপকার হয়। দারুহরিদ্রার ছাল, গেরিমাটী, হরীতকী ও রসাঞ্জন এই চারিটি দ্রব্য কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ ও জল সহযোগে বাটিয়া চক্ষুর পরিমাণমত একটুকরা কাপড়ে মাখাইবে, অনন্তর উহার অপর পৃষ্ঠ নিমীলিত বা মুদ্রিত চক্ষুর উপরে লেপের ন্যায় লাগাইয়া অন্য কাপড়ের টুকরা দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। লোধকাষ্ঠ অল্প ঘৃতে আগুনের জ্বালে মৃত্তিকাপাত্রে ভাজিয়া জলসহ বাটিয়া লইবে, এই প্রলেপ চক্ষুর বহির্দ্দেশে পাতার চতুর্দ্দিকে পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে। গেরিমাটী, রক্তচন্দন, শুঁঠ, খড়ী ও বচ সমভাগে জলসহ বাটিয়া কিম্বা ভুঁই আমলা কাঁজিদ্বারা তামার পাত্রে ঘসিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশাইয়া চক্ষুর বহির্ভাগে পাতার উপর লেপ দেওয়া যায়। অত্যধিক দাহ থাকিলে রক্তচন্দন ঘষিয়া এবং বেদনা থাকিলে আফিং গুলিয়া তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ পাতার উপর প্রলেপ দিবে। রাতকানা রোগে পানের রস চক্ষুর মধ্যে দিলে রোগ বিনষ্ট হয়।

অভিষ্যন্দের প্রথম অবস্থায় ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার না হইলে, কিম্বা প্রথমাবস্থায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বশতঃ ঔষধ প্রয়োগ না করিলে,

প্রথম অবস্থার আক্রমণ হ্রাস হইয়া দ্বিতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। প্রথম অবস্থাতে প্রবল প্রকোপ লক্ষিত হইলে, দ্বিতীয় অবস্থার এই সকল ঔষধও প্রয়োগ করা যায়। কাহারও কাহারও ৫।৭ দিবসেই রোগ আরোগ্য হয়, আবার কাহারও কাহারও বা ২।৩ মাসেও সারে না। দ্বিতীয় অবস্থায় নানা-প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। গোলাপজলে ফিট্‌কারী মিশাইয়া সেই জল চক্ষুর অভ্যন্তরে ফোটা ফোটা দেওয়া যায়। উৎকৃষ্ট মধু অথবা মধুর সহিত কর্পূর মিশাইয়া পক্ষীর পালকে করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে দেওয়া যায়। পদ্মমধু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহা দুষ্প্রাপ্য, তদভাবে অন্য মধু প্রয়োগ করিলেও উপকার হয়, কিন্তু যে কোন মধু হউক অকৃত্রিম হওয়া দরকার। কর্পূর বেণে দোকানে যাহা পাওয়া যায়, তাহা শোধন করিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

কর্পূরশোধন প্রণালী। কর্পূর সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একখানি কাঁসার পাতলা অথচ ছোট রেকাব বা থালার উপর রাখিবে এবং তদুপরি একটি কাঁসার ছোট অথচ পাতলা বাটী উপুড় করিয়া স্থাপন করিবে, অনন্তর ময়দা ছানিয়া তদ্দ্বারা বাটী ও থালা উভয়ের সন্ধিস্থান বন্ধ করিবে, পরে নির্ব্বাপিত কাঠের কয়লার অগ্নিতে ঐ থালা বসাইবে, এবং বাটীর উপর পুনঃ পুনঃ শীতল জল দিবে, এইরূপে অগ্নির উত্তাপে বাটীর ঊর্দ্ধ অর্থাৎ তলদেশে নির্ম্মল কর্পূর সঞ্চিত হইবে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে কর্পূর পাওয়া যাইবে, তাহা অতি নির্ম্মল, চক্ষুতে তাহাই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সেক বা সেচন। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ এই চারি-প্রকার অভিষ্যন্দে সেক প্রয়োগ করা যায়। অগ্রে মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটি ঘটের তলদেশে ১০।১২টি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিবে, পরে রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সমস্ত চক্ষুর পরিমাণমত কাঁচি দ্বারা কাপড়ের টুকরা কাটিয়া চক্ষুর উপর স্থাপন করিবে এবং ঐ ছিদ্রবিশিষ্ট ঘটের তলা অঙ্গুলিদ্বারা চাপিয়া যে দ্রবদ্রব্য সেচন করিতে হইবে, তাহা পূর্ণ করিবে, পরে রোগীর চক্ষুর দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে উক্ত ঘট ধরিয়া ছিদ্র হইতে অঙ্গুলি সরাইয়া লইলেই সূক্ষ্ম ধারায় কাপড়ের উপর জল পতিত হইবে। এই নিয়মে তরল ঔষধ অর্থাৎ দুগ্ধসিদ্ধ কাথ, দুগ্ধ বা ঔষধসিদ্ধ কাথ সেচন করাকে সেক কহে। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম এই, কিন্তু ইদানীং চক্ষুর উপরে কাপড়ের টুকরা

বিছাইয়া এবং রোগীর চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেচন করা হয় না, পরন্তু কেহ কেহ ঘটের পরিবর্ত্তে পিচ্‌কারী দ্বারা সেচন করেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—চক্ষু মুদিত বা নিমীলিত করিয়া সেচন করিলেও চলে বা কাপড়ের টুকরা না বিছাইয়া কাপড়দ্বারা ছাকিয়া লইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু পিচ্‌কারী দ্বারা উদ্দেশ্যসিদ্ধ হয় না, কারণ একসময়ে চক্ষুর সর্ব্ব অবয়বে ঔষধ পতিত হয় না, ঘটে কতকগুলি ছিদ্র করিয়া লইলে, ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

বাতিক অভিষ্যন্দে দশমূলের দ্বারা বা ভেরেণ্ডার পাতা ও মূলের ছালের দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া ছাকিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে সেচন করিবে; পৈত্তিক ও রক্তজ অভিষ্যন্দে রক্তচন্দন, ষষ্টিমধু ও গুলঞ্চ দ্বারা প্রস্তুত কাথ শীতল করিয়া সেচন করিবে এবং শ্লৈষ্মিক অভিষ্যন্দে বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী ইহাদের ছালের কাথ সেচন করিবে। কিন্তু বাতপিত্তাদির প্রাবল্য স্থির করিতে না পারিলে, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ারদ্বারা কাথ করিয়া সেচন করিবে, ইহা সেচনে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়। বসন্ত রোগে চক্ষুর অভ্যন্তরে গুটী উদ্গত হইলে, ত্রিফলার কাথ অথবা যষ্টিমধু, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দনের কাথ সেচন করিলে, অসীম উপকার হয়, অচিরে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে। দিবাভাগেই সেঁক দেওয়া উচিত, তবে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, রাত্রিকালেও দেওয়া যাইতে পারে।

আশ্চ্যোতন। রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া উন্মীলিত নেত্রের অভ্যন্তরে কাথজল বা দুগ্ধ প্রভৃতি তরল দ্রব্যের বিন্দুপাতনকে আশ্চ্যোতন কহে। রোগীর নেত্র উন্মীলিত না রহিলে, যে কোন উপায়ে উন্মীলিত করিয়া লইবে। এই বিন্দুপাতন কার্য্য ক্ষুদ্র পিচ্‌কারী দ্বারা চলিতে পারে। দিবাভাগেই আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিবে, রাত্রিকালে কদাচ প্রয়োগ করিবে-না। আট হইতে বার বিন্দু পাতন করিবে, ইহাপেক্ষা বেশী প্রযোজ্য নহে। সেচনের জন্য যে সকল কাথ কথিত হইয়াছে, তাহা আশ্চ্যোতনেও প্রয়োগ করা যায়। ফলতঃ বাতিক চক্ষুরোগে স্নিগ্ধ অথচ তিক্তদ্রব্যের, পৈত্তিকে শীতল অথচ মধুর দ্রব্যের এবং শ্লৈষ্মিকে রুক্ষ, তীক্ষ্ণ অথচ উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের সেক ও আশ্চ্যেতন প্রয়োজ্য। ত্রিফলার জল বা কাথের সেক ও আশ্চ্যোতন সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োজ্য, যেহেতু ত্রিফলা ত্রিদোষ-নাশক। জীবিত বড় বড় শামুক

অথবা গুগ্‌লী সংগ্রহ করিয়া পাথরে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে, যে জল বাহির হয়, তাহা আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিলে, সত্বর প্রবল দাহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পিণ্ডী। একটি কিম্বা দুই চারিটি বা তদধিক দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া কাপড়ের পোঁটলায় বান্ধিয়া নেত্রের উপরে বুলাইলে, তাহাকে পিণ্ডী কহে। পিণ্ডীর প্রয়োগপ্রণালী ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

বিড়ালক। নেত্রের বহির্দ্দেশে পক্ষ্মলোম ব্যতীত অর্থাৎ কেবল পাতার উপর যে প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহাকে বিড়ালক কহে। প্রলেপ ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তর্পণ ও পুটপাক-চিকিৎসা এক্ষণে প্রচলিত নাই, তজ্জন্য কথিত হইল না।

পক্ব অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা।

ঐ সকল ক্রিয়াদ্বারা চক্ষুর আমাবস্থা দূরীভূত হইয়া পক্বাবস্থা অর্থাৎ বেদনার অল্পতা, কক্ষু অর্থাৎ চুলকণার উদ্গম, শোথ ও অশ্রু স্রাবের অল্পতা এবং চক্ষু পরিষ্কার হওয়া, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, অঞ্জন, ক্বাথ ও ঘৃত প্রয়োগ করিবে। আমাবস্থায় অঞ্জনাদি প্রয়োজ্য নহে।

অঞ্জন। শলাকা বা তদভাবে পানের বোঁটা অথবা অঙ্গুলি দ্বারা কৃষ্ণমণ্ডলের অধোভাগে ঔষধের বটিকা, রস বা চূর্ণ প্রয়োগ করাকে অঞ্জনদেওয়া কহে। এই নিয়মে বালকদিগকে কাজল দেওয়া হয়। পাখীর পালক দ্বারাও দেওয়া যায়। অঞ্জন প্রয়োগের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ বা প্রস্তর নির্ম্মিত শলা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে অঞ্জন প্রয়োগ প্রশস্ত। শ্রান্ত, রোদনকারী, ভীত, মদ্যপানকারী, নবজ্বরাক্রান্ত, অজীর্ণগ্রস্ত এবং যাহার মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হইয়াছে, এই সকল ব্যক্তিকে অঞ্জন দিবে না।

আমলকী-বীজের শাস এক ভাগ, বহেড়ার শাস দুই ভাগ ও হরীতকীর শাস তিনভাগ একত্র জল দ্বারা পেষণ করিয়া মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে, ইহা জলসহ ঘসিয়া অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে, অশ্রুস্রাব ও বেদনা প্রশমিত হয়। মনসাসীজের পাতায় ঘৃত মাখাইয়া প্রদীপের উপরে ধরিলে, যে কালী পড়ে, তাহার কাজল অশ্রুস্রাব ও বেদনাপ্রশমন করিতে অসাধারণ শক্তিশালী।

রাত্র্যন্ধতা। রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীফুল ও কচি নিম-পাতা সমভাগে লইয়া গোময় রসে বাটিয়া মটরপ্রমাণ বটিকা করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, রাত্র্যন্ধরোগ বিনষ্ট হয়।

ছানি। চক্ষুতে ছানি পড়িলে, লৌহপাত্রে লেবুর রস দ্বারা কালো ঝামা ঘসিয়া প্রলেপ দিলে সমধিক উপকার হয়। জারিত লৌহচূর্ণ পোট্‌লায় বান্ধিয়া লেবুর রসে ভিজাইয়া চক্ষে দুই এক বিন্দু দিবে। চক্ষুরোগ নানাপ্রকার, এবং তাহার ঔষধও অনন্ত, তন্মধ্যে যে সকল ঔষধ সমধিক উপকারী, তাহারই প্রয়োগপ্রণালী কথিত হইবে। প্রথমাবস্থায় যে সকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই রোগ আরোগ্য হয়, কিন্তু পুরাতন হইলে অথবা পকাবস্থায় পরিণত হইলে, বর্ত্তি প্রভৃতি দ্বারা অঞ্জনপ্রয়োগ, ঘৃতপান ও তৈলের নস্য ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে। চন্দ্রোদয়া ও সুখাবতী প্রভৃতি বর্ত্তি, কজ্জল, ভৃঙ্গরাজাদ্যতৈলের নস্য এবং ত্রিফলাদ্য বা মহাত্রিফলাদ্যঘৃত, বাসাদিকাথ বা বৃহৎ বাসাদি কাথ, সপ্তামৃত লৌহ, নয়নামৃতলৌহ বা নেত্রাশনি রস প্রভৃতি অবস্থা-ভেদে প্রয়োগ করিবে।

নেত্ররোগে—ঔষধ।

চন্দনলেপ। চক্ষু উঠিলে বা উঠিবার উপক্রমে চক্ষুতে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে ও তজ্জন্য অনবরত জলস্রাব হইলে, এই প্রলেপ চক্ষুর আবরক পাতার উপর লাগাইবে।

চন্দনলেপ। রক্তচন্দন ঘসা ও শোধিত কর্পূর একত্র মিশাইয়া লেপ দিবে।

নিম্বপত্রযোগ। চক্ষু উঠিলে যখন লালবর্ণ হয় ও কর্‌কর্‌ করিতে থাকে এবং চক্ষু হইতে অনবরত জলস্রাব হয়, তখন এই ঔষধ পরিষ্কার কাপড়ের পোটলায় বান্ধিয়া ও পোটলা টিপিয়া তাহার রস তিন বেলা এক-এক ফোটা চক্ষুর অভ্যন্তরে দিবে।

নিম্বপত্রযোগ। কচি নিমপাতা বাটা চারি আনা, রক্তচন্দন ঘষা অর্দ্ধ তোলা ও মধু পাঁচ ফোটা একত্র করিয়া কাপড়ের পোট্‌লায় বান্ধিয়া তাহার রস চক্ষুর মধ্যে দিবে।

কর্পূরযোগ। চক্ষুতে ছানি পতিত হইলে, এই ঔষধ পক্ষীর পালক-দ্বারা চক্ষুর মধ্যে অঞ্জনের ন্যায় লাগাইবে।

কর্পূরযোগ। শোধিত কর্পূর ও উৎকৃষ্ট মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে।

নীলযোগ। চক্ষুর মণি বহির্গত হইয়া ঝুলিয়া পড়িলে, এই ঔষধ চক্ষুর পাতার উপর লাগাইবে, কিন্তু ভিতরে প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

নীলযোগ। নীল ॥০ তোলা, পচা আমের আটীর শাস ১ তোলা ও জীয়লীর আঠা ২ তোলা জলসহ বাটিয়া লাগাইবে।

চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি। অধিমাংস বা মাংস-বৃদ্ধি, তিমির, কাচ, পটল, অর্ব্বুদ, রাত্র্যন্ধ ও পুষ্পরোগে এই বর্ত্তি মধু বা জলসহ ঘসিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি। শঙ্খনাভি ভস্ম, বহেড়ার শাস, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপুল, মরিচ, কুড় ও বচ সমভাগ, ছাগ দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিবে।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি। পিচ্ছ, তিমির ও কণ্ডূ প্রভৃতি চক্ষুরোগে এই বর্ত্তির অঞ্জন প্রয়োগ করিবে, ইহা প্রয়োগে ঐ সকল রোগ বিনষ্ট এবং চক্ষু প্রসন্ন বা নির্ম্মল হয়।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি। রসাঞ্জন, শিলাজতু, কুঙ্কুম, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি ভস্ম, শজিনাবীজ ও চিনি সমভাগে জলসহ বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

কুমারিকাবর্ত্তি। দৃষ্টিমণ্ডলে বা চক্ষুর মণিতে ছানি পতিত হইবার উপক্রমে বা পতিত হইলে এই বর্ত্তি জলসহ ঘসিয়া তদ্দ্বারা রোগীর চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডলের নিম্নে অঞ্জন দিবে।

কুমারিকাবর্ত্তি। তিলফুল ৮০ টা, পিপুলের দানা ৬০ টা, জাতী বা মালতী ফুল ৫০ টা ও মরিচ ১৬টা একত্র মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে।

দৃষ্টিপ্রদাবর্ত্তি। চক্ষুর মণি বহির্গত হইয়া ঝুলিয়া পড়িলে, এই বর্ত্তি দুগ্ধ বা জলদ্বারা ঘসিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

দৃষ্টিপ্রদাবর্ত্তি। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুরগীর ডিমের খোসা, হীরাকস, মারিত লৌহ, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেণ প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া তামার পাত্রে ছাগদুগ্ধদ্বারা মর্দ্দন করিবে ও সাতবার ভাবনা দিয়া ছাগদুগ্ধদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

চন্দনাদ্যাবর্ত্তি। তিমির রোগ অতি প্রবল হইলে, এই বর্ত্তির অঞ্জন চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদ্যাবর্ত্তি। রক্তচন্দন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সুপারী বৃক্ষের আঠা ও পলাশ-গাছের আঠা প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে।

চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি। চক্ষুরোগে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। যে স্থলে অস্ত্র-প্রয়োগ অনিবার্য্য, সেই স্থলে ইহা প্রয়োগে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয় নাই, অথচ রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। অর্ব্বুদ, কাচ, পটল, তিমির, রক্তরাজিকা, অধিমাংস, অর্ম্ম ও রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতি নানা প্রকার চক্ষুরোগে ইহার অঞ্জন অতি উপকারী।

চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি। রসাঞ্জন, শজিনা বীজ, পিপুল যষ্টিমধু, বহেড়ার শাস, শঙ্খনাভি ভস্ম ও মনঃশিলা প্রত্যেকে সমভাগ, ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

পঞ্চশতিকাবর্ত্তি। তিমির, কাচ, অশ্রুস্রাব ও পটল প্রভৃতি রোগে এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে এই ঔষধ মহোপকারী। ইহা উৎকৃষ্ট মধু বা জল কিম্বা দুগ্ধসহ ঘসিয়া অঞ্জন দিবে।

পঞ্চশতিকাবর্ত্তি। নীলোৎপলের পাতা একশত, কাঁচা সোণামুগ ১০০টা, খোসা ছাড়ান যব ১০০টা, জাতী বা মালতীফুল ১০০ টা ও পিপুলের দানা ১০০ টা একত্র বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

কজ্জল। সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে বিশেষতঃ দৃষ্টিহানি ঘটিলে, এই কজ্জল চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে।

কজ্জল। কেঁচুয়া (কেচো) আলতার জলে ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে উহার সহিত সমভাগ যষ্টিমধু চূর্ণ মিশাইয়া আলতার পাতার মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক সূতা দ্বারা বান্ধিয়া বর্ত্তির ন্যায় প্রস্তুত করিবে; অনন্তর উহাতে ঘৃত মাখাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার উপরে রাখিয়া তদুপরি একটি কাচের পাত্র ধরিবে, ঐ কাচের পাত্রে যে কজ্জল পাওয়া যাইবে, তাহাই গ্রহণ করিয়া চক্ষুতে কজ্জল দিবে।

ভৃঙ্গরাজতৈল। চক্ষুরোগে জ্বালাযন্ত্রণা ও জলস্রাব প্রভৃতি যে কোন উপসর্গ থাকিলে, এই তৈলের নস্য প্রত্যহ প্রাতে গ্রহণ করিতে দিবে।

ভৃঙ্গরাজতৈল। কৃষ্ণতিলের তৈল অর্দ্ধ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ভৃঙ্গ-রাজের স্বরস /৪ সের ও কুট্টিত ও যষ্টিমধু ৮ তোলা একত্র পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ষড়্‌বিন্দুতৈল। চক্ষুরোগের যে কোন অবস্থায় এই তৈলের নস্য প্রয়োগ করা যায়।

ষড়্বিন্দুতৈল। প্রস্তুতবিধি ১১৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অভিজিত তৈল। চক্ষুরোগের যে কোন অবস্থায়, এই তৈলের নস্য প্রয়োগ করা যায়।

অভিজিতৈল। কৃষ্ণ তিলের তৈল অর্দ্ধ সের। মূর্চ্ছাপাক করিয়া আমলকীর রস বা ক্বাথ চারি সের, দুগ্ধ চারি সের ও কুট্টিত যষ্টিমধু ৮তোলা একত্র পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বাসকাদি ক্বাথ। চক্ষুরোগের আমাবস্থা অতীত হইলে এবং চক্ষু-হইতে জল বা রক্তস্রাব হইলে এই ক্বাথ পান করিতে দিবে। ইহা চক্ষুতে সেচন করা যায়। পানের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইলে শোধিত গুগ্গুলু চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা বা চারিআনা প্রক্ষেপ দিবে।

বাসাদি ক্বাথ। বাসকছাল, হরীতকী, নিম্বছাল, আমলকী, মুথা, বহেড়া ও পলতা; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ বাসাদি ক্বাথ। চক্ষুরোগের আমাবস্থা অতীত হইলে, এই ক্বাথ পান করিতে দিবে। ইহা পানে তিমির, কাচ, পটল ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ বাসাদি ক্বাথ। বাসক ছাল, মুথা, নিম্বছাল, পলতা, কট্‌কী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুড়চী, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুঁঠ, চিরতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্যামালতা ও খোসা ছাড়ান যব, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাকিয়া পান করিতে দিবে।

নেত্রাশনি-রস। চক্ষুরোগের যে কোন অবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া যায়। চক্ষু হইতে রক্তস্রাব এবং রক্তজ ও বাতজ, পিত্তজ বা শ্লেষ্মজ অভিষ্যন্দ, রাত্র্যন্ধতা (রাতকানা), তিমির, কাচ, নীলিকা, পটল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে ইহা নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

নেত্রাশনিরস। মারিত অভ্র, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন ও শোধিত আমলাসা-গন্ধক প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা লইয়া ত্রিফলার ক্বাথ ও ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সাতটি করিয়া ভাবনা দিবে, অনন্তর শুষ্ক হইলে, চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত পিপুল মূল, যষ্টি-মধু, এলাচি, পুনর্ণবা, দেবদারু, আঁকান্দীলতা, ভীমরাজ, শঠী, বচ, নীলোৎপল ও রক্তচন্দন

ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মধু ও ঘৃতসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

নয়নামৃত লৌহ। ইহা নেত্রাশনি রসের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োজ্য। অনুপান—ভৃঙ্গরাজের রস ও মধু।

নয়নামৃত লৌহ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শঠী, রাস্না, শুঁঠ, কিস্‌মিস্, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কেশুষ্যে, কণ্টকারী, বৃহতী (ব্যাকুড়), লৌহ ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা। ভীমরাজ ও ত্রিফলার কাথদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সাতবার ভাবনা দিবে। মাত্রা—কুলবীজের ন্যায়।

তিমিরহর লৌহ। তিমির রোগের যে কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়। অন্যান্য চক্ষুরোগেও সমধিক উপকারী। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

তিমির হরলৌহ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকাষ্ঠ ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে এক তোলা এবং লৌহ পাঁচ তোলা, জলে মর্দ্দন, বটী ৩ রতি।

ক্ষতশুক্রহরগুগ্‌গুলু। নেত্রশুক্লগত রোগে অর্থাৎ ক্ষতশুক্র এবং ব্রণশুক্র ও অব্রণশুক্র রোগে কিম্বা কাচরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ঘৃত, মধু ও গরম দুগ্ধ।

ক্ষতশুক্রহর গুগ্‌গুলু। লৌহ, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পিপুল ইহারা প্রত্যেকে এক তোলা ও বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ৬ তোলা। গুগ্‌গুলুর সহিত সমস্ত চূর্ণ ক্রমশঃ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা দুই আনা।

সপ্তামৃত লৌহ। সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগে এবং ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। অনুপান—মধু ও ঘৃত।

সপ্তামৃত লৌহ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু ও লৌহভস্ম প্রত্যেকে সমভাগ, জল বা ত্রিফলার কাথসহ মর্দ্দন। বটী ৩ রতি।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত। তিমির নামক চক্ষুরোগে ইহা পরমোপকারী। সন্ধ্যাকালে সেব্য। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত এক সের। যথাবিধি পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা।

দ্বিতীয় ত্রিফলাদ্য ঘৃত। ত্রিদোষজ তিমির এবং পৈত্তিক অভিষ্যন্দ ও পিত্তপ্রধান ব্যক্তির চক্ষুরোগে এই ঘৃত মহোপকারী। অনুপান—উষ্ণ জল।

দ্বিতীয় ত্রিফলাদ্য ঘৃত। গব্য ঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ত্রিফলার-কাথ ১৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কুট্টিত যষ্টিমধু এক সের। যথাবিধি পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা।

বৃহৎ ত্রিফলাদ্য ঘৃত। সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগের আমাবস্থা গত হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। তিমির, চক্ষু হইতে রক্ত, পূয বা জলস্রাব, কাচ ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগে এবং বিসর্প, প্রদর, কণ্ডূ, বাত-পিত্তাধিক শোথ, কেশের খালিত্য ও পক্বতা, বিষমজ্বর এবং নেত্রবর্ত্মগত রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

বৃহৎ ত্রিফলাদ্যঘৃত। গব্য ঘৃত /৪ সের, যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের। গব্য দুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কিস্‌মিস্‌, যষ্টিমধু, কট্‌কী, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, ছোট এলাচি, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক-করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা।

মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত। নেত্ররোগে যে সকল ঘৃত আছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। বাতজাদি চারি প্রকার অভিষ্যন্দ, চক্ষু হইতে অনবরত বা অধিক পরিমাণে অশ্রু বা রক্তস্রাব, রক্তদুষ্টি ও তজ্জনিত চক্ষুরোগ, রাত্র্যন্ধতা, তিমির, কাচ, পটলাশ্রিত চক্ষুরোগ, নীলিকা, চক্ষুর্ম্মধ্যস্থ অর্ব্বুদ, অধিমন্থ, পক্ষ্মকোপ, দৃষ্টিহানি বা ছানি পড়া অথবা অল্পদৃষ্টি, কণ্ডূ ও দূরদৃষ্টি, এই সকল অবস্থায় প্রয়োগ করিলে, রোগদূরীভূত হইয়া শীঘ্রই চক্ষু প্রসন্ন এবং শারীরিক বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত। গব্য ঘৃত /৪ সের। কাথ্যদ্রব্য—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, ভৃঙ্গরাজের স্বরস /৪ সের, বাসক পাতার রস /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, গুলঞ্চের রস /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, চিনি, কিস্‌মিস্‌, হরীতকী, আম-

লকী, বহেড়া, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী প্রত্যেকে সমভাগে-মিলিত এক সের। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা।

নেত্ররোগে—পথ্যাপথ্য।

শালি বা রক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগের দাইল, থোড়, মোঁচা, বেগুণ, উচ্ছে, করলা, পল্‌তা, বেতাগ্র, কাচকলা, পটোল, আলু, ঝিঙ্গে ও মূলা প্রভৃতির ঘৃতসন্তলিত তরকারী, পুনর্ণবাশাক, শালিঞ্চাশাক, ও কাকমাচীশাক, ময়ূর, বন্য কুক্কুট, ফিঙ্গে ও লাবপক্ষীর মাংস, গুগ্‌লী বা শামুকের মাংস, মধু ও দুগ্ধ এবং ঘৃত প্রভৃতি সুপথ্য। জ্বর থাকিলে, জরোক্ত পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

এই রোগে ক্রোধ, শোক ও মৈথুন নিষেধ। অশ্রু, বায়ু, মল, মূত্র, নিদ্রা ও বমির বেগ ধারণ, ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন, দন্তমার্জ্জন, স্নান, রাত্রিকালে ভোজন, রৌদ্রের উত্তাপ সেবন, তরল দ্রব্য পান, ধূলা ও ধূম সেবন, বিরুদ্ধভোজন, অধিক কথা বলা, বমন, অধিক জলপান, মৌয়া, দধি, পত্রশাক, তরমুজ, তিলবাটা, মৎস্য, মদ্য, জাঙ্গলমাংস ব্যতীত অন্য মাংস, তাম্বুল, অম্লরস ও লবণ-রসবিশিষ্ট দ্রব্য, পিত্তবৃদ্ধিকর দ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, কটুদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য এবং গুরুপাক অন্ন ও পানীয় পরিত্যাজ্য।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা।

কর্ণশূলের লক্ষণ। কর্ণরন্ধ্রগত বায়ু নানাকারণে কুপিত এবং কফ, পিত্ত ও রক্ত দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া প্রতিলোমভাবে কর্ণবিবরে বিচরণ করিলে, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা জন্মে, ইহাকে কর্ণশূল কহে।

কর্ণশূলের অসাধ্যলক্ষণ। কর্ণশূলে মূর্চ্ছা, দাহ, জ্বর, কাস, শ্বাস ও বমি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কর্ণনাদের লক্ষণ। কর্ণবিবরে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ রোগী ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খের শব্দের ন্যায় নানাপ্রকার শব্দ শ্রবণ করিলে, তাহাকে কর্ণনাদ কহে।

বাধির্য্যের লক্ষণ। কর্ণবিবরগত শব্দবহবায়ু স্বয়ং কিম্বা শ্লেষ্মার সহিত

মিলিত হইয়া কর্ণবিবরকে অবরুদ্ধ করিলে শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হয়, এই রোগের নাম বাধির্য্য।

বাধির্য্যের অসাধ্য লক্ষণ। বালকের, বৃদ্ধের এবং দীর্ঘকালের বধিরতা অসাধ্য।

কর্ণক্ষ্বেড় রোগের লক্ষণ। পিত্ত ও শ্লেষ্মার সহিত বায়ু মিলিত হইয়া কর্ণছিদ্রকে অবরুদ্ধ করিলে, কাণের মধ্যে বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ হয়, এই রোগের নাম কর্ণক্ষ্বেড়।

কর্ণস্রাবের লক্ষণ। মস্তকে আঘাত লাগা, জলে নিমগ্ন হওয়া কিম্বা কর্ণবিদ্রধি পাকিলে, কর্ণরন্ধ্রগত বায়ু প্রকুপিত হইয়া তথা হইতে পূয, রস ও জলস্রাব করায় ইহাকে কর্ণস্রাব কহে।

কর্ণকণ্ডূর লক্ষণ। কর্ণরন্ধ্রগত কুপিত বায়ু শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া কর্ণে কণ্ডূ উৎপাদন করিলে, তাহাকে কর্ণকণ্ডূ কহে।

কর্ণগূথরোগের লক্ষণ। কর্ণরন্ধ্রগত পিত্তের উষ্মাদ্বারা কফ শুষ্ক হইলে কর্ণমধ্যে যে ময়লা উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্ণগূথ কহে।

প্রতিনাহ রোগের লক্ষণ। কর্ণরন্ধ্রগত ময়লা তরল হইয়া মুখবিবর ও নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইলে, তাহাকে কর্ণ প্রতিনাহ বলে। ইহাতে অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগ জন্মে।

ক্রিমিকর্ণের লক্ষণ। কর্ণে ক্রিমি উৎপন্ন হইলে কিম্বা মক্ষিকাগণ ডিম্ব প্রসব করিলে, তাহাকে ক্রিমিকর্ণরোগ কহে।

কর্ণরন্ধ্রমধ্যে পতঙ্গাদি প্রবেশ করিলে, তাহার লক্ষণ। কর্ণবিবরে পতঙ্গ কিম্বা শতপদী প্রবেশ করিলে কর্ণে অত্যন্ত বেদনা হয় ও তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল এবং অস্থির হয়, অধিকন্তু প্রবিষ্ট কীট কর্ণবিবরে বিচরণ করিলে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং ঐ কীট স্থির থাকিলে বেদনা প্রশমিত থাকে।

দ্বিবিধকর্ণবিদ্রধির লক্ষণ। কর্ণে ক্ষত কিম্বা আঘাতাদিবশতঃ অথবা দোষের প্রকোপ হইতে বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে, তাহাতে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা, দাহ এবং তাপ বিদ্যমান থাকে, অধিকন্তু রক্তমিশ্রিত পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণস্রাব নির্গত হয়, ইহাকে কর্ণবিদ্রধি কহে। কর্ণ-বিদ্রধি দুই প্রকার। ক্ষত

কিম্বা আঘাতবশতঃ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে আগন্তুজ কহে এবং দোষের প্রকোপবশতঃ হইলে তাহাকে দোষজ কহে।

কর্ণপাকের লক্ষণ। পিত্তের প্রকোপবশতঃ কর্ণ-বিবর দুর্গন্ধ ও ক্লেদ-বিশিষ্ট হইলে, তাহাকে কর্ণপাক বলা যায়।

পূতিকর্ণের লক্ষণ। কর্ণ-বিদ্রধি পাকিলে কিম্বা কর্ণে জল প্রবেশ করিলে কর্ণরন্ধ্র হইতে যে দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয ও রস নির্গত হয়, তাহাকে পূতি-কর্ণ কহে।

কর্ণশোথের লক্ষণ। কর্ণে চারিপ্রকার শোথ উৎপন্ন হয়, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ। ইহাদের লক্ষণ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ শোথের ন্যায়।

কর্ণার্ব্বুদের লক্ষণ। কর্ণে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ,মাংসজ, মেদোজ ও শিরাজ এই সাত প্রকার অর্ব্বুদ জন্মে, ইহাদের লক্ষণ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, মাংসজ, মেদোজ ও শিরাজ অর্ব্বুদের ন্যায়।

কর্ণার্শের লক্ষণ। কর্ণে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ, এই চারিপ্রকার অর্শোরোগ জন্মে। ইহাদের লক্ষণ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ অর্শের ন্যায়।

সুশ্রুতোক্ত আটাশ প্রকার কর্ণরোগ কথিত হইল; এক্ষণে চরকোক্ত চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক কর্ণরোগ বর্ণিত হইতেছে।

বাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ। বাতিক কর্ণরোগে কর্ণ-বিবরে নানা-প্রকার শব্দ ও অত্যন্ত বেদনা হয় এবং কর্ণমল শুষ্ক ও শ্রবণশক্তি হ্রাস হয়। পরন্তু কর্ণ-রন্ধ্র হইতে তরল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক কর্ণরোগের লক্ষণ। এই রোগে কর্ণ রক্তবর্ণ এবং তাহাতে শোথ, দাহ ও বিদীর্ণবৎ বেদনা হয়। পরন্তু কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ অথচ পীতবর্ণ স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক কর্ণরোগের লক্ষণ। এই রোগে কর্ণে কণ্ডূ, শোথ ও অল্প-

বেদনা জন্মে এবং কর্ণরন্ধ্র হইতে শুক্লবর্ণ ও স্নিগ্ধ স্রাব নির্গত হয় ও রোগী বাক্যাদির শব্দ অন্য প্রকার শ্রবণ করে।

সান্নিপাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ। এই রোগে বাতাদি ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় এবং যে দোষের প্রবলতা থাকে, সেই দোষ-জনিত বর্ণের স্রাব নির্গত হয়।

পরিপোটকের লক্ষণ। কর্ণপালি ক্রমশঃ বৃদ্ধি না করিয়া শীঘ্র বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে, কর্ণের কোমলতাবশতঃ কর্ণে শোথ, বেদনা, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণতা এবং স্তব্ধতা উপস্থিত হয় ও কর্ণের চর্ম্ম অল্প বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগের নাম পরিপোটক।

কর্ণোৎপাতের লক্ষণ। গুরু (ভারী) আবরণ-ধারণ কিম্বা অত্যন্ত তাড়ন বা ঘর্ষণাদিদ্বারা কর্ণপালিতে দাহ, বেদনা ও পাকবিশিষ্ট অথচ শ্যাম বা রক্তবর্ণ শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণোৎপাত কহে।

উন্মন্থকের লক্ষণ। বলপূর্ব্বক কর্ণপালি বৃদ্ধি করিলে, কফের সহিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া কর্ণে কণ্ডূ ও অল্প বেদনাযুক্ত স্তব্ধ শোথ উৎপাদন করে, এই রোগকে উন্মন্থক কহে।

দুঃখবর্দ্ধনের লক্ষণ। কর্ণপালি যথানিয়মে বিদ্ধ না হইলে কর্ণে কণ্ডূ, দাহ ও বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই রোগ ত্রিদোষসমুদ্ভূত, ইহাকে দুঃখবর্দ্ধন কহে।

পরিলেহীর লক্ষণ। এই রোগে কফ, রক্ত ও ক্রিমি প্রবৃদ্ধ হইয়া কর্ণপালিতে সর্ষপ আকৃতি, বিসর্পবান্ অথচ কণ্ডূ ও দাহযুক্ত শোথ উৎপাদন করে। এই রোগ প্রসর্পিত হইয়া সমস্ত কর্ণকে আচ্ছাদন করত ক্রমে শঙ্কুলী ও পালীকে মাংসহীন করিয়া থাকে।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

সুশ্রুতে কর্ণরোগ আটাশ প্রকার কথিত হইয়াছে। কর্ণ-শূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, কর্ণক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডূ, কর্ণগূথ, প্রতিনাহ, ক্রিমিকর্ণ, দ্বিবিধ-কর্ণ-বিদ্রধি, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ, চারিপ্রকার কর্ণার্শ, সাত প্রকার কর্ণার্ব্বুদ

এবং চারি প্রকার কর্ণশোথ। এতদ্ব্যতীত চরকে চারি প্রকার কর্ণরোগ কথিত হইয়াছে, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক।

আয়ুর্ব্বেদ-মতে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপই যাবতীয় রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণ এবং চিকিৎসা কালে রোগটী বাতজ, পিত্তজ কিম্বা শ্লেষ্মজ, বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে একটি দুইটি বা দোষত্রয় এককালীন প্রকুপিত হইয়াছে, কোন্‌দোষ প্রকুপিত হইয়া রোগ উৎপাদন করিয়াছে, ইত্যাদি বিচারপূর্ব্বক তত্তৎ রোগ-প্রশমক ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়।

যাবতীয়রোগের ঔষধ নির্ব্বাচন-প্রণালী একই প্রকার। কর্ণরন্ধ্রগত বায়ু নানাকারণে প্রকুপিত এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত ও রক্তদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া প্রতিলোম-ভাবে কর্ণবিবরে বিচরণ করিলে, কর্ণশূল জন্মে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রক্ত এই চারিটীর প্রকোপবশতঃ কর্ণশূল উৎপন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে একটির প্রকোপ অধিক কিম্বা দুইটির প্রকোপ অধিক-বায়ুর প্রবলতা অধিক কিম্বা শ্লেষ্মার প্রবলতা অধিক। ফলতঃ কোন্ দোষের প্রকোপ অধিক, কোন্ দোষের প্রকোপ কম অথবা দুইটি বা দোষত্রয়ের প্রকোপ অধিক, তাহা স্থির করিতে না পারিলে, ঔষধ নির্ব্বাচন বা রোগোপশম অসম্ভব।

কর্ণশূল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলেও মারাত্মক নহে, তবে দীর্ঘকালজাত এবং উপসর্গবিশিষ্ট হইলে, অসাধ্য হইয়া থাকে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় এই রোগ কঠিন নহে, অথচ এই রোগেও যথাযোগ্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে না পারিলে শীঘ্র ফললাভের আশা দুরাশামাত্র। কর্ণশূলে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে বায়ুনাশক মাষতৈল বা মহামাষতৈল প্রয়োগ অর্থাৎ কর্ণরন্ধ্রে পূরণ ও নস্য-রূপে গ্রহণ করিলে সত্বর ঐ শূল প্রশমিত হয়। এইরূপ শ্লেষ্মার কিম্বা বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়েরই প্রকোপ সমধিক থাকিলে, শিরোরোগোক্ত দশমূল বা মহা-দশমূলতৈলের নস্য ও কর্ণবিবরে প্রয়োগ হিতকর। বায়ু ও পিত্ত উভয়ের প্রবল প্রকোপ থাকিলে, মাষবলাদিতৈলের বা ষড়বিন্দু তৈলের নস্য ও কর্ণরন্ধ্রে প্রয়োগ উপকারী। প্রথম অবস্থায় প্রায়শঃ বায়ু ও শ্লেষ্মার সমধিক প্রকোপ থাকে; সুতরাং শিরোরোগোক্ত বাতশ্লেষ্মনাশক লক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস ও মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি কিম্বা কফরোগোক্ত কফকেতু, কফচিন্তামণি,

মহা শ্লেষ্মকালানল ও বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তির হইলে, বায়ুনাশক চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধও প্রয়োগ করা যায়। বাতাদিভেদে এই সকল তৈল ও ঔষধ কর্ণনাদ, কর্ণক্ষ্বেড় ও বধিরতায় প্রয়োজ্য।

মুষ্টিযোগ।

প্রথম অবস্থায় মুষ্টিযোগ প্রয়োগেই প্রায়শঃ রোগ বিনষ্ট হয়। আদার-রস চারি আনা, মধু দুই আনা, সৈন্ধবলবণ সিকি রতি ও তিলতৈল দুই আনা একত্র করিয়া একটি ঝিনুকে রাখিয়া গরম করিবে ও ঈষদুষ্ণ অবস্থায় কর্ণরন্ধ্রে দিবে। এইরূপ কলার বাগুড়া আদা অথবা শজিনার ছাল এই তিনটির মধ্যে কোন একটির রস কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণবিবরে দেওয়া যায়। আকন্দের পাকা পাতায় কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত মাখাইয়া আগুণে উত্তপ্ত করিয়া মোচড় দিলে, যে রস বাহির হইবে, তাহা কর্ণবিবরে দিলে, শীঘ্র বেদনার লাঘব হয়। বাতশ্লেষ্মাধিক শূলে এই সকল ঔষধ প্রশস্ত। কর্ণে নানাপ্রকার শব্দ অনুভব হইলে এবং তৎসঙ্গে শূলবেদনা ও ক্লেদস্রাব থাকিলে, ছাগমূত্র গরম করিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব সহযোগে কর্ণরন্ধ্রে দিবে। ত্রিদোষজ কর্ণশূলে, ইহা মহৌষধ। এতদ্ব্যতীত আকন্দের মূলের ছালদ্বারা অথবা শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধব সহযোগে সর্ষপতৈল সিদ্ধ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে ত্রিদোষজ কর্ণশূল বিনষ্ট হয়। কর্ণনাদ, বাধির্য্য (বধিরতা) এবং কর্ণক্ষ্বেড় রোগেও এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাতশ্লেষ্মাধিক কর্ণশূলে ব্যবস্থিত ঔষধ-সকল, বাতশ্লেষ্মাধিক কর্ণনাদ, বধিরতা ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগে এবং ত্রিদোষজ-কর্ণশূলে ব্যবস্থিত ঔষধ ত্রিদোষপ্রবল কর্ণনাদ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে। কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগে কটুতৈল উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলেও বেদনা কমে। বধিরতা ও কর্ণনাদে শুঁঠের কাথে কিঞ্চিৎ গুড় মিশ্রিত করিয়া নস্য লইবে। কর্ণে ক্ষত ও তজ্জন্য পূয বা রসস্রাব হইলে, জাতী বা মালতী পাতার কাথ অথবা বটছাল, অশ্বত্থছাল, যজ্ঞডুমুর ছাল, পাকুড় ছাল ও অম্লবেতসের ছাল এই পঞ্চদ্রব্যের কাথ পিচকারী পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা দুইবার কর্ণ ধৌত করিবে। ইহা পূতিকর্ণ অর্থাৎ কাণ পচারোগেও মহোপকারী। পূতিকর্ণ ও কর্ণ-

স্রাব প্রভৃতি রোগে ঈষৎ উষ্ণ গোমূত্র দ্বারা কর্ণরন্ধ্র ধৌত করিলেও উপকার হয়। কর্ণে গূথ অর্থাৎ ময়লা সঞ্চিত হইলে, কটু তৈল উষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিয়া কিছুক্ষণ কর্ণরন্ধ্র তুলাদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে, পরে শলা বা শোন্না দ্বারা আস্তে আস্তে ময়লা টানিয়া আনিবে। কর্ণে ক্রিমি বা কীট উৎপন্ন হইলে, সরিষার তৈল কর্ণরন্ধ্রে পূরণ করিলে, তৈলের ঝাঁজে কীটসকল বহির্গত হয়, যদি এই প্রক্রিয়ায় কীট বাহির না হয়, তাহা হইলে ধুতুরা পাতার রস ও কর্পূর মিশাইয়া তাহা অথবা ক্রিমিরোগোক্ত ধুস্তূরতৈল কিম্বা বিড়ঙ্গতৈল কর্ণে প্রয়োগ করিবে। শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ দ্বারা ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথজল ছাকিয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রয়োগ করিলেও ক্রিমি বিনষ্ট হয়। যে কোন ক্বাথ বা তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিয়া কর্ণরন্ধ্র ধৌত করা এবং তুলিদ্বারা মুছিয়া ফেলা উচিত। শলাকায় কার্পাসের তুলা জড়াইয়া তুলি প্রস্তুত করিয়া লইবে। মালতীপাতার রস দ্বারা পক্ক সরিষার তৈল কিম্বা স্তনদুগ্ধদ্বারা ঘষা রসাঁঞ্জন কাণপচা ও কর্ণস্রাবের মহৌষধ। কর্ণ পাকিলে, ক্ষতজ বিসর্পের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে। কর্ণে বিদ্রধি হইলে, বিদ্রধি রোগোক্ত অন্তর্ব্বিদ্রধি রোগের চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিবে অর্থাৎ শজিনার ছালের রস সহ মহালক্ষ্মী-বিলাস প্রভৃতি বটিকা সেবন ও শজিনার ছালের স্বেদ ব্যবস্থা করিবে। কোন রস বা তৈল কর্ণবিবরে প্রয়োগ করিয়া কাপাসের পেঁজা তুলাদ্বারা কর্ণছিদ্র আবৃত করিয়া রাখিবে, যেন তৈল বা রস প্রয়োগ করিবামাত্র বহির্গত হইয়া না যায়, কিছুক্ষণ কর্ণরন্ধ্রে থাকে।

কর্ণে কণ্ডূ উৎপন্ন হইলে, দশমূল বা মহাদশমূল তৈল প্রয়োগ করিবে। কর্ণপ্রতিনাহরোগে অর্দ্ধাবভেদক অর্থাৎ আধকপালে মাথা ব্যথা প্রকাশ পায়, সুতরাং ঐ অবস্থায় মহাদশমূল তৈল নস্য ও মর্দ্দনে প্রয়োগ করিবে। কর্ণে পতঙ্গাদি প্রবেশ করিলে, তাহা বাহির করিবে। কর্ণে অর্ব্বুদ প্রকাশ পাইলে, অর্ব্বুদ রোগোক্ত ঔষধ এবং অর্শ জন্মিলে অর্শোরোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে। সান্নিপাতজ্বরে কর্ণমূলে মারাত্মক শোথ উৎপন্ন হইতে পারে, ঐ অবস্থায় ব্রণশোথের চিকিৎসা করিবে।

কর্ণরোগের প্রথম অবস্থায় লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতির ন্যায় ভৈরবরস প্রয়োগ করা যায় এবং লক্ষ্মীবিলাসে উপকার না হইলে, যেরূপ মহা লক্ষ্মীবিলাস ও

বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়, তদ্রূপ ইন্দুবটী ও সারিবাদি বটী প্রয়োগ করা যায়। বাতশ্লৈষ্মিক কর্ণনাদ, বধিরতা, কর্ণক্ষ্বেড় ও কর্ণশূলে যেরূপ দশমূল বা মহা দশমূল তৈল প্রয়োগ করা যায়, তদ্রূপ বিল্বতৈল প্রয়োগ করা যায়। কর্ণে নালীঘা হইলে, মরিচাদি, বৃহৎ মরিচাদি, সোমরাজী বা বৃহৎ সোমরাজী তৈল কর্ণে দিবে। কর্ণনালীতে শম্বূকাদিতৈল মহোপকারী, অনেকস্থলে ইহার মহোপকারিতা উপলব্ধি হইয়াছে। দার্ব্ব্যাদিতৈল নানা প্রকার কর্ণরোগে প্রয়োগ করা যায়। কর্ণরোগে এরূপ উৎকৃষ্ট তৈল আর নাই বলিলেও চলে। কর্ণস্রাব, কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, পূতিকর্ণ, কর্ণ-ক্ষ্বেড়, ক্রিমিকর্ণ, কর্ণপাক, কর্ণকণ্ডূ, কর্ণপ্রতীনাহ ও সর্ব্বপ্রকার কর্ণশোথ এই তৈল প্রয়োগে আরোগ্য হয়, কিন্তু ঔষধ যত বড়ই হউক না কেন, রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণ অগ্রে নির্ণয় করা কর্ত্তব্য, ইহা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ রাখা উচিত। যেহেতু অনেকস্থলে ফিরঙ্গ-প্রভৃতি রোগে রক্তদুষ্টি বশতঃ কিম্বা জ্বরাদি নানা প্রকার ব্যাধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় রক্ত নিস্তেজ ও দূষিত হইলে, কর্ণরোগ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে মূলরোগের ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, কর্ণরোগ বিনষ্ট হয় না, সুতরাং ঐ অবস্থায় লৌহস্বর্ণাদিঘটিত রক্তশোধক ও বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ফিরঙ্গরোগের পরিণামে কর্ণের পশ্চাদ্বর্ত্তী মস্তকাস্থি আক্রান্ত হওয়ায় কর্ণরন্ধ্র হইতে অনবরত পূয স্রাব হইতে দেখা গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সাধারণতঃ মিশ্র ও যোগবাহী, বিশেষতঃ এক একটী ঔষধ অনেক গুণযুক্ত বহুসংখ্যক ঔষধের সমন্বয়ে প্রস্তুত, অথচ রক্তশোধক ও বলকারক স্বর্ণলৌহাদি সংযুক্ত, সুতরাং সাধারণতঃ সারিবাদি বটী প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেই চলে, তবে অত্যধিক রক্তদুষ্টি থাকিলে, ফিরঙ্গরোগোক্ত পৃথক্ ঔষধ অর্থাৎ পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু বা মশল্লার জল প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কর্ণরোগে আনুষঙ্গিক জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে সেই সকল উপসর্গ বিনষ্ট অথচ কর্ণরোগ প্রশমিত হয়, এরূপ যোগবাহী ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কর্ণরোগে তরুণ জ্বর থাকিলে বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, জ্বররোগোক্ত কস্তূরীভূষণ প্রয়োগ করিবে।

কর্ণরোগে—ঔষধ।

ভৈরবরস। কর্ণরোগে কর্ণবিবরে ক্ষত ও তাহা হইতে স্রাব নির্গত হইলে এবং বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তৎসঙ্গে জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে এই ঔষধে তাহারও বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—নিসিন্দাপাতা ও আদার রস এবং মধু।

ভৈরবরস। পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, কড়িভস্ম ও মরিচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, আদার রসে ভাবনা সাতবার। বটী ৩ রতি।

ইন্দুবটী। কর্ণনাদ, কর্ণশূল, কর্ণক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, বধিরতা, কর্ণবিদ্রধি, কর্ণপ্রতীনাহ, কর্ণার্শ ও কর্ণশোথ প্রভৃতি রোগে কিম্বা ঐ সকল কর্ণরোগ রক্তদুষ্টি, প্রমেহ অথবা বিষাক্তমেহ হইতে উৎপন্ন হইলে, কিম্বা কর্ণরোগে বাতিক বা পৈত্তিক শিরঃপীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সাধারণ অনুপান—আমলকীর রস বা কাথ, কর্ণবিদ্রধিতে শজিনার ছালের রস ও কর্ণশোথে পুনর্ণবার রস।

ইন্দুবটী। শোধিত শিলাজতু, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেকে ১ তোলা এবং স্বর্ণভস্ম।• আনা একত্র করিয়া কাকমাচীররস, শতমূলীররস, আমলকীররস বা কাথ এবং পদ্মপুষ্পেররসদ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

সারিবাদি বটী। কর্ণনাদ, কর্ণশূল, কর্ণস্রাব, বধিরতা, কর্ণক্ষ্বেড়, কর্ণবিদ্রধি, কর্ণশোথ, কর্ণপাক ও কর্ণার্শ প্রভৃতি রোগে ইন্দুবটী ও মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে উপকার না হইলে অথবা ঐ সকল রোগ রক্তদুষ্টি প্রমেহ, শিরঃপীড়া ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে, বিশেষতঃ ফিরঙ্গবিষ ও বিষাক্ত মেহরোগ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করিবে। সাধারণ অনুপান—চন্দনের কাথ। ইন্দুবটীর ন্যায় অন্যান্য রোগের অনুপান কল্পনা করিবে

সারিবাদি বটী। অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কুড়, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচি, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপলমূল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণের সমান অভ্র এবং অভ্রের সমান লৌহ সমস্ত একত্র করিয়া কেশুত্যের-রস, অর্জুনছালের কাথ, যবের কাথ এবং কাকমাচীররস ও কুঁচমূলের কাথে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা—৬ রতি।

বিল্বতৈল। বধিরতা, কর্ণস্রাব, পূতিকর্ণ, কর্ণশূল ও কর্ণনাদ রোগে এই তৈল কর্ণবিবরে প্রয়োগ করিবে।

বিল্বতৈল। তিলতৈল /১ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—কুট্টিত-বেলশুঁঠ ৮ তোলা। ছাগদুগ্ধ /৪ সের ও গোমূত্র /৪ সের। যথাবিধি তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

শম্বূকাদিতৈল। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। কর্ণনালী ঘায়ে-প্রশস্ত, নালীবশতঃ কর্ণরন্ধ্র হইতে স্রাব হইলে, ইহা প্রয়োগ করিবে।

শম্বূকাদি তৈল। কটুতৈল /১ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছা পাক করিবে। মূর্চ্ছা পাক করিয় শামুকের টাট্‌কা মাংস একপোয়া তৈলে নিঃক্ষেপ করিবে এবং চট্‌পট্‌ শব্দের বিরাম হইলে, নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। ইদানীং শম্বূকাদি তৈল বা কিঞ্চুম্বূক প্রভৃতি তৈলের মূর্চ্ছাপাক প্রচলিত নাই। কিন্তু মূর্চ্ছা পাক করা কর্ত্তব্য, মূর্চ্ছাপাকে তৈলের প্রভাব বর্দ্ধিত হয়।

দার্ব্ব্যাদিতৈল। কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বধিরতা, পূতিকর্ণ, কর্ণক্ষ্বেড়, ক্রিমিকর্ণ, কর্ণপাক, কর্ণকণ্ডু, কর্ণপ্রতিনাহ, কর্ণশোথ ও কর্ণ স্রাব প্রভৃতিরোগে এই তৈলদ্বারা কর্ণপূরণ করিবে।

দার্ব্ব্যাদিতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—দারুহরিদ্রা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দশমূল সমভাগে মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যষ্টিমধু ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কদলী-মূলের রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কুড়, বচ, শজিনারবীজ, শুল্ফা, রসাঞ্জন, দেবদারু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধব; ইহারা সমভাগে মিলিত এক সের। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

কর্ণরোগে—পথ্যাপথ্য।

কর্ণরোগে ময়দা ও যবের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য এবং পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, বেতাগ্র, পল্‌তা, কচি নিমপাতা, উচ্ছে, করলা, শিয়লীফুলের পাতা ও হিঞ্চা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্যের শুক্ত, পটোল, কচি বেগুণ, শজিনার খাড়া, থোড়, মোচা, কুমড়া, আলু, মান, কাচকলা, ডুম্বুর প্রভৃতির তরকারী, মাগুর, কই, খলিসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং তিত্তির, ও লাব পক্ষী, কুক্‌ড়া, ময়ূর; হরিণ ও ছাগলের মাংস পথ্য দিবে। এই-

রোগে বিরুদ্ধ অন্ন পানীয়, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, অধিক কথা বলা, দন্ত-মার্জ্জন, শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য, তরল দ্রব্য, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি এককালে পরিত্যাজ্য।

নাসারোগ-চিকিৎসা।

পীনসরোগের লক্ষণ। এইরোগে নাসিকা গাঢ় শ্লেষ্মাদ্বারা আর্দ্র-ভাবাপন্ন বা শুষ্ক শ্লেষ্মা দ্বারা অবরুদ্ধ ও সন্তাপবিশিষ্ট হয়, পরন্তু আঘ্রাণশক্তি ও মধুরাদিরসজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ইহাকে পীনস বা অপীনসরোগ কহে। এই রোগে বাতশ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পীনসের অপক্ক লক্ষণ। পীনসরোগের অপক্কাবস্থায় রোগীর মস্ত-কের গুরুতা, অরুচি, নাসিকা হইতে তরল স্রাব, স্বরভঙ্গ ও পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন (থুথু) নির্গত হইয়া থাকে।

পীনসের পক্ক লক্ষণ। পীনসের পক্কাবস্থায় অপক্কাবস্থার লক্ষণ অর্থাৎ মস্তকের গুরুতা, অরুচি ও নাসিকা হইতে তরলস্রাব প্রভৃতি লোপ পায় এবং নাসাস্থিত কফ গাঢ় হইয়া নাসারন্ধ্রে সংলগ্ন হয় এবং রোগীর স্বর পরিষ্কার ও শ্লেষ্মার বর্ণ স্বাভাবিক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূতিনস্যের লক্ষণ। প্রদুষ্টরক্ত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদ্বারা গল ও তালু-মূলস্থ বায়ু পূতিভাবাপন্ন হইলে, মুখ ও নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়, ইহার নাম পূতিনস্য।

নাসা-পাকের লক্ষণ। যে রোগে নাসাস্থিত পিত্ত বলবান্ হইয়া নাসিকাতে বহুসংখ্যক ব্রণ উৎপাদন করে এবং ঐসকল ব্রণ পাকিয়া দুর্গন্ধ ও ক্লেদ নির্গত হয়, তাহাকে নাসাপাক কহে।

পূয়রক্তের লক্ষণ। রক্ত ও পিত্তের আধিক্য কিম্বা ললাটে আঘাতাদি-বশতঃ নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূয় নির্গত হইলে, তাহাকে পূয়-রক্ত কহে।

ক্ষবথুর লক্ষণ। নাসিকাস্থিত শৃঙ্গাটক নামক মর্ম্ম দূষিত হইলে, বায়ু কফের সহিত প্রবল শব্দসহ নাসারন্ধ্র দিয়া নির্গত হয়, তাহাকে ক্ষবথু কহে। বাঙ্গালায় ইহাকে হাচি বলে।

আগন্তুজ ক্ষবথুর লক্ষণ। সর্ষপাদি তীক্ষ্ণদ্রব্য অধিক ভক্ষণ বা তাহার ঘ্রাণ লইলে কিম্বা সূর্য্য নিরীক্ষণ অথবা সূত্রাদিদ্বারা নাসিকাস্থিত তরুণাস্থিনামক মর্ম্ম সঞ্চালিত করিলে, অকস্মাৎ ক্ষবথু অর্থাৎ হাচি হয়।

ভ্রংশথুর লক্ষণ। যে রোগে মস্তকের পূর্ব্বসঞ্চিত গাঢ় ও লবণরসাত্মক কফ, পিত্তদ্বারা বিদগ্ধ ও সন্তপ্ত হইয়া নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হয়, তাহাকে ভ্রংশথু কহে।

দীপ্তিরোগের লক্ষণ। যে রোগে নাসিকাতে অত্যন্ত জ্বালা হয় বা নাসারন্ধ্র জলন্ত অগ্নিদ্বারা জলিয়া যাইতেছে, এইরূপ বোধ হয় এবং নাসিকা-হইতে ধূমবৎ বায়ু নির্গত হয়, তাহাকে দীপ্তিরোগ কহে।

প্রতিনাহের লক্ষণ। বায়ুর সহিত কফ মিলিত হইয়া নাসারন্ধ্রকে রুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রতিনাহ কহে।

নাসা-স্রাবের লক্ষণ। নাসারন্ধ্র হইতে পীত বা শ্বেতবর্ণ গাঢ় অথবা তরল কফ নির্গত হইলে, তাহাকে নাসাস্রাব কহে।

নাসা-শোষের লক্ষণ। নাসারন্ধ্রগত কফ বায়ু ও পিত্তদ্বারা শোষিত হইয়া গাঢ় হইলে, রোগী অতিকষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, এই রোগের নাম নাসাশোষ।

বাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ। এই রোগে নাসারন্ধ্র বন্ধ, নাসিকা হইতে জলস্রাব, গলা, তালু ও ওষ্ঠশোষ, ললাটের দুইপার্শ্বে বেদনা, পুনঃ পুনঃ হাচি এবং মুখের বিরসতা ও স্বরভঙ্গ হয়।

পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ। এই রোগে নাসারন্ধ্র হইতে উষ্ণ ও পীতবর্ণ কফ নির্গত হয় এবং রোগী কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ ও সন্তপ্ত হয় পরন্ত নাসা-রন্ধ্র হইতে ধূমবৎ নির্গত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ। এই রোগে নাসারন্ধ্র হইতে শ্বেত-

বর্ণ অথচ শীতল কফ বহুপরিমাণে স্রাব হয় এবং রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ, অক্ষিপল্লবে শোথ, মস্তকে গুরুতা এবং গলা, তালু, ওষ্ঠ ও মস্তকে কণ্ডু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ। এই রোগ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায় ও হঠাৎ আবার প্রশমিত হয় এবং কখন পক্ক কখনবা অপক্ক কফস্রাব হইয়া থাকে।

রক্তজ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ। এই রোগে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রোগীর চক্ষু তাম্রবর্ণ এবং নিশ্বাসে ও মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, পরন্তু রোগী গন্ধ-গ্রহণে অসমর্থ ও বক্ষঃস্থলে বেদনা, জ্বর এবং কাস প্রভৃতি রোগে পীড়িত হইয়া থাকে।

প্রতিশ্যায়ের কৃচ্ছ্রসাধ্য লক্ষণ। যে প্রতিশ্যায়রোগে নাসারন্ধ্র কখনও আর্দ্র, কখনও শুষ্ক, কখনও নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ ও কখনও পরিষ্কার হয় এবং রোগীর ঘ্রাণশক্তি বিনষ্ট ও নিঃশ্বাসের সহিত দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহা কষ্টসাধ্য।

প্রতিশ্যায়ের অসাধ্য লক্ষণ। যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায় রোগই অসাধ্য হইয়া থাকে।

বর্দ্ধিত প্রতিশ্যায়ের ক্রিমির লক্ষণ। প্রতিশ্যায়রোগ বর্দ্ধিত বা পুরাতন হইলে, কফ হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিমি উৎপন্ন হয়, ক্রিমি উৎপন্ন হইলে, ক্রিমিজন্য শিরোরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বর্দ্ধিত প্রতিশ্যায়ের অপর লক্ষণ। প্রতিশ্যায় বর্দ্ধিত বা পুরাতন হইলে, বধিরতা, অন্ধতা, ঘ্রাণশক্তির অল্পতা, প্রবল চক্ষুরোগ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য এবং কাস প্রভৃতি রোগও তৎসঙ্গে উপস্থিত হইতে পারে।

নাসা-রোগ-চিকিৎসা-বিধি।

নাসারন্ধ্রে যেরোগ জন্মে, তাহাকে নাসারোগ কহে। নাসারোগ সর্ব্বসমেত চৌত্রিশ প্রকার। পীনস, পূতিনাসা, নাসাপাক, পূয়রক্ত, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্তি, প্রতিনাহ, পরিস্রাব, নাসা-শোষ, পাঁচপ্রকার প্রতিশ্যায়,

সাত প্রকার অর্ব্বুদ, চারি প্রকার অর্শ, চারি প্রকার শোথ এবং চারি প্রকার রক্তপিত্ত।

নাসারোগ নানাকারণে উৎপন্ন হয়। পীনস ও প্রতিশ্যায় প্রায় একপ্রকার লক্ষণান্বিতব্যাধি, যেহেতু পীনসরোগেও প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার প্রতিশ্যায় যেসকল কারণে জন্মে, পীনস হইতে প্রতিশ্যায়-পর্য্যন্ত রোগগুলিও সেইসকল কারণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু অধিকাংশস্থলে অগ্রে পীনস বা প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পশ্চাৎ নানাকারণে পরিস্রাব প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

অর্ব্বুদ, অর্শ, শোথ ও ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত যেসকল কারণে জন্মে, নাসার্ব্বুদ, নাসার্শ, নাসা-শোথ ও নাসাগত রক্তপিত্ত সেই সকল কারণে জন্মে।

প্রতিশ্যায়রোগ সদ্যোজনক ও চয়াদিক্রমজনক এই দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। রোগোৎপত্তির কারণের প্রবলতাবশতঃ অবিলম্বে দোষ প্রকুপিত ও সঞ্চিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে অথবা ধীরে ধীরে সঞ্চয়াদিক্রম অনুসারে রোগ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রোগের কারণ হইতে দোষের সঞ্চয়, সঞ্চয় হইতে দোষের প্রকোপ, প্রকোপ হইতে প্রসার বা বিস্তার, প্রসার হইতে স্থানাশ্রয়, আশ্রয় হইতে ব্যক্ততা (প্রকাশমানতা) এবং ব্যক্ততা হইতে ভেদ হইয়া থাকে।

মলমূত্রাদির বেগধারণ, অজীর্ণ, নাসারন্ধ্রে ধূলি প্রবেশ, অধিক বাক্যালাপ, ক্রোধ, ঋতু-চর্য্যার বিপরীত আচরণ, মস্তকে রৌদ্রাদির সন্তাপলাগান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, শীতলজল ও হিমনিষেবন, মৈথুন, ক্রন্দন এবং মস্তকে কফ সঞ্চয়; এই সকলকারণে সদ্যঃপ্রতিশ্যায় জন্মে।

দোষপ্রকোপজনক নানাপ্রকার আহারবিহারদ্বারা বাতাদিদোষ ও শোণিত পৃথক্ বা মিলিতভাবে সঞ্চিত ও প্রকুপিত হইয়া মস্তক আশ্রয়পূর্ব্বক চয়াদিক্রমজনক প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে।

প্রতিশ্যায় উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হাঁচি, মস্তকভার, শরীরের স্তব্ধতা, গাত্রবেদনা, রোমাঞ্চ, নাসারন্ধ্র হইতে ধূম নির্গমবৎবোধ, তালু-প্রদাহ, নাসাস্রাব ও মুখ-স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়।

প্রতিশ্যায় বা পীনসরোগের চলিত নাম সর্দ্দি। এই রোগ সকলেরই

পরিচিত। সকলেরই জানা আছে যে, সর্দ্দি সাধারণতঃ সহজসাধ্য ব্যাধি, কিন্তু তাহাও অনেক সময়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্যবশতঃ বা মিথ্যা আহারবিহারাদি-দ্বারা নানাবিধ কঠিন বা অসাধ্যরোগে পরিণত হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, স্বাস্থ্য-পালন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই ইহার কারণ। শরীর সুস্থ না থাকিলে যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ সম্পত্তি লাভ অসম্ভব, তাহা অনেকেরই বুঝিবার শক্তি নাই, আর কেহ কেহ বা বুঝিয়াও তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অগ্রাহ্য করে অথবা লোভবশতঃ কুপথ্যাদি গ্রহণ করে, ফলে কুকর্ম্মের ফলও সঙ্গে সঙ্গে ফলিয়া থাকে। যে স্বাস্থের সহিত শরীরের নিত্যসম্বন্ধ, যে শরীর একটু বিকল বা অসুস্থ হইলে, চতুর্ব্বর্গ সম্পত্তিও নগণ্য বোধ হয়, সেই শরীর বা স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে, সেবিষয়ে অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞানটুকু না থাকা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান না থাকিলেও উপদেষ্টার উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে কেহই সঙ্কুচিত হয় না, তাই দেখা যায় সর্দ্দি হইলে, কেহ বলে গরম গরম কয়েকখানা জিলেপী খাও, কেহ বলে গরমে সর্দ্দি হইয়াছে, এক গ্লাস মিশ্রীর সরবৎ খাও, আবার কেহ বলে, বেশ করিয়া তেল মাখিয়া অবগাহন স্নান কর, গরম কাটিবে ও সর্দ্দি সারিয়া যাইবে, এইরূপ নানাজনে নানাপ্রকার পরামর্শ দেয়; কিন্তু যে বিষয়ের অভিজ্ঞতা নাই, সেবিষয়ে এইরূপ মতামত পরিব্যক্ত করা যে কতদূর দোষের, করিলে তাহা হইতে যে পরিণামে কিরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা কেহ ভ্রমেও একবার চিন্তা করেন না। শৈত্যক্রিয়াদ্বারা বহির্গমনোন্মুখ শ্লেষ্মা বহির্গত হইতে না পারিয়া বসিয়া যায় ও নানাপ্রকার শ্লৈষ্মিকবিকার অর্থাৎ মারাত্মক বাতশ্লেষ্মজ্বর, নিউমোনিয়া অর্থাৎ ফুস্ ফুস্ বিকৃতি কিম্বা কাস ও কাস হইতে যক্ষ্মা বা শোষ পর্য্যন্ত উৎপাদন করে। সর্দ্দির পরিণাম ফল এতাদৃশ শোচনীয়, তাহা জানা থাকিলে বোধ হয়, কেহই শৈত্যক্রিয়া করিতে পরামর্শ দিতেন না।

প্রতিশ্যায়ের পূর্ব্বরূপ বা রূপ প্রকাশ পাইলে, কিঞ্চিৎ উষ্ণক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। স্নান ও পানে উষ্ণজল ব্যবহার এবং দাস্ত বন্ধ হইলে বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে, একটি মৃদুবিরেচন লওয়া আবশ্যক। এই অবস্থায় গায়ে ঠাণ্ডা লাগান উচিত নহে, একটী জামা সর্ব্বদা যেন গায়ে থাকে, কারণ কুপথ্যদ্বারাও

যেমন অনিষ্ট হয়; ঠাণ্ডা লাগিলেও তদ্রূপ অনিষ্ট হইতে পারে, সর্দ্দির অবস্থায় অধিকাংশস্থলে গায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

প্রতিশ্যায়ের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলেই বায়ুশূন্য গৃহে অবস্থান এবং মোটা কাপড়দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। পীনস এবং প্রতিশ্যায়রোগে লক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, কফকেতু প্রভৃতি প্রয়োগ, নস্যগ্রহণ এবং আহার বিহারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলে,অনায়াসেই সর্দ্দি সারিয়া যায়। প্রথম অবস্থায় ঐ সকল ঔষধের কোন একটি প্রয়োগ করিবে, অনন্তর শ্লেষ্মার পক্ক-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে,শিরোরোগোক্ত বিধান মত কৃষ্ণজীরার নস্য, কর্পূরচুর্ণের নস্য, শোভাঞ্জন নস্য, বড় চোত্‌রা পাতার নস্য কিম্বা মহাদশমূল বা ষড়্‌বিন্দু-তৈলের নস্য ব্যবস্থা করিবে। প্রাতঃকালে আদার কুচি সৈন্ধবলবণ সহ ভক্ষণ করিলে, সর্দ্দি সারে। কৃষ্ণজীরা বাটা গব্যঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া গরম ভাতের সহিত মাখিয়া খাইলে উপকার হয়। একটি গামলায় অথবা বালতীতে গরম জল রাখিয়া তাহাতে ১০।১৫ মিনিট পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিলে, বিশেষ উপ-কার হয়। জল হইতে পদদ্বয় উঠাইয়া কাপড়দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে, যেন ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে। কিঞ্চিৎ আদার রস মধুসহ পান করিলে উপকার হয়।এতদ্ব্যতীত কাসরোগোক্ত তালীশাদি চূর্ণ প্রয়োগ করা যায়। কট্‌ফলাদি চূর্ণ ও ব্যোষাদি চূর্ণ অথবা বাসাকাথ পীনসাদি রোগে অথবা পীনস বা প্রতিশ্যায় হইতে কাস, বুকে ব্যথা, জ্বরভাব ও স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, অত্যন্ত উপকারী। ক্রিমিরোগোক্ত ত্রিকটুকাদ্য নস্য প্রয়োগ করা যায়। ঘৃত, গুগ্‌গুলু ও মোম সমভাগে লইয়া তদ্দ্বারা ধূম প্রয়োগ করিলে, উপকার হয়। মস্তকে দশমূল বা মহাদশমূল তৈল মর্দ্দন করিয়া কাপড়ের পোট্‌লা গরম করিয়া স্বেদ দেওয়া যায়। এই সকল ঔষধ ও পথ্যাদি প্রয়োগে পীনস, সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায়, পুতিনাসা, নাসাস্রাব, ভ্রংশথু, ক্ষবথু (হাঁচি) ও দীপ্তি নামক নাসারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। গৃহধূমাদ্য তৈল প্রয়োগে নাসার্শ বিনষ্ট হয়। নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব হইলে, রক্তপিত্তরোগোক্ত ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তের চিকিৎসা করিবে। ফিরঙ্গ-বিষ শরীরে অবস্থান করিলে, অথবা অর্শোরোগীর রক্তস্রাব অকস্মাৎ বন্ধ করিলে, নাসা হইতে রক্তস্রাব হইতে

পারে, এই অবস্থায় উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগোক্ত স্বর্ণলৌহাদি ঘটিত ঔষধ প্রশস্ত। ফিরঙ্গ বিষের লক্ষণ সমধিক প্রকাশ পাইলে, ফিরঙ্গরোগোক্ত মশ-লার জল ব্যবস্থা করিবে। নাসিকায় আঘাত লাগিয়া রক্তস্রাব হইলে, কচি-দূর্ব্বার রসের নস্য প্রয়োগ করিবে। শুষ্ক আমলকী বাটিয়া ঘৃতসহযোগে নাসি-কার বহির্দ্দেশে বা উপরে প্রলেপ দিলেও রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ক্রিমিনাসারোগে ক্রিমিরোগোক্ত ত্রিকটুকাদ্য নস্য বা অপামার্গ তৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে। নাসার্শরোগকে চলিত কথায় নাসা কহে। নাসা ভাঙ্গিয়া দিলে, রক্তস্রাব হইয়া প্রশমিত হয়, কিন্তু আবার হয়, এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া দিলে, কিছু-দিনের জন্য প্রশমিত হয়, কিন্তু আবার দেখা দেয়।

শ্লেষ্ম-প্রধান শরীরে প্রতিশ্যায় রোগ এরূপভাবে আক্রমণ করে যে, রোগীর তৈলমর্দ্দন বা শীতল জলে স্নান পর্য্যন্তও সহ্য হয় না, ঐ অবস্থায় শ্লেষ্ম-শৈলেন্দ্ররস সেবন ও মহাদশমূলতৈল মাখিতে দিবে, যদি উক্ত তৈল মর্দ্দন সহ্য না হয়, তবে তৈল মাখা একেবারে বন্ধ করিবে।

নাসাপাকে বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও অম্লবেতসের কাথ সেবন করিতে দিবে। পূযরক্তরোগে উর্দ্ধগত রক্তপিত্তনাশক ঔষধ ও দূর্ব্বাদ্য নস্য প্রযোজ্য। দীপ্তিরোগে আমলকীর কাথজলের নস্য গ্রহণ এবং আমলকী-বাটা বা চন্দন ঘষার প্রলেপ নাসিকার বহির্ভাগে প্রয়োগ করিবে।

পীনস ও প্রতিশ্যায় রোগে শ্লেষ্মার পক্ক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নস্য এবং তৈল প্রয়োগ করিবে। প্রথম অর্থাৎ অপক্ক অবস্থায় অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। তেঁতুলপাতার কাথ করিয়া হিং ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। পঞ্চামৃত রস, কফরোগোক্ত কফকেতু, কফচিন্তামণি ও লক্ষ্মীবিলাস রস প্রভৃতি এই রোগের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন বা কঠিন হইলে, শিরোরোগোক্ত মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস বা শ্লেষ্মকালানলরস প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। চিত্রকহরীতকী সর্ব্বপ্রকার নাসারোগে প্রয়োগ করা যায়।

নাসারোগে-ঔষধ।

বাসা-কাথ। পীনস, প্রতিশ্যায়, পূয়রক্ত, নাসাপাক, নাসাপ্রতীনাহ,

নাসাস্রাব ও ক্ষবথু প্রভৃতি নাসারোগে এই কাথ প্রয়োগ করা যায়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শৈত্যসংযোগে বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে, ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। ইহা সেবনে শ্লেষ্মা তরল ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং উদরাধ্মান হ্রাস পায়। বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, নিউমোনিয়া বা ফুস্ফুস্ বিকৃতি অথবা কাসরোগে বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত হইলে, ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

বাসা কাথ। বাসকছাল, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ও পিপুল প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, জল- ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কট্‌ফলাদি চূর্ণ। পীনস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগে এবং ঐ সকল রোগের সহিত স্বরভঙ্গ, তমকশ্বাস, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক কাস, জ্বরভাব ও শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান— আদার রস ও মধু।

কট্‌ফলাদি চূর্ণ। কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণ- জীরা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, একত্র করিবে।

ব্যোষাদি চূর্ণ। পীনস ও প্রতিশ্যায় রোগে এই ঔষধ লেহন করিতে দিবে। ঐ সকল রোগের সহিত শ্বাস, কাস বা অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, তাহাও ইহা সেবনে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ব্যোষাদি চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, তালীশপত্র, তেঁতুল, অম্লবেতস (থৈকল), চই ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, এলাচিচূর্ণ বার আনা, দারুচিনি চূর্ণ বার আনা ও তেজপাতাচূর্ণ বার আনা। সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন ইক্ষুগুড় রৌদ্রে চারিপ্রহর শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা—দুই আনা

শোভাঞ্জন নস্য। পীনস ও প্রতিশ্যায় রোগে শ্লেষ্মার পক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই নস্য প্রয়োগ করিবে।

শোভাঞ্জন নস্য। শজিনাবীজ, পিপুল, বিড়ঙ্গ ও মরিচ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চামৃত রস। পীনস ও প্রতিশ্যায় রোগ হইলে কিম্বা ঐসকল রোগে

জ্বর, গাত্রগুরুতা, আলস্য, মাথাধরা কাণ কামড়ানি, চক্ষু রসে ছল ছল করা এবং মুখ রসে টল্ টল্ করা প্রভৃতি শ্লেষ্মপ্রধান উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

পঞ্চামৃতরস। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ৩ ভাগ, বিষ ৪ ভাগ ও মরিচ ৫ ভাগ একত্র করিবে। আদাররসে মর্দ্দন। বটী ৩ রত্তি।

নাসারোগে—পথ্যাপথ্য।

পীনস ও প্রতিশ্যায় রোগের প্রথমে অবস্থাভেদে লঙ্ঘন দিতে হয়। উষ্ণ জল পান, উষ্ণ জলে স্নান, যবের ছাতু, আটার রুটি, শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ বা মসূর দাইল, পাঠা, ভেড়া ও মুরগীর মাংস, পল্‌তা, বেতাগ্র, উচ্ছে, করলা, কচি নিমপাতা ও শিয়লীপাতার শুক্ত, বেগুণ, কাচকলা, ডুমুর, থোড়, মোচ ও মূলার ঘণ্ট বা ঝোল এবং স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণবীর্য্যদ্রব্য প্রভৃতি ভোজন করিতে দিবে। বিরুদ্ধ ভোজন, দিবানিদ্রা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন ও তরল দ্রব্য পান এবং ভূমিতে শয়ন পরিত্যাজ্য।

ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা।

বাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ। বাতিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ কর্কশ, রুক্ষ, স্তব্ধ ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হয় এবং ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ। পৈত্তিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ পাকে, ওষ্ঠে জ্বালা হয় এবং পীতবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন ও পৈত্তিক বেদনা হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের উপরে শরীরের বর্ণবিশিষ্ট ও কণ্ডুযুক্ত অথচ বেদনাবিহীন পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং পীড়িত ওষ্ঠ পিচ্ছিল, শীতল ও গুরু বোধ হয়।

সান্নিপাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ। ত্রিদোষের প্রকোপে ওষ্ঠের উপর কখনও কৃষ্ণবর্ণ, কখনও পীতবর্ণ এবং কখনও বা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বহু পিড়কা উৎপন্ন হয়।

রক্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ। রক্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, ওষ্ঠের উপরে খেজুরের বর্ণবিশিষ্ট পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে রক্ত-স্রাব হইয়া থাকে।

মাংসজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ। মাংসজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় মাংসপিণ্ডের ন্যায় গুরু, স্থূল ও উন্নত হয় এবং তাহাতে ক্রিমি জন্মে।

মেদোজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ। মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয়ে ঘৃতের ন্যায় আভাবিশিষ্ট অথচ গুরু কণ্ডূ উৎপন্ন হয় এবং ঐ কণ্ডূ হইতে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ স্রাব বহুপরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে।

অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ। কোনপ্রকার আঘাত লাগিয়া ওষ্ঠ বিদীর্ণ হইলে, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং কণ্ডূযুক্ত হয়, এই রোগকে অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগ কহে।

ওষ্ঠরোগের অসাধ্য লক্ষণ। মাংসজ, রক্তজ ও সন্নিপাতজ ওষ্ঠ-রোগ অসাধ্য।

ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

মুখ-গহ্বরে যে রোগ জন্মে, তাহাকে মুখরোগ বলা যায়। ওষ্ঠদ্বয়, দন্ত, দন্ত মূল, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠদেশ এই সপ্ত অঙ্গ মুখ গহ্বরের অন্তর্গত, সুতরাং উহার যে কোন অঙ্গে রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহাই মুখরোগনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মুখরোগ সর্ব্বসমেত ৬৭ সাতষট্টি প্রকার। ওষ্ঠে ৮ আট প্রকার, দন্তে আট প্রকার, দন্ত-মূলে ১৬ ষোল প্রকার, জিহ্বাতে পাঁচ প্রকার, তালুতে ৯ নয়প্রকার, কণ্ঠে আঠার প্রকার এবং মুখের সপ্তাঙ্গ অর্থাৎ ওষ্ঠাদি কণ্ঠপর্য্যন্ত সর্ব্বমুখ ব্যাপিয়া ৩ তিন প্রকার। ঐ সপ্তাঙ্গের মধ্যে ওষ্ঠদ্বয়ে রোগ জন্মিলে, তাহাকে ওষ্ঠরোগ, দন্তে হইলে দন্তরোগ, দন্ত মূলে হইলে দন্ত-বেষ্টরোগ, জিহ্বাতে হইলে জিহ্বারোগ, তালুতে হইলে তালুরোগ, কণ্ঠে বা গলদেশে হইলে কণ্ঠ বা গল-রোগ এবং ওষ্ঠাদি কণ্ঠপর্য্যন্ত সপ্তাঙ্গ এক সময়ে রোগাক্রান্ত হইলে, তাহাকে সর্ব্বসররোগ বলা যায়।

সজলভূমিজাত প্রাণীর মাংস, দুগ্ধ, দধি এবং মাষকলায় ও অম্ল প্রভৃতি

শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, শ্লেষ্মা প্রকুপিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বায়ু ও পিত্তের সহায়তায় মুখ-গহ্বরে উক্ত ৬৭ প্রকার রোগ উৎপাদন করে। এস্থলে কেবলমাত্র আট প্রকার ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা বর্ণিত হইতেছে, দন্তরোগ ও দন্ত-বেষ্টরোগ প্রভৃতির লক্ষণ ও চিকিৎসা ক্রমশঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণিত হইবে।

মুখ-গহ্বরের রোগমাত্রেই শ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকে, সুতরাং মুখরোগ নানা-প্রকার এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত হইলেও, শ্লেষ্ম-নাশক ঔষধ-মাত্রেই উপকারী। ওষ্ঠরোগ বাতপিত্তাদি দোষ-ভেদে আট প্রকার।

বাতিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ রুক্ষ ও কর্কশবোধ হয় এবং ফাটিয়া যায়, পরন্তু সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হয়। শ্বেতধুনা চূর্ণ ও মোম সমভাগে লইয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া আগুণে ফুটাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে, বাতিক ওষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়।

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের উপরে পীতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উৎপন্ন হয়, এবং সেগুলি পাকে ও তাহাতে বেদনা থাকে। জাতী বা মালতী ফুলের পাতা বাটিয়া ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ লাগাইলে পৈত্তিক ওষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। জাতীফুল বাটিয়া লাগাইলেও রোগ আরোগ্য হয়। জাতী-ফুলকে মালতীফুল বা চামেলীফুল কহে।

শ্লৈষ্মিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ পিচ্ছিল ও ভারবোধ হয় এবং ওষ্ঠের উপর কণ্ডু বেষ্টিত পিড়কা উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাহাতে বেদনা থাকে না। এই রোগে শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে মিলিত ও মধুসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। আদাররস উষ্ণ করিয়া কুলি করিলে বিশেষ উপকার হয়।

মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুসহ মিলিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

ওষ্ঠে ক্ষত হইলে, শ্বেতধুনা, গেরিমাটী, সৈন্ধবলবণ ও মোম ঘৃতসহ ফুটাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে, ইহাতে ক্ষত শুষ্ক হয়। ঘায়ের উপরে পচলা সঞ্চিত হইলে, ঈষদুষ্ণ জলদ্বারা ধৌত করিয়া সোহাগার খৈ চূর্ণ করিয়া মধুসহ-যোগে লাগাইবে। ইহাতে ক্ষত পরিষ্কার হয়। গাধার দুধ কিম্বা ভেড়ার দুধ লাগাইলে ঘা অতিশীঘ্র শুষ্ক হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক চিকিৎসা করিবে।

পিত্তজ, রক্তজ ও অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগে রক্তচন্দন ঘসিয়া ঘৃতসহযোগে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। রক্তজ বা অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগে রক্তস্রাব হইলে কচি দূর্ব্বাঘাসবাটা, রক্তচন্দন ঘসা ও যষ্টিমধু বাটা একত্র করিয়া ঘৃতসহযোগে পুনঃ পুনঃ লেপ দিবে।

দন্তরোগ-চিকিৎসা।

দালনের লক্ষণ। বায়ুর প্রকোপবশতঃ দন্তে বিদীর্ণবৎ বেদনা হইলে, তাহাকে দালন কহে।

ক্রিমিদন্তের লক্ষণ। বায়ুর প্রকোপবশতঃ দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র, দন্তমূলে শোথ ও তাহা হইতে স্রাব হইলে এবং আঘাতাদি কারণ ব্যতীত তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হইলে, পরন্তু ঐ দন্ত চালিত হইলে (নড়িলে), তাহাকে ক্রিমিদন্ত কহে।

ভঞ্জনকের লক্ষণ। কফ ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ দন্তভগ্ন ও মুখবক্র হইলে, তাহাকে ভঞ্জনক কহে।

দন্ত-হর্ষ। বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ দন্তে শীতল (বরফ, শিল বা ঠাণ্ডা জল), রুক্ষ, অম্লদ্রব্য ও বায়ু লাগিলে রোগী চমকাইয়া উঠে; তাহাকে দন্ত-হর্ষ কহে।

দন্ত-শর্করা। দন্তে ময়লা সংলগ্ন এবং কফ ও বায়ুদ্বারা সেই দন্তাশ্রিত মল শুষ্ক হইয়া শর্করার ন্যায় খরস্পর্শ হইলে, তাহাকে দন্ত-শর্করা কহে।

কপালিকা। দন্তে ময়লা সংলগ্ন ও তাহা হইতে শর্করা উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ কঠিন ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত খাপরার ন্যায় আকার হইলে, তাহাকে কপালিকা কহে।

শ্যাবদন্ত। রক্ত ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ দন্ত অগ্নিদগ্ধবৎ এবং শ্যাম বা নীলবর্ণ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে শ্যাব দন্ত কহে।

করাল-দন্ত। দন্তাশ্রিত বায়ুদ্বারা দন্ত-সমূহ ক্রমশঃ বিকটাকার দৃষ্ট হইলে, তাহাকে করাল-দন্ত কহে।

ফিরঙ্গদন্ত। আজন্ম ফিরঙ্গরোগগ্রস্ত ব্যক্তির দন্ত স্বাভাবিক দন্ত-অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সরু, দন্তের অগ্রভাগ গর্ত্তবিশিষ্ট বা খাচকাটা, দন্তগুলি মাঢ়ীর সহিত ঘন ঘন সন্নিবিষ্ট নহে,—ফাঁক ফাঁক করিয়া গ্রথিত।

অসাধ্য লক্ষণ। শ্যাবদন্ত, দালন ও ভঞ্জনকরোগ অসাধ্য।

দন্তরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

কারণ। দন্তরোগ, মুখ-গহ্বরের রোগ, সুতরাং মুখরোগ-মধ্যে পরিগণিত। দন্তরোগ আট প্রকার। দালন, ক্রিমিদন্ত, ভঞ্জনক, দন্তহর্ষ, দন্তশর্করা, কপালিকা, শ্যাবদন্ত ও করালদন্ত। দধি, দুগ্ধ, মাষকলায় ও অম্লাদি শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক দ্রব্য সেবনে শ্লেষ্মা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পিত্ত ও বায়ুকে দূষিত করিয়া দন্তরোগ উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত জলাভূমিতে বাস, শ্লেষ্মপ্রধান শরীর অধিক শৈত্যক্রিয়া বা দন্তে বরফ প্রভৃতি অধিক শৈত্য-দ্রব্যের সংযোগ, কঠিন-দ্রব্য চর্ব্বণ ও পারদ ভক্ষণ প্রভৃতি কারণেও দন্তরোগ জন্মে। যেস্থলে শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও নীরোগ অথচ অকালে দন্ত শিথিল বা পতিত হয়, সেস্থলে শ্লেষ্ম-প্রধান শরীর দন্ত শিথিল ও পতিত হওয়ার কারণ বুঝিতে হইবে। পারদ যেরূপ যকৃতের উপর সমধিক ক্রিয়া করে, দাঁতের মাঢ়ীর উপরেও তদ্রূপ সমধিক ক্রিয়া করে, এইজন্য পারদ সেবন করিলে, দাঁতের গোড়া শিথিল ও স্ফীত হয়। ফিরঙ্গরোগে আক্রান্ত হইলে, শ্লেষ্মা দূষিত হয়; এবং সুচিকিৎসার অভাবে ক্রমশঃ তাহা সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ঐরোগে পীড়িত ব্যক্তিকে পারদ সেবন করাইলে, লালা নির্গত হয়, উক্ত লালার মধ্যে ফিরঙ্গ-বিষ অবস্থান করে; সুতরাং লালা যত বেশী নিঃসৃত হয়, তত অধিক উপকার হয়। যেকারণে হউক লালা সম্যক্‌রূপে নিঃসৃত না হইলে শরীর ভার ও আর্দ্র বস্ত্রাচ্ছাদিতবৎবোধ কিম্বা আমবাত প্রভৃতি শ্লেষ্মাধিকরোগসকল উপস্থিত হয়, যকৃৎ ক্রিয়া বিহীন হয়, পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়, ঠাণ্ডা বা শৈত্য মোটেই সহ্য হয় না। এইরূপ অবস্থাপন্ন রোগীর শরীর স্বতঃই শ্লেষ্ম-প্রধান, এই অবস্থায় দন্ত শিথিল ও দন্তমূল স্ফীত হয়। এতদ্ব্যতীত যকৃতের দোষ বা পাক-

স্থলীর পরিপাক করিবার শক্তি হ্রাস হইলে কিম্বা উদরাময় বা অম্লরোগগ্রস্ত ব্যক্তির দন্ত শিথিল হয়। গর্ভাবস্থায় দালন (দন্তশূল) ও ক্রিমিদন্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐদন্তশূল আবার প্রায়শঃ ৪।৫ মাসের পর স্বয়ংই প্রশমিত হইয়া থাকে।

দন্তোদ্গম-কাল। জন্মের পর প্রথম দন্তোদ্গমকে দাঁত উঠা বা দুধে দাঁত কহে। প্রথম দন্তোদ্গমের সময় ছয় মাস হইতে আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত, যেহেতু দেশ, জলবায়ু, বংশানুক্রমিক দেহ এবং অন্যান্য নানাবিধকারণে দন্তোদ্গম-সময়ের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। অতি কোমল অস্থিবিশিষ্ট শিশুর বিলম্বে দন্ত উদ্গত হয়। এই দুধে দাঁত আবার সাতবৎসর বয়সে পতিত হইতে আরম্ভ করে।

প্রথম দন্তোদ্গমকালে শিশুদিগের নানা উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা বালরোগে বর্ণিত হইবে।

চিকিৎসা। দন্তমূলে ক্ষত বা স্ফীতি না থাকিলেও দন্তে বিদীর্ণবৎ বেদনা হয়, ইহাকে দালন বা দন্তশূল বলা যায়। এইরোগে কর্পূরচূর্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিলে মহোপকার হয়। ত্রিফলার উষ্ণ কাথ বা দশমূলের কাথদ্বারা কুলি করিলেও উপকার হয়।

ক্রিমিদন্তরোগে হিং আগুণে গরম করিয়া দাঁতের ছিদ্রমধ্যে টিপিয়া টিপিয়া লাগাইয়া রাখিবে। কর্পূর, ছাতিম গাছের আঠা বা বটের আঠা লাগাইলে ক্রিমি পতিত ও বেদনার লাঘব হয়। মধু ও তৈল সমভাগে মিশ্রিত ও গরম করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিলেও যন্ত্রণার লাঘব হয়। এই রোগে কখনও কখনও দাঁতে এমন বেদনা উপস্থিত হয় যে, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়। এই অবস্থায় অনেক স্থলে দন্ত উৎপাটন করিলে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে

ভঞ্জনকরোগে রোগীর দন্ত ভগ্ন ও মুখ বক্র হইলে, আদার রসের এবং পূর্ব্বোক্ত শিরোরোগের মহাদশমূল তৈলের কুলি অতি উপকারী। এতদ্ব্যতীত আদা ও শজিনার ছাল কলার পাতায় রাখিয়া আগুণে গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখের বক্রস্থানের উপরে স্বেদ দিবে। মাষকলায় সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিলেও পরম উপকার হয়।

দন্ত-হর্ষরোগে আদাররস এবং তৈল সমভাগে মিশ্রিত ও গরম করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিলে, যন্ত্রণার লাঘব হয়। দন্তশর্করারোগে দন্তমূলে আঘাত না লাগে এরূপভাবে আস্তে আস্তে শর্করা তুলিয়া লাক্ষা বা গালার চূর্ণে মধু মিশাইয়া তদ্দ্বারা দন্ত আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে পুনর্ব্বার শর্করা জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না। কপালিকারোগে দন্তশর্করার ন্যায় শর্করা তুলিয়া মধু-সংযুক্ত লাক্ষাচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে ও প্রত্যহ প্রাতে আদাররস মিশ্রিত তৈল গরম করিয়া কুলি করিতে দিবে। শ্যাবদন্তরোগে শুষ্ক আমলকীর কাথদ্বারা এবং করালদন্তরোগে ত্রিফলার কাথদ্বারা প্রত্যহ কুলি করিতে দিবে। দন্ত নড়িলে বকুলবৃক্ষের ছাল বা অপক্ব ফল ছেচিয়া মুখে রাখিলে চলদন্ত অর্থাৎ নড়াদাঁত শক্ত হয়। বকুলাদ্যতৈল এই রোগে অতি প্রশস্ত। সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগে স্থায়ী ফললাভের জন্য দন্তরোগাশনিচূর্ণ বা দশন-সংস্কারচূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত।

পারদ সেবনে দন্তশিথিল হইলে, ফিরঙ্গরোগোক্ত আট-কষায়ের জলদ্বারা কুলির ব্যবস্থা করিবে।

দন্তরোগে-ঔষধ।

দন্তরোগাশনি চূর্ণ। ক্রিমিদন্ত ও দন্তশূলরোগে এই চূর্ণ প্রত্যহ প্রাতে মুখে ধারণ করিতে দিবে। অন্যান্য দন্তরোগে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। ইহা দন্তরোগে স্থায়ী ফললাভের উৎকৃষ্ট ও ব্যবহার্য্য ঔষধ।

দন্তরোগাশনি চূর্ণ। জাতী বা মালতীপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিপুল, ঝিন্টিপত্র, মুথা, বচ, শুঁঠ, যমানী ও হরীতকী প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিবে।

দশনসংস্কারচূর্ণ। এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দাঁত নড়া, ক্রিমিদন্ত ও দন্তশূল বিনষ্ট হয়, পরন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যহ ব্যবহার করিলে দন্তরোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

দশনসংস্কার চূর্ণ। শুঁঠ, হরীতকী, মুথা, খয়ের, কর্পূর, চিপিসুপারি-ভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বচূর্ণের সমান খড়ীচূর্ণ একত্র করিবে।

বকুলাদ্য তৈল। এই তৈল চলদন্ত দৃঢ় করিতে অত্যন্ত শক্তিশালী। তৈল মুখে ধারণ করিয়া কুলি করিতে হয়।

বকুলাদ্যতৈল। তিল তৈল ।/৪ সের। যথারীতি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—বকুলের কাঁচাফল, লোধ, হাড়জোড়া, নীলঝিণ্টী, সোন্দালপাতা, বাবুইতুলসী, শালবৃক্ষের ছাল, গুয়ে বাবলার ছাল ও পীতশাল সমভাগে মিলিত একসের। খাদ্যদ্রব্য—বকুলফলাদি নয়টিদ্রব্য সমভাগে মিলিত সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথারীতি তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

দন্ত-বেষ্টরোগ-চিকিৎসা

শীতাদ রোগের লক্ষণ। যে রোগে আঘাতাদি কারণ ব্যতীত দাঁতের মাঢ়ী হইতে অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয় এবং দাঁতের গোড়ার মাংস কৃষ্ণবর্ণ, ক্লেদযুক্ত ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়িতে থাকে, তাহাকে শীতাদ কহে। কফ ও রক্ত দূষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয়।

দন্তপুপ্পুটরোগের লক্ষণ। একসময়ে দুইটি দাঁতের গোড়ায় বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে দন্তপুপ্পুট কহে। কফ ও রক্ত দূষিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

দন্ত-বেষ্ট রোগের লক্ষণ। আঘাত ব্যতীত অকস্মাৎ দন্ত চালিত হইলে (নড়িলে) এবং দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত ও পূয স্রাব হইলে, তাহাকে দন্তবেষ্ট কহে। রক্ত দূষিত হইলে, এই রোগ জন্মে।

শৈষিররোগের লক্ষণ। দন্তমূলে বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন এবং তাহা হইতে লালা নিঃসৃত হইলে, তাহাকে শৈষির কহে।

মহাশৈষিররোগের লক্ষণ। যে রোগে রোগীর দন্তসমূহ চালিত এবং তালু ও দন্তমূলে বিদীর্ণবৎ বেদনা হয়, পরন্তু দাঁতের মাঢ়ী ও মুখ পচে, তাহাকে মহাশৈষির কহে। এই রোগ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পরিদররোগের লক্ষণ। যে রোগে রোগীর দাঁতের মাঢ়ী গলিত ও তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে পরিদর কহে। কফ, পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইলে এই রোগ জন্মে।

উপকুশরোগের লক্ষণ। যে রোগে দন্তমাংস পাকে, দাঁত নড়ে, দন্তমূলে দাহ জন্মে এবং অঙ্গুলি বা দাঁতনকাটি দ্বারা দন্তমূল ঘর্ষণ করিলে রক্তস্রাব হয় বা রক্তস্রাব না হইলে, দন্তমূলে অল্পবেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন ও মুখে দুর্গন্ধ হয়, তাহাকে উপকুশ কহে। পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইয়ে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

বৈদর্ভরোগের লক্ষণ। যে রোগে দাঁতনাদি কারণবশতঃ ঘর্ষণ লাগিয়া দন্তমূলে শোথ জন্মে এবং দন্তসমূহ চালিত হয়, তাহাকে বৈদর্ভ কহে। দন্তমূলে আঘাত লাগিয়া এই রোগ জন্মে, এ কারণ ইহাকে অভিঘাতজ বলা যায়।

খলিবর্দ্ধনরোগের লক্ষণ। যে রোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ অত্যধিক বেদনার সহিত অতিরিক্ত দন্ত উৎপন্ন হয় এবং দন্ত সম্যক্ উত্থিত হইলে বেদনা প্রশমিত হয়, তাহাকে খলিবর্দ্ধন কহে।

অধিমাংসরোগের লক্ষণ। কফের প্রকোপবশতঃ হনুর পশ্চাৎভাগস্থ দন্তমূলে অত্যন্ত শোথ ও বেদনা হইলে এবং দন্তমূল হইতে লালা নির্গত হইলে, তাহাকে অধিমাংস কহে।

দন্তনালী। নাড়ীব্রণে যে প্রকার বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুক এই পাঁচ প্রকার নাড়ীব্রণ (নালী ঘা) বর্ণিত হইয়াছে, দন্তমূলেও তদ্রূপ লক্ষণবিশিষ্ট পাঁচ প্রকার নালী হয়।

দন্তবিদ্রধি। দন্ত মাংসগতদোষ ও দূষিত রক্তদ্বারা দন্তমূলের বহির্ভাগে দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহা বিদীর্ণ হইয়া রক্ত ও পূয নির্গত হইলে, তাহাকে দন্ত-বিদ্রধি কহে।

অসাধ্য লক্ষণ। সান্নিপাতিক নালী ও শৈষিররোগ অসাধ্য।

দন্তবেষ্টরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

দন্তমূলে বা দাঁতের মাঢ়ীতে যে রোগ জন্মে, তাহাকে দন্ত-বেষ্ট রোগ কহে। দন্ত-বেষ্টরোগও মুখগহ্বরে উৎপন্ন হয়, একারণ মুখরোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দন্তবেষ্টরোগ ১৬ প্রকার। শীতাদ, দন্তপুপ্পুট, দন্ত-

বেষ্ট, শৈষির, মহাশৈষির,* পরিদর, উপকুশ, বৈদর্ভ, খলিবর্দ্ধন, অধিমাংস, পাঁচপ্রকার দন্তনালী ও দন্তবিদ্রধি। দন্তরোগও যে যে কারণে উৎপন্ন হয়, দন্তবেষ্টরোগও সেই সেই কারণে জন্মে। দধি দুগ্ধাদি নানাপ্রকার শ্লেষ্মবর্দ্ধক-দ্রব্য সেবনে কফ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ু ও পিত্তকে দূষিত করিয়া দন্তবেষ্ট-রোগ উৎপাদন করে। পারদ ভক্ষণ করিলে দাঁতের গোড়া বা মাঢ়ী স্ফীত ও সময় সময় তাহা হইতে রক্ত নির্গত হয়, সুচিকিৎসার অভাবে ফিরঙ্গরোগেও অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। মালতী বা চামেলী পাতা বাটিয়া লাগাইলে মাঢ়ীর ঘা অতি সত্বর নষ্ট হয়। পারদভক্ষণে মুখরোগ উপস্থিত হইলে, ফিরঙ্গরোগোক্ত আটকষায়ের জলদ্বারা কুলি করিতে দিবে এবং পারদের দোষনাশের জন্য লৌহ ও স্বর্ণঘটিত ঔষধ সেবন করাইবে। প্রথম দন্তোদ্গমকালে শিশুদিগের মাঢ়ী স্ফীত হয় ও তজ্জন্য নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে, পরন্তু দন্তোদ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল উপসর্গ প্রশমিত হয় না। একারণ অনেক বিজ্ঞচিকিৎসক বলেন, মাঢ়ী ঈষৎ চিরিয়া দিলে, সহজে দন্তোদ্গম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল উপদ্রব হ্রাস পায়, কিন্তু আবার কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকও মাঢ়ীকর্ত্তনের বিরোধী, অথচ মাঢ়ীকর্ত্তন দ্বারা যে অসাধারণ উপকার হয়, তাহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করা যায়। যদি দন্তোদ্গম-কালে মাঢ়ী সটান ও উচ্চ দৃষ্ট হয় এবং তন্নিম্নে দন্ত রহিয়াছে, অথচ মাঢ়ীর কাঠিন্যতা বশতঃ মাঢ়ী ভেদ করিয়া দন্ত উত্থিত হইতে পারিতেছে না, এরূপ অনুভব করা যায়, পরন্তু শিশুর প্রবল জ্বর ও তৎসঙ্গে দ্রুত আক্ষেপ জন্মিবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে মাঢ়ীকর্ত্তন দ্বারা ঐ সকল উপসর্গ অবিলম্বে প্রশমিত হয়, সুতরাং মাঢ়ীকর্ত্তনসম্বন্ধে সকল চিকিৎসক একমতাবলম্বী না হইলেও ঐ অবস্থায় মাঢ়ী-কর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক, বক্ষ্যমাণ শিশুরোগে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে। কোন কোন রোগের পরিণামে দন্ত-মূলে শোথ ও ক্ষত উৎপন্ন এবং দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব হয়। পরন্তু এই অবস্থা হইতে দন্তমূলে নালী হইয়া হনুদেশের অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। প্লীহা যকৃৎ ও শোথসংযুক্ত জ্বরের পরিণামে এইরূপ অবস্থা হইতে পারে।

স্কার্ব্বিরোগের লক্ষণ। আয়ুর্ব্বেদে যাহাকে শীতাদ রোগ কহে, তাহার সহিত ইংরাজী স্কার্ব্বিরোগের অনেক সামঞ্জস্য আছে। স্কার্ব্বিরোগে

শরীরের বর্ণ-মালিন্য, সার্ব্বাঙ্গিক ও মানসিক-দৌর্ব্বল্য, শ্বাসকষ্ট, চর্ম্মের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির নিম্নে রক্ত সঞ্চিত হওয়া, রক্তসঞ্চিত স্থানের নীলিমা, মাঢ়ীর স্ফীততা ও তাহা হইতে রক্তস্রাব এবং সন্ধিস্থানের বিশেষতঃ ঊরুদেশের-স্ফীততা ও দৃঢ়তা দৃষ্ট হয়।" অধিকাংশস্থলে মাঢ়ী স্ফীত ও কোমল হয় এবং মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। মাঢ়ী ঘোর রক্তবর্ণ হয় ও যেন দন্ত হইতে ঠেলিয়া বাহির হয়, এরূপ দৃষ্ট হয়। কখন কখন মাঢ়ী এত স্ফীত হয় যে, দন্ত-পংক্তি এককালে আবৃত হয়, এমনকি সময় সময় ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যদিয়া বাহির হইয়াও পড়ে। মুখে ও নিঃশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, কোন কোন স্থলে দাঁত খসিয়া পড়ে। মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব ব্যতীত কখন কখন নাসারন্ধ্র ও অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে। স্কার্ব্বিরোগে রোগীকে লৌহঘটিত ঔষধ এবং নানাবিধ সুপক্কফল বিশেষতঃ লেবু ও উদ্ভিজ্জ-দ্রব্য আহারের ব্যবস্থা করা উচিত।

স্কার্ব্বিরোগ যুবক নাবিকদিগের হয়, ইহাই ডাক্তারী মত, কিন্তু এতদ্দেশে বালকবালিকাদিগেরও হইতে দেখা গিয়াছে।

শীতাদ, দন্তপুপ্পুট, দন্তবেষ্ট, শৈষির ও পরিদর রোগে রক্তমোক্ষণ করিলে প্রভূত উপকার দর্শে। দন্তমূলে শোথ ও ক্ষত থাকিলে এবং তাহা হইতে রক্তপূযাদি নিঃসৃত হইলে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পলতা ও নিমছালের প্রস্তুত কাথ দ্বারা কুলি করিতে দিবে। দন্তবিদ্রধি ও দন্তনালী রোগে বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতসের ছালের কাথ করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিতে দিবে। শিশু ও বালকের পক্ষে ঐ অবস্থায় জাতী বা মালতীফুলের পাতা বাটিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দন্তমূলে লাগাইবে কিম্বা মালতী-পাতার কাথ করিয়া তদ্দ্বারা মাঢ়ী ধৌত করিবে। এতদ্ভিন্ন কালকচূর্ণ বা স্বল্প খদিরবটিকা মুখে ধারণ করিলে মহোপকার সাধিত হয়;—মাঢ়ীর ফুলা, বেদনা ও মাঢ়ী হইতে রক্ত বা পূযাদি নির্গত হওয়া বন্ধ হয়, পরন্তু দন্তমূলে ক্ষত থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ শুষ্ক হয়। দন্তরোগোক্ত স্বল্পখদিরবটিকা মুখে রাখিলেও অনুরূপ উপকার হয়। দন্তমূল পাকিবার উপক্রম হইলে বা পাকিলে অথবা তাহা হইতে রক্ত পূযাদি নির্গত হইলে, সপ্তচ্ছদাদি কাথ বা পটোলাদি কাথ এক বেলা পান করিতে দিবে এবং রসেন্দ্রবটী একবেলা

সেবন করিতে দিবে। এই সকল ঔষধ শিশু ও বালকের পক্ষেও মহোপকারী। মুখে ধারণ করিবার ঔষধ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। রসেন্দ্রবটী ত্রিফলার ক্বাথ ও মধুর সহিত একবেলা সেবন করিতে দিবে ও অন্যবেলা পটোলাদি ক্বাথ পান করিতে দিবে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া মাঢ়ীতে শোথ এবং বেদনা হইলে, আদার রস গরম করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিতে দিবে। ২।৩ বার কুলি করিলেই বেদনা ও ফুলা কমে। সরিষার তৈল উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিলেও অনুরূপ উপকার হয়। কাঁচা বকুল ফল চর্ব্বণ করিলে মাঢ়ী শক্ত হয়। সাধারণতঃ মাঢ়ীর ফুলা ও বেদনায় লক্ষ্মীবিলাস বা মহা লক্ষ্মী-বিলাস প্রয়োগ করিলেও চলে, কিন্তু শীতাদ প্রভৃতি রোগে রসেন্দ্রবটী প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য।

দন্ত-বেষ্টরোগে-ঔষধ।

কালকচূর্ণ। দন্তনালী, জিহ্বারোগ, গলরোগ, সর্ব্বপ্রকার মুখরোগেও প্রয়োগ করা যায়।

কালকচূর্ণ। গৃহধূম (ঝুল), যবক্ষার, আকনাদি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রসাঞ্জন, চৈ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহ ও চিতামূল প্রত্যেকের চূর্ণ একত্র করিয়া মধুসহ মুখে ধারণ করিতে দিবে।

স্বল্প খদির বটিকা। ইহা সর্ব্বপ্রকার মুখরোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ। মুখে ধারণ করিলে, দাঁতের মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব, দন্তমূলের নালী এবং ওষ্ঠ, জিহ্বা, কণ্ঠ ও তালুরোগ বিনষ্ট হয়।

স্বল্প খদির বটিকা। খয়ের ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথজল ছাকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে, জয়িত্রী, কর্পূর, সুপারী, কাকলা ও জায়ফল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া বটিকা করিবে

সপ্তচ্ছদাদিক্বাথ। দন্তমূল হইতে রক্তপূযাদি স্রাব হইলে এবং দন্ত-মূলে শোথ ও বেদনা থাকিলে কিম্বা দন্তবিদ্রধি ও দন্ত-নালীরোগে এই ক্বাথ প্রত্যহ সকালে পান করিতে দিবে।

সপ্তচ্ছদাদিক্বাথ। ছাতিম ছাল, বেণার মূল, পলতা, মুথা, হরীতকী, কট্‌কী, যষ্টিমধু, সোন্দাল-ছাল ও রক্তচন্দন সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পটোলাদিক্কাথ। দন্তমূলে শোথ ও বেদনা থাকিলে কিম্বা দন্তমূল-হইতে পূযরক্ত স্রাব হইলে অথবা দন্তবিদ্রধি ও দন্তনালীরোগে সপ্তচ্ছদাদি-ক্কাথের পরিবর্ত্তে ইহা পান করিতে দেওয়া যায়।

পটোলাদিক্কাথ। পলতা, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রাখালশশার মূল, বলা, ডুমুরের ছাল, কট্‌কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গুলঞ্চ সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

রসেন্দ্রবটী। শীতাদ, পরিদর, মহাশৈষির, দন্তনালী ও দন্তবিদ্রধি-রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। ইহা প্রয়োগে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রবল প্রকোপ শীঘ্র হ্রাস হয় এবং রক্তস্রাব, ক্ষত, নালীঘা ও বিদ্রধি প্রশমিত হইয়া থাকে। অনুপান—দন্তবিদ্রধিতে শজিনার ছালের রস। শীতাদরোগে ত্রিফলার কাথ ও অন্যান্য অবস্থায় আদার রস।

রসেন্দ্রবটী। কজ্জলী ২ তোলা এবং শিলাজতু, প্রবাল ও লৌহ প্রত্যেকে ১ তোলা ও স্বর্ণভস্ম।০ চারি আনা একত্র করিয়া নিমছাল, আসন বৃক্ষের ছাল ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জিহ্বারোগ-চিকিৎসা।

বাতিক জিহ্বারোগের লক্ষণ। বাতিক জিহ্বারোগে বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ জিহ্বা অল্প বিদীর্ণ, রসজ্ঞানশূন্য ও কণ্টকাকীর্ণ হয়।

পৈত্তিক জিহ্বারোগের লক্ষণ। পৈত্তিক জিহ্বারোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ জিহ্বা দাহবিশিষ্ট, দীর্ঘ ও রক্তবর্ণ হয় এবং জিহ্বাতে কণ্টকের ন্যায় মাংসাঙ্কুর সঞ্চিত হয়।

শ্লৈষ্মিক জিহ্বারোগের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিকজিহ্বারোগে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ জিহ্বা গুরু ও স্থূল হয় এবং জিহ্বার উপরে শিমূল বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় মাংসাঙ্কুর উদ্গত হয়।

অলাসরোগের লক্ষণ। শ্লেষ্মা প্রকুপিত ও রক্ত দূষিত হইলে অলাস-নামক জিহ্বারোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে জিহ্বার তলদেশে অত্যন্ত শোথ

জন্মে এবং জিহ্বা স্তম্ভিত হয় ও পাকে। জিহ্বার স্তম্ভিত ভাব বায়ুর কার্য্য এবং পাক পিত্তের কার্য্য, পরন্তু শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ এই রোগ জন্মে, সুতরাং অলাস ত্রিদোষজ ব্যাধি, একারণ অসাধ্য।

উপজিহ্বিকা। উপজিহ্বিকারোগে শ্লেষ্মা ও রক্ত প্রদুষ্ট হইয়া জিহ্বা-মূলে জিহ্বার অগ্রভাগের ন্যায় অথচ স্রাব, কণ্ডূ ও দাহবিশিষ্ট যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে উপজিহ্বিকা কহে।

অসাধ্য লক্ষণ। অলাসরোগ অসাধ্য।

জিহ্বারোগ-চিকিৎসা-বিধি।

জিহ্বারোগ মুখ-গহ্বরের রোগ, সুতরাং মুখ-রোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জিহ্বারোগ পাঁচ প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, অলাস ও উপজিহ্বিকা। দধি, দুগ্ধ, অম্লদ্রব্য ও মাষকলায় প্রভৃতি শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য-ভক্ষণে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া বায়ু ও পিত্তকে দূষিত করিয়া জিহ্বারোগ উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত জিহ্বা পরিষ্কার না করিলেও কণ্ডূ ও ক্ষত উৎপন্ন হইতে পারে। প্রত্যহ জিবছোলা দিয়া জিহ্বা পরিষ্কার করিবে। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও অলাস নামক জিহ্বারোগে গুলঞ্চ, পিপুল, নিমছাল ও কট্‌কীর কাথ করিয়া সেই জলদ্বারা কুলি করিতে দিবে। দিবসে ৩। ৪ বার কুলি করা কর্ত্তব্য। বলাডুমুর পাতা বা ডুমুরপাতা দ্বারা আস্তে আস্তে জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে অধিকতর উপকার হয়। শিশু ও বালকগণের এই রোগ হইলে কেবলমাত্র জাতী বা চামেলীফুলের পাতা বা চামেলীফুল বাটিয়া মধুসহ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। শিশু ও বালকগণের পক্ষে কুলি করা সম্ভবপর নহে, তবে কাথজলে মধু মিশ্রিত করিয়া কাপড়ের পলিতা তাহাতে ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ জিহ্বায় লাগাইবে। তিক্ততা বশতঃ শিশু ও বালকগণ ঔষধ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ বা ক্রন্দন করিলে, বেশী মধু মিশাইয়া প্রয়োগ করিবে। শিশু ও বালকগণের পীড়ায় সর্ব্বত্র এই নিয়মে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উক্ত কাথ জলদ্বারা কুলি করিয়া দন্তবেষ্টরোগোক্ত স্বল্পখদিরবটিকা মুখে রাখিতে দিবে। রোগ প্রবল হইলে বা এই ঔষধ প্রয়োগে রোগ প্রশমিত না হইলে, দন্তবেষ্ট-রোগোক্ত রসেন্দ্রবটী প্রয়োগ নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তদভাবে

মহালক্ষ্মীবিলাসও নিশিন্দাপাতা বা আদার রসসহ প্রয়োগ করা যায়। উপ-জিহ্বিকারোগে আদার রস গরম করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিতে দিবে এবং কুলি করার পর যবক্ষার চূর্ণ কাপড়ের পুটলীতে মাখাইয়া তদ্দ্বারা রোগস্থান ঘর্ষণ করিবে। জিহ্বা ও দন্তবেষ্টনে হঠাৎ ফুলা ও বেদনা প্রকাশ পাইলে উষ্ণ আদার রসের কুলি ও শুঁঠচূর্ণ রোগস্থানে ঘর্ষণ করিলে মহোপকার সাধন হয়। জিহ্বাতে ঘা এবং তজ্জন্য পচলা সঞ্চিত হইলে সোহাগারখৈ মধু ও ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ লাগাইবে, অনন্তর মালতী বা চামেলীপাতার রসদ্বারা কুলি করিতে দিবে। চূণে জিহ্বা দগ্ধ হইলে, তৎক্ষণাৎ মাখন বা তিল তৈল কিম্বা তদভাবে সরিষার তৈল দগ্ধস্থানে লাগাইবে।

ডাক্তারীমতে নানাপ্রকার য়্যাসিড আছে, তন্মধ্যে কোন কোন য়্যাসিড কোন অঙ্গে লাগিলে, তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গ দগ্ধ হয়, উহা অসাবধানে রাখিলে সময় সময় শিশু ও বালকগণ অঙ্গুলিতে সিক্ত করিয়া সেই অঙ্গুলি নাকে, মুখে এবং জিহ্বায় প্রদান করে ও তজ্জন্য অঙ্গুলি, নাক, মুখ ও জিহ্বা প্রভৃতি দগ্ধ হয়, এরূপ দেখা গিয়াছে, এই অবস্থায় মাখন অত্যন্ত উপকারী। তৎক্ষণাৎ মাখন লাগাইবে; মাখন অভাবে তিলতৈল, সরিষার তৈল বা নারিকেল তৈল লাগাইবে। জিহ্বার সাধারণ ঘায়ে ভেড়ার দুগ্ধ অতি উপকারী, ২।৪ দিনের বেশী লাগাইতে হয় না। ভেড়ার দুধ অপেক্ষা গাধার দুধ আরও অধিক উপকারী, গাধার দুধ উপর্য্যুপরি ২।৩ বার প্রয়োগ করিলেই ঘা সারিয়া যায়। জিহ্বায় কণ্ডু উৎপন্ন হইলে বা তাহা পাকিলে মালতী বা চামেলী পাতা কিম্বা ফুল বাটিয়া লাগাইবে, অথবা ঐ পাতা সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিতে দিবে।

তালুরোগ-চিকিৎসা।

গলশুণ্ঠীর লক্ষণ। শ্লেষ্মার প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ তালুমূলে দীর্ঘাকৃতি অথচ বায়ুপূর্ণ চামড়ার পুটলীর ন্যায় বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে গলশুণ্ডী কহে। এই রোগে পিপাসা, কাস ও শ্বাস প্রকাশ পায়।

তুণ্ডিকেরীর লক্ষণ। শ্লেষ্মার প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ বনকার্পাসের

ফলের ন্যায় যে স্থূল শোথ জন্মে, তাহাকে তুণ্ডীকেরী কহে। এই রোগে শোথে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা হয় ও শোথ পাকে।

অধ্রুষ রোগের লক্ষণ। রক্তদোষ বশতঃ তালুমূলে অত্যন্ত বেদনা-বিশিষ্ট রক্তবর্ণ অথচ স্তব্ধ শোথ জন্মিলে, তাহাকে অধ্রুষ কহে। এই রোগে রোগীর জ্বর হয়।

কচ্ছপ রোগের লক্ষণ। শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ তালুমূলে বেদনা-বিহীন, কচ্ছপের আকৃতিবিশিষ্ট অথচ মধ্যে উচ্চ ও প্রান্তে নত শোথ দীর্ঘ-কালে (আস্তে আস্তে) উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কচ্ছপ রোগ কহে।

তাল্বর্ব্বুদ রোগের লক্ষণ। তালু-মূলে পদ্মের কেশরের ন্যায় এবং পূর্ব্বোক্ত রক্তার্ব্বুদের লক্ষণ বিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে তাল্বর্ব্বুদ কহে।

মাংসসঙ্ঘাতের লক্ষণ। শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ তালু-মূলে বেদনা-বিহীন মাংস সঞ্চিত হইলে, তাহাকে মাংসসঙ্ঘাত কহে।

তালু পুপ্পুট রোগের লক্ষণ। শ্লেষ্মা এবং মেদ বর্দ্ধিত হইয়া তালু-মূলে কুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, বেদনাহীন অথচ স্থায়ী যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে।

তালু-শোষের লক্ষণ। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ তালু-মূলে শোষ (শুষ্কতা) ও বিদীর্ণবৎ বেদনা এবং রোগীর শ্বাস উপস্থিত হইলে, তাহাকে তালু-শোষ কহে।

তালু-পাক। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ তালু পাকিলে, তাহাকে তালু-পাক কহে।

অসাধ্য লক্ষণ। তাল্বর্ব্বুদরোগ অসাধ্য।

তালুরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

সর্ব্বপ্রকার তালুরোগে বচ, আতইষ, আকনাদি, রাস্না, কট্‌কী ও নিম-ছালেরদ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই জল দ্বারা কুলি করিতে দিবে। কুলি-করার পর দন্তবেষ্টরোগোক্ত স্বল্পখদিরবটিকা মুখে রাখিতে দিবে এবং দন্তবেষ্ট-

রোগোক্ত পটোলাদি কাথ প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে। ঐ সকল তালুরোগে কাথজলের কুলি ও স্বল্পখদিরবটিকা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে দন্তবেষ্ট রোগোক্ত সপ্তচ্ছদাদি কাথ পান এবং ৬০৯ পৃষ্ঠোক্ত চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ রস সেবন করিতে দিবে। তালুশোষরোগে দশমূলকাথ (৭৫ পৃষ্ঠায় উক্ত) এবং চতুর্ম্মুখ (৫৯ পৃষ্ঠোক্ত) সেবন করাইবে এবং ত্রিফলার জলদ্বারা রোগীকে কবল করিতে দিবে। রোগ প্রবল হইলে কিম্বা ঔষধ প্রয়োগে রোগের উপশম না হইলে, দন্তবেষ্টরোগোক্ত রসেন্দ্রবটী প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। পিতা মাতার ফিরঙ্গ-বিষ সন্তানে সংক্রামিত হইলে, গলশুণ্ডীর লক্ষণ প্রকাশ পায়; সন্তানের তালু অত্যন্ত কোমল হয়; তালু টিপিলে তুল্ তুল্ করে, এই অবস্থায় রসেন্দ্রবটী মহোপকারী। অবস্থাভেদে ফিরঙ্গরোগোক্ত স্বর্ণলৌহাদি ঘটিত ঔষধ ব্যবহার্য্য।

গলরোগ-চিকিৎসা।

বাতিকরোহিণীর লক্ষণ। অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট অথচ কণ্ঠনলী রোধকারী মাংসাঙ্কুর জিহ্বার চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর বায়ুজনিত উপসর্গ (স্তব্ধতা প্রভৃতি) উপস্থিত হইলে, তাহাকে বাতিকরোহিণী কহে।

পৈত্তিকরোহিণীর লক্ষণ। পৈত্তিকরোহিণীরোগে জিহ্বামূলে শীঘ্র মাংসাঙ্কুর উদ্গত হয় ও পাকে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও রোগীর তীব্র জ্বর হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকরোহিণীর লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক রোহিণীরোগে জিহ্বামূলে গুরু ও স্থির মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং অল্প পাকে ও তদ্দ্বারা কণ্ঠনলী অবরোধ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকরোহিণীর লক্ষণ। সান্নিপাতিক রোহিণীরোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ রোহিণীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং মাংসাঙ্কুরের মূলভাগ পাকে। ইহা অসাধ্য।

রক্তজরোহিণীর লক্ষণ। এই রোগে জিহ্বামূল স্ফোটক দ্বারা আবৃত হয় এবং পৈত্তিকরোহিণীর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা সাধ্য।

রোহিণীরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। রক্তজরোহিণী সাধ্য। শ্লৈষ্মিক-রোহিণীরোগে তিন দিনের মধ্যে, পৈত্তিক রোহিণীতে পাঁচ দিনের মধ্যে, বাতিক রোহিণীতে সাত দিনের মধ্যে এবং সান্নিপাতিক রোহিণীরোগে রোগীর জীবন সন্থ বিনষ্ট হয়।

কণ্ঠশালূকের লক্ষণ। কফের প্রকোপ বশতঃ গল-নলী-মধ্যে কুলের আঁঠির ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং কাঁচা ও শূয়ার ন্যায় খরস্পর্শ অথচ বেদনা-জনক অচল গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, তাঁহাকে কণ্ঠশালুক কহে, এই রোগ অস্ত্র-প্রয়োগ-ব্যতীত আরোগ্য হয় না।

অধিজিহ্বকরোগের লক্ষণ। কফের প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ জিহ্বার উপরে জিহ্বার অগ্রভাগের ন্যায় আকারবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অধিজিহ্ব কহে। ইহা পাকিলে আরোগ্য হয় না।

বলয়রোগের লক্ষণ। বলয়রোগে কফের প্রকোপ বশতঃ কণ্ঠনলীতে বিস্তৃত ও উচ্চ শোথ উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা অন্নবহানলী অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। এই রোগ অসাধ্য।

বলাসরোগের লক্ষণ। বায়ু ও কফের প্রকোপবশতঃ গল-নলীতে বেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে এবং রোগীর হৃদয়ে ছেদনবৎ বেদনা ও শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে, তাহাকে বলাস কহে। এইরোগ অসাধ্য।

একবৃন্দরোগের লক্ষণ। কফের প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ গল-নলীর অভ্যন্তরে উন্নত অথচ গোলাকার অথচ দাহ ও কণ্ডুবিশিষ্ট, অপাকী, গুরু এবং কঠিন শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে একবৃন্দ কহে।

বৃন্দরোগের লক্ষণ। বৃন্দরোগে পিত্তের প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ উন্নত, গোলাকার এবং অত্যন্ত দাহবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয় ও তজ্জন্য রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শতঘ্নীরোগের লক্ষণ। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের প্রকোপ-

বশতঃ গল-নলী-মধ্যে বাতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কঠিন অথচ কণ্ঠরোধকারী শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে বাতজাদি নানাবিধ বেদনা থাকিলে ও ঐ শোথ মাংসাঙ্কুর দ্বারা আবৃত হইলে, তাহাকে শতঘ্নীরোগ কহে। এই শোথ কণ্টকাবৃত শতঘ্নী নাম্নী শিলার ন্যায় হয় বলিয়া উহা শতঘ্নী নামে অভিহিত হয়। এই রোগ প্রাণ-নাশক।

শিলায়ুরোগের লক্ষণ। এই রোগে কফের প্রকোপ ও রক্তদোষ-বশতঃ গল-নলী-মধ্যে আমলকীর আঁঠির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অচল ও অল্প-বেদনাবিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং ভক্ষিতদ্রব্য যেন কণ্ঠনলীতে সংলগ্ন রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। এই রোগ, অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত আরোগ্য হয় না।

গলবিদ্রধির লক্ষণ। বাতাদি ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ সমস্ত গলদেশ-ব্যাপিয়া শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে বাতজাদি নানাবিধ বেদনা থাকিলে, তাহাকে গলবিদ্রধি কহে।

গলৌঘরোগের লক্ষণ। শ্লেষ্মার প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ গলদেশে কণ্ঠরোধকারী ও শ্বাস প্রশ্বাসের বাধাদায়ক, বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে, তাহাকে গলৌঘ কহে।

স্বরঘ্নরোগের লক্ষণ। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ রোগীর অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ, সর্ব্বদা শ্বাস ত্যাগ, কণ্ঠশুষ্ক ও স্বরভঙ্গ হয় এবং আহার্য্য গিলিবার ক্ষমতা থাকে না, পরন্তু বায়ুবহা স্রোতঃসমূহ শ্লেষ্মাদ্বারা অবরুদ্ধ হয়, ইহাকে স্বরঘ্ন কহে।

মাংসতানরোগের লক্ষণ। বাতাদি ত্রিদোষের প্রকোপ বশতঃ গল-দেশে বিস্তৃত লম্বমান ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শোথ উৎপন্ন হইয়া কণ্ঠরোধ করিলে, তাহাকে মাংসতানরোগ কহে। এইরোগে রোগীর জীবন নষ্ট হয়।

বিদারীরোগের লক্ষণ। পিত্তের প্রকোপবশতঃ গলায় ও মুখে তাম্র-বর্ণ এবং দাহ ও সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ পচা মাংস খসিয়া পড়িলে, তাহাকে বিদারী কহে। রোগী সর্ব্বদা যে পার্শ্বে শয়ন করে, সেই পার্শ্বে এইরোগ জন্মে।

অসাধ্য লক্ষণ। স্বরঘ্ন, বলয়, বৃন্দ, বলাস, বিদারী, গলৌঘ, মাংস-তান, শতঘ্নী ও সান্নিপাতিক রোহিণী অসাধ্য।

গলরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

গল-নলী বা কণ্ঠনলীর রোগ মুখ-গহ্বরে উৎপন্ন হয়, একারণ ঐ রোগ মুখ-রোগ-মধ্যে পরিগণিত। গল-রোগ সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ প্রকার; যথা—পাঁচপ্রকার রোহিণী, কণ্ঠশালূক, অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতঘ্নী, শিলায়ু, গলবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান ও বিদারী। এই অষ্টাদশপ্রকার কণ্ঠরোগের মধ্যে রোহিণীনামক পাঁচপ্রকার কণ্ঠরোগ প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ গলদেশস্থ রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া উৎপাদন করে। ওষ্ঠাদি মুখ-রোগ যে কারণে উৎপন্ন হয়, অষ্টাদশপ্রকার গলরোগও সেই কারণে উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ পাঁচপ্রকার রোহিণী ও ত্রয়োদশ প্রকার অন্যান্য গলরোগের উৎপত্তির নিদান একই, কিন্তু রোহিণী ও অন্যান্য কণ্ঠরোগের সম্প্রাপ্তি পৃথক্। সজলভূমিজাত প্রাণীর মাংস, দধি, দুগ্ধ ও মাষকলায় প্রভৃতি শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য-সেবনে শ্লেষ্মা অতিশয় প্রকুপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ু ও পিত্তের সহযোগে ত্রয়োদশ প্রকার কণ্ঠরোগ উৎপাদন করে। ত্রয়োদশ প্রকার কণ্ঠরোগে দোষ-ত্রয় গলদেশস্থ রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় ও দূষিত করিয়া রোগোৎপাদন করে-না, কিন্তু পাঁচপ্রকার রোহিণীরোগে দোষত্রয় গলদেশস্থ রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় ও দূষিত করিয়া রোগোৎপাদন করে, একারণ পাঁচপ্রকার রোহিণীরোগ অসাধ্য। রোহিণীরোগে দোষত্রয় রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া যে মাংসখণ্ড উৎপাদন করে তদ্দ্বারা কণ্ঠনালী অবরুদ্ধ হইলে, রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। এতদ্ব্যতীত ত্রয়োদশপ্রকার কণ্ঠরোগের মধ্যে কয়েকপ্রকার অসাধ্য। অধি-জিহ্বরোগ পাকিলে অসাধ্য হয়, বলয়রোগে অন্নবহা নলী অবরুদ্ধ হয়, এজন্য উহা অসাধ্য, এইরূপ বলাস, শতঘ্নী ও মাংসতান রোগ অসাধ্য। অপর কয়েকটি রোগ শস্ত্রক্রিয়া-সাধ্য, অর্থাৎ অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যতীত আরোগ্য হয় না। যেমন—কণ্ঠশালূক, শিলায়ু ও গলবিদ্রধি। বিদ্রধি অনেকপ্রকার, তাহার লক্ষণ ও চিকিৎসা বিদ্রধিরোগে উক্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত দন্তবিদ্রধি দন্তরোগে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সান্নিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণবিশিষ্ট রোগ গলায় উৎ-পন্ন হইলে, তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। কণ্ঠরোগে গলনলী অবরুদ্ধ হইলে রোগী

আহার্য্য গিলিতে পারে না ও তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রোহিণীরোগ অসাধ্য হইলেও প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করিলে কোন কোনটি আরোগ্যও হয়, সুতরাং রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে। সর্ব্বপ্রকার রোহিণীরোগেই রক্তমোক্ষণ ও কবলগ্রহণ উপকারী। রক্তমোক্ষণের পর বাতিক রোহিণীরোগে সৈন্ধবচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে ও ঈষৎ উষ্ণ তিলতৈলের দ্বারা কুলি করিতে দিবে। পৈত্তিক রোহিণীতে রক্তমোক্ষণের পর রোগস্থানে রক্তচন্দনচূর্ণ চিনি ও মধু সহযোগে ঘর্ষণ করিবে এবং কিস্‌মিস্‌ ও পরূষফলদ্বারা কাথ করিয়া কুলি করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক রোহিণীতে রক্তমোক্ষণের পর গৃহধূম (ঝুল) এবং শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিবে এবং শ্বেত অপরাজিতার শোধিত মূল, বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা কাথ করিয়া সেই কাথজলে কুলি করিতে দিবে। বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজ ও সান্নিপাতিক রোহিণীরোগে কটুকাদ্য-কাথ, কটুকাদ্যচূর্ণ ও রসেন্দ্রবটী সেবন করিতে দিবে। রোহিণীরোগে দশমূলকাথ ও মহালক্ষ্মীবিলাস প্রয়োগ করিলেও বেশ উপকার হয়।

কণ্ঠশালুক রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বচ, আতইষ, আকনাদি, রাস্না, কট্‌কী ও নিমছালের কাথ দ্বারা কবল এবং দশমূলকাথ, কটুকাদ্যকাথ, কটুকাদ্য চূর্ণ ও রসেন্দ্রবটী এই সকল ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য গলরোগেরও এইপ্রকার চিকিৎসা করিবে। গল-বিদ্রধি প্রভৃতি পাকিলে পক্ক-ব্রণের ন্যায় ছেদভেদাদি করিবে ও এই সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অবস্থাবিশেষে বসন্তরোগোক্ত অমৃতাদি, খদিরাদি বা নিম্বাদিকাথও প্রয়োগ করা যায়।

কণ্ঠনলীর সাধারণ প্রদাহ উপস্থিত হইলে উষ্ণ আদার রসে কুলি প্রশস্ত। ক্ষত হইলে বসন্ত রোগোক্ত নিম্বাদিকাথ বা খদিরাষ্টককাথ দ্বারা কুলি ও ঐ কাথ পানের ব্যবস্থা করিবে। জাতী বা মালতীপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলদ্বারা কুলি করিলেও উপকার হয়। যবক্ষার, চই, আকনাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা ও পিপুল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া জল বা গোমূত্র সহ-যোগে বটিকা করিয়া তাহা মুখে ধারণ করিলেও উপকার দর্শে।

ফিরঙ্গ রোগে কণ্ঠনলীতে বা টাকরায় ঘা হইতে পারে। এই অবস্থায় উক্ত কবল ও কাথ প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা সাময়িক উপকার হইলেও ফিরঙ্গ-বিষ এককালে বিনষ্ট হয় না, সুতরাং ঐ অবস্থায় ফিরঙ্গরোগোক্ত মশল্লার জল প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক।

গল-রোগে—ঔষধ।

কটুকাদ্য কাথ। গল-রোগে বা কণ্ঠরোগের যে কোন অবস্থায় এই কাথ পান করিতে দিবে। এক বেলা এই কাথ ও অপর বেলা অমৃতাদি বা খদিরাষ্টক কাথ পান করাইবে।

কটুকাদ্য কাথ। কট্কী, আতইষ, দেবদারু, আকনাদি, মুথা ও ইন্দ্রযব সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাকিয়া পান করিতে দিবে।

কটুকাদি চূর্ণ। গলরোগ বা কণ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ মধ্যাহ্নে প্রয়োগ করিবে। অনুপান—নিমছালের রস বা কাথ।

কটুকাদি চূর্ণ। কট্কী, কিসমিস্, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, আকনাদি, রসাঞ্জন, দূর্ব্বা ও চই প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে।

রসেন্দ্র বটী। গলরোগের যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

রসেন্দ্র বটী। প্রস্তুতবিধি ১১৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বসর-রোগ-চিকিৎসা।

বাতিক সর্ব্বসররোগের লক্ষণ। এই রোগে রোগীর মুখের সপ্ত অবয়ব ব্যাপিয়া সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয়।

পৈত্তিক সর্ব্বসররোগের লক্ষণ। এই রোগে মুখের সপ্তাবয়ব ব্যাপিয়া রক্ত বা পীতবর্ণ এবং দাহবিশিষ্ট অল্প স্ফোটক জন্মে।

শ্লৈষ্মিক সর্ব্বসররোগের লক্ষণ। এই রোগে রোগীর মুখের সপ্তাঙ্গ ব্যাপিয়া শরীরের সমান বর্ণ ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট অথচ কণ্ডূযুক্ত স্ফোটক জন্মে।

সর্ব্বসররোগ-চিকিৎসা-বিধি।

অন্যান্য মুখরোগ যে যে কারণে জন্মে, সর্ব্বসররোগও সেই সেই কারণে জন্মে। দধি, দুগ্ধ, অম্লদ্রব্যাদি সেবনে সর্ব্বসররোগ উৎপন্ন হয়।

ওষ্ঠদ্বয়, দন্ত, দন্তমূল, জিহ্বা, তালু ও গলনলী এই সপ্তাঙ্গের রোগকে মুখরোগ বলা যায়। ওষ্ঠাদি সপ্ত অবয়বের লক্ষণ ও চিকিৎসা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ওষ্ঠাদি সপ্তাঙ্গ এক সময়ে রোগাক্রান্ত হইলে, তাহাকে সর্ব্বসররোগ কহে। সর্ব্বসররোগ তিন প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক।

সর্ব্বসররোগে দাস্ত পরিষ্কার রাখা অতীব প্রয়োজন। এই জন্য নিমছালের কাথ সহ তেউড়ীচূর্ণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জিহ্বা ও গলদেশ ব্যাপিয়া স্ফোটক উৎপন্ন হইলে, কচি পলতা ও নিম, জাম, আম এবং মালতীর (চামেলীর) কচি পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা মুখ ধৌত করিতে দিবে। ইহাতে স্ফোটক পাকিবার আশঙ্কা থাকে না, পরন্তু পাকিলেও তাহা সংশোধিত হইয়া শুষ্ক হয়। মুখাভ্যন্তরে নালী বা ক্ষত হইলে, দারুহরিদ্রার কাথ দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিবে; এবং দন্তবেষ্টরোগোক্ত সপ্তচ্ছদাদিকাথ পান ও রসেন্দ্রবটী সেবন করিতে দিবে। খদিরাষ্টককাথ প্রয়োগেও অসাধারণ উপকার দর্শে। জাতী বা মালতী পাতা বাটিয়া লাগাইলে বা চর্ব্বণ করিলে মুখের পাক বা ঘা নষ্ট হয়।

মুখরোগে—পথ্যাপথ্য।

পথ্য। বার্লি, যবের ছাতু, মুগের ও কুরথি কলায়ের দাইল, জঙ্গলজাত-প্রাণীর মাংসের যুষ, পাঠার ও মুর্গীর মাংস, সরপুটিমাছ, মাগুরমাছ, করলা, উচ্ছে, বেতাগ্র, কচি নিমপাতা বা হিঞ্চার শুক্ত, পটোল, আলু, থোড়, মোচা, কাচকলা, ঝিঙ্গে, বরবটী, শিম, মূলা এবং অন্যান্য কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্যের ব্যঞ্জন এবং পুরাতন আমনধান্যের তণ্ডুলের অন্ন এইরোগে সুপথ্য। ব্যঞ্জন ঘৃতে সাঁতলান হইলেই ভাল হয়। মুখরোগে দুগ্ধ সুপথ্য নহে, কিন্তু সময় সময় মুখরোগ অর্থাৎ কণ্ঠনলীর ক্ষত এবং জিহ্বার ক্ষত প্রভৃতি এত প্রবল হয় যে, তজ্জন্য রোগীর অন্নাহার করিবার বা আহার্য্য চর্ব্বণ করিবার ও গিলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত থাকে না, সুতরাং তখন নিরুপায় হইয়া একমাত্র দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করিতে হয়। অন্নাহারের শক্তি লুপ্ত হইলে, দুধ বা দুধ-বার্লি ভক্ষণ

করিতে দিবে। জ্বর থাকিলে নবজ্বরের ন্যায় পথ্য দিবে। দাঁত নড়িলে কিম্বা দন্তরোগ বা দন্তবেষ্টরোগে গরমজল পান করিতে দিবে, অন্যান্য মুখ-রোগে ঠাণ্ডা জলে কর্পূর মিশ্রিত করিয়া তাহা পানের ব্যবস্থা করিবে।

অপথ্য। অম্লদ্রব্য, মাগুর ব্যতীত অন্য মৎস্য, সজলভূমিজাত প্রাণীর মাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই, রুক্ষ, কঠিন এবং শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে মুখরোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং রোগোৎপাদক এই সকল কারণ পরিবর্জ্জন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, নচেৎ রোগোপশমের আশা করা বৃথা। মুখ-রোগে স্নান এবং দন্ত ও দন্তবেষ্টরোগে দাঁতনকাঠী দ্বারা দন্ত-মার্জনা করা এবং মাংসের যূষ ব্যতীত মাংসাহার ও কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা।

(স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।)

কামাদ্রি, ভগ, ভগদ্বার, ভগাঙ্কুর, ভগৌষ্ঠ, যোনি, যোনিমুখ, মূত্র-নলী, জরায়ু ও ডিম্বাশয়, এই কয়েকটির সমষ্টিতে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অবয়ব গঠিত। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অবস্থান, আকৃতি ও ক্রিয়া প্রভৃতি বুঝাইবার নিমিত্ত উহাকে দুই অংশে বিভক্ত ও দুই নামে অভিহিত করা হয়;—বহির্ভাগ বাহ্যজননেন্দ্রিয় ও অন্তর্ভাগ অন্তর্জ্জননেন্দ্রিয়।

বাহ্যজননেন্দ্রিয়। কামাদ্রি, ভগ, ভগাঙ্কুর, বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয়, মূত্র-নলী, সতীচ্ছদ ও যোনি ইহারা বাহ্য-জননেন্দ্রিয় নামে অভিহিত।

অন্তর্জ্জননেন্দ্রিয়। ডিম্বাশয়, জরায়ু এবং জরায়ুর ঊর্দ্ধাংশে অবস্থিত নালীদ্বয় অন্তর্জ্জননেন্দ্রিয় নামে অভিহিত।

কামাদ্রি। ভগদ্বারের ঊর্দ্ধাংশ কামাদ্রি নামে অভিহিত। ইহা পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত, এইস্থানে যৌবনকালে লোম উদ্গত হয়।

যোনি। বাহ্য স্ত্রী-চিহ্ন বা ভগ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত ক্রমপ্রসরণশীল-ছিদ্র যোনি নামে অভিহিত। এই ছিদ্রের বহির্দ্বারকে ভগদ্বার বা যৌনি-দ্বার কহে।

বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয়। ইহা ভগদ্বারের দুই পার্শ্বে অবস্থিত। ভগের দুই ধার দিয়া যে দুইটি চর্ম্মের ভাজ গিয়াছে তাহাই বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় নামে অভিহিত। ইহার উপরে অল্প লোম উঠে। সুস্থকায়া যুবতীদিগের বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ় কিন্তু বৃদ্ধা ও ক্ষীণা স্ত্রীদিগের শিথিল।

ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয়। ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ভাজ দ্বারা নির্ম্মিত ও বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয়ের অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত। দুইদিকের ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় যোনিলিঙ্গ অর্থাৎ ভগাঙ্কুরের সম্মুখে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বাল্যকালে ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

ভগাঙ্কুর। সম্মুখে বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় যেস্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহার সন্নিকটে ভগাঙ্কুর বা যোনিলিঙ্গ অবস্থিত। ইহা দেখিতে কিয়দংশে পুংজননেন্দ্রিয়ের ন্যায়।

মুত্র-নলী। যোনিমুখের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে একটি রজ্জুর ন্যায় মূত্রনালী অবস্থিত। মূত্রনালীর নিম্নে যোনিদ্বার বা যোনিমুখ।

যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ। বাল্যকালে যোনিমুখ একটি পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে, ইহাকে যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ কহে। সচরাচর পুরুষ-সংসর্গ দ্বারা ইহা ছিন্ন হয় এবং প্রসবের পর ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু কাহারও কাহারও উহা কাটিয়া দিতে হয়, নচেৎ পুরুষ সহবাস করিতে পারে না।

জরায়ু। ইহাই গর্ভাশয়। ইহা পেয়ারা বা পেপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং বস্তিদেশে মূত্রাশয় অর্থাৎ ব্লাডার ও সরলান্ত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তবসংযোগে এই যন্ত্রের মধ্যে ভ্রূণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়।

ডিম্বাশয় বা অণ্ডাশয়। জরায়ুর দুই পার্শ্বে দুইটি অণ্ডাশয় অবস্থিত, ইহারা দেখিতে ডিম্বের ন্যায়। ঋতুকালে ইহার আকার বর্দ্ধিত হয়, পরন্তু গর্ভাবস্থায় প্রায় দ্বিগুণ বাড়ে।

যোনি ও ভগ। যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ যে স্থানে অবস্থিত,

তাহাই যোনিমুখ, উহার উর্দ্ধাংশ যোনিদ্বার বা ভগদ্বার নামে অভিহিত। যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ ছিন্ন হইলে, যোনিমুখ, ও ভগদ্বার বা যোনিদ্বার মিলিত হইয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগ।

উদাবর্ত্তার লক্ষণ। যোনি হইতে ফেনাবিশিষ্ট রক্ত অতিশয় কষ্টের সহিত নির্গত হইলে, তাহাকে উদাবর্ত্তা কহে। ১।

বন্ধ্যার লক্ষণ। আর্ত্তব নষ্ট হইলে, সন্তান উৎপন্ন হয় না, ইহার নাম বন্ধ্যা। ২।

বিপ্লুতার লক্ষণ। যোনিতে সর্ব্বদা বেদনা থাকিলে, তাহাকে বিপ্লুতা কহে। ৩।

পরিপ্লুতার লক্ষণ। মৈথুন-কালে যোনিতে বেদনা হইলে, তাহাকে পরিপ্লুতা কহে। ৪।

বাতলার লক্ষণ। এই রোগে যোনি কর্কশ, স্তব্ধ এবং যোনিতে শূল ও সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা হয়। উক্ত চারি প্রকার যোনিরোগেও যোনিতে বেদনা হয়, কিন্তু এই রোগে বেদনা বেশী হইয়া থাকে। ৫।

লোহিতক্ষয়ার লক্ষণ। এই রোগে যোনি হইতে জ্বালার সহিত রক্ত নির্গত হয়। ৬।

প্রস্রংসিনীর লক্ষণ। এই রোগে যোনি স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া পতিত ও সঞ্চালিত হয় বলিয়া রোগিণী অতি কষ্টে সন্তান প্রসব করে। ৭।

বামিনীর লক্ষণ। এই রোগে যোনি হইতে বায়ুর সহিত রক্ত মিশ্রিত শুক্র নির্গত হয়। ৮।

পুত্রঘ্নীর লক্ষণ। এই রোগে গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু রক্তস্রাব হইয়া তাহা পাত হয়।

পিত্তলার লক্ষণ। এই যোনিতে অত্যন্ত দাহ হয় ও যোনি পাকে এবং রোগিণীর অত্যন্ত জ্বর হইয়া থাকে। উক্ত লোহিতক্ষয়াদি চারি-প্রকার যোনিরোগও পৈত্তিক লক্ষণ যুক্ত।

অত্যানন্দার লক্ষণ। এই রোগে আক্রান্তা রমণী মৈথুনে সন্তোষলাভ করে না।

কর্ণিনীর লক্ষণ। শ্লেষ্মার প্রকোপ ও রক্তদোষ বশতঃ যোনিতে মাংসগ্রন্থি জন্মিলে, তাহাকে কর্ণিনী কহে।

অচরণার লক্ষণ। মৈথুনের সময়ে পুরুষের শুক্র পতনের পূর্ব্বে স্ত্রীর রজো নির্গত হইলে, তাহাকে অচরণা যোনি কহে। এই যোনি বীজ বা শুক্র গ্রহণে অসমর্থা।

অতিচরণার লক্ষণ। এই রোগে যোনিতে শ্লেষ্মজনিত কণ্ডূ উৎপন্ন হয় বলিয়া স্ত্রী অতিশয় মৈথুনপ্রিয়া হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মলার লক্ষণ। এই রোগে যোনি পিচ্ছিল, কণ্ডূযুক্ত ও শীতল হয়। অত্যানন্দা হইতে অতিচরণা পর্য্যন্ত চারি প্রকার যোনিরোগেও শ্লেষ্মার প্রকোপ বর্ত্তমান থাকে।

ষণ্ডীর লক্ষণ। এই রোগে আক্রান্তা স্ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অল্প উদ্গত হয়, এবং মৈথুন-কালে যোনি কর্কশ বোধ হয়।

অণ্ডিনীর লক্ষণ। বালিকার সূক্ষ্মছিদ্র যোনির মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থূলশিশ্ন প্রবিষ্ট করাইলে, এই রোগ জন্মে। এই রোগে যোনি অণ্ডের ন্যায় লম্বমানা হয় বলিয়া ইহাকে অণ্ডিনী কহে।

বিবৃতার লক্ষণ। বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট যোনিকে বিবৃতা কহে।

সূচিবক্ত্রার লক্ষণ। সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট যোনিকে সূচিবক্ত্রা কহে।

সান্নিপাতিক যোনিরোগের লক্ষণ। এই যোনিরোগ ত্রিদোষের প্রকোপ হইতে উদ্ভূত ও ত্রিদোষের লক্ষণ বিশিষ্ট হয়।

ষণ্ডী হইতে সূচিবক্ত্রা পর্য্যন্ত চারি প্রকার যোনিরোগেও ত্রিদোষের প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যোনিরোগের অসাধ্য লক্ষণ। ষণ্ডী হইতে সান্নিপাতিক পর্য্যন্ত পাঁচ প্রকার যোনিরোগ অসাধ্য।

যোনিকন্দ।

বাতিক যোনিকন্দের লক্ষণ। বাতিক যোনিকন্দ রুক্ষ, বিবর্ণ এবং ফাটা ফাটা দৃষ্ট হয়।

পৈত্তিক যোনিকন্দের লক্ষণ। পৈত্তিক যোনিকন্দ রক্তবর্ণ ও দাহ-বিশিষ্ট হয় ও রোগিণীর জ্বর হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক যোনিকন্দের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক যোনিকন্দ তিল বা অতসী-পুষ্পের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং উহাতে কণ্ডু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক যোনিকন্দের লক্ষণ। ত্রিদোষোৎপন্ন যোনিকন্দে ত্রি-দোষের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়।

প্রদর।

প্রদরের সামান্য লক্ষণ। সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগেই শরীরে ব্যথা হয় এবং বেদনার সহিত যোনি-দ্বার হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

বাতিকপ্রদরের লক্ষণ। বাতিকপ্রদরে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনার সহিত রুক্ষ, লোহিতবর্ণ এবং মাংসধৌত জলের ন্যায় অথচ অল্প ফেণযুক্ত রক্ত-স্রাব হয়।

পৈত্তিক প্রদরের লক্ষণ। পৈত্তিক প্রদরে পীতবর্ণ, নীলবর্ণ ও কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্ট উষ্ণ রক্ত, দাহ প্রভৃতি উপসর্গ ও পৈত্তিক বেদনার সহিত পুনঃ পুনঃ স্রাব হয়।

শ্লৈষ্মিক প্রদরের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক প্রদরে পিচ্ছিল, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও ধান্য-ধৌত জলের ন্যায় অথচ অপক্করসযুক্ত রক্ত স্রাব হয়।

সান্নিপাতিক প্রদরের লক্ষণ। সান্নিপাতিক প্রদরে মধু, ঘৃত, হরি-তাল অথবা মজ্জার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ নানাবর্ণের অথচ শবগন্ধি ও স্নেহ-যুক্ত রক্ত স্রাব হয়। এই রোগ অসাধ্য।

প্রদরের অসাধ্য লক্ষণ। প্রদর রোগাক্রান্তা স্ত্রীর সর্ব্বদা রক্তস্রাব হইলে এবং তৎসঙ্গে পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, দুর্ব্বলতা ও রক্ত-হীনতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, তাহার রোগ অসাধ্য।

শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া।

শ্বেতপ্রদর স্বতন্ত্র রোগ নহে, রক্তপ্রদর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের যন্ত্র সকলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বা আবরণের কোন অংশ হইতে শ্লেষ্মা, রস বা পূযসংযুক্ত ক্লেদ যোনিদ্বার হইতে বহির্গত হয়, শ্বেত বা শুক্লবর্ণ স্রাব নির্গত হয় বলিয়া ইহাকে শ্বেতপ্রদর কহে। ইহা যোনিরোগমধ্যে পরিগণিত, অর্থাৎ ভগ, যোনি, জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের পীড়ার লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়, ঐ সকল যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বা আবরক পর্দ্দায় ক্ষত হইলে, তাহা হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। নানা কারণে শ্বেতপ্রদর উৎপন্ন হইতে পারে;—রজঃ দূষিত হইলে যেমন রক্তপ্রদর জন্মে, ইহাও তদ্রূপ রজোদুষ্টি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, আবার রজোদুষ্টির কারণ হইতে এই রোগ প্রকাশ পায়, তদ্ব্যতীত গর্ভপাত, জননেন্দ্রিয় ধৌত বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করা, ঋতুকালে সঙ্গম, সাধ্যাতীত সঙ্গম, রক্তদোষ, গনোরিয়া, বিরুদ্ধ আহার বিহার বা স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রভৃতি নানাকারণে এই রোগ জন্মে। কাহারও বা প্রথমতঃ রক্তপ্রদর হইয়া ঐ সকল যন্ত্রে ক্ষত হয় এবং তাহা হইতে পূযের ন্যায় স্রাব হয়, আবার কাহারও বা স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হেতু ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু রোগ নানা কারণে উৎপন্ন হইলেও দুইটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিলেই চিকিৎসা চলিতে পারে; স্থানিক অর্থাৎ ক্ষতস্থানের চিকিৎসা ও রজোদুষ্টির চিকিৎসা। রজঃ দূষিত হইয়া ক্ষত হইলে, আর্ত্তব-শুদ্ধিকর ঔষধ ও যোনিরন্ধ্রে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলেই রোগ প্রশমিত হয়। স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু বা পিতামাতার গনোরিয়া সন্তানে সংক্রামিত হইলে, বালিকাদিগেরও কখন কখন এই রোগ জন্মিয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক প্রদরও শ্বেতপ্রদর নামে অভিহিত হয়, কারণ শ্বেতবর্ণ স্রাব শ্লৈষ্মিকপ্রদরেও হইয়া থাকে।

বাধক।

রক্তমাদ্রী বাধকের লক্ষণ। এই রোগাক্রান্তা স্ত্রীর কোমরে, নাভির নিম্নে ও স্তনদ্বয়ে বেদনা হয় এবং একমাস বা দুইমাস অন্তর ঋতু হইয়া থাকে পরন্তু ঐ রমণীর গর্ভ-সঞ্চার হয় না।

ষষ্ঠী বাধকের লক্ষণ। এই রোগে আক্রান্তা রমণীর চক্ষু ও হাত পা বিশেষতঃ যোনিতে জ্বালা উপস্থিত হয় এবং মাসে দুইবার করিয়া ঋতু হয়, পরন্তু ঐ স্রাব লালামিশ্রিত অথচ মলিন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অঙ্কুর বাধকের লক্ষণ। এই রোগে আক্রান্তা রমণীর দেহের গুরুতা অর্থাৎ ভারবোধ, অধিক রক্তস্রাব ও তজ্জন্য গ্লানি বোধ, নাভির নিম্নে বেদনা এবং হাতে পায়ে জ্বালা ও শরীর কৃশ হয়, পরন্তু তিন চারি মাস পর্য্যন্ত ঋতু বন্ধ থাকে।

জলকুমারক বাধকের লক্ষণ। এই রোগাক্রান্তা রমণীর গর্ভ সঞ্চার হয় কিন্তু গর্ভাবস্থায় উদরে বেদনা, দেহ শীর্ণ ও রক্তহীন হয় এবং গর্ভপাত হয়, পরন্তু রোগিণীর কৃশ শরীর ও স্তনদ্বয় স্থূল, ভারবিশিষ্ট ও বহুকাল পরে ঋতু হয় এবং ঋতুকালে অল্প স্রাব হইয়া থাকে।

বাধকের কারণ ও সামান্য লক্ষণ। গর্ভপাত এবং ধাতুক্ষয়াদি নানাকারণে বাধক জন্মে, বাধক রোগাক্রান্তা রমণীর গর্ভসঞ্চার হয় না অথবা ক্বচিৎ হইলেও গর্ভপাত হইয়া থাকে, বাধকের ইহাই প্রধান লক্ষণ।

স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতির আকারগত অনেক সৌসাদৃশ্য সত্বেও কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ বিদ্যমান, তজ্জন্য এমন কতকগুলি রোগ আছে, যাহা কেবলমাত্র পুরুষেরই হয়, স্ত্রীলোকের হয় না এবং যাহা কেবল স্ত্রীলোকেরই হয়, পুরুষের হয় না। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগ স্ত্রীদিগেরই হয়, পুরুষের হয় না; আবার পুংজননেন্দ্রিয়ের রোগ পুরুষেরই হয়, স্ত্রীদিগের হয় না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্তন আছে, কিন্তু পুরুষের স্তনরোগ হয় না। স্ত্রীদিগের প্রত্যেক মাসে ঋতুস্রাব হয় বলিয়া মেহ হয় না, তৎসহধর্ম্মী শ্বেতপ্রদর হয় কিন্তু বিষাক্তমেহ স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষের এই প্রকার প্রভেদ বশতঃ স্ত্রীরোগ ও তাহার চিকিৎসা স্বতন্ত্র।

আর্ত্তব। শুক্র পুরুষের বীজ এবং আর্ত্তব স্ত্রীলোকের বীজ, এই উভয়-বীজ মিলিত হইলে, সন্তান জন্মে। পুরুষের শুক্রে যেমন জীবাণু বর্ত্তমান

থাকে, স্ত্রীলোকের আর্ত্তবেও তদ্রূপ জীবাণু থাকে। শুক্র এবং আর্ত্তব দূষিত না হইলে, তন্মধ্যস্থ জীবাণু স্বাভাবিক ও বলিষ্ঠ থাকে, সুতরাং তদ্দ্বারা বলবান্ ও সুস্থ সন্তান জন্মে, কিন্তু কোন একটি অসুস্থ, পীড়িত বা নিস্তেজ হইলে, তদ্দ্বারা জাত সন্তানও পীড়িত বা নিস্তেজ হয়, এই জন্যই কুষ্ঠ, ফিরঙ্গ ও বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি কতকগুলি রোগ পিতা মাতার বীজদোষ হইতে সন্তানে সংক্রামিত হইয়া থাকে। বীজের জন্য যেমন ধান্যাদি শস্যসমূহ উৎকৃষ্ট ও সতেজ হওয়া আবশ্যক, অন্যথা ভাল ফসল পাওয়া যায় না, গর্ভধানের জন্যও তদ্রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজের আবশ্যক, বীজ উৎকৃষ্ট ও সতেজ না হইলে, বলিষ্ঠ ও সুস্থ সন্তান জন্মে না, পরন্তু শুক্র ও আর্ত্তব একবারে জীবনীশক্তিহীন হইলে, তদ্দ্বারা গর্ভসঞ্চার পর্য্যন্তও হয় না, এই জন্য শুক্র ও রজঃ দূষিত হইলে, তাহা সংশোধিত এবং তন্মধ্যস্থ জীবাণুগুলি অসুস্থ বা মৃত হইলে, তাহা সুস্থ বা পুনর্জীবিত করা প্রয়োজন। বন্ধ্যা প্রভৃতি বিংশতি প্রকার যোনিরোগ, রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, রজোঽল্পতা, কষ্টরজঃ ও রজোঽধিকরোগ এবং বাধক প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সমস্ত রোগ এই আর্ত্তবদুষ্টিবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ঐ সকল রোগ, যে যে কারণে জন্মে, সেই সেই কারণেই আর্ত্তব দূষিত হয়। প্রথমতঃ আর্ত্তব দূষিত হইয়া পশ্চাৎ ঐ সকল রোগ জন্মে, সুতরাং কেবলমাত্র আর্ত্তবদুষ্টির চিকিৎসা দ্বারা ঐ সমস্ত রোগই আরোগ্য হইতে পারে। পক্ষান্তরে আর্ত্তব দূষিত হইলেই যোনিরোগ, প্রদর অথবা বাধকের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং ঐ সকল রোগের চিকিৎসা করিলে আর্ত্তবদুষ্টির চিকিৎসা না করিলেও চলিতে পারে। আহার বিহারাদির অনিয়মে স্বাস্থ্যভগ্ন হইলেও দোষ প্রকুপিত হইয়া আর্ত্তব দূষিত করে এবং পিতামাতার বীজদোষ অর্থাৎ বিষাক্তমেহ ও ফিরঙ্গাদি নানাপ্রকার রক্তদোষজনিত রোগ হইতেও আর্ত্তব দূষিত হয়। প্রথমপ্রকারের আর্ত্তবদোষ, আহার-বিহারাদির সুব্যবস্থাদ্বারা অনায়াসে আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু রক্তদোষ প্রভৃতি কারণে সঞ্জাত আর্ত্তবদুষ্টি সহজে আরোগ্য হয় না। আর্ত্তব, পুষ্প, রজঃ ও ঋতু প্রভৃতি শব্দ একার্থবোধক।

যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া অন্যান্য রোগ উৎপাদন করে, তদ্রূপ উঁহারা প্রকুপিত হইয়া আবর্ত্তবকে দূষিত করে।

রজোদুষ্টির লক্ষণ। বায়ুর প্রকোপে আর্ত্তব দূষিত হইলে, তাহা পাকা জামের ন্যায় নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং স্রাবকালে যোনি ও কোমরে বেদনা হইয়া থাকে। পিত্তের প্রকোপবশতঃ পুষ্প দূষিত হইলে, তাহা জবাফুল বা কুসুম ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং আর্ত্তব নির্গমনকালে জননেন্দ্রিয়ে দাহ ও পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্লেষ্মার প্রকোপে আর্ত্তব দূষিত হইলে, গাঢ় অথচ পিচ্ছিল স্রাব অধিক পরিমাণে নির্গত হয় এবং রোগিণীর দেহের জড়তা মূত্ররোধ, আলস্য, তন্দ্রা ও নিদ্রালুতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শুদ্ধ রজঃ বা আর্ত্তবের লক্ষণ। মাসান্তে একবার ঋতু বা রক্তস্রাব হইয়া ক্রমাগত পাঁচ দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিলে, রক্তস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা না থাকিলে, রক্ত অত্যধিক বা অত্যল্প স্রাব না হইয়া যথাসম্ভব স্রাব হইলে এবং ঐ রক্ত পিচ্ছিল ও বিবর্ণ না হইয়া অপিচ্ছিল ও শশকের রক্ত বা লাক্ষার বর্ণের ন্যায় দৃষ্ট হইলে, তাহাকে বিশুদ্ধার্ত্তব বলা যায়। পঞ্চ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুস্রাব হওয়া সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কাহারও কাহারও ষোলদিন যাবৎ অল্প অল্প স্রাব হয়। যে আর্ত্তব ঐরূপ লক্ষণযুক্ত হয় এবং কাপড়ে লাগিলে, সেই কাপড় জলে ধৌত করিলে, সহজে দাগ উঠে ও জল নির্ম্মল রক্তবর্ণ হয়, তাহাই বিশুদ্ধ আর্ত্তব। আর্ত্তবদুষ্টির চিকিৎসা করিতে হইলে, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ইহাদের মধ্যে কোন্ দোষ প্রকুপিত হইয়া আর্ত্তব দূষিত করিয়াছে, অগ্রে তাহাই নিরূপণ করিবে। আর্ত্তব-পরীক্ষার বিধান শাস্ত্রে থাকিলেও পরীক্ষা করিবার নিয়ম আজ কাল প্রচলিত নাই, সুতরাং অধিকাংশস্থলেই অন্য উপায়ে বাতাদিদোষ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। বেদনা বায়ুর প্রকোপে হয় এবং পিত্তের প্রকোপেও হয়, কিন্তু উভয়ের লক্ষণ স্বতন্ত্র। বায়ুর প্রকোপে শূলানি, দপ্‌দপানি, কন্‌কনানি, অঙ্গ মোচড়ানি বা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত ব্যথা হয়। আর্ত্তবদুষ্টির প্রথম অবস্থায় ঐরূপ বেদনা যোনি ও কটিতে উপস্থিত হয়, কিন্তু রোগ যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হইতে থাকে, পরন্তু অতি পুরাতন হইলে, ঐ অবস্থাতে বাতজনিত নানাপ্রকার ব্যাধি অর্থাৎ বাতব্যাধি উপস্থিত হয়। এই জন্যই প্রদররোগ সাধারণতঃ বাতাধিক ও বাতব্যাধি পরিণামী। ফলতঃ বায়ুজন্য আর্ত্তবদুষ্টিতে ঐরূপ বেদনা এবং স্রাবের

অল্পতা ও কৃষ্ণবর্ণতা বা নীলবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ প্রায়শঃ বর্ত্তমান থাকে। আর্ত্তব পিত্তদুষ্ট হইলে, শোষ ও প্রদাহ এই দুইটি লক্ষণ থাকিবেই; ইহাতে বাতদুষ্ট আর্ত্তব অপেক্ষা স্রাব কিঞ্চিৎ বেশী হয়, কিন্তু তাহা জবা-ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়। প্রথম অবস্থায় প্রদাহ প্রায়ই যোনিতে থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়। আবার শ্লেষ্মদুষ্ট আর্ত্তবে স্রাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয় এবং ঐ স্রাব গাঢ় ও পিচ্ছিল হয়, পরন্তু রোগি-ণীর তন্দ্রা, দেহের গুরুতা ও নিদ্রাধিক্য প্রকাশ পায়। এই নিয়মে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয়ের কোন্‌টির প্রকোপে আর্ত্তব দূষিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া যোনিরোগ, প্রদর ও বাধকের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।

আর্ত্তবদুষ্টি রোগে স্বতন্ত্র ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও চলে, কারণ আর্ত্তব-দূষিত হইলে যোনি ও প্রদরাদি রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং আর্ত্তব দূষিত হইলে, যোনি ও প্রদর রোগোক্ত ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক আর্ত্তবদুষ্টি রোগে নষ্টপুষ্পান্তক রস এবং বৃহৎ শতাবরী-ঘৃত বা ফলকল্যাণঘৃত প্রয়োগ করিবে। উদরাময় না থাকিলে, ফলকল্যাণ-ঘৃত, অশোকঘৃত বা কুমারকল্পদ্রুমঘৃত বাত, পিত্ত ও কফ যে কোন দোষ-জন্য আর্ত্তবদুষ্টিতে প্রয়োগ করা যায়। এতদ্ব্যতীত প্রদর ও যোনিরোগোক্ত নানাবিধ যোগ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রদররোগে যে সকল যোগ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা আর্ত্তবদুষ্টিতে প্রয়োগ করা যায়। রক্তস্রাব বেশী হইলে, তাহা বন্ধ করিবার জন্য রক্তাতীসার, রক্তপ্রবাহিকা, রক্তার্শ ও অধো-গত রক্তপিত্তোক্ত যে কোন ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, ঐ সকল ঔষধ কেবল রক্তস্রাবরোধক নহে, পরন্তু রক্তশোধক।

যোনিরোগ। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগ বিংশতিপ্রকার। উদাবর্ত্তা, বন্ধ্যা, বিপ্লুতা, পরিপ্লুতা, বাতলা, লোহিতক্ষয়া, প্রস্রংসিনী, বামিনী, পুত্রঘ্নী, পিত্তলা, অত্যানন্দা, কর্ণিনী, অচরণা, অতিচরণা, শ্লেষ্মলা, ষণ্ডী, অণ্ডিনী, মহতী, সূচিবক্ত্রা ও ত্রিদোষিণী।

ইহাদের মধ্যে উদাবর্ত্তা হইতে বাতলা পর্য্যন্ত পাঁচটি বাতজা, লোহিতক্ষয়া হইতে পিত্তলা পর্য্যন্ত পাঁচটি পিত্তজ, অত্যানন্দা হইতে শ্লেষ্মলা পর্য্যন্ত পাঁচটি

কফজ এবং ষণ্ডী হইতে ত্রিদোষিণী পর্য্যন্ত পাঁচটি ত্রিদোষজ। বাতাদিদোষ-ভেদে ইহাদের চিকিৎসা করিবে।

আহার বিহারাদির অনিয়মে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আর্ত্তবকে দুষিত করিলে অথবা পিতামাতার বীজদোষ বা রক্তদোষ হইতে আর্ত্তব দুষিত হইলে, যোনিরোগ জন্মে। ফলতঃ যেকারণেই হউক, আর্ত্তব দুষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয়, তবে আহারাদির অনিয়মে রোগ জন্মিলে, তাদৃশ কঠিন হয় না। পরন্তু নিয়মিত আহারবিহারাদির কল্পনা বা সুব্যবস্থা করিলে, অনায়াসে ঐ রোগ সারে। আহারাদির অনিয়মে রোগ জন্মিলে, কোন কোন-স্থলে আর্ত্তবদুষ্টির লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ না পাইতেও পারে; কিন্তু পিতামাতার বীজদোষ বা রক্তদোষবশতঃ অথবা বিষাক্তমেহ ও ফিরঙ্গাদিরোগ হইতে যে যোনিরোগ জন্মে, তাহা অত্যন্ত কঠিন, যাবৎ রক্তদুষ্টি নিবারিত এবং আর্ত্তব সংশোধিত না হয়, তাবৎ রোগ সারে না; পরন্তু পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে। যোনিরোগে সাধারণতঃ সুপথ্যের ও রক্তসংশোধক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। আহারের অনিয়মে রোগ উৎপন্ন হইলে, পুষ্টি ও বলকারক আহারের ব্যবস্থা করিবে। বিষাক্তমেহ বা ফিরঙ্গরোগবশতঃ ঐ রোগ উৎপন্ন হইলে, এবং তাঁহাদের লক্ষণ সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পাইলে, সেই সেই রোগনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু উহাদের বিষের লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ না পাইলে, অথচ পরীক্ষারদ্বারা আর্ত্তব-দোষ প্রমাণিত হইলে, যোনিরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যোনিরোগ সাধারণতঃ বাতাধিক, সুতরাং বায়ুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। বায়ু-শান্তিকারক ঔষধ অর্থাৎ ঘৃত, ক্কাথ ও বটিকা-সেবন, যোনিতে প্রলেপ, ক্কাথ সেচন ও তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড বা তুলাধারণ প্রভৃতি নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু আজকাল যোনিতে প্রলেপ, ক্কাথ সেচন ও তৈলসিক্ত তুলা প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয় না, কেবল-মাত্র সেবনের জন্য ক্কাথ, বটিকা ও ঘৃত ব্যবস্থা এবং ক্কচিৎ বস্তি-প্রয়োগ করা হয়। মেহরোগোক্ত বস্তিযোগের প্রণালীমত ত্রিফলার ক্কাথদ্বারা বস্তি-প্রয়োগ করিবে। বাতব্যাধিরোগোক্ত ছাগাদিঘৃত, বৃহৎ ছাগাদিঘৃত, অমৃত-প্রাশ ঘৃত এবং বাতনাশক নানাবিধ বটিকা এই রোগে উপকারী। এত-দ্ব্যতীত নষ্টপুষ্পান্তকরস, ফলঘৃত, ফলকল্যাণঘৃত বা কুমারকল্পক্রমঘৃত ব্যবস্থা

করা যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে, যোনিশূল নিবারণের জন্য বাতশ্লেষ্ম-নাশক দশমূলকাথ ও যোনিপ্রদাহ বিনাশের জন্য দাহরোগোক্ত কোন কাথ দ্বারা যোনিপ্রক্ষালনের ব্যবস্থা এবং সেবনের জন্য প্রদররোগের স্নিগ্ধকল্যাণ-ঘৃত বা বৃহৎ শতাবরীঘৃত ও বটিকা প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায়। যোনি স্থানচ্যুত বা বহির্গত হইলে, করলারমূল বাটিয়া যোনিতে প্রলেপ দিবে অথবা ঘৃত, চর্ব্বি কিম্বা ইন্দুরের বসা মর্দ্দন করিয়া স্বস্থানে আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইবে।

বন্ধ্যা। গর্ভগ্রহণে অক্ষমতাকে বন্ধ্যা কহে।

নানাকারণে স্ত্রীলোকেরা বন্ধ্যা হইয়া থাকে পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর আর্ত্তব মিলিত হইলে, গর্ভসঞ্চার হয়, যে কোন কারণে তাহার ব্যাঘাত ঘটিলে, গর্ভসঞ্চার হয় না, পুরুষের শুক্রে জীবন্ত কীটাণু বিদ্যমান না থাকিলে এবং পুংজননেন্দ্রিয় যোনিমধ্যে সম্যক্ প্রবিষ্ট না হইলে অথবা স্ত্রীদিগের নানা-প্রকার পীড়াবশতঃ আর্ত্তব দূষিত হইলে গর্ভসঞ্চার হয় না। ইদানীং বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য কেহ কেহ যোনিরন্ধ্রে তূলা বা বস্ত্রখণ্ড স্থাপন করিয়া মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং তাহাও গর্ভসঞ্চার না হওয়ার একটি কারণ।

চিকিৎসা। আর্ত্তব দূষিত হইয়া বন্ধ্যা হইলে, আর্ত্তবশোধক নষ্ট-পুষ্পান্তক রস, ফলঘৃত, ফলকল্যাণঘৃত বা কুমারকল্পদ্রুমঘৃত প্রয়োগ করিবে। শ্বেতবেড়েলা, যষ্টিমধু, রক্তবেড়েলা, কাকড়াশৃঙ্গী ও নাগেশ্বর, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে, এই চূর্ণ দুগ্ধ, মধু ও ঘৃতসহ খাইলে, গর্ভ-সঞ্চার হয়। ধাতুক্ষীণা ও দুর্ব্বলা স্ত্রীদিগের পক্ষে এই যোগটি প্রশস্ত। আর্ত্তবের জীবাণু দূষিত বা বিনষ্ট হইলে, ইহাদ্বারা পুনর্ব্বার তাহারা সুস্থ ও বলবান হয়।

রজোঽল্পতা, রজোলোপ, কষ্টরজঃ ও রজোঽধিকরোগ।

মাসে মাসে স্ত্রীদিগের যে রজঃ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা যথোপযুক্ত পরিমাণে স্রাব না হইয়া অল্পপরিমাণে স্রাব হইলে, তাহাকে অল্পরজঃ কহে এবং ঐ রজোস্রাব বন্ধ হইলে, তাহাকে রজোলোপ কহে। ঋতুকালে বা ঋতুর পূর্ব্বে বা পরে অত্যন্ত বেদনা বা কষ্টের সহিত রজঃ নির্গত হইলে তাহাকে কষ্টরজঃ

কহে। ঋতুকালে বা দুইটি ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে, তাহাকে রজোঽধিকরোগ কহে। রজোঽল্পতা বা রজোলোপ নানা-কারণে হয়, যোনিমার্গের ও জরায়ুর অবরোধ, জরায়ুর নানাবিধ পীড়া এবং নানারোগে স্ত্রীদিগের রক্তহীনতা বশতঃ অল্প রজঃ নির্গত বা রজোলোপ হয়, কিন্তু গর্ভাবস্থায় যে রজঃ বিলুপ্ত হয়, তাহা রোগ নহে। অত্যধিক পরিশ্রম, তলপেটে আঘাত, মলত্যাগকালে সজোরে কুন্থন, শরীরে বা পদদ্বয়ে ঠাণ্ডা-লাগান বা অধিক শৈত্যক্রিয়া, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত এবং রক্তাধিক্য প্রভৃতি নানা-কারণে অধিক রক্তস্রাব হয়। রক্তাধিক্যবশতঃ রজোস্রাব হইবার পূর্ব্বে মস্তকে ও কোমরে বেদনা, উত্তাপবোধ, তলপেট ভার, দপ্ দপানি, দাহ, শোথ এবং মুখমণ্ডলের আরক্তিমভাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুর্ব্বলতা-বশতঃ অধিক রক্তস্রাব হইলে, নাড়ীক্ষীণ, মুখমণ্ডল রক্তহীন, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষণস্থায়ী অথচ দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়, এবং পৃষ্ঠ ও কোমরে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাতপ্রকৃতি স্ত্রীদিগের রজঃকৃচ্ছ্রতা হয়, অর্থাৎ বায়ু প্রতিলোম বা উন্মার্গগামী হইয়া আর্ত্তবকে আকর্ষণ করিয়া রাখিলে, যথোচিত স্রাব হয় না, তদ্ব্যতীত সহসা মানসিক উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা, জরায়ু-মধ্যে রক্তসঞ্চয়, ঋতুর প্রাক্‌কালে পুরুষ-সহবাস, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, গাত্রে অধিক ঠাণ্ডালাগান ও অধিক শৈত্যক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ কারণে রজঃকৃচ্ছ্রতা বা কষ্টরজঃ প্রকাশ পায়। রজঃ যথোচিত পরিমাণে নির্গত না হইলে, কটি ও বস্তিতে বেদনা ও গা-ব্যথা প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়, কিন্তু রজঃ নির্গত হইতে আরম্ভ করিলে ঐ সকল উপসর্গ কমিতে থাকে।

রজোঽল্পতা, রজোলোপ, কষ্টরজঃ ও রজোঽধিক রোগ চিকিৎসা।

এই সকল পৃথক রোগ নহে। প্রদর, বাধক বা যোনিরোগেও এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। রজোঽল্পতা, রজোলোপ ও কষ্টরজঃ এই তিন অবস্থায় একই প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে। সাধারণতঃ যোনিরোগোক্ত নষ্টপুষ্পান্তক রস কিম্বা বাতব্যাধি রোগোক্ত চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বাতচিন্তা-মণি ও মহাবাতচিন্তামণি প্রভৃতি বায়ুনাশক ঔষধ জবাফুলের কলি রগড়াইয়া তৎসহ কিম্বা কাঁজি সহ লতাফট্‌কীর পাতা ঘৃতে ভাজিয়া বা দূর্ব্বাঘাস ও আতপ সমভাগে বাটিয়া খাইলে রজঃস্রাব হয়। রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটী প্রয়োগেও

উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইয়া থাকে। রজোঽধিকরোগে প্রদররোগোক্ত পুষ্যানুগচূর্ণ চন্দনাদিচূর্ণ, প্রদরারিলৌহ, প্রদরান্তকলৌহ ও অশোকঘৃত প্রভৃতি অবস্থা-ভেদে ব্যবস্থা করিবে।

যোনিকন্দ। দিবানিদ্রা, অত্যন্ত ক্রোধ, অতিশয় পরিশ্রম ও অধিক মৈথুন করিলে এবং নখ বা দন্তের আঘাতাদি লাগিয়া যোনিতে ক্ষত হইলে, বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। ইহা দেখিতে ডহুয়া বা মাদার ফলের আকৃতি ও মিশ্রিত পূযরক্তের বর্ণেরন্যায় আভাবিশিষ্ট। এই রোগে গেরিমাটী, আমের আঁঠির শাস, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিবে; অনন্তর ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়াদ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথজলের সহিত ঐ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা যোনিপ্রক্ষালন করিবে। রক্ত বা আর্ত্তব-শোধক যোনিরোগোক্ত একটি ঘৃত ব্যবস্থা করিলে আরও ভাল হয়।

প্রদর। মিথ্যা আহার বিহার যেমন অন্যান্য রোগের কারণ, প্রদর-রোগের কারণও তাহাই। বিরুদ্ধ আহার অর্থাৎ মৎস্য, মাংস ও দুগ্ধাদি একত্র ভোজন, আহার বিহারাদির অনিয়ম, মদ্যপান, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই পুনর্ব্বার ভোজন, অজীর্ণ, গর্ভপাত বা গর্ভস্রাব, অতিরিক্ত পুরুষসংসর্গ-সাধ্যাতীত মৈথুন, অশ্বাদি যান বহনে বা পদব্রজে অধিক ভ্রমণ, শোক, উপবাস প্রভৃতি কারণে ধাতুক্ষয় এবং ভারবহন, আঘাতপ্রাপ্তি ও দিবানিদ্রা, এই সকল কারণে প্রদর রোগ উৎপন্ন হয়। প্রদররোগ চারিপ্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগেই অঙ্গ-বেদনার সহিত স্রাব হইয়া থাকে।

যেমন প্রমেহাদি কতকগুলি রোগ পুরুষের শরীরে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ প্রদরাদি কতকগুলি রোগ কেবলমাত্র স্ত্রীদিগের শরীরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রদর স্ত্রীদিগের একটি কঠিন ও মারাত্মক ব্যাধি। প্রথমাবস্থায় অবশ্যই ঐ রোগ দুশ্চিকিৎস্য বা মারাত্মক নহে, কিন্তু অধিকাংশস্থলে রমণীগণ প্রথম অবস্থায় লজ্জা বশতঃ বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া রোগের বিষয় গোপনকরে সুতরাং রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া ক্রমশঃ বদ্ধমূল ও মারাত্মক হইয়া পড়ে।

প্রদর রোগে অতিশয় রক্তস্রাব হইলে, রোগিণীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ভ্রম,

মূর্চ্ছা (ইন্দ্রিয়মোহ), মোহ (মনোমোহ), তন্দ্রা, প্রলাপ, পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গে দাহ, রক্তহীনতা ও শরীরের পাণ্ডুতা এবং বাতব্যাধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

যোনিরোগ, রজোহল্পতা ও কষ্টরজঃ প্রভৃতি রোগ যেমন আর্ত্তব দূষিত হইলে, উৎপন্ন হয়, প্রদররোগও তদ্রূপ আর্ত্তব দোষ হইতে জন্মে, সুতরাং যাবৎ প্রদররোগের লক্ষণ ও উপদ্রব সমূহ বিনষ্ট না হয় এবং শুদ্ধার্ত্তবের লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তাবৎ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কারণ রোগ একবার শরীরে বদ্ধমূল হইতে পারিলে, অসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রদররোগের সমস্ত ঔষধই আর্ত্তব-শোধক, সুতরাং আর্ত্তবশুদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও চলে, তবে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, বক্ষ্যমান আর্ত্তবদুষ্টিরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। লাল গাঁ্যাদা ফুল ও অশোক ফুল একত্র বাটিয়া সেবন করাইলে কিম্বা অশোকছালের রস পান করাইলে, রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়। অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে, নিম্নের যোগগুলি অতি ফলপ্রদ। আমলকী, শোধিত-রসাঞ্জন ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে এবং আতপচাউলের জলসহ প্রয়োগ করিবে, তদ্ভিন্ন রসাঞ্জনচূর্ণ—লাল নটের মূলের রস বা আতপ চাউলের জল সহ, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জনচূর্ণ—আতপ চাউলের জলসহ, যজ্ঞডুমুরের রস মধুসহ, বাকছালের রস – মধুসহ এবং কুশমূল—আতপচাউলের জলসহ বা কেবল মাত্র কুড়চীর ছালের রস, ইহার যে কোন একটি বা দুইটি দুইবেলা সেবন করিতে দিবে। বেদনা ও রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য কাঁঠালগাছের শিকড় ভাতের জল বা কাঁজিদ্বারা বাটিয়া খাইতে দিবে। এতদ্ব্যতীত প্রদরের রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য রক্তাতীসার, রক্তার্শ, রক্তামাশয় ও অধোগত রক্তপিত্ত রোগের সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। কুটজাষ্টক ও কুটজাবলেহ রক্তপ্রদরে প্রয়োগ করিলে অতিশীঘ্র রক্তস্রাব বন্ধ হয়। এই রোগে পুষ্যানুগ-চূর্ণ ও চন্দনাদিচূর্ণ উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, যোনি বা স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত এবং ক্লেদযুক্ত ও বেদনাযুক্ত স্রাব নিবারণে অত্যন্ত শক্তি-শালী এবং রক্তপিত্ত, রক্তামাশয়, রক্তাতীসার ও রক্তার্শে বিশেষ উপকারী। রক্তপ্রদরে বা ক্লেদযুক্তস্রাবে ,কিম্বা যোনিতে জ্বালা ও স্রাবকালীন অধিক বেদনা থাকিলে অথবা ঋতুকালে অধিক বেদনার সহিত বেশী রক্তস্রাব

হইলে, দার্ব্ব্যাদি কাথ, প্রদরান্তকচূর্ণ, অশোককাথ, প্রদরাদির লৌহ এবং জর না থাকিলে, অশোকঘৃত ব্যবস্থা করিবে। বেশী রক্তস্রাব না থাকিলে, প্রদরান্তক লৌহ, প্রদরান্তক রস, পুষ্করলেহ, সিতকল্যাণঘৃত বা বৃহৎ শতাবরী-ঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়। যোনিরোগোক্ত নষ্টপুষ্পান্তক রস, ফলঘৃত, ফলকল্যাণঘৃত ও কুমারকল্যাণঘৃত ঐ অবস্থায় মহোপকারী।

প্রদরের বর্দ্ধিতাবস্থায় বাতব্যাধির লক্ষণ বা বাতরোগ অর্থাৎ মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে, এই অবস্থায় বাতরোগোক্ত মূর্চ্ছা ও আক্ষেপের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য নস্য, মর্দ্দনের জন্য তৈল এবং সেবনের জন্য বৃহৎ বাতচিন্তামণি প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। শ্লৈষ্মিক-প্রদরে সাধারণতঃ অত্যধিক রক্তস্রাব হয়, বেশী রক্তস্রাব হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ রক্তহীনতা, পাণ্ডু এবং শোথ প্রকাশ পায়, তখন সাধারণ ঔষধে ক্রিয়া করে না, কাজেই লবণ জল বন্ধ করিয়া পর্পটী বা স্বর্ণপর্পটী অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা করিবে। শোথ ব্যতীত কেবল পাণ্ডু বা কামলার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পাণ্ডু ও কামলা রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। দাহ প্রকাশ পাইলে, দাহ-রোগোক্ত নানাবিধ যোগ ও মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলে, মূর্চ্ছারোগোক্ত তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে।

গিলাবাটা চারি আনা ও গব্যঘৃত চারি আনা একত্র খাওয়াইলে, বাধক-বেদনা ও রক্তস্রাব কমে।

শ্বেতপ্রদর। এই রোগে আর্ত্তবশুদ্ধিকর ঔষধ এবং জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত থাকিলে অথবা পূযমিশ্রিত স্রাব হইলে, মেহরোগোক্ত বস্তিযোগ প্রয়োগ করিবে। ক্ষত থাকিলে, উক্ত বস্তিযোগ প্রয়োগ নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু ক্ষত না থাকিলে অথচ যোনিতে প্রদাহ থাকিলে তন্নিবারণার্থ ত্রিফলার কাথের পিচকারী প্রয়োগ করিলে, প্রদাহ অতিশীঘ্র প্রশমিত হয়। নিম্নের কয়েকটি যোগ শ্বেতপ্রদরে অত্যন্ত উপকারী। রয়নাবৃক্ষের মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া বা জলে বাটিয়া মধুসহ, আমলকীবীজের শাসবাটা ও মধু, ধাইফুলবাটা ও মধু, আমলকীবাটা ও মধু এবং কার্পাসবৃক্ষের মূলবাটা ও মধু; ইহাদের একটী বা দুইটি দুইবেলা সেবন করিতে দিলে, শ্বেতপ্রদর বিনষ্ট হয়। এত-

ব্যতীত রক্তপ্রদরোক্ত দার্ব্ব্যাদি কাথ, চন্দনাদিচূর্ণ, পুষ্করলেহ, মধুকাস্তবলেহ, প্রদরারি লৌহ, প্রদরান্তক লৌহ, রত্নপ্রভা বটিকা, অশোকঘৃত এবং যোনি-রোগোক্ত নষ্টপুষ্পান্তক রস, ফলকল্যাণঘৃত ও কুমারকল্পদ্রুমঘৃত প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায়।

বাধক। বাধকরোগাক্রান্তা রমণীর গর্ভসঞ্চার বা সন্তানোৎপত্তি হয় না। যোনিরোগ, প্রদর ও বাধক প্রভৃতি রোগের কারণ আর্ত্তবদুষ্টি। আর্ত্তব সংশোধিত হইলেই রোগও সারে, শরীরও সুস্থ হয়। বাধক চারিপ্রকার, রক্তমাত্রী, ষষ্ঠী, অঙ্কুর ও জলকুমারক। যে সকল কারণে আর্ত্তব দূষিত হয় এবং প্রদরাদি আর্ত্তবদুষ্টিজনিত রোগ জন্মে, সেই সকল কারণেই আর্ত্তব দূষিত হইয়া বাধক জন্মে, সন্তানোৎপাদনে বাধা জন্মায় বলিয়া ইহাকে বাধক বলা যায়। আর্ত্তবদুষ্টির লক্ষণানুযায়ী চারিপ্রকার বাধকের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ দোষোদ্ভূত, তাহা স্থির করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে। রক্তমাত্রী বাধক বাতিক লক্ষণান্বিত, ষষ্ঠী বাধক পৈত্তিক লক্ষণযুক্ত, অঙ্কুরবাধক শ্লৈষ্মিক লক্ষণ-বিশিষ্ট এবং জলকুমারক বাধক বাতশ্লৈষ্মিক লক্ষণান্বিত। এইরূপ বাতিক ও শ্লৈষ্মিক বাধকে যোনিরোগোক্ত নষ্টপুষ্পান্তক রস, পৈত্তিক বাধকে ও শ্লৈষ্মিক বাধকে প্রদররোগোক্ত প্রদরারি লৌহ এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ত্রিবিধ দোষের প্রকোপ থাকিলে, প্রদররোগোক্ত রত্নপ্রভাবটিকা প্রয়োগ করিবে। অশোকঘৃত ও কুমারকল্পদ্রুমঘৃত, সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োজ্য। কল্যাণ-ঘৃত ও বৃহৎ শতাবরীঘৃত পৈত্তিক বাধকে অতি উপকারী।

স্তনরোগ।

দূষিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা দুগ্ধহীন বা দুগ্ধবিশিষ্ট স্তনের মাংস ও রক্তকে আশ্রয় করিয়া যে রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে স্তনরোগ কহে। স্তনরোগ কেবলমাত্র গর্ভিণী ও প্রসূতানারীরই হয়, বালিকাদিগের হয় না, কারণ গর্ভিণী ও প্রসূতানারীর স্তনাশ্রিত ধমনীসমূহের মুখ স্বভাবতই বিস্তৃত থাকে বলিয়া দোষসঞ্চরণ করিয়া রোগ উৎপাদন করে, কিন্তু বালিকাগণের স্তনা-শ্রিত ধমনীর মুখ সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া দোষ সঞ্চরণ করিয়াও রোগ উৎপাদন

করিতে পারে না, সুতরাং দুগ্ধহীন স্তনশব্দে গর্ব্বিণীর স্তন এবং দুগ্ধবিশিষ্ট স্তনশব্দে প্রসূতির স্তন বুঝায়।

স্তনরোগ পাঁচ প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুজ। এই স্তনরোগকে স্তন-বিদ্রধি কহে। ইহাদের লক্ষণ বিদ্রধি-রোগোক্ত বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুজ বিদ্রধির ন্যায়।

স্তনরোগ-চিকিৎসা।

স্তনে স্তন-বিদ্রধি ও নানাবিধ অর্ব্বুদ জন্মে, অর্ব্বুদ জন্মিলে, অর্ব্বুদ-রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। স্তন-বিদ্রধিনামক স্তনরোগ সচরাচর শিশুর স্তন্যপানহেতু প্রসূতির জন্মিয়া থাকে, ইহার সংস্কৃত নাম স্তন-বিদ্রধি এবং চলিতনাম ঠুন্‌কো। এই রোগে স্তন স্ফীত, আরক্তিম, বেদনাবিশিষ্ট, উত্তপ্ত ও কঠিন হয়। ইহাও ব্রণশোথমধ্যে পরিগণিত। ইংরাজিতে ইহাকে মিল্ক য়্যাব্‌সেস্ বলা হয়। শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র যবচূর্ণ, কাঁচামুগেরচূর্ণ ও ময়দা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শোথের উপরে প্রলেপ দিবে। দিবসে ২।৩ বার প্রলেপ দিলেই ৩।৪ দিবসের মধ্যে শোথ বসিয়া যায়। পাকিবার উপক্রম হইলে, পাকাইবে এবং পাকিলে ফাটিবার ঔষধ লাগাইবে, অনন্তর ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। বিদ্রধি-রোগোক্ত কজ্জলীযোগ, শজিনার ছালের রস ও মধুসহ এবং পুনর্ণবাদি ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়। স্তনে বেদনা হইলে ধুতুরাপাতা ও আদা সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিবে, কিম্বা রাখালশশার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে। স্তনরোগ হইলে, সময়ে সময়ে দুগ্ধ দোহন করিয়া ফেলিবে, নচেৎ রোগিণীর অত্যন্ত কষ্ট হয়।

স্তনরোগে—পথ্যাপথ্য।

স্তন-বিদ্রধিতে বিদ্রধিরোগের বা ব্রণশোথের ন্যায় এবং স্তনার্ব্বুদে অর্ব্বুদ-রোগের ন্যায় পথ্যাপথ্য কল্পনা করিবে।

স্তন্য-দুষ্টি

স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, তাহাকে স্তন্য-দুষ্টিরোগ কহে। গুরুপাকদ্রব্য ভক্ষণে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া স্তনদুগ্ধ দূষিত করে। ঐ দূষিত স্তনদুগ্ধ পান করিলে শিশুদিগের নানাপ্রকার রোগ জন্মে।

বায়ুদ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, ঐদুগ্ধ কষায়রসবিশিষ্ট হয় এবং জলে নিঃক্ষেপ করিলে লঘুত্বপ্রযুক্ত ভাসমান থাকে। পিত্তদ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, উহা কটু ও অম্লরসবিশিষ্ট এবং পীতবর্ণ রেখাযুক্ত দৃষ্ট হয়, পরন্তু জলে নিঃক্ষেপ করিলেও পীতবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মাদ্বারা দূষিত স্তনদুগ্ধ গাঢ় ও পিচ্ছিল দৃষ্ট হয়, এবং জলে নিঃক্ষেপ করিলে, ডুবিয়া যায়।

দ্বিদোষদ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে, মিলিত দুইটি দোষের প্রকোপ-লক্ষণ এবং ত্রিদোষদ্বারা দূষিত হইলে, মিলিত তিনটিদোষের প্রকোপ-লক্ষণ মিলিত-ভাবে প্রকাশ পায়।

স্তন্য-পরীক্ষা। স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধ কিনা তাহার পরীক্ষা করিতে হইলে, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ স্তন হইতে গালিয়া পরিষ্কার জলে ফেলিয়া দিবে, যদি ঐ দুগ্ধ অবিলম্বে জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং তন্তুর মত না হইয়া শুক্লবর্ণ অথচ তরল দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা বিশুদ্ধ বলিয়া জানিতে পারিবে। এইরূপ বিশুদ্ধ স্তন্য-পানে শিশুদিগের কোন রোগ জন্মে না; সুতরাং শিশুসন্তানের কোন রোগ হইলে এবং তাহা ঔষধাদি সেবনে আরোগ্য হইতে বিলম্ব ঘটিলে স্তন-দুগ্ধ পরীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

স্তন্যদুষ্টি-চিকিৎসা।

স্তনদুগ্ধ শিশুর জীবন-স্বরূপ, সুতরাং তাহা দূষিত হইলে, পান করিয়া শিশু অবিলম্বে পীড়িত হয়, তজ্জন্য স্তনদুগ্ধ শোধন করা প্রয়োজন। স্তনদুগ্ধ দূষিত হইয়াছে কিনা, মধ্যে মধ্যে তাহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই-সকল অবশ্য করণীয় কার্য্যের প্রতি আজকাল কাহারও দৃষ্টি নাই, মানব সতত আত্ম-সুখে রত, তাই শিশুর মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে স্তনদুগ্ধ জলে ফেলিয়া পরীক্ষা করিবে। বায়ুর

প্রকোপে দূষিত হইলে, জ্বররোগোক্ত দশমূলকাথ, পিত্তের প্রকোপে দূষিত হইলে, গুড়ূচ্যাদি কাথ এবং শ্লেষ্মার প্রকোপে দূষিত হইলে, ভার্গ্যাদিকাথ শিশুর মাতাকে বা স্তন্যদায়িনী ধাত্রীকে সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় স্তন্যদায়িনীর পথ্যের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবে, কারণ স্তন্যদায়িনী কুপথ্য সেবন করিলে, শিশুর রোগ কখনই আরোগ্য হয় না। দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতা বশতঃ বা অন্য কোন কারণে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ হ্রাস পাইলে, শিশুও দিন দিন দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইতে থাকে, ঐ অবস্থায় অবিলম্বে স্তন্য-বর্দ্ধক নানাবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিবে।

স্তন্যদুষ্টিরোগে--ঔষধ।

দশমূলকাথ। বায়ুদ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ প্রসূতিকে সেবন করাইবে। উহার কিঞ্চিৎ কাথ মধুসহ শিশুকেও পান করান যায়। ঝিনুকে করিয়া অথবা পরিষ্কার নেকড়ার পলিতা কাথে ভিজাইয়া শিশুকে পান করাইবে। বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা কোন্ দোষের প্রকোপে স্তন-দুগ্ধ দূষিত হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে না পারিলেও ক্ষতি নাই, কারণ দশমূল ত্রিদোষ-নাশক। পক্ষান্তরে স্বল্পপঞ্চমূল বায়ু ও পিত্তনাশক এবং বৃহৎ পঞ্চমূল বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক; সুতরাং বায়ু ও পিত্তের প্রকোপে দূষিত হইলে, স্বল্প-পঞ্চমূলকাথ এবং বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে দূষিত হইলে, বৃহৎ পঞ্চমূল কাথ প্রয়োগ করা যায়। বিল্বাদি আদ্য পাঁচটি বৃহৎ ও শালপাণী হইতে পাঁচটি স্বল্প-পঞ্চমূল।

দশমূল কাথ। প্রস্তুতবিধি ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচ্যাদি কাথ। পিত্তদ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ প্রসূতি ও শিশুকে পান করিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদিকাথ। গুলঞ্চ, শতমূল, পলতা, নিমছাল ও রক্তচন্দন; প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ভার্গ্যাদিকাথ। শ্লেষ্মাদ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, এই কাথ শিশু ও তাহার স্তন্যদায়িনীকে পান করিতে দিবে।

ভার্গ্যাদি কাথ। বামনহাটী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, চিরতা, কট্‌কী, দেব-

দারু, বচ, আকনাদি ও আতইচ, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

স্তন্যবর্দ্ধক যোগ। কার্পাসের মূল ও ইক্ষুমূল সমভাগে লইয়া কাঁজির দ্বারা বাটিয়া ভক্ষণ করিলে, অথবা ভুঁইকুমড়ার চূর্ণ দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি সহ খাইলে, স্তন্যদায়িনীর স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। সহ্য হইলে কেবলমাত্র দুগ্ধ বেশী পরিমাণে পান করিলেও চলে। সাধারণতঃ ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ও দুগ্ধ এই যোগটি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ও অতি উপকারী। ইহা প্রয়োগ করিলে, অন্য যোগ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

আর্ত্তবদুষ্টি, যোনিরোগ, রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর ও বাধকরোগে—ঔষধ।

রজোরোধক যোগ। ইহা আর্ত্তবদুষ্টি, বাধক ও প্রদরে অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে, প্রয়োগ করিবে, কিন্তু রক্তবন্ধ হইলে ইহা আর প্রয়োগ করিবে না, যেহেতু ইহা বেশীদিন প্রয়োগ করিলে, রজোলোপ হয়, সুতরাং গর্ভসঞ্চার হইতে পারে না। অনুপান—আতপ চাউলের জল।

রজোরোধকযোগ। হরীতকী, আমলকী ও রসাঞ্জন, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিবে। মাত্রা—এক আনা হইতে দুই আনা।

রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটী। স্বল্পরজঃ, রজোলোপ, কষ্টরজঃ এবং বাতিক-আর্ত্তবদুষ্টি ও বাতিক রক্তপ্রদরে অল্প রক্তস্রাব হইলে এবং তজ্জন্য যোনিদেশে ও তলপেটে বেদনা থাকিলে, এই বটিকা সেবন করিতে দিবে। কিন্তু গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করিবে না। গর্ভাবস্থায়ও ঋতুবন্ধ হয়, সুতরাং রোগ কিম্বা গর্ভসঞ্চারহেতু রজোস্রাব বন্ধ হইয়াছে, অগ্রে তাহা পরীক্ষা করিবে। ইহা জরায়ুর উপর ক্রিয়া করে, সুতরাং গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। প্রসববেদনা হইলে অথচ প্রসবে বিলম্ব হইলে, ইহা প্রয়োগে শীঘ্র সন্তান প্রসূত হয়। অনুপান—লাল জবাফুলের কলিবাটা ও মধু। জলসহ গিলিয়াও খাওয়া যায়।

রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটী। বিশুদ্ধ হিং, মুছব্বর ও শুঁঠচূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ। বটী ১ রতি।

বস্তিযোগ। শ্বেতপ্রদরে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত ও জ্বালাযন্ত্রণা থাকিলে এবং ঐ ক্ষত হইতে পূযমিশ্রিত স্রাব কিম্বা কেবলমাত্র পূয নির্গত হইলে, এই বস্তিযোগদ্বারা জননেন্দ্রিয়ে পিচ্কারী দিবে। ইহাতে ক্ষত ও জ্বালাযন্ত্রণা সদ্যঃ প্রশমিত হয়। ক্ষত ও পূযস্রাব না থাকিলে, যোনি ও প্রদররোগে প্রদাহ ও যোনিশোধনার্থ কেবলমাত্র ত্রিফলার কাথদ্বারা পিচ্কারী দিবে।

বস্তিযোগ। প্রস্তুতবিধি ৯২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দার্ব্ব্যাদি কাথ। শ্লৈষ্মিক আর্ত্তবদুষ্টি ও প্রদররোগে এবং অঙ্কুর-বাধকে অধিক রক্তস্রাব হইলে, এই কাথ রোগিণীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা অধিক রক্তরোধক, পরন্তু আর্ত্তবশোধক ও শ্বেতপ্রদরের ক্ষত বিনাশক। অন্যান্য বাধক, আর্ত্তবদুষ্টি এবং প্রদররোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধটি বহুপরীক্ষিত ও সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। অধিক রক্তস্রাব হইলে, প্রথমতঃ অশোককাথ প্রয়োগ করিবে এবং তাহাতে রক্তবন্ধ না হইলে, ইহা প্রয়োগ করিবে।

দার্ব্ব্যাদি কাথ। দারুহরিদ্রা, বিশুদ্ধ রসাঞ্জন, বাসক, মুথা, চিরতা, বেলশুঁঠ ও রক্তচন্দন, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। অগ্রে অন্যান্য দ্রব্যদ্বারা কাথ করিয়া পশ্চাৎ রসাঞ্জনচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

অশোককাথ। শ্লৈষ্মিক আর্ত্তবদুষ্টি ও রক্তপ্রদররোগে এবং অঙ্কুর-বাধকে অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা রক্তরোধক সুতরাং ঐ সকল রোগে অধিক রক্তস্রাব হইলে, সর্ব্বাগ্রে ইহা প্রয়োজ্য। ইহা প্রয়োগে রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে, দার্ব্ব্যাদি কাথ প্রয়োগ করিবে।

অশোককাথ। অশোকছাল ২ তোলা, জল ৬৪ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, একত্র জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। অত্যধিক রক্তস্রাবে কেহ কেহ ছাগদুগ্ধদ্বারা জ্বাল দিয়া রসাঞ্জনচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ দুগ্ধ ৮ তোলা ও জল ২৪ তোলা দিয়া জ্বাল দেওয়ার ব্যবস্থাও দিয়া থাকেন। এই নিয়মে কাথ করিতে হইলে, ৮ তোলা থাকিতে নামাইতে হয়।

অনন্তাদি কাথ। বাতিক ও পৈত্তিক আর্ত্তবদুষ্টি এবং প্রদররোগে ও রক্তমাত্রী এবং ষষ্ঠীবাধকে অল্প স্রাব হইলে, আর্ত্তবশুদ্ধির জন্য, বিশেষতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যোনিরোগে যোনি ও রজোশুদ্ধির নিমিত্ত ইহা

প্রয়োগ করিবে।' বেশী রক্তস্রাব না হইলে অথচ যোনিরোগ ও আর্ত্তবদুষ্টি থাকিলে, বিশেষতঃ শ্বেতপ্রদরে ইহা অত্যন্ত উপকারী। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঐ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতেন। আর্ত্তবশুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, কাথ সেবন বন্ধ করিবে।

অনন্তাদি ক্বাথ। অনন্তমূল, শ্যামালতা, যষ্টিমধু ও বামনহাটী সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

চন্দনাদি চূর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক প্রদরে বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিকপ্রদরে, রজোঽধিকরোগে ও জলকুমারক বাধকে অত্যধিক স্রাব নিবারণার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা যেমন স্রাবরোধক, তেমনি গাত্রদাহ এবং যোনি-প্রদাহ নিবারক ও আর্ত্তবশোধক। ইহা শ্বেতপ্রদরে যোনিক্ষত এবং ক্লেদ ও পূযরক্ত স্রাবে প্রয়োগ করা যায়। রক্তাতীসারে, রক্তপিত্তে ও রক্তার্শে অত্যধিক রক্তস্রাবনিবারণে ইহার শক্তি অসাধারণ। অশোককাথ ও দার্ব্ব্যাদি-কাথে রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে, ইহা প্রযোজ্য। অবস্থাভেদে অনুপান কল্পনা করিবে। রক্তস্রাব নিবারণের জন্য ডালিমপাতার রস, কুকৃশিম বা কুকুর-শোঁকার রস, কুড়চী ছালের রস বা রক্তনটের মূলের রসসহ প্রয়োজ্য। সাধারণ অনুপান—আতপতণ্ডুলের জল বা শীতল জল।

চন্দনাদিচূর্ণ। রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণারমূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুথা, চিনি, বালা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চীরছাল, শুঁঠ, আতইষ, ধাইফুল, রসাঞ্জন, আমের আঠীর শাস, জামের আঠীর শাস, মোচরস, নীলোৎপল, বরাহক্রান্তা, ছোটএলাচি ও দাড়িমের খোসা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। মাত্রা—চারি আনা।

পুষ্যানুগচূর্ণ। ইহাও চন্দনাদি চূর্ণের ন্যায় প্রবল রক্তরোধক। চন্দনাদি চূর্ণ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য, বিশেষতঃ অত্যধিক রক্তস্রাবহেতু হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা সমধিক উপকারী। শ্বেতপ্রদরে যোনিতে ক্ষত হইলে এবং সেই ক্ষত হইতে পূয বা ক্লেদযুক্ত স্রাব হইলে, প্রয়োগ করিবে। ইহা আর্ত্তবশোধক। অনুপান—চন্দনাদিচূর্ণের ন্যায়।

পুষ্যানুগচূর্ণ। আকনাদি, জামের আঠীর শাস, আমের আঠীর শাস, পাথরকুচি, রসাঞ্জন, অম্বষ্ঠা (ইহার অভাবে আকনাদি বা অশোকছাল প্রয়োগ করা যায়), মোচরস,

বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইষ, মুথা, বেলশুঁঠ, লোধ, গেরিমাটী, কট্‌ফল, মরিচ, শুঁঠ, কিস্‌মিস্‌, রক্তচন্দন, শোণাছাল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল, প্রত্যেকে সমভাগ। মাত্রা—চারি আনা।

পুষ্করলেহ। রক্তপ্রদর, বাধক ও আর্ত্তবদুষ্টিরোগে অশোক কাথ, দার্ব্ব্যাদিকাথ, চন্দনাদিচূর্ণ বা পুষ্যানুগচূর্ণ প্রয়োগদ্বারা প্রবল রক্তস্রাব বন্ধ হইলে এবং ঐ অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, বিশেষতঃ ধাতুক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। অন্যান্য অবস্থায়ও আর্ত্তব-শুদ্ধির জন্য প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—দুগ্ধ ও মধু।

পুষ্করলেহ। রসাঞ্জন, বংশলোচন, কাকড়াশৃঙ্গী, চিতামূল, যষ্টিমধু, ধনে, তালীশপত্র, খয়ের,জীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, বেড়েলা, দন্তীমূল ও শুঁঠ, পিপুল, মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, উৎকৃষ্ট মধু ৩২ তোলা এবং মরিচ্যি, লবঙ্গ, কাকলা, কিস্‌মিস্‌, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি, নাগেশ্বর, পিণ্ডখেজুর, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা; সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত-ভাণ্ডে রাখিবে। মধু উৎকৃষ্ট না হইলে, কিছুদিন পরে পচিয়া যায়।

প্রদরান্তক লৌহ। ইহা রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, নীলবর্ণ স্রাব, পীত-বর্ণ স্রাব, ক্লেদ বা পূযরক্ত স্রাব, যোনিপ্রদাহ, ঋতুকালীন বেদনা ও কুক্ষিশূল প্রভৃতি থাকিলে, প্রয়োগ করা যায়। সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক সর্ব্বাবস্থায়ই উপকারী। পরন্তু ইহা অত্যন্ত পুষ্টি ও বলকারক। অনুপান—চন্দনাদি চূর্ণেরন্যায়।

প্রদরান্তক লৌহ। লৌহ, তাম্রভস্ম, বিশুদ্ধ হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র, কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, বিট্‌, সৈন্ধব, করকচ, সাম্ভার, সচললবণ, চৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম, বচ, ধনে, কুড়, শঠী,আকনাদি, দেবদারু, এলাচি ও বিস্তারক বীজ; ইহাদের প্রত্যে-কের চূর্ণ সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী ৬ রতি।

প্রদরারি লৌহ। ইহার প্রয়োগপ্রণালী চন্দনাদি চূর্ণের ন্যায়। চন্দ-নাদি চূর্ণ বা পুষ্যানুগ চূর্ণ প্রয়োগে উপকার না হইলে, ইহা প্রয়োজ্য। ইহাতে লৌহ ও অভ্র আছে বলিয়া কাথ ও চূর্ণ অপেক্ষা সমধিক উপকারী। প্রবল রক্তস্রাব বন্ধ করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়। অনুপান—চন্দনাদি-চূর্ণের ন্যায়।

প্রদরারি লৌহ। কুড়চীর ছাল ১২॥০ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে

নামাইবে। এই কাথ ছাকিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে, পাত্র নামাইয়া উহাতে বরাহক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি, বেলশুঠ, মুথা, ধাইফুল, আতইষ এবং অভ্র ও লৌহ প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—অৰ্দ্ধতোলা।

নষ্টপুষ্পান্তক রস। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক আৰ্ত্তবদুষ্টি, বাধক ও প্রদর রোগে ইহা মহোপকারী। পৈত্তিক রজোদুষ্টি, বাধক এবং প্রদরে বিশেষতঃ সান্নিপাতিক প্রদরে উপকারী। যে কোন কারণে আৰ্ত্তব দূষিত হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। সর্বপ্রকার যোনিরোগে বিশেষতঃ যোনিশূল, ঋতুকালে-শূল এবং যোনি হইতে নানাবিধ ক্লেদ নির্গত হইলে, ইহা প্রয়োগে শীঘ্র রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—আতপচাউলের জল।

নষ্টপুষ্পান্তকরস। পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকের ৮ তোলা লইয়া কজ্জলী করিবে, অনন্তর লৌহ, বঙ্গ, সোহাগার খৈ, রৌপ্য, অভ্র ও তাম্রভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া গুলঞ্চ, ত্রিফলা, দন্তীমূল, শেফালিকাপাতা, কণ্টকারী, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, কুড়, বৃহতী, কাকমাচী, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, বেতাগ্র, গোক্ষুর, বাসক-ছাল ও বেড়েলা; ইহাদের রস বা কাথদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপর জীবন্তী, যষ্টিমধু, দন্তীমূল, লবঙ্গ, বংশলোচন, রাস্না ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অৰ্দ্ধতোলা করিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার জয়ন্তীপাতার রসদ্বারা মৰ্দ্দন করিয়া লইবে। বটী ৩ রতি।

প্রদরান্তক রস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক প্রদরে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। প্রদরের সহিত ঘুসঘুসে জ্বর ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, ইহাতে বেশ উপকার হয়। অনুপান—যজ্ঞডুমুরের রস মধু।

প্রদরান্তকরস। পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রূপা, খর্পর ও কড়িভস্ম প্রত্যেকে অৰ্দ্ধতোলা এবং লৌহ তিন তোলা, ঘৃতকুমারীরসে একদিন মৰ্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

চন্দ্রাংশুরস। যে কোন প্রকার জরায়ু দোষ, বাধক, যোনিরোগ, যোনিশূল, যোনিকণ্ডু, যোনিবিক্ষেপ, শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদরে ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা লাল জবাফুল অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে কষ্টরজঃ ও স্বল্পরজঃ প্রভৃতি রোগে রক্তস্রাব হয়। সাধারণ অনুপান—জীরার কাথ। সূতিকারোগেও ইহা প্রয়োগে উপকার হয়।

চন্দ্রাংশুরস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ ও বঙ্গ প্রত্যেকে সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন। বটী ২ রতি।

অশোকঘৃত। ইহা রক্তপ্রদরে সমধিক উপকারী। অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে, ইহা প্রয়োগে প্রবল রক্তস্রাব বন্ধ হয়, তবে স্রাবের প্রথম অবস্থায় অশোকক্কাথ, পুষ্যানুগচূর্ণ বা প্রদরারিলৌহ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া রোগ একটু পুরাতন হইলে, প্রয়োগ করা উচিত। ঘৃত প্রথম অবস্থার ঔষধ নহে এবং জ্বর বা উদরাময়স্বত্বেও প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই ঘৃত প্রয়োগের সাধারণ নিয়ম, তবে অশোকঘৃত মন্দাগ্নিতেও প্রয়োগ করা চলে। রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া রোগিণীর দেহ সুস্থ করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ। শ্বেত, নীল, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের স্রাব হইলে, তাহাতেও উপকারী। স্রাবকালীন বেদনা, কুক্ষিবেদনা, যোনিশূল, কৃশতা, পাণ্ডুতা, রক্তহীনতা, মন্দাগ্নি, অরুচি ও কামলা প্রভৃতি প্রদরের বিবিধ উপসর্গ ইহা প্রয়োগে বিনষ্ট হয়। ফলতঃ অতিশয় স্রাব, দূষিত স্রাব ও বেদনাযুক্ত নানাপ্রকার স্রাবে ইহা উপকারী। কেহ কেহ ঋতুবন্ধ হইলে ঋতুস্রাবের জন্য ইহা ব্যবস্থা করেন, কিন্তু রজো-নিঃসারণ করিবার শক্তি অশোক ঘৃতের নাই। ইহা পুষ্টি ও বলকর।

অশোকঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্কাথ্যদ্রব্য-অশোক-মূলের ছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। জীরা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। তণ্ডুল জল /৪ সের (একসের আতপচাউল কুটিয়া চারি সের জলে ভিজাইয়া রাখিলে তণ্ডুল জল প্রস্তুত হয়) ছাগদুগ্ধ /৪ সের ও কেশুয়োর রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—জীরক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়ালবীজ, পরুষফল, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, অশোকমূলের ছাল, কিস্‌মিস্‌, শতমূলী ও লাল নটের শিকড়, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে, ইক্ষুচিনি এক-সের মিশাইবে। চিনি মিশ্রিত না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। ভক্ষণ করিবার সময় চিনি মিশ্রিত করিলেই চলে।

ফলকল্যাণঘৃত। বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা, সর্ব্বপ্রকার জরায়ুবিকৃতি, আর্ত্তব-দুষ্টি, বাধক, প্রদর, গর্ভস্রাব, গর্ভপাত ও যোনিরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। যোনি হইতে অতি স্রাব বা ক্লেদযুক্ত স্রাব, যোনিশূল, কটিশূল ও রক্তহীনতা প্রভৃতি অবস্থায় ইহা মহোপকারী। যে সকল নারীর গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হয় কিম্বা মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় বা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই প্রাণত্যাগ করে অথবা

বেশী দিন বাঁচে না কিম্বা রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তান জন্মে, তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত অমৃতবৎ উপকারী। ইহা যথারীতি সেবন করিলে, কন্যার পরিবর্ত্তে পুত্রসন্তান জন্মে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

ফলকল্যাণঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। জীবিতবৎসা অথচ একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত লওয়ার বিধান। শতমূলীররস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিনি, বেড়েলার মূল, মেদ, ক্ষীরবিদারী, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, যমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিং, কট্‌কী, নীলোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাকোলী, চন্দন ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।—মাত্রা অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা।

বৃহৎ শতাবরীঘৃত। বাতিক ও পৈত্তিক আর্ত্তবদুষ্টি, প্রদর, বাধক ও যোনিরোগে ইহা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—গরমদুধ।

বৃহৎ শতাবরীঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। শতমূলী রস /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগাণী, মাষাণী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, গোক্ষুর, শৃকশিম্বী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, শালপাণী, চাকুলে, ভুইকুমড়া, অনন্তমূল, শ্যামালতা, চিনি ও গাম্ভারীফল ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

সিতকল্যাণঘৃত। বৃহৎ শতাবরীঘৃত যে যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। ইহা প্রয়োগে বন্ধ্যা স্ত্রী গর্ব্ভবতী হয় এবং যোনিরোগ, প্রদর ও বাধক প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

সিতকল্যাণঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। মূর্চ্ছাপাক করিবে। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কুমুদপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, গম, শালিতণ্ডুল, (দাদখানি বা আমন তণ্ডুল) মুগাণী, মাষাণী, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলার মূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, নীলোৎপল বা নীলশুঁদি, তালের মাথী, ভুইকুমড়া, শতমূলী, শালপাণী, জীরা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাকুড়বীজ ও কাঁচাকলা, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে ১ এক তোলা।

কুমারকল্পদ্রুমঘৃত। ইহা সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ। স্ত্রী-

রোগোক্ত ঘৃতের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আর্ত্তবদুষ্টিজনিত বন্ধ্যা, জন্মবন্ধ্যা, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আর্ত্তবদুষ্টি, যোনিরোগ, প্রদর ও বাধক একটু পুরাতন হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। যে সকল স্ত্রীলোকের ঋতু-স্রাব বন্ধ থাকে বা অল্প পরিমাণে স্রাব হয়, কিম্বা বেদনা বা কষ্টের সহিত স্রাব হয়, তাহাদের পক্ষে মহোপকারী। বেশী স্রাব হইলে, যেমন অশোক ঘৃত প্রয়োজ্য, তদ্রূপ অল্প স্রাবে ইহা প্রয়োজ্য। যাহাদের গর্ভপাত বা স্রাব হয় অথবা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা যায় কিম্বা দীর্ঘজীবী হয় না অথবা অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগেও যাহাদের ঐসকল অবস্থার প্রতীকার হয় না, তাহাদিগের পক্ষে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। ইহা গর্ব্ভাবস্থায়ও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণ ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ।

কুমারকল্পদ্রুমঘৃত। গব্যঘৃত /৮ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—ছাগমাংস /৬।০ সের ও দশমূল সমভাগে মিলিত /৬।০ সের, জল একশত সের, শেস-পঁচিশ সের। গোদুগ্ধ /৮ সের, শতমূলীররস /৮ সের। কল্কদ্রব্য—কুড় শটী, মেদ, মহা-মেদ, জীবক, ঋষভক, প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, তেজপাতা, এলাচি, শতমূলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, মুথা, নীলশূঁদি, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাকোলী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শ্বেতবেড়েলা, শরপুঙ্খা, ভূঁমিকুষ্মাণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুলে, শালপাণী, নাগেশ্বর, দারুহরিদ্রা, রেণুক, লতাফট্‌কী, শঙ্খপুষ্পী, নীলবৃক্ষের মূল, বচ, অগুরু, দারুচিনি, লবঙ্গ ও কুঙ্কুম; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা; পাকান্তে ছাকিবে এবং শীতল হইলে, কজ্জলী ৪ তোলা ও অভ্র ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা।

প্রদর, বাধক ও যোনিরোগে—পথ্যাপথ্য।

প্রদরে বেশী রক্তস্রাব হইলে, পদব্রজে বা যানবাহনে ভ্রমণ একবারে পরিত্যাজ্য। রোগিণীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে দিবে। পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, মসুর, মুগ, ছোলা ও অড়হর দাইল, মাগুর, ছোট রুই, চেঙ্গ ও বেলে-মাছের ঝোল, ঘৃতে সাঁতলান পটোল, মান, কাচকলা, বেগুণ, থোড়, মোচা, চালকুমড়া ও মূলা প্রভৃতির ব্যঞ্জন, মেষ, ছাগল ও কুক্‌ড়া প্রভৃতির মাংস, উচ্ছে, করলা, বেতাগ্র, হিঞ্চে ও পলতা প্রভৃতির শুক্ত উপকারী। দুগ্ধ সহ্যমত দিবে। জ্বর থাকিলে খৈর মণ্ড ও দুগ্ধ বা দুধবার্লি পথ্য দিবে। স্নান সহ্য-

মত। ভ্রমণ, মৈথুন, রৌদ্র বা অগ্নির তাপ, এবং মাষকলাই, তিল, দধি, সর্ষপ, রসোন, অম্লদ্রব্য ও বেশী লবণ ভক্ষণ ; এই সকল সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা।

স্ত্রী-পুরুষের মিলনেই সৃষ্টি,—স্ত্রী-পুরুষ লইয়াই জীবজগৎ। স্ত্রীপুরুষ-ব্যতীত সৃষ্টিকার্য্য চলিতে বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে না। জীবজন্তুর তো কথাই নাই, উদ্ভিদের উৎপত্তিও স্ত্রী-পুরুষ-মিলন সাপেক্ষ। সৃজন-কার্য্যে পুরুষ জনক ও স্ত্রী জননী।

যৌবন। যৌবনে মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাধারণতঃ হৃষ্টপুষ্ট, বর্দ্ধিত এবং মানসিক বৃত্তিসমূহ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ও তৎসঙ্গে কামেচ্ছা স্বভাবতই বলবতী হইয়া থাকে। পুরুষের নানাস্থানে লোম উদ্গত হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্তনোদ্গম, যোনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং যোনি ও বস্তিদেশে লোম উদ্গত হয়, পরন্তু স্তন ক্রমশঃ পীনোন্নত হইতে থাকে। বালিকা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, বালিকা-সুলভস্বভাব এবং পুরুষের সংস্রব ত্যাগ করে ও লজ্জাশীলা হয়।

ঋতু বা স্ত্রীধর্ম্ম। প্রথম রজোস্রাবকে, ঋতুদর্শন বা পুষ্পদর্শন কহে। রজঃ, আর্ত্তব, পুষ্প ও ঋতু একার্থবোধক। এই রজঃ জরায়ুকোষ হইতে নির্গত হয়।

প্রথম ঋতুদর্শনের কাল। দেশ, কাল ও শরীরাবয়বের তারতম্য-বশতঃ ঋতুদর্শনের সময়ের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্ত্রীদিগের অল্প বয়সে প্রথম ঋতুদর্শন হয়। এতদ্দেশের বালিকাগণের প্রায় ১১ হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে ঋতু প্রকাশ পায়। ভোগ-বিলাসিনী বালিকাদিগের কিম্বা বলিষ্ঠা ও স্থূলকায়াগণের ইহা অপেক্ষাও অল্প বয়সে ঋতুপ্রকাশ পায়। এতদপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আরও অল্প বয়সে এবং শীতপ্রধান দেশে অধিক বিলম্বে ঋতুপ্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথম রজঃ প্রবর্ত্তিত হইবার পর প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একবার করিয়া স্রাব হয় ও তাহার পর বন্ধ হইয়া যায়। মাসিক ঋতুর প্রারম্ভে

বস্তিদেশে ভারবোধ ও রতিসম্ভোগেচ্ছা বলবতী হয়।' কিন্তু কাহারও বা ঋতুর সময় কোন প্রকার অসুখই বোধ হয় না এবং কাহারও বা কমবেশী যন্ত্রণা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ২০।২১ দিন হইতে ২৭।২৮ দিন অন্তর ঋতুস্রাব হয়। এই আর্ত্তব ও শুক্রদ্বারা গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভাবস্থায় স্রাব হয়-না, কারণ আর্ত্তববাহিনী নাড়ী গর্ভদ্বারা আবৃত থাকে। ঋতুদর্শনের দিন হইতে ক্রমাগত যোলদিন পর্য্যন্ত জরায়ু বা গর্ভাশয়ের মুখ বিস্তৃত থাকে এবং ঐ সময়ের মধ্যেই গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু যোল দিন পরে জরায়ুর মুখ সঙ্কুচিত হইয়া যায় বলিয়া তৎকালে মৈথুন করিলেও গর্ভসঞ্চার হয় না।

গর্ভসঞ্চার ও তজ্জনিত উপসর্গ। যেমন দিবাভাগে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় এবং দিবা অবসানে অর্থাৎ সন্ধ্যা হইলে, আবার মুদিত হয়, তদ্রূপ ঋতু-দর্শনের প্রথম দিবস হইতে যোলদিবস পর্য্যন্ত জরায়ু অর্থাৎ গর্ভাশয়ের মুখ বিস্তৃত থাকে ও তৎপরে আবার সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং ঐ যোলদিবস পর্য্যন্ত গর্ভাধানের সময়। পুরুষেরও শুক্র স্খলিত হইয়া গর্ভাশয়ের মুখে পতিত হইলে, আর্ত্তবের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভসঞ্চার হইলে ঋতুস্রাব-বন্ধ, বিনাশ্রমে শান্তিবোধ, উরুদেশের অবসন্নতা, পিপাসা এবং শরীরের গ্লানি ও যোনিস্ফুরিত হওয়া, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনন্তর ক্রমশঃ স্তনাগ্রভাগের কৃষ্ণবর্ণতা, অক্ষিপল্লবদ্বয়ের নিমীলন, সুখাদ্য ভক্ষণেও বমনভাব বা বমন, সুগন্ধগ্রহণে উদ্বেগ, মুখ হইতে জল উঠা ও শরীরের অব-সন্নতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের আকৃতি, শঙ্খনাভির আকৃতির ন্যায়, তিনটি আবর্ত্ত (প্যাঁচ) বিশিষ্ট, ইহার শেষ অর্থাৎ তৃতীয় আবর্ত্তে জরায়ু বা গর্ভাশয় অবস্থিত। গর্ভাশয়ের আকৃতি রোহিতমৎস্যের মুখের ন্যায়। রোহিত মৎস্য যেরূপ জলে অবস্থান করে, তদ্রূপ পিত্তাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে জরায়ু অর্থাৎ গর্ভকোষ অবস্থিতি করে এবং রোহিতমৎস্যের মুখের বহির্ভাগ যেমন অল্প ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ মুখের অভ্যন্তর অধিক বিস্তৃত, তদ্রূপ গর্ভাশয়ের মুখ ক্ষুদ্র, কিন্তু মধ্যের বিস্তৃতি অধিক।

শুক্র ও আর্ত্তব গর্ভাশয়ে যেরূপ তরলভাবে পতিত হয়, প্রথম মাসে সেই-রূপই থাকে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না।

দ্বিতীয় মাসে সেই শুক্র ও শোণিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদ্বারা পচ্যমান হইয়া গাঢ় অর্থাৎ ঘন হয়।

তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক এই পাঁচটি অবয়বে পাঁচটি স্থূল পিণ্ড জন্মে এবং তাহাতে অঙ্গের অবয়বসকল সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে।

চতুর্থমাসে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিস্ফুট হয় এবং হৃদয় জন্মে ও চেতনা-সঞ্চার হয়।

পঞ্চমমাসে মন ও ষষ্ঠমাসে বুদ্ধি জন্মে। সপ্তমমাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়। অষ্টমমাসে ভ্রূণ-দেহে ওজোধাতু জন্মে। অষ্টমমাসের পর অর্থাৎ নবমমাস হইতে প্রসবের কাল।

গর্ভিণীর রসবাহিনী নাড়ী গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ীর সহিত সংলগ্ন থাকে, একারণ গর্ভিণী মাতার আহারাদি অর্থাৎ ভোজন, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, ভ্রমণ ও নিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় ও তাহাতেই সন্তান জীবন ধারণ করে এবং হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

সতর্কতা।

গর্ভাবস্থায় সতর্কভাবে পরিশ্রম বা ভ্রমণাদি নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু অসতর্ক ভাবে ভ্রমণ এবং ভারবহন প্রভৃতি নিষিদ্ধ। ভ্রমণ, শয়ন বা উপবেশনকালে যাহাতে পদস্খলন প্রভৃতি না হয় এবং তজ্জন্য গর্ভাশয়ে আঘাতাদি না লাগে, সে বিষয়ে খুব সতর্ক হওয়া উচিত। স্মরণ রাখা উচিত যে কি স্ত্রী, কি পুরুষ অঙ্গ-চালনা বা পরিশ্রম না করিলে, শারীরিক যন্ত্রাদি ক্রমশঃ শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, ভুক্তদ্রব্য সুচারুরূপে জীর্ণ হয় না ও তজ্জন্য নানাবিধ ব্যাধি উপস্থিত হয়।

শরীর, মন ও পরিশ্রম। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর শরীর সুস্থ এবং মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে, তৎপ্রতি এবং আহার বিহারাদির প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা উচিত। মিষ্ট অথচ স্নিগ্ধ প্রীতিপ্রদ, তরল, লঘুপাক ও অগ্নিবর্দ্ধক পানভোজন গর্ভিণীর পক্ষে উপকারী। অধিক শ্রমজনক কর্ম্ম করা কিম্বা এককালে বসিয়া থাকা উভয়ই দোষের। একবারে পরিশ্রম না করিলে, মন প্রফুল্ল থাকে না, পরন্তু নানাপ্রকার কুচিন্তা উপস্থিত হয়, তবে যাহাতে

পদস্খলন না হয় এবং গর্ভে আঘাত না লাগে, তদ্রূপভাবে গর্ভিণীর কাযকর্ম্ম ও ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা গর্ভিণীকে একেবারে বসিয়া থাকিতে পরামর্শ দেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মিত্ররূপী শত্রু। অলসভাবে বসিয়া থাকিলে, প্রসব-বেদনায় গর্ভিণীকে অভিভূতা হইতে হয়। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য বেশী প্রয়াস পাইতে হইবে না, যে সকল গর্ভিণী যত অধিক বিলাসিতায় কালহরণ করেন, তাঁহারাই প্রসবে তত অধিক কষ্ট পাইয়া থাকেন, পক্ষান্তরে শ্রম-জীবি-সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা আসন্নপ্রসব অবস্থায়ও যথারীতি দৈনিক কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। এমনও অনেক দেখা যায়, হয়ত দুই চারিক্রোশ ব্যব-ধানে কর্ম্মস্থল, কর্ম্মস্থলে যাওয়ার পূর্ব্বে প্রসবের কোনও লক্ষণ উপস্থিত হয়-নাই, গর্ভিণী যথারীতি কর্ম্মস্থলে গিয়া স্বীয়কার্য্য পূর্ব্ববৎ করিতেছে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে প্রসব-বেদনা উপস্থিত ও সঙ্গে সঙ্গে প্রসব করিয়াছে। এই সকল ঘটনা দেখিয়া গর্ভাবস্থায় বসিয়া থাকা উচিত কিনা বেশ বুঝা যায়।

অকরণীয়। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত বা অসতর্কভাবে পরিশ্রম, উপবাস, পুরুষ-সহবাস, রাত্রি-জাগরণ, শোক, হস্তী ও অশ্বাদি যানে আরোহণ, মল-মূত্রাদির বেগ-ধারণ, বিপরীতভাবে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা বা চীৎকার করা, অধিক তৈল মর্দ্দন, কঠিন শয্যায় কিম্বা উচ্চস্থানে শয়ন প্রভৃতি পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পীড়া। গর্ভাবস্থায় নানা প্রকার রোগ উপস্থিত হয়। সময় সময় ঐ সকল রোগ এতই প্রবল হয় যে, গর্ভিণীর জীবন-নাশের আশঙ্কা উপস্থিত বা মৃত্যু হইয়া থাকে। বমন, গর্ভশূল, দন্তশূল, দন্তক্ষত, লালা-নিঃসরণ, জ্বর, উদরাময়, শ্বাসকষ্ট, শিরঃপীড়া, গ্রহণী, অতীসার, রক্তাতীসার, অগ্নিমান্দ্য, আলস্য, দুর্ব্বলতা, আমাশয় ও রক্তামাশয়, শোথ, আক্ষেপ, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কোষ্ঠকাঠিন্য, যোনিশূল, যোনিপ্রদাহ, যোনিকণ্ডু, পিপাসা, গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত প্রভৃতি কতকগুলি রোগ আহারবিহারাদির অনিয়মে প্রকাশ পাইয়া থাকে; স্বভাবতঃ বমনাদি যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা গর্ভসঞ্চার বশতঃ শরীর ও মনের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের ফল অর্থাৎ ঐসকল উপসর্গ গর্ভসঞ্চারের লক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের মাসে মাসে ঋতু স্রাব হয়, কিন্তু গর্ভ-সঞ্চার হইলে, স্রাব বন্ধ হয় এবং স্রাব বন্ধ হইলে, বিনা পরি-

শ্রমে শ্রমবোধ, উরু ও শরীরের অবসন্নতা, পিপাসা, শরীরের গ্লানি, যোনি-স্ফুরণ, মুখ হইতে জল বা লালা-নিঃসরণ, সুখাদ্য বা সুগন্ধ গ্রহণেও বমনভাব বা বমন এবং অত্যধিক অলসতা প্রভৃতি লক্ষণগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল লক্ষণ প্রবলভাবে প্রকাশ পাইলে, যথারীতি চিকিৎসা করিতে হয়, না করিলে, গর্ভস্রাব হইতে পারে। বমনের আধিক্য বশতঃ গর্ভস্রাব হওয়া সমধিক সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত মৈথুন ও অধিক পরিশ্রম, অসতর্কভাবে বা দ্রুতবেগে ভ্রমণ এবং আহারাদির অনিয়মেও নানাপ্রকার লক্ষণ উপস্থিত বা গর্ভস্রাব হইতে পারে।

গর্ভপাতের কারণ। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত মৈথুন, ভ্রমণ, দ্রুতগামী-যানে বিচরণ, পরিশ্রম, পীড়ন (টেপাটিপি), জ্বর, উপবাস, উচ্চস্থান হইতে পতন, আঘাত, অজীর্ণ, দ্রুতবেগে গমন, বমন, বিরেচন, কুন্থন (কোঁথ-দেওয়া), যাহাতে গর্ভস্রাব হইতে পারে এরূপ দ্রব্য ভক্ষণ বা যোনিরন্ধ্রে প্রবেশ করান, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, উৎকট বা বিষমভাবে উপবেশন বা শয়ন এবং তীক্ষ্ণ ও রুক্ষগুণবিশিষ্ট বা উষ্ণবীর্য্য এবং কটু ও তিক্তরসযুক্ত দ্রব্য অধিক ভোজন; এই সকল কারণে গর্ভপাত বা গর্ভস্রাব হয়। এতদ্ব্যতীত ফিরঙ্গ বা বিষাক্ত মেহ থাকিলেও গর্ভস্রাব হয়। পরন্তু আজকাল যেন অধিকাংশ স্থলে ঐ দুই কারণেই গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

গর্ভপাতের পূর্ব্বলক্ষণ। গর্ভপাত হইবার পূর্ব্বে যোনিদ্বার হইতে বেদনার সহিত রক্ত নির্গত হয়।

গর্ভস্রাবের কাল। গর্ভসঞ্চারের সময় হইতে চারি মাস অবধি (পর্য্যন্ত) রক্ত তরল অবস্থায় থাকে, সুতরাং চারি মাসের মধ্যে স্রাব হইলে, রক্তই স্রাব হয়, এজন্য উহাকে গর্ভস্রাব কহে, কিন্তু চতুর্থ মাসের পর গর্ভ স্থিরভাবাপন্ন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিশিষ্ট হয় বলিয়া পঞ্চম, ষষ্ঠ বা তদধিক মাসে পতিত হইলে, তাহাকে গর্ভপাত বলে।

গর্ভপাতের উদাহরণ। যেমন পাকা ফল আঘাতাদিপ্রাপ্ত হইলে, বৃন্তচ্যুত হইয়া বৃক্ষ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ তলপেটে কোন প্রকার আঘাত, বিষমভাবে উপবেশন অথবা পীড়নাদি দ্বারা গর্ভপাত হইয়া থাকে।

গর্ভপাতের উপদ্রব। গর্ত্তপাত হইলে, রোগিণীর দাহ, পার্শ্বশূল, পৃষ্ঠ-বেদনা, প্রদর, আনাহ এবং মুত্র-রোধ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। গর্ত্ত কোন কারণে স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া স্থানান্তরিত হইলে, আমাশয় ও পক্কাশয়ের ক্ষুব্ধতা এবং উক্ত পার্শ্বশূলাদি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

অকাল প্রসবের লক্ষণ। সপ্তম মাসে গর্ত্তস্থ ভ্রূণ চেতনাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তৎকালে গর্ত্তিনী কোন প্রকার আঘাত বা ভয়প্রাপ্ত হইয়া সন্তান প্রসব করিলে, তাহাকে অকাল প্রসব কহে।

নাগোদর গর্ব্ভের লক্ষণ। বায়ুর অত্যধিক প্রকোপবশতঃ গর্ভাশয়স্থ ভ্রূণ ক্রমশঃ শুকাইয়া কঠিন হইলে, তাহাকে নাগোদর গর্ত্ত কহে। এই রোগে গর্ত্তিণীর আধ্মান প্রকাশ পায়।

গর্ব্তিণীরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

গর্ত্তিণীর বমনেচ্ছা বা বমন প্রকাশ পাইলে, প্রথমতঃ নানাবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। প্রথম অবস্থায় প্রাণবল্লভরস অতি উপকারী। ইহা কেবল বমনের ঔষধ নহে, বাতপিত্তাধিক সমস্ত রোগে অনুপানভেদে প্রয়োগ করা যায়। ইহাতে উপকার না হইলে জ্বররোগোক্ত চন্দ্রকান্তিরস প্রয়োগ করিবে। এই সকল ঔষধ গর্ত্তিণীর জ্বর সত্বে বমন হইলেও প্রয়োগ করা যায়। তৃষ্ণায় ধনে ও মৌরী ভিজান জলসহ দিবে। বমনের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর, কাস, শ্বাস ও হিক্কা থাকিলে, বাসাকাথ এক বেলা দিবে। এই দুই প্রকার ঔষধে বমনেচ্ছা বা বমন প্রশমিত না হইলে, বমনরোগোক্ত পিপ্পল্যাদ্য-লৌহ ব্যবস্থা করিবে। জ্বর, শ্বাস, কাস, অরুচি, দাহ, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতিও ইহাতে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গর্ত্তিণীকে ঔষধ প্রয়োগ করিতে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ঔষধটি উৎকট তিক্ত বা বিস্বাদ না হয়, কারণ ঐরূপ ঔষধ প্রয়োগে গর্ত্তস্রাব হইতে পারে। গর্ত্তিণীর যে কোন রোগে শ্বাস ও হিক্কা প্রকাশ পাইলে, শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ও অষ্টাঙ্গাবলেহ প্রয়োগ করিবে।

উৎকৃষ্ট স্বর্ণসিন্দূর একরতি বা দুইরতি মাত্রায় অনুপান-ভেদে প্রসূতির যে-কোনরোগের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। বমিতে পটোলের রস, বেদা-

নার রস কিম্বা ডালিমের রস ও মধু বা শশার বীচির শাস বাটা ও স্তনদুগ্ধসহ, বমি ও কোষ্ঠকাঠিন্যে ডাবের জলে খৈ ভিজাইয়া সেই জল সহ, তৃষ্ণায় বেদানার রস বা মৌরীর জলসহ, মাথা ঘুরিলে, আমলকী ভিজান জলসহ বা শতমূলীর রস সহ, গাত্রদাহ ও যোনিপ্রদাহে গুলঞ্চের রস বা নালিতা অথবা পাটপাতা ভিজান জলসহ কিম্বা পলতার রসসহ দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্যে তীব্র বিরেচন কদাপি প্রয়োজ্য নহে। প্রথমে গোলাপফুল ও কিস্‌মিস্ বাটা প্রয়োগ করা উচিত, তদভাবে বা তাহাতে উপকার না হইলে, ক্যাষ্টরঅয়েল প্রয়োগ করা যায়। জ্বররোগোক্ত বিরেচনযোগ প্রয়োগ করিলেও চলে। মন্দাগ্নি বা বাতাজীর্ণে বৃহৎ অগ্নিকুমার বা ভুবনেশ্বর উষ্ণ জলসহ দিবে। অতীসার বা প্রবাহিকায় অতীসারোক্ত লবঙ্গাদি বা বৃহৎ লবঙ্গাদি, জাতীফলরস অথবা জ্বরচিকিৎসোক্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক মুথার রস ও মধুসহ অথবা লবঙ্গাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। জ্বরাতীসারে জ্বরাতীসারোক্ত অমৃতার্ণব মুথার রস ও পিপুলচূর্ণসহ দিবে। রক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিকায় অতিসারোক্ত কুটজাবলেহ বা কুটজাষ্টক ছাগদুগ্ধ সহ দিবে। অতীসার বা আমাশয়ে অল্প রক্ত নির্গত হইলে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক লালনটের মূল বা কুড়চীর ছালের রস সহ প্রয়োগ করিলেও চলে। প্রবল অতীসার বা গ্রহণীতে জীরকাদি মোদক, বৃহৎ জীরকাদি মোদক বা মুস্তকাদিমোদক ব্যবহার করা যায়। এতদ্ব্যতীত অবস্থা-ভেদে ঐ সকল রোগোক্ত নানাবিধ কাথও প্রয়োগ করা যায়। প্রবল অরুচি হইলেও অন্যান্য অম্ল খাইতে দিবে না। অতি পুরাতন তেঁতুল ও আমরুল শাকের টক্ দিবে। জ্বররোগোক্ত আমলাদ্য-যোগ ব্যবস্থা করা যায়। অম্লপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অম্লারি বা শ্বেতচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। জ্বর এবং তৎসঙ্গে কাস, শ্বাস ও বক্ষঃ-স্থলে বেদনা প্রকাশ পাইলে, জ্বররোগোক্ত দশমূলকাথ দিবে। জ্বরে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ অথবা বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত হইলে, মধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র করিয়া তাহা অঙ্গুলিতে মাখাইয়া সেই অঙ্গুলি দ্বারা রোগিণীর জিহ্বা আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিবে, ইহাতে শ্লেষ্মা বাহির হইবে এবং দশবৎসরের পুরাতন ঘৃত পানে মাখাইয়া সেই পান গরম করিয়া বক্ষঃস্থলে পুনঃ পুনঃ স্বেদ দিবে ও তিসি বা মসিনার পুল্‌টিস্ প্রয়োগ

করিবে কিন্তু কখনও বমন করাইবে না, গর্ত্তাবস্থায় বমনের ঔষধ প্রয়োগ করিলে, গর্ত্তস্রাব হইতে পারে। শিরঃপীড়া, মুখ হইতে লালা নিঃসরণ বা সর্ব্বদা থুথু ফেলা, দন্তশূল, দাঁতের মাঢ়ীর স্ফীতি ও দন্তক্ষত প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, কফরোগোক্ত কফচিন্তামণি, জ্বরচিকিৎসোক্ত স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা বাতব্যাধিরোগোক্ত নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস বা লক্ষ্মীবিলাস ব্যবস্থা করিবে। শিরোরোগের সহিত জ্বর এবং অন্যান্য বাত-শ্লৈষ্মিক উপসর্গ কিম্বা জ্বরের সহিত শিরঃপীড়া থাকিলে, তাহাও ঐ সকল ঔষধে দূরীভূত হয়। দন্তশূল ও দন্তস্ফীতিতে আদার রসের কুলি প্রশস্ত।

গর্ত্তাবস্থায় শোথ একটি প্রধান উপসর্গ, শোথের জন্য শোথরোগোক্ত পুনর্নবাষ্টক ক্বাথ ও পুনর্নবাদিচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। শোথের সহিত জ্বর, পাণ্ডু, এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, তাহাও উহাতে বিনষ্ট হয়। শোথের সহিত পাণ্ডু ও কামলার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, দার্ব্ব্যাদিলৌহ প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় নবায়সলৌহ অতি উপকারী, কিন্তু উহা রক্তচিতা সংযুক্ত বলিয়া সকলে ব্যবস্থা করেন না। রক্তচিতা জরায়ুর উপর ক্রিয়া করে, সুতরাং উহা প্রয়োগে যদিই বা গর্ত্তস্রাব হয়, ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা। আবার কেহ কেহ প্রয়োগও করেন, তাঁহারা বলেন কেবলমাত্র রক্তচিতার প্রয়োগই অনিষ্টকর, কিন্তু এতগুলি ঔষধসংযুক্ত রক্তচিতা কোনও অনিষ্ট করিতে পারে-না, বাস্তবিক প্রয়োগ করিয়া কুত্রাপি অনিষ্ট সংঘটিত হইতে দেখা যায় নাই। শোথ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও উদরাময় থাকিলে এবং অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে, পর্পটী প্রয়োগ করিবে। পাণ্ডু, কামলা, শোথ ও উদরাময়ে পাণ্ডু ও কামলারোগোক্ত লৌহপর্পটী বা পঞ্চা-মৃত পর্পটী কিম্বা ঐ সকল লক্ষণের সহিত উদরী থাকিলে উদররোগোক্ত স্বর্ণ-পর্পটী প্রয়োজ্য। জ্বরবিকারে জ্বররোগোক্ত কস্তূরীভূষণ, কস্তূরীভৈরব বা বৃহৎ কস্তূরীভৈরব প্রভৃতি অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিবে।

যকৃৎ থাকিলে, যকৃদরিলৌহ এবং প্লীহা থাকিলে গুড়পিপ্পলী ব্যবস্থা করিবে। রক্তপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রক্তপিত্তরোগোক্ত এলাদিগুড়িকা ও অন্যান্য যোগ প্রয়োগ করিবে।

গর্ভশূল ও রক্তস্রাব। গর্ত্তশূল গর্ত্তাবস্থায় একটি প্রধান উপসর্গ।

গর্ভাবস্থায় গর্ভশূল প্রকাশ পায়, তাহা সকলেরই জানা আছে, কিন্তু প্রতিমাসে ঐরূপ বেদনা কেন হয়, তাহা অনেকেরই জানা না থাকিতেও পারে। স্ত্রী-দিগের মাসে মাসে একবার করিয়া ঋতু স্রাব হয়, ইহা স্বাভাবিক। ঋতুস্রাবের সময় হইলে, জরায়ুর দ্বার প্রসারিত হয়, আবার ষোলদিন পরে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সুতরাং গর্ভাবস্থায় ঋতুস্রাব বন্ধ এবং জরায়ুর দ্বার সঙ্কুচিত থাকিলেও যাহার যতদিন পরে ঋতুস্রাব হওয়ার নিয়ম, সেই সময় উপস্থিত হইলেই, জরায়ু বা গর্ভাশয়ে বেদনা উপস্থিত হয়, পরন্তু গর্ভসঞ্চারের পত্রৈ ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, প্রকৃতিগত সঙ্কোচন ও প্রসারণের ভাব এককালে দূরীভূত হয় না, সুতরাং কাহারও কাহারও অল্প ঋতু স্রাব হইতে দেখা যায়, তবে উহা অবশ্যই শুভ লক্ষণ নহে, এবং তজ্জন্যই মাসে মাসে স্রাবের আশঙ্কা নিবারণের জন্য মাসে মাসে ঔষধ প্রয়োগের বিধি আছে। কারণ অল্প অল্প স্রাব কিছু দিন হইতে থাকিলে, অকস্মাৎ বেশী স্রাব হইয়া গর্ভ নষ্ট হইতেও পারে; যেহেতু যোনিদ্বার হইতে রক্তস্রাব গর্ভ-পাতের পূর্ব্বলক্ষণ।

গর্ভশূল উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণের জন্য কুশমূল, কেশে মূল, ভেরেণ্ডার মূল ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ অথবা শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারুর কাথ পান করিতে দিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্ররোধ, দাহ, পিপাসা ও রক্তস্রাব হইলে, কিম্বা গর্ভ স্থানচ্যুত হইলে, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর পান করিতে দিবে। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব পূর্ব্বোক্ত কারণেও হয়, আবার সন্তান অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বর্দ্ধিত হইলে কিম্বা ২। ৩টি সন্তান একবারে জন্মিলে, জরায়ুতে অধিক চাপ লাগিয়া তাহার গাত্রাবরণ বিদীর্ণ হইলেও হয়। রক্তস্রাব হইলে, উৎপলাদিকাথ সেবন করাইবে। গর্ভ স্থানচ্যুত হইলে এবং তজ্জন্য দাহ, রক্তস্রাব ও বেদনা প্রকাশ পাইলে, হ্রীবেরাদিকাথ বা বৃহৎ হ্রীবেরাদিকাথ ব্যবস্থা করিবে।

গর্ভিণীর জ্বর হইলে, এরণ্ডাদিকাথ অথবা জ্বররোগোক্ত স্বল্পপঞ্চমূলকাথ বা দশমূল কাথ প্রভৃতি বাতাদি দোষভেদে প্রয়োগ করিবে। জ্বরের প্রথম অবস্থায় কফরোগোক্ত কফচিন্তামণি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য, সুতরাং নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা যায়। তাহাতে উপকার না হইলে, গর্ভ-বিনোদ রস বা গর্ভচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। ঐ ঔষধে বিশেষ উপকার

না হইলে, অথচ জ্বর পুরাতন ও ধাতুগত হইলে, স্বল্প গর্ভচিন্তামণি, বৃহৎ গর্ভচিন্তামণি বা গর্ভপীযূষবল্লী প্রভৃতি অথবা জ্বররোগোক্ত জয়মঙ্গল রস প্রভৃতি জ্বরনাশক ঔষধসকল অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিবে।

গর্ভ সঞ্চার হইলে, অন্ততঃ একটি ঔষধ রীতিমত প্রত্যহ সেবন করান কর্ত্তব্য, তাহা হইলে প্রায়শঃ কোন উপসর্গ উপস্থিত হয় না, তবে যাহারা নীরোগ ও সুস্থ, তাহারা সেবন না করিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহাদের গর্ভ সঞ্চার হইলেই নানা উপসর্গ উপস্থিত বা গর্ভপাত হয়, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ একটি ঔষধ ব্যবহার নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় বাতপ্রধান-শরীরে বায়ু, পিত্তপ্রধান শরীরে পিত্ত ও শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে শ্লেষ্মার প্রকোপ সমধিক প্রকাশ পায়, ইহাই স্বাভাবিক, সুতরাং তাহা নিবারণের জন্যও ঔষধ-প্রয়োগ কর্ত্তব্য। বাতপ্রধান শরীরে আক্ষেপ, পিত্তপ্রধান শরীরে দাহ, পাণ্ডুতা, শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে গাত্র-গুরুতা ও শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবেই ; সুতরাং ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত গর্ভিণীর সুস্থ শরীরে থাকা অসম্ভব। বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মার প্রকোপে সাধারণতঃ দশমূলকাথ প্রয়োগ করিলেই চলে। বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে গাত্রবেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে বাতব্যাধি-রোগের বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, পিত্তাশ্রিত বাতে অর্থাৎ বায়ুর রুক্ষাবস্থায় চিন্তা-মণিচতুর্ম্মুখ, পিত্তাধিক শরীরে অম্লপিত্তরোগোক্ত গুড়ূচ্যাদিলৌহ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়। বাতশ্লেষ্মার আধিক্যে শিরঃপীড়া হইলে কিম্বা শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ মুখ-প্রসেক ও গাত্রগুরুতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, বাতব্যাধি-রোগোক্ত নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস বা কফচিন্তামণি প্রয়োজ্য।

বায়ুপ্রধান শরীরে অথবা বায়ুবর্দ্ধক আহার দ্বারা গর্ভ শুষ্ক না হয়, তৎ-প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কোন কোন গর্ভিণীর গর্ভ এইরূপে অসাব-ধানতাবশতঃ শুকাইয়া কঠিন হয় এবং তাহাতে জীব সঞ্চার হয় না, পরন্ত বায়ুর অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ কখনও কখনও প্রবল আধ্মান উপস্থিত হয়, আবার কখনও কখনও বায়ুর প্রকোপ হ্রাস পাইলে, আধ্মান স্বতই হ্রাস পায়। ইহাকে নাগোদর গর্ভ কহে। এই অবস্থায় কোন কোন স্থলে জনরব প্রচারিত হয় যে, ভূতে সন্তান অপহরণ করিয়াছে। ইহাতে বাতব্যাধি-রোগোক্ত বায়ুনাশক মাষবলাদি কাথ ও চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ এবং তৎসঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্য

ব্যবস্থা করিবে। মুখ হইতে অধিক লাল নির্গত হইলে, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের কাথের কুলি করিতে দিবে, এই অবস্থায় বৃহৎ গর্ভচিন্তামণি অসাধারণ উপকারী। নাগোদর গর্ভের চিকিৎসা করিতে হইলে, অগ্রে পরীক্ষা করা আবশ্যক। চতুর্থ মাসেই ভ্রূণের চেতনা জন্মে, সুতরাং ভ্রূণ সচেতন কি অচেতন তাহা স্বাভাবিক অঙ্গ চালনা দ্বারা পঞ্চম মাস হইতেই বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। যদি নিতান্তই সন্দেহ উপস্থিত হয়, শিক্ষিতা ধাত্রী দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া নিঃসন্দেহে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়। নবম বা দশম মাস সাধারণতঃ প্রসবের কাল, সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে প্রসব না করিলে, পরীক্ষা করিবে। শুষ্ক গর্ভ নিষ্কাশনের জন্য যোনিরোগোক্ত রজঃপ্রবর্ত্তিনীবটী স্থানিক প্রয়োগ করিবে। এই সকল ঔষধ প্রয়োগে শুষ্ক গর্ভ কোমল হইলে, গর্ভ পাতকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

এই অবস্থায় বিশেষ বিবেচনার সহিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কতকগুলি ঔষধ সাধারণতঃ অত্যধিক উগ্র, সুতরাং তাহা প্রয়োগ করিলে রোগিণীর যন্ত্রণার সীমা থাকে না, পরন্তু অধিকাংশ স্থলে মারাত্মক বিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, রাংচিতা, করবীর বীজ প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর। উহা প্রয়োগ নিতান্তই নির্ব্বোধের কার্য্য। আর কতকগুলি ঔষধ তাদৃশ উগ্র নহে, সুতরাং তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হিং জলে গুলিয়া লইবে, পরে একটি কাপড়ের দ্বারা বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া তাহার অগ্রভাগে উপর্য্যুপরি কয়েকবার উহা মাখাইবে ও রৌদ্রে শুকাইবে। এই বাতি যোনিরন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইবে ও যাহাতে জরায়ুর দ্বার পর্য্যন্ত পৌছায় তদ্রূপভাবে স্থাপন করিবে। এইরূপে একদিন বা একদিন একরাত্রি স্থাপন করিয়া রাখিলে গর্ভ নিষ্কাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। অগ্রে প্রলেপের ব্যবস্থা করাই ভাল। আকনাদি, আপাং, ঈশলাঙ্গলিয়ার মূল কিম্বা বাসকমূলের ছাল, ইহাদের কোন একটি জলসহ বাটিয়া নাগোদর গর্ভিণীর নাভি ও বস্তিতে প্রলেপ দিবে। প্রলেপের ক্রিয়া মৃদু সুতরাং প্রলেপ এবং হিঙ্গের প্রয়োগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কোন প্রকার মূল যোনিতে প্রবেশ করান কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে যোনির অভ্যন্তর ক্ষতবিক্ষত হইতে পারে। ফলতঃ অশিক্ষিত লোকের পরামর্শ মত কখনই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

গর্ব্বিণী-রোগে—ঔষধ।

অষ্টাঙ্গাবলেহ। গর্ব্বিণীর যে কোন অবস্থায় শ্বাস ও হিক্কা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ও এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। কাস, অরুচি, বমি ও কণ্ঠ-রোগ প্রভৃতি থাকিলে, তাহাও এই ঔষধে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনুপান—আদার রস ও মধু

অষ্টাঙ্গাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ১০৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হ্রীবেরাদি ক্বাথ। গর্ব্ভাশয় স্বস্থানচ্যুত হইলে এবং তজ্জন্য আমাশয় ও পক্বাশয়ের ক্ষুব্ধতা, দাহ, পার্শ্ববেদনা, পৃষ্ঠ-বেদনা ও প্রদর বা রক্তস্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মান বা মলরোধ থাকিলে, এই ক্বাথে সোন্দালের শাস অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। গর্ব্ভস্রাব বা গর্ব্ভপাত হইলেও এই ক্বাথ ব্যবস্থা করা যায়।

হ্রীবেরাদি ক্বাথ। বালা, আতইষ, মুথা, মোচরস ও ইন্দ্রযব, ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ হ্রীবেরাদি ক্বাথ। হ্রীবেরাদি ক্বাথ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। হ্রীবেরাদি ক্বাথ প্রয়োগ করিয়া কোন উপকার না হইলে, বিশেষতঃ অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে ও অত্যন্ত প্রদাহ থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎ হ্রীবেরাদি ক্বাথ। বালা, সোন্দালের ছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুথা, বেণারমূল, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া ও আতইষ; প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

উৎপলাদি ক্বাথ। গর্ব্ভাবস্থায় মাসিক ঋতুর সময় উপস্থিত হইলে, ঋতুস্রাব হইলে এবং সন্তান অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিতায়তন বা একেবারে ২।৩টি সন্তান হইলে, জরায়ুতে চাপ পড়ে বলিয়া জরায়ু বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রাব হয়। জরায়ু হইতে যে কোন কারণে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হইলে এবং ঐ কারণে বেদনা এবং অত্যধিক দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি পৈত্তিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

উৎপলাদি ক্বাথ। নীলোৎপল (নীলসুঁদি), কহ্লার (শ্বেতসুঁদি), কুমুদ, (রক্তপদ্ম), শ্বেতপদ্ম এবং যষ্টিমধু প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

এরণ্ডাদি ক্বাথ। গর্ব্বিণীর বাতপিত্তাদি যে কোন প্রকার জ্বরের প্রথম অবস্থায় জ্বরনাশের জন্য এই ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়। ইহা সাধারণ জ্বরেই প্রয়োজ্য, জ্বরবিকারে প্রয়োজ্য নহে।

এরণ্ডাদি ক্বাথ। ভেরেণ্ডারমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ। গর্ব্বিণীর যে কোন অবস্থায় শ্বাস ও হিক্কা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাক্বাথ। ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শৈত্যক্রিয়া বশতঃ গর্ভিণীর বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে ও তজ্জন্য শ্বাস-কষ্ট, হিক্কা বা উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ পানের ব্যবস্থা করিবে, ইহাতে শ্লেষ্মা অতি শীঘ্র তরল হয় এবং শ্বাস-কষ্ট ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয়। সূতিকারোগে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও ইহা মহোপকারী।

বাসাকাথ।• প্রস্তুতবিধি ১১৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ অগ্নিকুমার। গর্ভাবস্থায় মন্দাগ্নি, কোষ্ঠকাঠিন্য বা অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগে উপকার হয়। সূতিকা এবং অন্যান্য রোগেও ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রয়োজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ অগ্নিকুমার। হরীতকী ৪ তোলা, যমানী ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ॥• তোলা, জলে মর্দ্দন। বটী ৩ রতি।

ভুবনেশ্বর। বৃহৎ অগ্নিকুমার যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গরম জল।

ভুবনেশ্বর। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, সৈন্ধব ও গৃহধূম (ঝুল বা আন্দু), প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী ৩ রতি।

শ্বেতচূর্ণ। গর্ভাবস্থায় মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদর-বেদনা,

শোথ ও অম্লপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা মহোপকারী। নানাপ্রকার অবস্থায় বিবিধ অনুপানে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

শ্বেতচূর্ণ। সোরা ৪ তোলা, ফিট্‌কারী ২ তোলা ও সৈন্ধব ১ তোলা চূর্ণ করিয়া লইবে। সৈন্ধবের পরিবর্ত্তে বিট্‌লবণ প্রয়োগ করিলে, শূল ও অম্লপিত্তের বেদনা এবং আমাশয়ের বেদনা অচিরে দূরীভূত হয়।

অম্লারি (সাদা চটী)। ইহা সাধারণতঃ অজীর্ণে ও অম্লরোগে—প্রয়োজ্য। বিষ্টব্ধাজীর্ণে (বাতাজীর্ণে), বিদগ্ধাজীর্ণে ও অম্লপিত্তের প্রথম অবস্থায় বেশ উপকারী, কিন্তু আমাজীর্ণে উপকারী নহে। প্রধানতঃ বায়ু ও পিত্তজনিত অনেক রোগে অনুপানভেদে প্রয়োগ করা যায় ও উপকার হয়। শ্বেতচূর্ণ যে যে রোগে যে যে অবস্থায় যে অনুপানে প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই রোগে সেই সেই অবস্থায় সেই অনুপানে প্রয়োগ করা যায়। জ্বরে ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক হইয়া উপকার করে। ইহা বহু পরীক্ষিত। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ, শ্যামকিশোর, কালীপ্রসন্ন, কৈলাসচন্দ্র, দ্বারকানাথ ও পঞ্চানন কবিরাজ প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যেরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গণোরিয়া বা বিষাক্ত মেহরোগের প্রথম অবস্থায়, বমি রোগে, কামলা রোগে, অকস্মাৎ কোন কারণে মূত্রবন্ধ বা অল্প হইলে, ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। অনুপান—গণোরিয়ার প্রথম অবস্থায় জ্বালা ও পূষ পড়া থাকিলে মসিনা বা তিসি ভিজান জল অথবা গঁদ ভিজান জল, বমি হইলে খৈ ভিজান জল, কামলারোগে কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু, পিপাসায়—মৌরীভিজান জল, শূলরোগে ডাবের জল, ভেদে কর্পূরের জল, প্লীহা ও যকৃতে মনসা পাতা আগুণে গরম করিয়া মোচ্‌ড়াইয়া তাহার রস এবং বালক ও শিশুর অজীর্ণ, অম্ল ও প্লীহা যকৃতে পেপের আঠা সহ প্রয়োগ করিবে।

অম্লারি (সাদাচটী)। সোরা ৪ তোলা, ফিট্‌কারী ১ তোলা ও নিশাদল অর্দ্ধতোলা উত্তমরূপে সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। পরে লৌহ-পাত্রে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপ দিবে, যখন গলিয়া ফেণার ন্যায় হইবে, তখন ক্ষিপ্রহস্তে উহার উপরের মাৎ ফেলিয়া দিয়া কাঁসার পাত্রে ঢালিয়া কাঁসার বাটী বা থালাদ্বারা চাপিয়া ধরিবে। নিয়মিত পাক হইলে, চটীগুলি খুব শক্ত হয়। কেহ কেহ ফিট্‌কারী না দিয়া কেবল নিশাদল ও সোরাদ্বারা চটী প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

লবঙ্গাদি চূর্ণ। গর্ভিণীর প্রবল উদরাময় বা তরল ভেদ, রক্ত দাস্ত, আমাশয়, পেটে বেদনা, গ্রহণী, দাহ, প্রদর ও শোথ থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। সূতিকারোগে ঐ সকল লক্ষণ থাকিলেও ইহা অতি উপকারী। অনুপান—ছাগ-দুগ্ধ।

লবঙ্গাদিচূর্ণ। লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, জাতীফল, শ্বেতধূনা, শুলুফা, ডালিমের খোসা, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীলসুন্দির মূল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাহাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতইষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খয়ের ও বালা; প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র করিবে। মাত্রা—দুই আনা বা চারি আনা।

প্রাণবল্লভ রস। গর্ভিণীর বমনেচ্ছা বা বমন প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা অনুপানভেদে বাতপিত্ত জনিত সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ডালিমের রস, বেদানার রস বা পটোলের রস ও মধু।

প্রাণবল্লভরস। উৎকৃষ্ট রসসিন্দূর ঘৃতকুমারীর রসে বাটিয়া লইবে। বটী ২ রত্তি।

গর্ভবিনোদ রস। গর্ভিণীর জ্বরের প্রথম অবস্থায় ইহা অতি উপকারী। যথাসময়ে প্রয়োগ করিলে, এই ঔষধেই জ্বর বিনষ্ট হয়। জ্বরের সহিত হাত পা ও গা-ব্যথা এবং পাতলা দাস্ত বা উদরাময় থাকিলে, তাহাও বিনষ্ট হয়। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

গর্ভবিনোদরস। শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ২ তোলা, বিশুদ্ধ হিঙ্গুল ৮ তোলা, যয়িত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেকে ১৬ তোলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম ৪ তোলা, জলে মর্দ্দন। বটী—বুটপ্রমাণ।

গর্ভচিন্তামণি। গর্ভবিনোদ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

গর্ভচিন্তামণি। জায়ফল, সোহাগার খৈ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও বিশুদ্ধ হিঙ্গুল প্রত্যেকে সমভাগ। জামীর বা গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন। বটী ২ রত্তি।

স্বল্পগর্ভচিন্তামণি। গর্ভবিনোদ বা গর্ভচিন্তামণি প্রয়োগে জ্বর হ্রাস না পাইলে অথচ গর্ভিণীর জ্বর পুরাতন হইলে, ইহা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

স্বল্পগর্ভচিন্তামণি। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত স্বর্ণভস্ম ১ তোলা মিশাইবে। অনন্তর শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের ক্কাথদ্বারা তিনবার ভাবনা দিয়া লইবে। বটী ৩ রতি।

বৃহৎ গর্ভচিন্তামণি। গর্ভিণীর জ্বর পুরাতন ও ধাতুগত হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ, পিপাসা, রক্তস্রাব, বমনেচ্ছা, বমি, অরুচি, গর্ভশূল, জরায়ুর বিকৃতি, দুর্ব্বলতা, উদরাধ্মান, মলমূত্র রোধ এবং বাতপিত্তাধিক অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিম্বা বায়ুর আধিক্যে গর্ভ শুষ্ক হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বর ব্যতীত ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—পটোলের রস ও মধু।

বৃহৎ গর্ভচিন্তামণি। পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গভস্ম ও অভ্র; প্রত্যেকে সমভাগ। ব্রাহ্মীশাকের রস, বাসকের ক্কাথ, ক্ষেৎপাপড়া এবং দশমূলের ক্কাথদ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাতটি করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

মূঢ়গর্ভ বা অস্বাভাবিক প্রসব।

মূঢ়গর্ভের কারণ ও লক্ষণ। বায়ু প্রকুপিত হইয়া গর্ভিণীর প্রস্রাব বন্ধ এবং তৎসঙ্গে যোনিতে ও উদরে শূলবেদনা উৎপাদন করিয়া সন্তানপ্রসবে বাধাপ্রদান করিলে, সন্তান যোনিমুখে আসিয়া যথারীতি বহির্গত হইতে পারে না, পরন্তু নানাপ্রকার বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বহির্গমনে বাধা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আটকাইয়া যায়, ইহাকে মূঢ়গর্ভ কহে।

মূঢ়গর্ভের সংখ্যা। মূঢ়গর্ভ নানাপ্রকার।

১। শিশু হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় সহ মস্তক উর্দ্ধদিকে রাখিয়া যোনিমুখে আসিয়া কীলক অর্থাৎ গোঁজের ন্যায় যোনিমুখ অবরুদ্ধ করে, কিন্তু বহির্গত হইতে পারে না।

২। শিশুর একটি হস্ত ও একটি পদ বহির্গত হয়, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ যোনিমুখে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে।

৩। গর্ভস্থ শিশু হস্তদ্বয়ের মধ্যে মস্তক রাখিয়া যোনিমুখে উপনীত হয়, কিন্তু বহির্গত হইতে না পারিয়া অবরুদ্ধ থাকে।

৪। গর্ভস্থ শিশু দ্বারের অর্গলবৎ যোনিমুখ আবৃত করিয়া থাকে, কিন্তু বহির্গত হইতে পারে না।

৫। কখনও কথনও গর্ভস্থ সন্তান বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট হইলে, এবং মস্তক সর্ব্বাগ্রে যোনিমুখে উপস্থিত হইলে, তদ্দ্বারা যোনিদ্বার রুদ্ধ হয়।

৬। কখন কখন ভ্রূণ সরলভাবে না আসিয়া বিপরীতভাবে অর্থাৎ পাশা-পাশিভাবে আসিলে যোনিদ্বার অবরুদ্ধ হয়।

৭। কখন কখন ভ্রূণের শরীর পরিবর্ত্তন হয় এবং তাহার কুব্জাকৃতি পৃষ্ঠদ্বারা যোনিদ্বার রুদ্ধ হয়।

৮। কখন কখন শিশু বক্রভাবে যোনিদ্বারে আইসে এবং তাহার এক-হস্ত বহির্গত হয় ও অন্যান্য অঙ্গ যোনিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

৯। কখন কখন শিশুর দুই হস্ত বহির্গত হয়, কিন্তু অন্যান্য অবয়ব যোনিতে বক্রভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

১০। কখন কখন শিশু অন্যপ্রকারে বক্রভাবে আসিয়া যোনিদ্বারে সংলগ্ন হয়।

১১। কখন কখন শিশুর গ্রীবা-ভঙ্গহেতু মুখ অগ্রসর হইয়া যোনিদ্বারে সংলগ্ন হয়।

১২। কখন কখন পার্শ্বভঙ্গহেতু ভ্রূণ বক্রভাবে আসিয়া যোনিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

১৩। কখন কখন ভ্রূণ সক্থিসহ অগ্রসর হইয়া যোনিদ্বারে সংলগ্ন ও রুদ্ধ হয়।

১৪। কখন কখন ভ্রূণ এক সক্থি অন্য সক্থির সহিত বক্রভাবে আসিয়া যোনিতে সংলগ্ন ও রুদ্ধ হয়।

১৫। কখন কখন ভ্রূণ সক্থি কুঞ্চিত করিয়া বক্রভাবে যোনিতে সংলগ্ন হয়।

১৬। কখন কখন ভ্রূণের উদর, পার্শ্ব বা পৃষ্ঠ ইহার কোন একটি অগ্রসর হইয়া যোনিদ্বার রুদ্ধ করে।

১৭। কখন কখন ভ্রূণ একদিকে মস্তক নত করিয়া যোনিমুখে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

১৮। কখন কখন মস্তক-ভগ্নের সহিত দুই হস্ত অগ্রসর হয় ও যোনিদ্বার অবরুদ্ধ হইয়া থাকে।

১৯। কখন কখন শরীরের মধ্যভাগ বক্রভাবাপন্ন হয় বলিয়া হস্ত, পদ ও মস্তক যোনিদ্বারে অবরুদ্ধ হয়।

২০। কখন কখন মলদ্বার অগ্রগামী হইয়া যোনিদ্বারে সংলগ্ন হয়।

মূঢ়গর্ব্ভের অসাধ্য লক্ষণ। গর্ব্ভিণীর কুক্ষিদেশে নীলবর্ণের শিরা উদ্গত, মস্তক ভগ্নবৎ অবনত, শরীর শীতল এবং লজ্জাহীনতা দৃষ্ট হইলে, তাহার গর্ব্ভস্থ শিশুর প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গর্ব্ভিণীর অপর অসাধ্য লক্ষণ। গর্ব্ভিণীর যোনিসম্বরণ নামক রোগ বা কুক্ষিদেশে (কোখে) গর্ব্ভ সংলগ্ন হইলে কিম্বা সূতিকারোগোক্ত মক্কল্ল নামক রোগ উপস্থিত হইলে এবং তাহাতে কাস, শ্বাস ও আক্ষেপ প্রভৃতি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিলে, তাহার মৃত্যু হয়। মক্কল্লরোগ কেবল প্রসূতা স্ত্রীদিগেরই হয় এমন নহে, আসন্নপ্রসবা স্ত্রীদিগেরও হইয়া থাকে।

গর্ব্ভস্থসন্তানবিনষ্টের কারণ। গর্ব্ভিণীর মানসিক দুঃখ, উদরে আঘাত অথবা রোগের আক্রমণ বশতঃ গর্ব্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হয়।

মৃতগর্ব্ভের লক্ষণ। গর্ব্ভাশয়ে শিশুর মৃত্যু হইলে, গর্ব্ভের স্পন্দন ও প্রসববেদনা থাকে না এবং গর্ব্ভিণীর শরীর শোথযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভব ও মৃত সন্তানের স্ফীততাহেতু বেদনা হয়, কিন্তু মূত্রত্যাগ ও শ্লেষ্মাস্রাব প্রভৃতি প্রসবের লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

যোনিসম্বরণ রোগের লক্ষণ। গর্ব্ভিণী রমণী অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক অন্ন ও পানীয় সেবন, অধিক পুরুষ সহবাস এবং অত্যন্ত রাত্রিজাগরণ করিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া যোনিকে আশ্রয়পূর্ব্বক যোনির দ্বারকে আবৃত করে এবং উর্দ্ধগামী হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক গর্ভাশয়ের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গর্ভকে পীড়ন করে, এই অবস্থায় গর্ভিণীর বাক্‌শক্তি ও শ্বাসরোধ হয়, সুতরাং শ্বাসরোধবশতঃ রোগিণী ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। ইহার নাম যোনিসম্বরণ।

মূঢ়গর্ব্ভ-চিকিৎসা।

সাধারণতঃ নবম বা দশম মাস প্রসবের সময়, ঐ সময়ের পরে বা একাদশ দ্বাদশ মাসেও কেহ কেহ সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। গর্ভসঞ্চার হইতে

আরম্ভ করিয়া যাবৎ গর্ভিণী সন্তান প্রসব না করে, তাবৎ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কোন্ সময়ে গর্ভিণীর কি অসুখ হয়, কোন্ সময়ে কোন্ রোগ উপস্থিত হয়, গর্ভরক্ষা হইবে কি না, এইরূপ বিবিধ দুশ্চিন্তায় কাল-যাপন করিতে হয়। আবার যদিও গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের আতঙ্ক দূরীভূত হয়, তথাপি প্রসব-কাল উপস্থিত হইলে, প্রসবের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কারণ প্রসবকালেও বাধা বিঘ্ন কম নহে। এই বাধা বিঘ্নের নাম মূঢ়গর্ভ। মূঢ়গর্ভে জরায়ু হইতে সন্তান যথারীতি বহির্গত হইতে পারে না, নানাপ্রকার বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জরায়ু ও যোনির মধ্যপ্রদেশে আবদ্ধ থাকে। ইহাকে অস্বাভাবিক প্রসব বলা যায়। সর্ব্বাগ্রে মস্তক, পরে হস্তদ্বয় ও অন্যান্য অঙ্গ এবং সর্ব্বশেষে পদদ্বয় বহির্গত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু মূঢ়গর্ভে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। কখনও একটি বা দুইটি হস্ত অগ্রে বহির্গত হয়, কখও বা একটি বা দুইটি পদ, কখনও বা জানু অগ্রে নির্গত হয়, এইরূপে মূঢ়গর্ভ অর্থাৎ অস্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ বহুবিধ। নানাপ্রকারে শিশুর হস্তপদ উল্টাইয়া যাইতে পারে এবং নানাপ্রকারে তাহার গতি বক্র হইতে পারে। প্রসববেদনার পরেই মূঢ়গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে, অবশ্য করণীয় যে সকল কার্য্য তাহা অগ্রে সম্পন্ন করিবে। ঐসকল কার্য্য সম্পন্ন হইলেও যদি প্রসবে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবে। যদি বুঝিতে পারা যায় যে, সন্তান অস্বাভাবিকরূপে বহির্গত হইতেছে, তখন সম্ভব হইলে, গর্ভিণীকে হস্ত ধরিয়া তুলিবে ও দাঁড় করাইয়া একটু টলাইবে। এই প্রণালী উৎকৃষ্ট, ইহাতেই অধিকাংশস্থলে, স্বাভাবিক-রূপে সন্তান নির্গত হয়, কিন্তু যদি অত্যধিক দুর্ব্বলতাবশতঃ গর্ভিণী উঠিতে বা দাঁড়াইতে না পারে অথবা মূর্চ্ছিতা হয় বা তাহার সংজ্ঞালোপের সম্ভাবনা বুঝা যায়, তাহা হইলে, উঠাইবার চেষ্টা করিবে না, মাটীতে দুইহস্ত ভর দিয়া হাটু গাড়িয়া বসাইবে, এই নিয়মেও বক্র হস্তাদি সোজা হয়, কিন্তু তাহাতে সোজা না হইলে, অবশ্যই হস্ত প্রবেশ করাইয়া সোজা করিবার চেষ্টা করিবে। এই কার্য্যে অভিজ্ঞ লোকেরই প্রয়োজন, অজ্ঞলোক নিযুক্ত করিলে, মাতা ও শিশু উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। এ অবস্থায় নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু হস্ত বা ঔষধ দ্বারা সন্তান বহির্গত না হইলে, সন্তানের মায়া

পরিত্যাগ করিয়া গর্ভিণীর জীবন রক্ষার জন্য অস্ত্র-প্রয়োগ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ঐ অবস্থায় প্রসবে যতই বিলম্ব ঘটে, গর্ভিণীর ততই সাঙ্ঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। সন্তান মৃত হইলে, মৃতগর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং তখন হস্তদ্বারা পরীক্ষা করিবে এবং মৃত হইলে, হস্তদ্বারাই হউক বা হস্ত দ্বারা বাহির করা অসম্ভব হইলে, অস্ত্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিবে। সন্তানকে ঐরূপ কুটিল বা বক্রভাবাপন্ন করা প্রকুপিত বায়ুর কার্য্য, সুতরাং ক্রমশঃ বাতজন্য লক্ষণ অর্থাৎ যোনিশূল, উদারাধ্মান, উদরশূল ও মলমূত্ররোধ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় নাগোদর বা শুষ্কগর্ভের চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিবে। যোনিসম্বরণ, নাগোদর ও মূঢ়গর্ভের চিকিৎসা একই প্রকার; বিভিন্নতা এই;—নাগোদরের চিকিৎসা ধীরে ধীরে করিলেও চলে, কিন্তু মূঢ়গর্ভের চিকিৎসা ক্ষিপ্রহস্তে করিতে হয়। যোনিসম্বরণের চিকিৎসা করিবার অবসরই অধিকাংশস্থলে পাওয়া যায় না, কারণ ঐ অবস্থায় গর্ভিণীর শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক প্রসব।

সূতিকাগৃহ। সূতিকাগৃহ অর্থাৎ যে ঘরে সন্তান প্রসূত হয়, সেই ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন। অন্যথা ঠাণ্ডা লাগিয়া মাতা ও শিশু উভয়ই পীড়িত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন প্রসবান্তে সূতিকাগৃহে ধূমহীন জ্বলন্ত অঙ্গার রাখিবে, ইহাদ্বারা সেক তাপের কার্য্য চলিবে অথচ ঘর গরম থাকিবে, পরন্তু জ্বলন্ত অঙ্গার হইতে ধূম উত্থিত অথবা তাহা হইতে অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। ধূম উত্থিত হইলে, প্রসূতি এবং শিশু উভয়ের শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত বা মৃত্যু হইতে পারে।

ভূমিষ্ঠ সন্তান পরীক্ষা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র রোদন করিলে, নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কাঁদিয়া উঠা শুভলক্ষণ; কিন্তু যদি নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে, কেন কাঁদিতেছে না, মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে কিম্বা জীবিত অবস্থায় অবসন্নভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অবিলম্বে পরীক্ষা করিবে। অনেকস্থলে শিশুর মুখ ও নাসাভ্যন্তরে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে ও তজ্জন্য শিশু রোদন করিতে পারে না, আবার অনেকস্থলে গর্ভিণীর কোন রোগ থাকিলে, শিশু নিস্তেজ

ও অবসন্ন অবস্থায় অথবা মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়। শীতকালে শীতের প্রাবল্য-বশতঃ কখন কখন ঐরূপভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

প্রসবকাল। নবম হইতে দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল, কিন্তু নবম বা দশমমাসেই অধিকাংশ গর্ভিণী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, সুতরাং নবম মাসের পূর্ব্বেই প্রসবগৃহের বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর লক্ষণ। গর্ভবতীর কুক্ষি-দেশ শিথিল ও ভার, হৃদয়ের বন্ধন বিমুক্ত, জঘনে অর্থাৎ নিতম্বের সম্মুখে বেদনা এবং কোমরে ও পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ বেদনার সহিত মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হইলে, বুঝিবে প্রসবের আর বিলম্ব নাই। তখন গরম দুগ্ধসহ ঘৃত মিশাইয়া খাওয়াইবে এবং অবিলম্বে সূতিকাগৃহে কোমল শয্যা রচনা করিয়া বালিশ পাতিয়া গর্ভিণীকে তদুপরি শয়ন করাইবে। অনন্তর ঐসকল লক্ষণের সহিত যেমন কুন্থনের বেগ বেশী হইবে, তেমনি সজোরে কুন্থন করিতে বলিবে। কিন্তু কুন্থনের বেগ না থাকিলে, কুন্থন করা নিতান্তই দোষাবহ। কারণ প্রসব-বেদনা অবর্ত্তমানে কুন্থন করিলে, শিশু বোবা, বধির, কুব্জ এবং কাস, শ্বাস বা ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইতে পারে। কুন্থনের বেগ অতিশয় প্রবল হইলে কিম্বা যখন বুঝিবে প্রসবের আর বিলম্ব নাই, জরায়ুর মুখ বিস্তৃত হইয়া সন্তান প্রসব-পথে বহির্গত হইতেছে, তখন মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া গর্ভিণীকে চিৎ করিয়া তাহার উরুদ্বয় প্রসারিত করিবে এবং যোনিরন্ধ্রে তৈল মাখাইবে, তদনন্তর শিশুর মস্তক বহির্গত হইলে এবং হস্তদ্বারা প্রসব করান সম্ভবপর বিবেচিত হইলে হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া সন্তান বহির্গত করিবে।

ইহাই হইল স্বাভাবিক প্রসব, কিন্তু স্বাভাবিক প্রসবেও কাহারও কাহারও কম কষ্ট হয় এবং কাহারও কাহারও বা বেশী কষ্ট হয়;—কেহ দুই এক ঘণ্টা বেদনা ভোগ করিয়াই প্রসব করে, কেহবা ক্রমাগত বার, ষোল, কুড়ি বা চব্বিশ ঘণ্টা বেদনা ভোগ করিয়া প্রসব করে, সুতরাং ইহা স্বাভাবিক প্রসব মনে করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকা যায় না;—প্রসূতির যন্ত্রণা-লাঘব ও সত্বর প্রসবের জন্য নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধ প্রয়োগকালে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক;—পরীক্ষিত ঔষধ ব্যতীত অপরীক্ষিত বা তীব্র ঔষধ অথবা উৎকট তিক্ত কিম্বা বিস্বাদ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, অনেকস্থলে ঔষধ প্রয়োগব্যতীত কৌশলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

ঘৃতমিশ্রিত গরম দুগ্ধ যেমন পান করাইবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বচ ও পিপুল জলসহ বাটিয়া রেড়ীর তৈলের সহিত মিশাইয়া নাভিতে মালিশ করিবে, ইহাতে বেদনা বাড়ে এবং প্রসবকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করে। এই কার্য্যের পরেই যোনিরন্ধ্রে তিলতৈল, রেড়ীতৈল, অথবা ঘৃত মাখান কর্ত্তব্য, সরিষার তৈল প্রয়োগ করিবে না। কেবল তৈল বা ঘৃত মাখাইলেও চলে; কিন্তু পুইলতার মূল বাটিয়া তৎসহ তৈল বা ঘৃত মিশাইয়া মাখাইলে অধিক ফল হয়। ফলতঃ বায়ু প্রতিলোম বা উর্দ্ধগামী হইয়া গর্ভকে আকর্ষণ করে বলিয়া প্রসবে বিলম্ব ঘটে, কিন্তু ঐসমস্ত বায়ুনাশক ক্রিয়াদ্বারা বায়ু অনুলোম হয়; সুতরাং সন্তান সহজেই নির্গত হইয়া থাকে। তবে ঐরূপ প্রক্রিয়াতেও উদ্দেশ্য-সিদ্ধি না হইলে, যোনিরোগোক্ত রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটী কিম্বা হিং ২।৩ রতি ও সৈন্ধব ২।৩ রতি অথবা ঐ পরিমাণে ফল না হইলে, বেশী পরিমাণে সেবন করাইবে। এতদ্ব্যতীত আকনাদি লতা, বাসকের ছাল, ঈশলাঙ্গলিয়া এবং আপাঙ্গ এই চারিটীর মধ্যে কোন একটি বাটিয়া গর্ভিণীর নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিবে। ইহাতেও যদি প্রসবে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে, বিলম্বের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যোনিব মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইবে এবং শিশুর হস্তপদাদি স্বাভাবিক বহির্গত হইতেছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবে, যদি কোন অঙ্গ বক্র বা কুটিল ভাবাপন্ন হইয়া থাকে তাহা অতি সতর্কভাবে সোজা করিয়া দিবে, কিন্তু সোজা করিতে গেলে জননেন্দ্রিয়ে অত্যধিক আঘাত লাগিবে ও তজ্জন্য গর্ভিণীর বা শিশুর অনিষ্ট ঘটিবে, এরূপ আশঙ্কা হইলে, ঐরূপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া হস্ত বাহির করিবে। ফলতঃ শিশুর অঙ্গ বক্রভাবাপন্ন হইলে, তাহা যতক্ষণে স্বাভাবিক বা সোজা না হইবে, ততক্ষণে হস্তদ্বারা প্রসব করাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। স্মরণ রাখা উচিত যে প্রসব করান জোরের কার্য্য নহে। সাধারণতঃ দুই প্রকারে প্রসব করান হয়। গর্ভিণীকে শয়ন করাইয়া এবং বসাইয়া। তন্মধ্যে শয়ন করাইয়া প্রসব করান নিকৃষ্ট এবং বসাইয়া প্রসব করান উৎকৃষ্ট। চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া রহিলে, প্রসবে বিলম্ব ঘটে, কিন্তু

দুইহাতে মাটী ভর করিয়া হাটু গাড়িয়া বসিলে, স্বভাবতঃ সন্তানের বহির্গমন সহজ হইয়া আইসে। এই প্রক্রিয়াতেও প্রসবে বিলম্ব ঘটিলে বা শিশুর হস্তপদাদি বক্রভাবাপন্ন হইলে, গর্ব্ভিণীকে হাতধরিয়া দাঁড় করাইলে ও হাটাইলে প্রসব সহজ হইয়া আইসে। শয়ন করিয়া সন্তান প্রসব করা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদিগকেও উক্ত প্রণালীতে বসাইয়া সহজে প্রসব করিতে দেখা গিয়াছে।

ধাত্রীর কর্ত্তব্য। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অঙ্গুলিদ্বারা শিশুর জিহ্বা ও মুখ গহ্বরস্থ আঠাবৎ পদার্থ কাখিয়া বাহির করিবে, অনন্তর গোলমরিচের চূর্ণ ও মধু একত্র করিয়া অঙ্গুলিতে মাখাইয়া শিশুর জিহ্বায় লাগাইবে ও অঙ্গুলিদ্বারা সমগ্র শ্লেষ্মা টানিয়া আনিবে।

নাভিরজ্জু-ছেদন। এক কথায় বলিতেগেলে নাভি রজ্জুদ্বারাই শিশুর জীবন-রক্ষা হয়। নাভিরজ্জুর মধ্য দিয়া অনবরত রক্ত প্রবাহিত ও শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালিত হয় বলিয়াই ভ্রূণ জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয় এবং মাতার আহার বিহারাদিতে ভ্রূণের আহার বিহারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নাভিরজ্জু হস্তের নাড়ীর ন্যায় স্পন্দিত হয় অর্থাৎ দপ্ দপ্ করে, এই স্পন্দন থামিলে নাভিরজ্জু কর্ত্তন করিবে। অগ্রে নাভিকুণ্ড হইতে দেড় বা দুই ইঞ্চি দূরে একগাছি সূতাদ্বারা বান্ধিয়া গ্রন্থি দিবে এবং ঐ সূতার দুই মুখ কাটিয়া ফেলিবে। অনন্তর উক্ত বন্ধনীর এক ইঞ্চি দূরে আবার সূতা দ্বারা বান্ধিয়া ঐরূপ গ্রন্থি দিবে। পরে একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরি বা কাঁচি দ্বারা উভয় বন্ধনীর মধ্যভাগ ছেদন করিবে এবং ছেদন করা হইলে, শিশুকে পৃথক্ করিয়া প্রসূতির নাড়ী হাত দিয়া ধরিয়া রাখিবে।

অমরা বা ফুল। প্রসূতির ফুল উক্ত নাভিরজ্জুর সহিত সংলগ্ন থাকে, ফুল কাহারও প্রসবান্তেই পতিত হয়, কাহারও বা কিছু বিলম্বে এবং কাহারও বা অনেক বিলম্বে পতিত হয়। যাবৎ ফুল না পড়ে, তাবৎ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না এবং নাভিরজ্জু হাত দিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়, উদ্দেশ্য রজ্জু উদরে প্রবিষ্ট হইতে না পারে। আবার এরূপ কোমলভাবে ও সতর্কতার সহিত ধরা উচিত যেন ছিড়িয়া না যায়, কারণ ছিড়িয়া গেলে, রজ্জুসমেত ফুল স্বস্থান হইতে উর্দ্ধগামী হয় এবং প্রসূতির জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। ফুল পতিত

হইতে বিলম্ব হইলে, ধাত্রী প্রসূতির চুল স্বীয় হস্তে বেষ্টন করিয়া তাহার কটি-দেশে ঘর্ষণ করিবে, কিম্বা মুখে প্রবিষ্ট করাইবে, ইহাতে বমির উদ্রেক হয় বলিয়া কুন্থনের বেগ বাড়ে ও শীঘ্র ফুল পড়িয়া যায়। ফুল পতিত না হইলে শূল ও উদরাধ্মান উপস্থিত হয়, সুতরাং বেশী বিলম্ব হইলে, হস্তে ঘৃত মাখাইয়া ঐ হস্ত যোনিতে প্রবিষ্ট করাইয়া ফুল বাহির করিবে।

গাত্র-ধাবন। নাভিরজ্জু ছেদনের পরে গরম জলে কাপড়ের টুকরা ভিজাইয়া শিশুর সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করা কর্ত্তব্য। ক্ষিপ্রহস্তে গাত্র ধৌত করা কর্ত্তব্য, কারণ বিলম্বে গায়ে জল বসিয়া শিশুর পীড়া জন্মিতে পারে। ঠাণ্ডা জলে কিম্বা সাবান বা তৈল মাখাইয়া স্নান করান কর্ত্তব্য নহে। সাবান মাখাইলে, শিশুর চক্ষে উহা লাগিয়া চক্ষু অন্ধ হইতে পারে। কোন কোন দেশে তৈল মাখাইয়া স্নান করাইবার রীতি আছে, কিন্তু না করাইলেও ক্ষতি নাই, বরং তৈল মর্দ্দনে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিবার আশঙ্কা থাকে।

সেকতাপ। অতঃপর শিশু ও প্রসূতি উভয়ের সেকতাপ এবং সূতিকা-গৃহ গরম রাখার প্রতি মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এদেশে সেকতাপ বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে কালের প্রভাবে তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, সেকতাপের পরিবর্ত্তে তলপেটে ব্যাণ্ডেজ বান্ধিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে, ফলে সেকতাপ অভাবে ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশু হঠাৎ পীড়িত হয় এবং প্রসূতির দূষিত রক্ত যথোচিত নির্গত হইতে না পারিয়া শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া যায় ও সূতিকাগৃহেই অনেক শিশু সন্তান এবং প্রসূতি মানবলীলা সম্বরণ করে। শিশু মাতৃগর্ভে যেরূপ সন্তাপে রক্ষিত হয়, বহির্বায়ু তদপেক্ষা শীতল, এই কারণে শিশুর তাপ রক্ষার্থ সেকতাপের বিশেষ প্রয়োজন। আর প্রসূতির শরীর প্রসবান্তে শ্লেষ্মাধিক হয় বলিয়া তাহার তাপ রক্ষার্থ বিশেষতঃ দুষ্ট রক্ত বহির্গত হইবার জন্য উদরে, তলপেটে এবং সর্ব্বাঙ্গে সেকতাপ দেওয়া অত্যাবশ্যক। শিশুর নাভিতে সেক দিতে কখনও বিস্মৃত হইবে না, কারণ সেকতাপের অভাবে নাভি পাকিতে পারে। নাভি-পাকের চিকিৎসা শিশু-রোগে দ্রষ্টব্য।

রক্তস্রাব। শিশুর নাভিমুখ হইতে রক্ত নির্গত হইলে, নাভিকুণ্ডের নিকট আর একটি বান্ধন দিবে।

শিশু ও প্রসূতির পানাহার। প্রসবান্তে তিন চারি দিন গত না হইলে প্রায়ই প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয় না অথবা হইলেও এত অল্প সঞ্চার হয় যে, তদ্দ্বারা শিশুর উদর পূর্ণ হয় না, সুতরাং অন্য দুগ্ধের প্রয়োজন, বিশেষতঃ অসময়ে প্রসূত হইলে, গাভীর দুগ্ধও পাওয়া যায় না, এ অবস্থায় অন্য নারীর স্তন্য পান করাইবে, আর যদি গোদুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরিষ্কার কাপড়ের পলিতা দুগ্ধে ভিজাইয়া শিশুর জিহ্বার উপরে ধরিলে, শিশু দুগ্ধ চুষিয়া পান করিবে। প্রসবান্তে প্রসূতির জলসাগু কিম্বা জলবার্লি পথ্য করা কর্ত্তব্য। দুইবেলা দুইবার কৃষ্ণজীরাবাটা সৈন্ধব ও ঘৃত সহযোগে খাইতে দিবে, ইহা প্রসূতির পক্ষে মহৌষধ। ইহাতে গায়ের ব্যথা গ্লানি ও গায়ের ভার প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া অগ্নিপ্রদীপ্ত হয়। এই অবস্থায় পানের রস ও মধু সহ বাতগজাঙ্কুশ মহোপকারী। গ্লানি, গাত্রগুরুতা ও গাত্রবেদনা যাবৎ দূরীভূত না হইবে, তাবৎ অন্ন বা দুগ্ধ পথ্য দিবে না। অনেকে এই অবস্থায় অবসাদ লাঘবের জন্য ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা করেন, এইরূপ ব্যবস্থা সুব্যবস্থা নহে, বরং উহাদ্বারা অপকার হয়। এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে বরং বাতগজাঙ্কুশ, কফচিন্তামণি বা লক্ষ্মীবিলাস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

স্তন্য-পান-বিধি। স্তনাগ্রভাগ ধৌত করিয়া অগ্রে কিঞ্চিৎ দুধ গালিয়া ফেলিবে, পশ্চাৎ শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া ধীরে ধীরে স্তন্য-পান করাইবে। স্তন্য-পান করাইবার পূর্ব্বে যদি কিঞ্চিৎ গালিয়া ফেলিয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে, বালকের মুখের মধ্যে একেবারে অধিক দুগ্ধ পতিত হয় ও তজ্জন্য শিশুর গল-নালী প্লাবিত হইয়া বমি, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হইতে পারে।

স্তন্যাভাবে অন্য দুগ্ধের ব্যবস্থা। স্তন-দুগ্ধের অভাবে শিশুদিগকে ছাগদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ পান করান যাইতে পারে। স্তন্যদুষ্টি হইলে, স্তন্য শোধন করিয়া লইবে।

মক্কল্লশূল নামক রোগ কেবল প্রসূতা নারীর হয়, এমন নহে, অসন্নপ্রসবা নারীরও হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই ;—প্রসবের পর যথারীতি রক্তস্রাব না হইলে, নানা প্রকার বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন বা ক্রিয়া দ্বারা বায়ু অত্যন্তা বর্দ্ধিত হইয়া ঐ রক্তকে শুষ্ক করিয়া গ্রন্থির ন্যায় উৎপাদন করে, কিন্তু গর্ভাবস্থায় যখন রজস্রাব বন্ধ হয়, তখন গ্রন্থি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?

তদুত্তরে বক্তব্য এই—সর্ব্বত্র রজঃস্রাব বন্ধ হয় না, কোন কোন গর্ভিণীর প্রতিমাসে অল্প অল্প রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়, সুতরাং গর্ভাবস্থায় রজঃস্রাব এবং বায়ু কুপিত হইলেও কোন কোন স্থলে মকল্লরোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

প্রসবের পর প্রসূতির গাত্রে সেকতাপ দেওয়া, যাহাতে ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থা করা, শৈত্যদ্রব্য ভোজন করিতে না দেওয়া এই সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলে, মকল্লশূল এবং সূতিকারোগ উপস্থিত হইতে পারে-না। প্রসবান্তে কালীজীরা বাটা গব্য ঘৃত ও সৈন্ধবসহ অবশ্যই ভক্ষণ করিতে দিবে। প্রসবান্তে সেকতাপ ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে বলা হইয়াছে, তাহা করিবে।

প্রসবান্তে, ঋতুস্রাবান্তে, গর্ভস্রাবের পর এবং প্রদররোগে যতদিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, ততদিন ভ্রমণ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। রক্তস্রাব বন্ধ হইলেও শরীর সুস্থ এবং সবল না হওয়া পর্য্যন্ত কদাপি বেশী ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। অশিক্ষিত লোকের কথা ধর্ত্তব্য নহে, যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ২ রক্তস্রাব বর্ত্তমানে ভ্রমণ করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

গর্ভিণীরোগে—পথ্য।

গর্ভিণীর পথ্য বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিতে হয়। সর্ব্বদা একদ্রব্য ভক্ষণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তবর্দ্ধক বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য ক্রমাগত ভক্ষণ গর্ভের পক্ষে অনিষ্টকর, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় অরুচি একটি প্রধান উপসর্গ, সুতরাং একদ্রব্য ভক্ষণে অরুচি আরও বর্দ্ধিত হইতে পারে। এই সকল কারণে প্রত্যহ বা দুই চারি দিন অন্তর পথ্য পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, অধিকন্তু যে সকল পথ্য ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা গর্ভিণীর অভিলষিত কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিবে, তবে সকল সময়ই যে, তাহার মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে, এমন নহে, কারণ গর্ভিণী যদি অতিরিক্ত অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে, তাহার ঐরূপ অসঙ্গত অভিলাষ পূরণ করা অসম্ভব, তবে

তৎস্থলে যথাসম্ভব অল্পপরিমাণে পুরাতন তেঁতুল, লেবু, আমরুলশাকের টক্ বা শুষ্ক কুল, আমসী বা আমসত্ব দেওয়া যাইতে পারে। ঐ অবস্থায় প্রায়ই মৎস্য ও মাংসে অরুচি হয়, তৎপরিবর্ত্তে ডাইল, ডালনা, শুক্ত, ভাজা, ঝাল চচ্চড়ি প্রভৃতি পথ্য কল্পনা করিবে। রুই, মাগুর, কাৎলা, শিঙ্গী, বেলে, পাব্‌দা, ছিলিন্দা, বাইন, কই ও খলিশামাছ, মুর্গী, পাঠা ও ভেড়ার মাংস, মান, ওল, পটোল, আলু, ডুমুর, কুমড়া, কাচকলা, বেগুণ, ধুন্দূল, ঝিঙ্গে, শশা, লাউ, শজিনার খাড়া ও ফুল, ডাঁটা, থোড়, মোচা, উচ্ছে, করলা, বেতাগ্র ও হিঞ্চে প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য, মুশুরী, মুগ, অড়হর ও ছোলার দাইল, দুগ্ধ, ঘৃত ও মাখন, চিনি ও মিশ্রী প্রভৃতি অবস্থা-ভেদে ব্যবস্থা করিবে। গর্ভিণীর কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে, দুগ্ধ ও কিস্‌মিস্ সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে, দাস্ত পরিষ্কার হয়। কোনও অসুখ না থাকিলে, আমসত্ব, পুরাতন তেঁতুল, আম্‌সী, লেবু ও আমড়া ইহার কোনও একটি দ্বারা পুদিনাসংযোগে চাট্‌নী করিয়া খাইতে দিবে। জ্বর প্রভৃতি রোগসত্ত্বেও অত্যন্ত অরুচি হইলে, আমরুল শাক ও পুদিনা বাটিয়া খাইতে দেওয়া যায়। উপর্য্যুপরি বমন হইলে, অন্নপথ্য বন্ধ করিয়া খৈ-দুধ ব্যবস্থা করিবে।

কিস্‌মিস্ ও মিশ্রীসহ সুজির পায়স্ দেওয়া যায়। ডালিম, বেদানা, আঙ্গুর, পেস্তা, বাদাম, সুপক্ক আম, কাঁটাল, নারিকেল, পিণ্ড খেজুর, আতা, পেপে এবং অন্যান্য ফল খাইতে দেওয়া যায়।

অপথ্য। বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য, পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য, কিম্বা তিক্ত, অম্ল, লবণ ও কষায়রসবিশিষ্ট দ্রব্য অধিক পরিমাণে বা প্রত্যহ সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য অধিক সেবনে সন্তান কুব্জ, অন্ধ, জড় কিম্বা বামন হয়, পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য অধিক সেবনে সন্তান ইন্দ্রলুপ্ত বা টাক রোগগ্রস্ত ও কপিলবর্ণ-বিশিষ্ট হয় এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য অধিক সেবনে সন্তান শ্বিত্র ও পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইতে পারে।

মৈথুন। গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ মৈথুন পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদে যদিও সপ্তম মাস পর্য্যন্ত মৈথুনের ব্যবস্থা আছে, তথাপি উহা সকলের পক্ষে বা সর্ব্বাবস্থায় উপযোগী নহে। গর্ভিণীর গর্ভস্থ ভ্রূণ শীঘ্র বর্দ্ধিত হইলে এবং পুরুষের জননেন্দ্রিয় বৃহৎ হইলে, তদবস্থায় মৈথুন পরিত্যাগ

করিবে, অন্যথা গর্ভাশয়ে আঘাত লাগিয়া গর্ভস্রাব বা গর্ভিণীর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে। এরূপভাবে গর্ভপাত আজকাল দৈনন্দিন ঘটনা। এতদ্ব্যতীত সন্তান অন্ধ, বোবা, বধির অথবা কুব্জ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

সূতিকারোগ-চিকিৎসা।

সূতিকারোগের লক্ষণ। সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা ও ভার, জ্বর, কাস, পিপাসা, শোথ, বেদনা ও অতীসার এই সকল সুতিকারোগের লক্ষণ। সূতিকারোগে প্রায়শঃ এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

সূতিকারোগের অসাধ্য লক্ষণ। প্রসবের পর জ্বর, অতীসার, শোথ, আনাহ, বলক্ষয়, তন্দ্রা, অরুচি, কফস্রাব প্রভৃতি রোগ বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রোগ মাংস ও বলক্ষীণা নারীর হইলে, অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। উক্ত রোগ সমূহের মধ্যে আশ্রয় আশ্রিত ও প্রধান অপ্রধানরূপে কোন কোনটি মূলরোগ এবং কোন কোনটি বা উপসর্গ-রূপে উপস্থিত হইয়া থাকে।

মক্কল্লশূলের নিদান ও লক্ষণ। প্রসবের পর রুক্ষক্রিয়া বা রুক্ষ-দ্রব্যাদি সেবনে প্রসূতা নারীর বায়ু প্রকুপিত ও বর্দ্ধিত এবং তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট ও উষ্ণবীর্য্যদ্রব্য সেবনে রক্ত শোষিত হইয়া অবরুদ্ধ হইলে, নাভির অধোদেশে, দুইপার্শ্বে, মূত্রাশয়ে কিম্বা বস্তির উপরে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, পরন্তু তজ্জন্য নাভিতে, বস্তিতে ও উদরে বেদনা জন্মে এবং পক্বাশয় স্ফীত ও মূত্ররোধ হইয়া থাকে; এই ভয়ঙ্কর প্রাণনাশক রোগের নাম মক্কল্লশূল। গ্রন্থি সর্ব্বত্র উৎপন্ন নাও হইতে পারে, কিন্তু শূলবেদনা প্রায় সর্ব্বত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সূতিকা-চিকিৎসা-বিধি।

প্রসবের পর প্রসূতির যে রোগ হয়, তাহাকে সূতিকারোগ কহে। প্রসূতিনারীর জ্বর হইলে, সূতিকাজ্বর, অতীসার হইলে, সূতীকাতীসার, এবং শোথ হইলে সূতিকাশোথ বলা যায়। কতদিবস অবধি সূতিকা বর্ত্তমান থাকিবে, তাহার নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই, তবে সাধারণতঃ পুনর্ব্বার রজো

নিঃসরণ বা ঋতুস্রাব হইলেই সূতিকারোগ আরোগ্য হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। এরূপ বলিবার কারণ এই—প্রসূতির শরীর নীরোগ না হইলে, সবল হয় না এবং সবল না হইলেও রজোদর্শন অসম্ভব। প্রসূতি যথোচিত আহার বিহারের নিয়ম পালন করিলে, সূতিকারোগে আক্রমণ করিবার আশঙ্কা থাকে না।

নানাকারণে সূতিকারোগ জন্মে। হিতকর সুপথ্যের ও সেবাশুশ্রূষার অভাব বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, ঠাণ্ডা লাগান, সেকতাপ না দেওয়া, শ্রমজনক কর্ম্ম, মৈথুন, ক্রোধ প্রভৃতি কারণে এবং ঠাণ্ডা বা শীতল অন্ন ও পানীয় সেবন করাতে, সূতিকারোগ জন্মে।

প্রসবান্তে অবিলম্বে প্রসূতানারীকে সেকতাপ দিবে। প্রত্যহ দুইবেলা কাপড়ের পুটলী গরম করিয়া তদ্দ্বারা বহুক্ষণ সেকতাপ দিবে। ইহাতে গাত্রবেদনা দূরীভূত হয় ও দুষ্টরক্ত স্রাব হইয়া যায়। যাবৎ গাত্রবেদনা দূরীভূত ও রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া প্রসূতির শরীর সুস্থ না হয়, তাবৎ সেকতাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্ততঃ ১৫ দিবস সেকতাপ দিবে। গাত্র-বেদনা ও গ্লানি নষ্ট হইলে, প্রসূতি সরিষার তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া গরমজলে কাপড় ভিজাইয়া তদ্দ্বারা গা মুছিয়া অবিলম্বে শুষ্ক কাপড় দিয়া জল মুছিয়া ফেলিবে। এইরূপ মধ্যে মধ্যে করিয়া অসুখবোধ না হইলে ক্রমশঃ গরমজলে ও গরমজল সহ্য হইলে, ঠাণ্ডাজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে।

সূতিকার প্রথম অবস্থায় বাতরোগোক্ত বাতগজাঙ্কুশ পানেররস ও মধুসহ এবং দশমূলকাথ প্রয়োগ করিলেই চলে। ইহাতেই সাধারণতঃ গাত্রবেদনা, মস্তক-বেদনা, গ্লানি, গাত্র-গুরুতা ও জ্বরভাব প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত হয়, পরন্তু অধিকাংশস্থলেই অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না। এই ঔষধে উপকার না হইলে, অথচ বাতশ্লেষ্মার অত্যধিক প্রকোপবশতঃ গাত্র-বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে, জ্বররোগোক্ত রসোনাদি কাথ মহোপকারী। শিরঃশূল উপস্থিত হইলে, জ্বররোগোক্ত লক্ষ্মীবিলাস বা স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস এবং অধিক শোথ থাকিলে, শোথরোগোক্ত পুনর্ণবাষ্টক কাথ ও পুনর্ণবাদিচূর্ণ প্রয়োজ্য। অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য হইলে, গর্ভিণীরোগোক্ত বৃহৎ অগ্নিকুমার বা ভুবনেশ্বর এবং তরল দাস্ত হইলে, জ্বররোগোক্ত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বা মহাগন্ধক

সেবন করাইবে, তাহাতে উপকার না হইলে, অতীসারোক্ত অমৃতার্ণব বা সিদ্ধপ্রাণেশ্বর এবং বৃহৎ জীরকাদিমোদক বা মুস্তকাদিমোদক কিম্বা গর্ভিণীরোগোক্ত লবঙ্গাদিচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। অত্যধিক অরুচি হইলে, আমরুলশাকের টক্ বা অরুচিরোগোক্ত আমলাদ্যযোগ প্রয়োগ করিবে। কাস প্রবল হইলে, কাসরোগোক্ত চন্দ্রামৃতরস বা তালীশাদিচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে, প্রদররোগোক্ত দার্ব্ব্যাদিকাথ, চন্দনাদিচূর্ণ, পুষ্যানুগচূর্ণ বা পুষ্করলেহ ব্যবস্থা করিবে।

প্রসূতির বাতশ্লেষ্মজ্বর প্রকাশ পাইলে জ্বররোগোক্ত পিপ্পল্যাদি বা বৃহৎ পিপ্পল্যাদিকাথ পান করাইবে। পিত্তশ্লৈষ্মিকজ্বরে বিকারের লক্ষণ পরিস্ফুট হইলে জ্বর-রোগোক্ত অষ্টাদশাঙ্গকাথ ব্যবস্থা করিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাত জ্বরে জ্বররোগোক্ত কট্‌ফলাদিকাথ প্রয়োগ করিবে। বিকার হইলে, কস্তূরী-ভূষণ ও কস্তূরীভৈরব বা বৃহৎ কস্তূরীভৈরব ব্যবস্থা করিবে। জীর্ণ বা বিষম-জ্বরে জীর্ণ বা বিষমজ্বরের ন্যায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ধাতুগতজ্বরে বিষম-জ্বরান্তকচূর্ণ, জ্বরের পর্য্যায় ভঙ্গের জন্য জ্বরসংহারচূর্ণ প্রবলতাপসংযুক্ত ধাতু-গত জ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং ঐ জ্বর পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইলে, কিরাতাদিচূর্ণ এবং ধাতুগত জ্বরে অধিক সন্তাপ,দাহ, প্লীহা ও যকৃৎ বিশেষতঃ-ক্রিমিদোষ থাকিলে, গুড়ূচ্যাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। অম্লপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অম্লপিত্তোক্ত সৌভাগ্যশুণ্ঠী মোদক প্রয়োগ করিবে। হস্তপদে অত্যন্ত দাহ প্রকাশ পাইলে, গুড়ূচ্যাদিলৌহ ব্যবস্থা করিবে। সৌভাগ্য-শুণ্ঠী মোদক ও বৃহজ্জীরকাদিমোদক সূতিকারোগে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। যকৃতের দোষ প্রবল হইলে, যকৃদরিলৌহ, প্লীহা বৃদ্ধি হইলে, বৃহৎ লোকনাথ-রস অথবা বৃহৎ গুড়পিপ্পলী প্রয়োগ করিবে। পাণ্ডুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নবায়সলৌহ ব্যবস্থা করিবে। বাতিক, বাতপৈত্তিক ও বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ভাস্করলবণ ব্যবস্থা করিবে। জ্বরে বা স্বভাবত অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ-বশতঃ উদরাধ্মান হইলে, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা অগ্নিমুখ চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। স্তন-রোগ বা স্তন্যদুষ্টি হইলে, তত্তৎরোগানুযায়ী চিকিৎসা করিবে। সূতিকারোগে বা তৎসহ জ্বর থাকিলে, রোগের একটু পুরাতন অবস্থায় দশমূলতৈল বা

বৃহৎ দশমূলতৈল সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। অত্যধিক শোথ, গ্রহণী বা আমাশয় ও জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে, পর্পটী প্রয়োজ্য। স্থতিকারোগে এইরূপ কোন রোগের লক্ষণ প্রবল হইলে, সেই রোগোক্ত ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায় এবং তদ্দ্বারা রোগের শান্তি হয়, তথাপি অবস্থাভেদে স্থতিকারোগের ঔষধই সমধিক উপযোগী।

স্থতিকার প্রথম অবস্থায় বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ প্রায়শঃ প্রকাশ পায় ও তজ্জন্য দশমূলকাথ সমধিক উপযোগী; তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অমৃতাদি কাথের ব্যবস্থা করিলেও চলে। বাতপিত্তের প্রকোপ-বশতঃ জ্বর ও হস্তপদাদিতে দাহ অথচ তরলদাস্ত হইলে, স্থতিকাদশমূল কাথ ব্যবস্থা করিবে। অত্যধিক জ্বালাযন্ত্রণার সহিত রক্তস্রাব ও অতীসার থাকিলে অমৃতাদি কাথ ব্যবস্থা করিবে। ঐ অবস্থায় গর্ব্বিণীরোগোক্ত বৃহৎ হ্রীবেরাদি কাথ প্রয়োগ করিলেও চলে। স্থতিকারোগে বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষের প্রবল প্রকোপ বশতঃ শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, দেবদার্ব্বাদিকাথ সেবন করিতে দিবে। যে কোন অবস্থায় শ্বাস বা হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে, কাস, অরুচি, বমি বা কণ্ঠরোগ থাকিলে, শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ বা অষ্টাঙ্গাবলেহ সেবন করিতে দেওয়া যায়।

এইপ্রকার অবস্থাভেদে অনুপান বিশেষে স্থতিকারি রস, দ্বিতীয় স্থতিকারি রস, স্থতিকাঘ্ন রস, স্থতিকান্তক রস, স্থতিকাবিনোদ, বৃহৎ স্থতিকাবিনোদ, মহাভ্রবটী, দ্বিতীয় মহাভ্রবটী, রসশার্দ্দূল, বৃহৎ রসশার্দ্দূল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ প্রণালীদৃষ্টে ব্যবস্থা করিবে।

মকল্লরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, জ্বররোগোক্ত দশমূল কাথে সৈন্ধব-লবণ ২।৩ রতি ও ঘৃতভাজা হিং ২।৩ রতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে অথচ জ্বরের বেগ ও তদানুষঙ্গিক উপ-সর্গাদি প্রবল হইলে, জ্বরোক্ত পিপ্পল্যাদি বা বৃহৎ পিপ্পল্যাদি কাথে হিং ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। এই রোগে অন্যান্য বটিকাও প্রয়োগ করা যায়।

সূতিকারোগে—ঔষধ।

দশমূলক্কাথ। প্রসবের পর প্রসূতির গা ব্যথা, শরীরের গুরুতা, গ্লানি, অবসাদ ও জ্বরভাব প্রকাশ পাইলে কিম্বা সূতিকারোগে প্রসূতিকে আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রসবান্তে অবিলম্বে এই ক্কাথ এবং বাতগজাঙ্কুশ প্রয়োগ করিবে।

দশমূল ক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতাদিক্কাথ। প্রসবান্তে দশমূলক্কাথের পরিবর্ত্তে এই ক্কাথে স্বল্প-পঞ্চমূলের পরিবর্ত্তে বৃহৎ পঞ্চমূল দিয়া ব্যবস্থা করা যায়। ইহা সেবনে সূতিকা-রোগে আক্রমণ করিতে পারে না, বিশেষতঃ তরলভেদ থাকিলে, তাহা বন্ধ হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

অমৃতাদি ক্কাথ। গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝিণ্টিমূল, গাম্ভাইল, ইকড়ের মূল, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল ও মুথা, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। বাতপিত্তাধিক অথবা পিত্তশ্লেষ্মাধিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিল্বাদি বৃহৎ পঞ্চমূলের পরিবর্ত্তে স্বল্পপঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ও অন্যান্য দ্রব্যদ্বারা ক্কাথ করিবে।

সূতিকাদশমূলক্কাথ। বাতপিত্তের প্রকোপ বশতঃ প্রসূতির জ্বর, হস্ত-পদাদিতে দাহ ও তৎসঙ্গে মূত্ররোধ অথচ তরল দাস্ত প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে পান করিতে দিবে।

সূতিকাদশমূলক্কাথ। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ঝিণ্টি, গাম্ভাইল, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুথা, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দেবদার্ব্বাদি ক্কাথ। সূতিকারোগে বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন-দোষের প্রকোপ বশতঃ জ্বর, শূল, কাস, শ্বাস, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ পান করিতে দিবে।

দেবদার্ব্বাদি ক্কাথ। দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, চিরতা, কট্‌ফল, মুথা, কটকী, ধনে, হরীতকী, গজপিপুল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দুরালভা, বৃহতী, আতইষ, গুলঞ্চ, কাকড়া-

শৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ ঘৃতে ভর্জ্জিত হিং ২ রতি ও সৈন্ধব ২ রতি।

পিপ্পল্যাদি ও বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্বাথ। বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ প্রসূতির মক্কল্ল নামক শূলের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা এইরোগে গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগে মলমূত্ররোধ, উদরাধ্মান, বস্তি, নাভি ও উদরের বেদনা এবং জ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। পিপ্পল্যাদি ক্বাথে উপকার না হইলে, বৃহৎ পিপ্পল্যাদি ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

পিপ্পল্যাদি ও বৃহৎ পিপ্পল্যাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি যথাক্রমে ৭৪ ও ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সূতিকারি রস। সূতিকারোগের প্রথম অবস্থায় রোগিণীর শ্লৈষ্মিক-জ্বর, অরুচি, অল্পশোথ ও সর্দ্দিজন্য নাসাস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। কিন্তু পুরাতন সূতিকারোগে ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধে তাদৃশ উপকার হয় না। অনুপান—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ এবং দুগ্ধ।

সূতিকারিরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা (কজ্জলী ২ তোলা), অভ্র এক তোলা এবং অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে তাম্রভস্ম অর্দ্ধতোলা ; একত্র করিয়া থানকুনী পাতার রসদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটিকা করিবে।

সূতিকাবিনোদ রস। সূতিকার প্রথম অবস্থায় বাতিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে বিষ্টব্ধাজীর্ণ, উদরে বেদনা, মাথা ও মুখমণ্ডলে ভার থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান-উষ্ণজল।

সূতিকাবিনোদরস। কজ্জলী ২ তোলা ও শোধিত তুতিয়া একতোলা জম্বীর বা গোড়ালেবুর রসে তিনদিন মর্দ্দনপূর্ব্বক শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের ক্বাথে তিনবার ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

বৃহৎ সূতিকাবিনোদ রস। সূতিকার প্রথম অবস্থায় পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বর এবং তৎসঙ্গে আমাজীর্ণ বা বিদগ্ধাজীর্ণ, সময় সময় হাত পা জ্বালা বা গাত্রবেদনা কিম্বা মাথাভার ও সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রসূতিকে সেবন করাইবে। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

বৃহৎ সূতিকাবিনোদ রস। শুঁঠ ১ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, অভ্র অর্দ্ধ তোলা, যষ্টিত্রী ২ তোলা এবং শোধিত তুতিয়া দুইতোলা এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া নিশিন্দাপাতার রসদ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি

অষ্টাঙ্গাবলেহ। প্রসূতির যে কোন রোগে শ্বাস বা হিক্কা কিম্বা উভয়ই প্রকাশ পাইলে, তন্নিবারণার্থ এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—অবস্থানুযায়ী কল্পনা করিবে।

অষ্টাঙ্গাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ১০৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। অষ্টাঙ্গাবলেহ যে যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—অবস্থাভেদে কল্পনা করিবে।

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সূতিকান্তকরস। সূতিকার প্রথম অবস্থায় রোগিণীর বাতিক, শ্লৈষ্মিক কিম্বা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, তৎসঙ্গে শোথ, অবসাদ, সর্দ্দি, কাস, গা-ব্যথা, বাতিক বা শ্লৈষ্মিক গ্রহণী এবং অগ্নিমান্দ্য ও তরল দাস্ত প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে। অনুপান—জ্বর প্রবল হইলে, তুলসী পাতার রস ও মধু, তরল ভেদে ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও পিপ্পলীচূর্ণ।

সূতিকান্তকরস। কজ্জলী ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম ১ তোলা ও বিশুদ্ধ বিষ ১ তোলা একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

দ্বিতীয় সূতিকারিরস। সূতিকার মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, শোথ, গ্রহণী, অতীসার, জ্বরাতীসার ও কাস থাকিলে, বিশেষতঃ রক্তপ্রবাহিকা, রক্তামাশয় বা রক্তাতীসারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জ্বরে—তুলসীপাতার রস, ভেদে মুথার রস, আমাশয়ে—গান্ধাইলের রস, শোথে—পুনর্ণবার রস।

দ্বিতীয় সূতিকারিরস। সোহাগার খৈ ১ তোলা, কজ্জলী ২ তোলা এবং সোণা, রূপা, জাতীফল, যষ্টিত্রী, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, ধাইফুল, কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব, আকান্দীলতা, কাকড়াশৃঙ্গী, আতৈষ ও যমানী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; সমস্ত একত্র করিয়া গান্ধাইলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

সূতিকাঘ্নরস। দ্বিতীয় সূতিকারি রস যে যে অবস্থায় যে যে অনুপানে প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই সেই অনুপানে প্রয়োজ্য, তবে উহা যত ধারক, ইহা তদ্রূপ ধারক নহে। ঐ সকল অবস্থায় অতীসার উপস্থিত হইলে এবং অত্যধিক ধারক গুণ বিশিষ্ট ঔষধের আবশ্যক হইলে, উহা প্রয়োজ্য, বেশী ধারকের আবশ্যক না হইলে, ইহাই প্রয়োগ করিবে।

সূতিকাঘ্ন রস। কজ্জলী ২ তোলা এবং লৌহ, অভ্র, ষয়িত্রী ও সোণা-ভস্ম প্রত্যেকে একতোলা, সমস্তচূর্ণ একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধদ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সূতিকাহররস। সূতিকারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগিণীর বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বর এবং অতীসার, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু ও শূল-বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই মহৌষধ রোগিণীকে সেবন করিতে দিবে। দুর্ব্বলতা ও অবসাদ প্রভৃতিও ইহাতে দূরীভূত হইয়া থাকে। অনুপান—গান্ধা-ইলের রস ও মধু।

সূতিকাহররস। কজ্জলী ২ তোলা, লবঙ্গ, যবক্ষার, অভ্র, লৌহ, তামা ও সীসা প্রত্যেকে ১ তোলা, এবং জাতীফল, কেশুর্য্যে, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ভীমরাজ, ছোট এলাচি, মুথা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, আকান্দী, কাকড়াশৃঙ্গী ও বেলশুঁঠ প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা। সমস্তচূর্ণ একত্র করিয়া গন্ধভাদালিয়ার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী-কুলের ন্যায়।

মহাভ্রবটী। সূতিকার মধ্য অবস্থায় বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বর, অতীসার, গ্রহণী ও শূলবেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগিণীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গন্ধভাদালিয়ার রস ও মধু।

মহাভ্রবটী। কজ্জলী ২ তোলা এবং অভ্র, লৌহ, তাম্র, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে একতোলা ও বিশুদ্ধ বিষ দুই আনা। সমস্ত একত্র করিয়া গিমাশাক, বাসকছাল ও পান ইহাদের প্রত্যেকের রসদ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে মরিচচূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী ৩ রতি।

দ্বিতীয় মহাভ্রবটী। মহাভ্রবটী যে যে অবস্থায় যে যে অনুপানে প্রযোজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই সেই অনুপানে প্রয়োগ করিবে।

দ্বিতীয় মহাভ্রবটী। কজ্জলী ২ তোলা, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, তামা, সোহাগার খৈ,

যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে এক তোলা এবং শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগে মিলিত পাঁচ তোলা; এই সকল মিশ্রিত করিয়া গিমা, বাসকছাল ও পানেররসদ্বারা যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

রসশার্দ্দূল। সূতিকার কিঞ্চিৎ পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় রোগিণীর বাতিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, অঙ্গব্যথা, মাথাভার ও অবসাদ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহার প্রয়োগ পূর্ব্ব বঙ্গে সমধিক প্রচলিত। অনুপান—পানের রস ও মধু।

রসশার্দ্দূল। কজ্জলী ২ তোলা, অভ্র, তাম্র, লৌহ, রাজপট্ট (অভাবে পীতবর্ণ কড়িভস্ম), সোহাগার খৈ, মরিচ, যবক্ষার, হরিতাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও শোধিত বিষ প্রত্যেকে ১ তোলা। সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া গিমা ও পানের রসদ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

মহারসশার্দ্দূল। সূতিকার পুরাতন অবস্থায় যখন অন্যান্য ঔষধে উপকার না হয়, তখন ইহা প্রয়োগ করা যায়। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক-জীর্ণ জ্বর, জ্বরাতীসার, কাস, গা ব্যাথা, অতীসার, রক্তাতীসার, গ্রহণী, আমাশয়, রক্তামাশয়, সময় সময় গাত্রদাহ বা হস্তপদে জ্বালা, মাথা ঘোরা, মাথা ধরা, অনিদ্রা, আলস্য, বৈকালে ঘুষ্ ঘুষে জ্বর, দুর্ব্বলতা, ক্ষীণতা, বিশেষতঃ প্রদর বা অধিক রক্তস্রাব, ভ্রমি, বমি ও অরুচি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই মহৌষধ ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

মহারসশার্দ্দূল। কজ্জলী ২ তোলা, অভ্র, তাম্র, স্বর্ণভস্ম, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেকে ১ তোলা, বিষ এক আনা এবং দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচি, যষ্টিত্রী, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও রসাঞ্জন প্রত্যেকে চারি আনা। সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া গিমা ও পানের রসদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে মরিচচূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী ৩ রতি।

বৃহৎ রসশার্দ্দূল। সূতিকার পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্তাধিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিম্বা বাতপিত্তাধিক শরীরে ইহা সমধিক উপকারী। শ্লেষ্মাধিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বা শ্লেষ্মাধিক শরীরে ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় না। ইহা শোষণ গুণবিশিষ্ট নহে, স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট। ঘুষ্ ঘুষে জ্বর, গাত্র ও ও হস্ত পদে দাহ, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও কৃশতা, বাতিক, পৈত্তিক অথবা ধাতু-

পৈত্তিক কাস, কোষ্ঠ কাঠিন্য, উদরে জ্বালা, শিরঃপীড়া, তালুপ্রদাহ, মাথা ঘোরা, নাসারন্ধ্র হইতে উত্তাপ নির্গত হওয়া, বিশেষতঃ প্রসবান্তে অধিক রক্তস্রাব বশতঃ শরীর রক্তশূন্য, পাণ্ডুবর্ণ, দুর্ব্বল ও কৃশ হইলে এবং তৎসঙ্গে অরুচি, বমি বা বমির ভাব ও ভ্রমি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অতিশয় বল ও পুষ্টিকর। অনুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ রসশার্দ্দূল। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা কজ্জলী করিবে। পরে তাহার সহিত সোণা, রূপা, কাঁসা, পিতল, তামা, সীসা, বঙ্গ ও লৌহভস্ম প্রত্যেকে এক তোলা করিয়া মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মীশাক, জয়ন্তীপাতা, নিশিন্দাপাতা, যষ্টিমধু, পুনর্ণবা, নালুকা, অপরাজিতার মূল, আকন্দমূল, ধুতুরাপাতা, দুরালভা, বাসকছাল ও কাকমাচী ইহাদের প্রত্যেকের রস বা যাহার রস নির্গত হয় না, তাহার ক্বাথদ্বারা যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

স্বর্ণসিন্দূর ও মকরধ্বজের প্রয়োগ-প্রণালী।

ইহা সাধারণতঃ পরিবর্ত্তক ও স্নায়বিক-দুর্ব্বলতা নাশক, কিন্তু যে অনুপানের সহিত প্রয়োগ করা যায়, সেই অনুপান দ্রব্যের গুণানুযায়িনী ক্রিয়া করে, তজ্জন্য অনুপানভেদে সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করা যায় ও সর্ব্বরোগ বিনষ্ট করে। স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর সর্ব্বরোগে অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যায়, ইহা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের মত, শাস্ত্রকারগণও এই মতেরই পোষকতা করেন এবং আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তিকাল হইতে অনন্তকাল যাবৎ চিকিৎসকেরাও সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন; তবে উহা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীর ধাতু, অগ্নি, বল ও বয়স বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা উচিত অর্থাৎ রোগীর ধাতু রুক্ষ কি স্নিগ্ধ, গরম কি নরম বা তাহার পাচকাগ্নি সবল কি দুর্ব্বল ও বয়স প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী মাত্রা ও অনুপান কল্পনা করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ স্তন্য-পায়ী শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধব্যক্তিকেও ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমিও শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধ অনেক রোগীকে ইহা ব্যবস্থা করিয়াছি, কুত্রাপি কুফল প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে প্রয়োগ করিতে গিয়া কয়েকস্থলে দেখিয়াছি;—স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর কিম্বা তৎসংযুক্ত

ঔষধ আমাশয় বা জ্বরাতীসারগ্রস্ত শিশুর পরিপাক না হইয়া আমসংযুক্ত মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায় নির্গত হইয়াছে, একারণে আমার বিশ্বাস যে সকল স্তন্যপায়ী শিশু আমাশয় বা অতীসারে নিতান্ত পীড়িত, তাঁহাদের পক্ষে উহা দুষ্পাচ্য, সুতরাং অতি অল্প মাত্রায় ব্যবস্থেয়। কারণ রসসিন্দুর বা স্বর্ণসিন্দুর বা তৎসংযুক্ত ঔষধ ঐ অবস্থায়ও বন্ধ না করিয়া অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিতে করিতে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে; সুতরাং আমার বিশ্বাস অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে যদিও মলের সহিত কিয়দংশ বহির্গত হয়, তথাপি কিয়দংশ শরীরে অবস্থান করিয়া রোগ আরোগ্যের সহায়তা করে। ফলতঃ ঐ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কি না তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই, তবে মাত্রা-হ্রাস করিয়া প্রয়োগ করাতে মলের সহিত নির্গত হওয়া সত্ত্বেও রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। অনেকের বিশ্বাস উহা গরম, কিন্তু তাহা নহে, গরম অনুপানসহ ভক্ষণ করিলে গরম ক্রিয়া করে এবং ঠাণ্ডা অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে ঠাণ্ডা ক্রিয়া করে, এই জন্য সন্নিপাত বা বাতশ্লেষ্মবিকারেও ব্যবহৃত হয়, আবার উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা যায় এবং ঐ উভয় অবস্থায়ই সমান ফল প্রদান করে। জনসমাজে স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজের এতাদৃশী খ্যাতি কেন, তাহা এই সকল কারণে সহজেই বুঝা যায়। রোগ-নির্ণয়ে বিলম্ব ঘটিলে অথচ তৎক্ষণাৎ ঔষধ প্রয়োগ অনিবার্য্য হইলে অগ্রে একটু স্বর্ণসিন্দূর বা তদভাবে উৎকৃষ্ট রসসিন্দূর মধুসহ প্রয়োগ করা যায়।

রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর ও মকরধ্বজের অনুপান।

সামজ্বরে—আদা, বেলপাতা, ওকড়া, পান, নিশিন্দাপাতা, পলতা কিম্বা উচ্ছে বা করল্লাপাতা, ইহাদের কোনও একটি দ্রব্যের রস এবং পিপুল বা শুঁঠচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপসহ ব্যবস্থা করিবে। বালক ও শিশুর পক্ষে অনুপান-তুলসীপাতার রস ও মধু। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে স্তন-দুগ্ধ ও মধু। সামজ্বরের লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরবিকারে—আদার রস, রুদ্রাক্ষ-ঘষা বা তাল-শাখার রসসহ প্রয়োজ্য, বিকারের যে অবস্থায় মৃগনাভি প্রয়োগ করা যায়, সেই অবস্থায় প্রয়োগ

করিতে হইলে, কস্তূরী মিশ্রিত করিয়া উহার কোন একটি অনুপানসহ প্রয়োগ করিবে। বালক ও শিশুর পক্ষেও ঐ সকল অনুপান প্রশস্ত।

নিরামজ্বরে ও পুরাতনজ্বরে—গুলঞ্চের রস, পলতার রস, সেফালিকা পাতার রস, চিরতার জল, ক্ষেৎপাপড়ার রস কিম্বা কালমেঘের রস ও মধু। ২। ৩ টি দ্রব্যের ঘুষুড়াসহ বা কোন একটি পাচনসহ প্রয়োগে সমধিক ফল-প্রদ হয়; ঘুষুড়া মৎপ্রণীত অনুপান-দর্পণ ৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বালক ও শিশুর পক্ষে কালমেঘের রস অতি উপকারী।

প্লীহাজ্বরে—অল্প পোড়া রসুন, তালের জটা-ভস্ম, পুরাতন গুড়, রক্ত চিতাচূর্ণ, রয়না-ছাল-চূর্ণ, হিং, পিপুলের ক্বাথ, আদাররস বা মনসাসীজপাতা আগুণে গরম করিয়া তাহার রস।

যকৃৎ-সংযুক্ত-জ্বরে-কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ বা কটকীচূর্ণ, কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে, কালমেঘের রস, আমলকীচূর্ণ বা চিরতার জল।

শোথসংযুক্ত-জ্বরে—শ্বেত বা রক্তপুনর্ণবার রস, আদার রস, বেল পাতার রস, ইহার কোন একটি রসসহ পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কাসে বা কাসসংযুক্ত-জ্বরে—বাসক ছালের রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু-সহ কিম্বা বাসক ছাল, কিসমিস্, যষ্টিমধু ও পিপুল এই চারি দ্রব্যের ক্বাথসহ অথবা কেবল পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ।

শ্বাসে বা শ্বাসসংযুক্ত জ্বরে—বহেড়া ঘসা ও স্তন-দুগ্ধ, বহেড়ার শাস-বাটা ও স্তন দুগ্ধ, তুলসীপাতার রস ও পিপুলচূর্ণ, ময়ূরপুচ্ছ-ভস্ম কিম্বা বামন-হাটীর ছালের রস ও মধুসহ।

হিক্কারোগে বা হিক্কাসংযুক্ত জ্বরে-কুলের আটীর শাসবাটা বহেড়ার শাসবাটা, বড় এলাচিচূর্ণ, শসার বীজের মধ্যস্থ শাসবাটা, স্তন-দুগ্ধ কিম্বা দাস্ত পরিষ্কার না থাকিলে কটকীচূর্ণ।

মন্দাগ্নিতে—যমানী-বাটা ও সৈন্ধবলবণ কিম্বা লবঙ্গচূর্ণ।

আমাজীর্ণে—উষ্ণজল, আদাররস কিম্বা পানের রস ও মধুসহ।

বিদগ্ধাজীর্ণে—লেবুর রস, চূণের জল, ধনে ভিজান জল কিম্বা নালিতা বা পাটপাতা ভিজান জলসহ।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে—হিং ও সৈন্ধবলবণ কিম্বা চাউলের জল বা মৌরী-ভিজান জল।

জ্বরাতীসারে—মুথার রস ও মধু বা আতৈষচূর্ণ ও মধুসহ।

অতীসারে—মুথার রস ও মধু বা বেলশুঁঠচূর্ণ ও মধুসহ। বালক ও শিশুর পক্ষে জায়ফলঘষা ও স্তন দুগ্ধ উৎকৃষ্ট অনুপান।

গ্রহণীরোগে—কাঁচা বেলপোড়া ও ইক্ষুগুড়, মুথার রস ও মধু বা জীরা-ভাজা চূর্ণ ও মধুসহ।

প্রবাহিকারোগে (আমাশয়ে)—থানকুনী বা থুলকুড়ী পাতার রস, গান্ধাইলের বা গন্ধভাদালের রস কিম্বা শ্বেতকাঁটানোটের মূলের রস ও মধু।

রক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিকা বা রক্তামাশয়রোগে—রক্তকাঁটা-নোটের মূলের রস ও মধু, কুড়চীর ছালের রস ও মধু, কুক্শিম বা কুকুর-শোকার রস, ডালিমের পাতার রস কিম্বা বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস ও মধুসহ।

বিসূচিকারোগে—আপাঙ্গের মূলের রস ও মধু।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে—কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে তেউড়ী-চূর্ণ, কট্কীচূর্ণ বা উচ্ছেপাতার রস। কোষ্ঠ খোলসা থাকিলে গুলঞ্চের রস ও ত্রিফলা চূর্ণ বা হরিদ্রা-চূর্ণসহ অথবা হিঞ্চাশাকের রস, কুলেখাড়ার রস বা চিরতার জলসহ।

রক্তপিত্তে বা রক্তপিত্তসংযুক্ত জ্বরে—রক্তপিত্ত দুই প্রকার, ঊর্দ্ধগত ও অধোগত। নাসারন্ধ্র, কর্ণরন্ধ্র, মুখগহ্বর প্রভৃতি হইতে যে রক্ত পড়ে, তাহাকে ঊর্দ্ধগত এবং মলদ্বার, লিঙ্গ ও যোনিরন্ধ্র হইতে রক্ত নির্গত হইলে, তাহাকে অধোগত রক্তপিত্ত কহে। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে-বিশল্যকরণী অর্থাৎ আয়াপানেররস, কুক্শিম বা কুকুরশোঁকার রস, বাসকছালের রস, কুড়চী-ছালের রস, কচি দূর্ব্বার রস বা আলতাভিজান জলসহ।

রক্তপিত্তে—কৃষ্ণতিলের শাস-বাটা ও ইক্ষুচিনি। কুড়চী-ছালের রস ও বাবলার আঠা প্রবল রক্ত-রোধক।

যক্ষ্মারোগে—কচি দূর্ব্বার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, আলৃতা ভিজান জল, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস রক্ত-রোধক। এতদ্ব্যতীত উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে যে সকল রক্ত-রোধক অনুপান বর্ণিত হইয়াছে, যক্ষ্মারোগে রক্ত-রোধের জন্য তাহাও প্রয়োগ করা যায়। কাস থাকিলে বাসক ছালের রস ও পিপুলচূর্ণ কিম্বা বাসকছাল, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌ ও পিপুল এই চারি দ্রব্যের কাথসহ প্রয়োজ্য।

অর্শরোগে—নাগেশ্বর ফুলের রেণুবাটা চারি আনা, মাখন ॥০ তোলা ও মিশ্রীচূর্ণ ১ তোলাসহ। রক্তার্শে কৃষ্ণতিলের শাসবাটা ও ইক্ষুচিনি প্রশস্ত অনুপান। এতদ্ব্যতীত কুড়চী ছালের রস, আয়াপানের রস বা কুকুশোকার রস প্রয়োগ করা যায়। আম ও রক্ত নির্গত হইলে, কুড়চীছালের রস অতি উপকারী। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, জঙ্গীহরীতকীচূর্ণ বা তেউড়ীচূর্ণ সহ প্রয়োজ্য।

স্বরভঙ্গে—ব্রাহ্মীশাকের রস বা কণ্টকারীর রস, পিপুলচূর্ণ বা বচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে।

অরুচিরোগে—আমরুল শাকের রস, অতি পুরাতন তেঁতুল, ছোলঙ্গ-লেবুর রস, অম্লবেতস বা থৈকলচূর্ণ, আদাররস ও সৈন্ধবলবণ।

ক্রিমিরোগে-আশ শেওড়ার পাতাররস, দাঁতনগাছ বা আইঠলীগাছের পাতার রস, আনারসের কচিপাতাররস, ডালিমগাছের শিকড়ের কাথ, আত-ইষচূর্ণ, সুপারি বৃক্ষের কচিশিকড়ের রস, শঠীররস, চাঁপাগাছের ছালের রস, খেজুর পাতার রস, চারা খেজুর বৃক্ষের মাথীর রস, বিড়ঙ্গচূর্ণ বা পলাশবীজ-চূর্ণ। শিশুর পক্ষে চূণের জল বা বিড়ঙ্গচূর্ণ প্রশস্ত।

বমনরোগে—ডাবের জলে খৈ বা মুড়ি ভিজাইয়া সেই জল, পটোলের রস, দাড়িমের রস, শশার বীজবাটা ও স্তন দুগ্ধ, বেদানার রস, চাউলের জল বা অশ্বত্থ গাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ করিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল সহ।

তৃষ্ণারোগে—ডালিমের রস, বেদানার রস, ধনে ভিঁজান জল অথবা মৌরীভিজান জল।

দাহরোগে—কদলী-মূলের রস, কেশুরের রস, পোল্তার রস, ডালিমের রস, বেদানার রস, গুলঞ্চের রস, ক্ষেৎপাপড়ার রস বা শতমূলীর রস।

মূর্চ্ছারোগে—চাউলের জল, ডালিমের রস, বেদানার রস বা শতমূলীর রস।

উন্মাদরোগে—চাউলের জল, শতমূলীর রস ও ইক্ষুচিনি, বেদানার-রস, পটোলের রস, ডালিমের রস, পুরাতন চালকুমড়ার রস বা ত্রিফলা-ভিজান জল।

অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া রোগে—শতমূলীর রস, পুরাতন চালকুমড়ার রস, চাউলের জল, ত্রিফলাভিজান জল, ডালিমের রস, বেদানার রস বা পটোলের রস ও ইক্ষুচিনি।

বাতব্যাধিরোগে—স্নায়ুগত বাতে অশ্বগন্ধার চূর্ণ বা কাথ। বাত-ব্যাধিতে ফুলা ও বেদনা থাকিলে, ভেরেণ্ডার মূলের রস, আদার রস ও সৈন্ধবলবণ সহ। গ্রন্থিগত বাতে অর্থাৎ গ্রন্থিতে ফুলা ও বেদনা থাকিলে শজিনার ছালের রস ও মধু সহ। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে এরণ্ডবীজ বাটা বা রস্থন-বাটা সহ।

উরুস্তম্ভরোগে—আদার রস ও পিপুল-চূর্ণ বা শজিনার ছালের রস, পিপুল চূর্ণ ও মধু।

আমবাতে—ভেরেণ্ডার মূলের রস ও সৈন্ধবলবণ কিম্বা আদার রস বা রস্থনবাটা সহ।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে—দাস্ত খোলসা থাকিলে—কাঁচা হলুদের রস, কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, কলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রস ও হরিদ্রা-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

অম্লপিত্তে—অম্লপিত্ত সাধারণতঃ দুই প্রকার—অধোগত ও উর্দ্ধগত। অধোগত অম্লপিত্তে অম্লগন্ধবিশিষ্ট পাতলা দাস্ত ও উর্দ্ধগত অম্লপিত্তে কোষ্ঠবদ্ধ,

গলাবুকজ্বালা, অম্লরস ও অম্লগন্ধবিশিষ্ট বমন হয়। হাত পা জ্বালা অথচ দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে, পোলতার রস, হিঞ্চার রস, পটোলের রস বা গুলঞ্চের রস। দাস্ত বেশী অথচ পাতলা হইলে, যবের কাথ, চুণের জল বা মুথার রস। শ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য থাকিলে—লবঙ্গচূর্ণ, কোষ্ঠ-কাঠিন্যে—উচ্ছে-পাতা বা করলাপাতার রস, তেউড়ীচূর্ণ বা ধনে, মৌরী ও জাঙ্গীহরীতকী-ভিজানজল, অত্যন্ত পিত্তপ্রধান শরীরে—ত্রিফলার জল, আমলকীর জল, শতমূলীররস, পুরাতন চালকুমড়ার রস, চিরতারজল, ধনে পোলতা ভিজানজল, গরম ধাতুতে অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-প্রধান শরীরে ডাবের জল বা নালিতা অর্থাৎ পাটপাতা ভিজান জল।

শূলরোগে—কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে—তেউড়ীচূর্ণ কিম্বা জাঙ্গীহরতকী, ধনে ও মৌরীভিজানজল। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে—ধনে—পোলতার জল, শতমূলীর রস, অত্যন্ত গরম ধাতুতে অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-প্রধান শরীরে—ত্রিফলার জল বা ডাবের জল।

উদাবর্ত্ত ও অনোহরোগে—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয়, এজন্য ঐ উভয়রোগে বায়ু-নাশক অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ঐ উভয়রোগে কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, তেউড়ীচূর্ণ ব্যবস্থা। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে—ত্রিফলার জল, ধনে-পোলতার জল বা শতমূলীর রস।

গুল্মরোগে—কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, গোমূত্র বা তেউড়ীচূর্ণ। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে, পিপুল-চূর্ণ ও আদার রস।

হৃদ্রোগে—অর্জ্জুন-ছালের রস, কাথ বা চূর্ণ।

মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাতে—মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতে প্রভেদ এই যে, মূত্র-কৃচ্ছ্রে মূত্রণকালে যন্ত্রণা অত্যধিক, কিন্তু মূত্র যথোচিত পরিমাণে নির্গত হয় এবং মূত্রাঘাতে মূত্রনিঃসরণকালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু মূত্র যথোচিত পরিমাণে নির্গত হয় না,—অল্পে অল্পে কম পরিমাণে নির্গত হয়। এই উভয়রোগে—গোক্ষুরের কাথ, হিমসাগর বা পাথর কুচির পাতার রস, যবক্ষার কদলীমূলের রস অথবা শতমূলীর রস।

অশ্মরীরোগে—বরুণছালের রসে বা কাথে বরুণ-ছাল চূর্ণ প্রক্ষেপ সহ,

পাথরকুচির পাতার রস, কদলীমূলের রস, তৃণ পঞ্চমূলের কাথ (কুশ, কাশ, শর, উলুখড় ও ইকড় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা ; শেষ ৮ তোলা) বা কাকুড়-বীজ-চূর্ণ।

মেহরোগে—স্রাবযুক্ত মেহরোগে বা গণোরিয়ায়—কচি শিমূল বৃক্ষের মূলের রস, বাবলার আঠা বা গঁদভিজান জল বা কাঁচা আমলকীর রস। জ্বালাযুক্ত মেহরোগে বা গণোরিয়ায়—অড়হর পাতার রস, কাঁচা হরিদ্রার রস, তিসি বা মসিনা ভিজান জল। মেহ বা গণোরিয়ায় রক্তস্রাব হইলে, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস, কচি দূর্ব্বার রস অথবা গান্ধাফুলের পাতার-রস। মেহ আরোগ্য হইলে, বল ও পুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধা-চূর্ণ বা বেড়েলার ছালের চূর্ণ অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

সোমরোগে অর্থাৎ বহুমূত্রে—কদলীপুষ্প বা মোচার রস, যজ্ঞডুমুরের বীজ-চূর্ণ, জামের বীজ চূর্ণ বা যজ্ঞডুমুর চূর্ণ।

কৃশতারোগে—অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ ও দুগ্ধ।

উদীরোগে—তেউড়ী-চূর্ণ।

বৃদ্ধি অর্থাৎ কুরণ্ডরোগে—শোধিত গুগ্‌গুলু-চূর্ণ ও ত্রিফলার কাথ।

শ্লীপদ অর্থাৎ গোদরোগে—শোধিত গুগ্‌গুলু-চূর্ণ ও ত্রিফলার কাথ।

বিদ্রধিরোগে—শজিনার ছালের রস। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে,—শজিনার ছালের রসে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে।

ব্রণ-শোথ ও ব্রণরোগে—করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রস, শোধিত গুগ্‌গুলুচূর্ণ বা কটকী চূর্ণ। এই সমস্ত অনুপানই বিরেচক।

ভগন্দররোগে—খদির কাষ্ঠের কাথ।

ফিরঙ্গ বা গর্ম্মিরোগে—অনন্তমূলের কাথ বা গুলঞ্চের রস ও তোপচিনি চূর্ণ।

কুষ্ঠরোগে—চাউলমুগরার বীজ বাটা দুই আনাসহ অথবা নিমের ফুল, ফল, পাতা, ছাল ও মূল চূর্ণ করিয়া তৎসহ।

বসন্তরোগে—করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রসসহ।

নাসারোগে—তুলসীপাতার রস বা পানের রস।

নেত্র বা চক্ষুরোগে—ত্রিফলার কাথ বা ভৃঙ্গরাজের রস।

শিরোরোগে—পানের রস, আদার রস বা নিশিন্দাপাতার রসসহ।

প্রদররোগে—শ্বেতপ্রদরে আমলকীবীজের শাসবাটা ও ইক্ষুচিনি, চাউলের জল ও কুশমূল বাটা কিম্বা গান্দাফুলের পাতার রস। রক্তপ্রদরে-অশোকের ছালের রস বা কাথ।

বাধকে—ওলট্‌কম্বলের মূলের শিকড় চারি আনা ও গোলমরিচ ৩।৪টি একত্র বাটিয়া তৎসহ।

গর্ব্বিণীরোগে—গর্ব্বিণীর জ্বরাদি যে কোন রোগ প্রবল হইবে, সেই রোগনাশক অনুপান কল্পনা করিবে।

সূতিকারোগে—সূতিকারোগে অনুপানের স্থিরতা নাই। প্রসবের পর স্ত্রীদিগের নানাপ্রকার রোগ হয়। সূতিকাক্ষেত্রে যে সকল রোগ হয়, তাহাদিগকে সূতিকা-জ্বর, সূতিকা-গ্রহণী প্রভৃতি কহে, সুতরাং জ্বর হইলে, জ্বরোক্ত অনুপান বা গ্রহণীরোগ হইলে, গ্রহণীরোগোক্ত অনুপান দিবে।

বালরোগে—বালকের যে কোন রোগ হইলে, অনুপান কল্পনা করা একটু কঠিন। এস্থলে কয়েকটি অনুপানমাত্র লিখিত হইল, বিস্তারিত বালরোগাধিকারে পৃথক্ বর্ণিত হইবে। অন্নভোজী বা দুগ্ধান্ন-ভোজী বালকের নবজ্বরে বা সামজ্বরে—তুলসীপাতার রস ও মধু। পুরাতন বা নিরামজ্বরে—অন্নভোজী শিশু ও বালকের পক্ষে কালমেঘের রস ও মধু, গুলঞ্চের রস ও মধু বা সেফালিকা পাতার রস ও মধু। প্লীহাজ্বরে—পিপুল-চূর্ণ ও মধু বা পিপুলচূর্ণ ও পুরাতন গুড়। জ্বরাতীসারে ও অতীসারে—মুথার রস ও মধু, বেলশুঁঠচূর্ণ বা বেলশুঁঠের কাথ ও মধু, আতৈষচূর্ণ ও মধু বা ধাইফুলচূর্ণ ও মধু। রক্তাতীসারে—কুড়চীর ছালের রস, আয়াপানের রস বা কুকুরশোঁকার রস ও মধু। আমাশয়ে—সাদা নোটের শিকড় বাটা ও মধু। রক্তামাশয়ে—রক্ত কাঁটা নোটের মূল বাটা ও মধু কিম্বা রক্তাতী-সারোক্ত অনুপান দিবে। কাসে কিম্বা জ্বর ও কাসে পিপুলচূর্ণ ও মধু বা বচচূর্ণ ও মধু, কাকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ ও মধু বা তুলসীপাতার রস ও মধু। কাস

তরল করিবার আবশ্যক হইলে পানের বোটা ও পিপুলমূলের পাচনসহ দিবে। বমনে—শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ। গ্রহণীরোগে—মুথার রস ও মধু বা জীরাভাজা চূর্ণ ও মধু। বলপুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধা চূর্ণ ও মধু।

বিষাধিকারে—বিশুদ্ধ অপরাজিতা মূলের চূর্ণ ও মধু।

রসায়নে—দুগ্ধের সর ও মধু, মাখন ও মিশ্রী, অশ্বগন্ধা চূর্ণ ও মধু, বেড়েলা চূর্ণ ও মধু, শতমূলীর সর বা চূর্ণ ও মধু, ভৃঙ্গরাজের রস বা চূর্ণ ও মধু, ভূই আমলার রস ও মধু, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস বা চূর্ণ ও মধু।

বাজীকরণে—দুগ্ধে শোধিত সিদ্ধিবীজচূর্ণ, ঘৃতভর্জ্জিত মাষকলাই চূর্ণ, পুরাতন শিমূল গাছের ছালচূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ, শতমূলীচূর্ণ, কুলেখাড়ার বীজ-চূর্ণ, কুঙ্কুম বা কস্তূরী।

স্বর্ণসিন্দূর ও রসসিন্দূর। প্রস্তুতবিধি পরিভাষা প্রকরণের ৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মকরধ্বজ। প্রস্তুতবিধি প্রথম খণ্ডের ভূমিকার ৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সূতিকারোগে-পথ্যাপথ্য।

সূতিকারোগে উৎকট তিক্ত কিম্বা বিস্বাদ কোন পথ্য ব্যবস্থা করিবে না। নবজ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নবজ্বরের ন্যায় জলসাগু, জলবার্লি বা খৈর মণ্ড মিশ্রী মিশাইয়া খাইতে দিবে। কিসমিস্, ডালিম ও বেদানা, পানিফল ও কেশুর অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। খৈ ও মিশ্রী ব্যবস্থা করা যায়। নবজ্বর বা জ্বরবিকার এবং প্রবল অতীসার বা তরলভেদ ব্যতীত প্রসূতির অন্য কোন অবস্থাতেই অন্নপথ্য বন্ধ করিবার আবশ্যক নাই। প্রসবের পরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, জলসাগু ব্যবস্থা করিবে। তরল দাস্ত হইলে, জলবার্লি দিবে এবং গাত্রবেদনা বা শরীরের ভার লাঘব ও আমরস পরিপাকের জন্য কৃষ্ণজীরা বা কালজীরা বাটা সৈন্ধব লবণসহ অবশ্য দিবে। অনন্তর ক্রমশঃ যেমন গাত্রবেদনা লাঘব ও শরীর অপেক্ষাকৃত লঘু অর্থাৎ হাল্কা বোধ হইবে, তদ্রূপ পথ্য পরিবর্ত্তন করিবে। উদরাময় না থাকিলে অথচ ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে, আটার রুটি বা ময়দার রুটি ব্যবস্থা করিবে। প্রথম

দুই এক দিন শুক্‌না রুটি দিবে, ঘৃত মাখাইয়া বা দুগ্ধ মিশাইয়া দিবে না, পরে শরীর অধিকতর সুস্থ অথচ গ্লানি রহিত হইলে, ভাতের ব্যবস্থা করিবে। অন্ততঃ কিছুদিন পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন দেওয়া কর্ত্তব্য। মুশুরী বা মুগ দাইল, মোচার ঘণ্ট, মূলার ঘণ্ট, পটোল, কুমড়া, বেগুন, মান, কাচকলা, ওল, সজিনা, পেপে ও কপি এই সকল দ্রব্যের তরকারী বা ব্যঞ্জন, ঘৃত সাঁতলান গান্ধাইলের ঝোল, উচ্ছে, করলা ও নালিতাপাতার শুক্ত এবং পাঠা ও মুর্গী প্রভৃতির মাংস যুষ, কই, মাগুর, ছোট রুই, খলিসা, বেলে, চেং, শিঙ্গী, পাবদা ও মৌরলামাছের ঝোল, সহ্য মত বস্ত্রাদুগ্ধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। অরুচি প্রবল হইলে পুরাতন আমসত্ব, আমসী বা তেঁতুলসহযোগে কিস্‌কিস্‌ বাটিয়া চাটনী করিয়া দিবে, কিন্তু তাহাও অল্প দিবে এবং অরসজ্ঞে দিবে না, অরসরে অরুচি হইলে, আমরুলশাক, পুদিনা ও কিস্‌মিস্‌ দ্বারা চাটনী করিয়া খাইতে দিবে। প্রবল বমন অথচ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে দুগ্ধসহ কিস্‌মিস্‌ সিদ্ধ করিয়া খৈর মণ্ডের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিবে। প্রসবান্তে শরীর সুস্থ হইলেও অন্ততঃ ৫।৭ দিন রাত্রিকালে অন্ন দিবে না, দুগ্ধসাগু বা দুগ্ধবার্লির ব্যবস্থা করিবে।

শিশু-চিকিৎসা।

(শিশু ও বালকের পীড়া।)

১। বাতদুষ্টস্তন্যপায়ী শিশুরোগের লক্ষণ। বায়ুদ্বারা দূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে, শিশুর মলমূত্র ও অধোবায়ু-নিঃসরণ রোধ হয় এবং শরীরের কৃশতা, কণ্ঠস্বরের ক্ষীণতা ও আরও নানাবিধ বাতরোগ জন্মে।

পিত্তদুষ্টস্তন্যপায়ীশিশুরোগের লক্ষণ। পিত্তদূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে, শিশুর শরীরের উষ্ণতা, অধিক ঘর্ম্ম, মলভেদ, তৃষ্ণা, কামলা এবং অন্যান্য পিত্তরোগ জন্মে।

শ্লেষ্মদুষ্টস্তন্যপায়ী শিশুরোগের লক্ষণ। শ্লেষ্মদূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে, শিশুর মুখ হইতে লাল-নিঃসরণ, অধিক নিদ্রা, শরীরের জড়তা,

শোথ, বমি ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং শ্লেষ্মজনিত আরও বিবিধ প্রকার রোগ জন্মে।

দ্বিদোষদুষ্ট স্তন্যপায়ী শিশুরোগের লক্ষণ। বাতপিত্ত দূষিত স্তন্য পানে উক্ত বাত ও পিত্তের, বাতশ্লেষ্মদূষিত স্তন্যপানে বাত ও শ্লেষ্মার এবং পিত্তশ্লেষ্মদূষিত স্তন্য-পানে পিত্ত ও শ্লেষ্মার মিলিত প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ত্রিদোষদুষ্ট স্তন্যপায়ী শিশুরোগের লক্ষণ। ত্রিদোষদূষিত স্তন্য পানে শিশুর বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার মিলিত প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পায়।

২। **কুন্থনকরোগের লক্ষণ।** দূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে, শিশু-দিগের অক্ষিপল্লবে অর্থাৎ চক্ষুর পাতায় কণ্ডু জন্মে এবং পাকে ও তাহাহইতে স্রাব নির্গত হয়, পরন্তু তজ্জন্য শিশু পুনঃ পুনঃ ললাট, নাসিকা ও চক্ষু ঘর্ষণ করে এবং সূর্য্যের উত্তাপ দর্শন করিতে বা চক্ষু মেলিতে পারে না।

৩। **পারিগর্ভিকরোগের লক্ষণ।** গর্ভসঞ্চারহেতু আদৌ স্তন-দুগ্ধ না পাইলে কিম্বা গর্ভবতী মাতার স্তন-দুগ্ধ পান করিলে, শিশুর এই রোগ জন্মে। ইহাতে কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি, ভ্রম ও পেটের পীড়া হয়, পরন্তু পেটটি বড় হয় ও পশ্চাৎ দিক শুকাইয়া যায়। শিশু খায়দায় কিন্তু গায়ে লাগে না। ইহাকে বাঙ্গালায় এঁড়ে লাগা কহে।

৪। **তালুকণ্টক।** প্রকুপিত শ্লেষ্মা বালকের তালুমাংসকে আশ্রয় করিয়া তালুকণ্টকরোগ জন্মায়। এই রোগে তালু মস্তক অপেক্ষা নিম্ন হয় অর্থাৎ বসিয়া যায় ও তজ্জন্য শিশু স্তন্যপান করিতে চাহে না বা কখন কখন অনিচ্ছার সহিত পান করে, পরন্তু ঐ অবস্থায় শিশুর মলভেদ, পিপাসা, বমি এবং তালু, কণ্ঠ ও মুখে বেদনা হয় ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ গ্রীবা শিথিল হইয়া পড়ে।

৫। **মহাপদ্মরোগের লক্ষণ।** বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বালকের মস্তকে বা বস্তিতে লোহিতবর্ণ বিসর্প জন্মে, ইহা মস্তকে হইলে, শঙ্খদেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং বস্তিতে হইলে, বস্তি হইতে মলদ্বার, মলদ্বার হইতে হৃদয় ও হৃদয় হইতে মস্তকে প্রসর্পিত হয় অর্থাৎ গমন করে। শিশুর এই রোগ প্রাণ-নাশক।

৬। তুণ্ডি বা নাভিশোথের লক্ষণ। প্রকুপিত বায়ুর প্রভাবে শিশুর নাভি বেদনার সহিত স্ফীত হইলে, তাহাকে তুণ্ডীরোগ কহে।

৭। নাভিপাক। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ নাভিতে সুন্দররূপে সেকতাপ দেওয়া এবং নাভি অঙ্গুলিদ্বারা টিপিয়া দেখা উচিত। সময় সময় সেকতাপ বা দর্শনের অভাবে বিষম অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। কোন কোন শিশুর ঐ অবস্থায় নাভি পাকিয়া উঠে এবং চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হইয়া থাকে।

৮। গুহ্যপাকের লক্ষণ। প্রকুপিত পিত্তের অভাবে মলদ্বার পাকিলে, তাহাকে গুহ্যপাক কহে।

৯। অহিপূতনরোগের লক্ষণ। বালককে স্নান না করাইলে কিম্বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে মলদ্বারে মলমূত্র ও ঘর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া প্রকুপিত শ্লেষ্মা ও রক্তদোষের প্রভাবে কণ্ডূ উৎপন্ন হয় এবং চুলকাইতে চুলকাইতে তাহা হইতে অনবরত স্রাব নির্গত হয়, পরন্তু ক্রমশঃ ঐ স্ফোটকগুলি একত্র মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর বা বীভৎ দর্শন বৃহৎ ক্ষততে পরিণত হইয়া থাকে।

১০। অজগল্লী। প্রকুপিত শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ শিশু-দিগের শরীরে মুগের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, চকচকে, শরীরের সমানবর্ণ ও গ্রন্থি-যুক্ত অথচ বেদনাহীন পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অজগল্লী কহে।

১১। আক্ষেপ অর্থাৎ পেঁচোয় বা ভূতে পাওয়া। নাভিসংলগ্ন নাড়ী কাটিবার দোষ, মস্তকে রক্ত সঞ্চিত হওয়া, শরীরে অধিক ঠাণ্ডা বায়ু লাগা অথবা কোন রোগ বা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাবশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া শিশুদিগের সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ উৎপাদন করে। ইহাকে চলিত কথায় পেঁচোয় পাওয়া বা ভূতে পাওয়া কহে। ইহা পৃথক রোগ নহে,—বায়ুদ্বারা দূষিত স্তন্যদুষ্টির লক্ষণ এই রোগে প্রকাশ পায়, সুতরাং বায়ুদ্বারা দূষিত স্তন্যপান করিলে, এই রোগ উপস্থিত হয়, ইহাতে শিশু হাত পা ছুড়িয়া, চক্ষু উল্টাইয়া, মুখ বাঁকাইয়া গোঙানীস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে এরূপভাবে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে যে, তাহা দেখিয়া ভূতাবিষ্ট মনে না করিয়া পারা যায় না, পরন্তু শিশুর ঐ সময়ে বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে, শরীর কখনও নীলবর্ণ কখনও বা কৃষ্ণবর্ণ হয়,

পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী নরনারীর ভূতাবেশে অবিশ্বাস; কিন্তু তাহাদিগকেও এইরূপ ভূতাবিষ্ট দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও নির্ব্বাক্ হইতে দেখা গিয়াছে। নাস্তিকের নাস্তিকতা কতক্ষণ, যতক্ষণ বিশ্ববিধাতার মহামহীয়সীশক্তির অদ্ভুত ক্রীড়া তাহার জ্ঞান-নেত্রে প্রতিফলিত না হয়, কিন্তু অবিশ্বাসীর জ্ঞান-নেত্র সহজে উদ্ভাসিত হইবার নহে, সে যতক্ষণ না এরূপ বিপদের সম্মুখীন হয়, যাহা হইতে সেই পরম কারুণিকের দয়া ব্যতীত উদ্ধারের কোন উপায় নাই, ততক্ষণ তাহার জ্ঞান-নেত্র উদ্ভাসিত বা দিব্য জ্ঞান লাভ হয় না এবং জ্ঞান-নেত্রের গোচরীভূত কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থও জন্মে না। কোনও নাস্তিক সমুদ্র গমন করিলে, যে পর্য্যন্ত বাত্যাধিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে অর্ণবপোত তরঙ্গায়িত না হয়, তাবৎ একমুহূর্ত্তের জন্যও সে ব্যাকুলিত বা কম্পিত হয় না, কিন্তু যখনি বাত্যাতাড়িত তরঙ্গের প্রবল আঘাতে অর্ণবপোত চূর্ণবিচূর্ণ বা মগ্ন হইবার উপক্রম হয়, তখনি বিশ্ববিধাতা রক্ষা কর বলিয়া যুক্তকরে ক্ষীণকণ্ঠে কম্পিতস্বরে প্রার্থনা করিতে থাকে।

ভূতাবেশের কথা শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা অবশ্যই সত্য, কিন্তু তথাপি স্মরণ রাখা উচিত যে দোষ বা প্রকৃতির বিকৃতিব্যতীত কোন রোগই উৎপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং ঔষধ প্রয়োগ অবশ্যই কর্ত্তব্য।

১২। **দন্তোদ্গমজনিতরোগ।** শিশুর দন্তোদ্গম কালে সর্ব্বপ্রকার রোগই উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু জ্বর, নানাবর্ণযুক্ত মলভেদ, কাস, বমি, শিরঃপীড়া, অভিষ্যন্দ ও পোথকী নামক নেত্ররোগ এবং বিসর্প, এই সকল রোগের লক্ষণ বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। শিশুদিগের সচরাচর ষষ্ঠমাসে দাঁত উঠে। সকলের এই সময়ে দন্তোদ্গম হয় না। জলবায়ু ও প্রকৃতির বিভিন্নতাবশতঃ সময়ের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে সম্মুখের নীচের পাটীর দুইটি দাঁত উদ্গত হয়; পরে সম্মুখের উপরের দুইটী উঠে।

শিশুরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

শিশু কিম্বা বালকের যে রোগ হয়, তাহাকে শিশুরোগ কিম্বা বালরোগ কহে। স্তন্য বা স্তনদুগ্ধই শিশুর জীবন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই তাহার মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয় এবং ভূমিষ্ঠহইয়াই সে ঐ স্তনদুগ্ধ পান করে, এইজন্য

যাহাতে স্তনদুগ্ধ-দূষিত না হয় বা সেই দূষিত স্তন্য পান করিয়া শিশু পীড়িত হইতে না পারে, সর্ব্বতোভাবে তৎপ্রতি লক্ষ্যরাখা কর্ত্তব্য। বয়ঃস্থ বা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের যে যে রোগ জন্মে, শিশুরও সেই সেই রোগ জন্মে, কিন্তু শিশুর যে সকল রোগ জন্মে, বয়ঃস্থ ব্যক্তিগণের তাহা জন্মে না, তজ্জন্য বালরোগ ও তাহার চিকিৎসা স্বতন্ত্র কথিত হইয়াছে। শিশু পীড়িত হইলে, স্বভাবতঃ রোদন করে। যে পর্য্যন্ত শিশু কথা কহিতে বা পীড়ার বিবরণ ব্যক্ত করিতে অসমর্থ, তাবৎ তাহাদের আভ্যন্তরিক পীড়া হইলে, রোদন শুনিয়া রোগোৎপত্তি হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায় এবং রোদনের তারতম্যানুসারে পীড়ার ন্যূনাধিক্যতা স্থির করা যায়। শিশুর কোন অঙ্গে বেদনা হইলে, সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলে, যে স্থানে বেদনা, সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ হাত লাগিলেই বালক কান্দিয়া উঠে। মস্তকে রোগ হইলে, বালক চক্ষু বুজিয়া থাকে,—চক্ষু মেলিতে পারে না এবং মস্তক হেলিয়া পড়ে। বস্তি বা মূত্রাশয়ে রোগ হইলে বালকের প্রস্রাব বন্ধ এবং ক্ষুধামান্দ্য ও তৃষ্ণা হয়। কোষ্ঠে বা আশয়ে রোগ হইলে, মলমূত্র রোধ, ব্যাকুলতা, বমি, উদরাগ্মান এবং উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ হয়। এই সকল লক্ষণদ্বারা অক্লেশে বালকের রোগ নির্ণয় করা যায়। রোদনদ্বারা সাধারণতঃ সর্ব্বাঙ্গের রোগই অবগত হওয়া যায়।

পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানুষ বালক নামে অভিহিত হয়। আহারভেদে-বালক ত্রিবিধ, স্তন্যপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। চলিত কথায় স্তন্যপায়ী ও দুগ্ধান্নভোজীদিগকে শিশু বলা হয়। কোন শিশুকেই নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্তন্যপান করান হয় না, কোন কোন শিশুকে এক বৎসর এবং কোন শিশুকে দেড় বা দুই বৎসর পর্য্যন্তও স্তনদুগ্ধ পান করান হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা সাধারণতঃ শুধু স্তন্যপানের কাল একবৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ঐরূপ স্তন্য ও অন্নভোজনকাল দুই বৎসর এবং দুইবৎসরের পর কেবল অন্ন ভোজনদ্বারাই জীবন-রক্ষা হইতে পারে বলিয়া ঐ সময় অন্নভোজনের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ হিসাবে এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্তন্যপায়ী, এক বৎসরের পর দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নভোজী এবং দুই বৎসরের পর অন্নভোজী বলা যায়। যদিও এই উপদেশ অনুযায়ী কেহ কার্য্য করে না, তথাপি শাস্ত্রকারগণের ঐ উপদেশ মধ্যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত

আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেশী দিন বা গর্ব্ভবতী মাতার স্তন্য পান করাইলে পারিগর্ব্ভিক রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগ সকলেরই পরিচিত। ইহাকে চলিত কথায় এঁড়েলাগা বা এঁড়েপাওয়া কহে। শিশুর বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইলেই স্তনদুগ্ধ প্রদান বন্ধ করা উচিত। একেবারে বন্ধ করিলে, শিশুর অত্যন্ত কষ্ট হয়, সুতরাং ক্রমশঃ কমাইয়া আনিবে। বিশেষতঃ গর্ব্ভবতী মাতার স্তনদুগ্ধ অত্যন্ত অনিষ্টকর, সুতরাং শিশুকে কখনই তাহা পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। ঐ দুগ্ধ বিষতুল্য। দুই একটি কৌশল অবলম্বন করিলেই শিশু দুগ্ধপানে বিরত হয়। নিমের কচি পাতা বাটিয়া স্তনের অগ্রভাগে মাখাইলে কিম্বা দুই এক রতি কুইনাইন জলে গুলিয়া স্তনাগ্রে লেপন করিলে, তিক্তাস্বাদ বশতঃ বিরক্তিসহকারে শিশু স্তনদুগ্ধপানে স্বয়ংই বিরত হয়।

প্রসূতির পক্ষে কোন্ কোন্ দ্রব্য সুপথ্য অর্থাৎ ভক্ষণ করা উচিত, তাহা সূতিকারোগে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ঐ নির্দ্দেশ মত আহার বিহার করিলে, স্তনদুগ্ধ দূষিত হইবার আদৌ সম্ভাবনা থাকে না। যথেচ্ছ আহার বিহার করিলে, সন্তান পীড়িত বা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, একথা প্রসূতি বা স্তন্যদায়িনীর সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, এই সাধারণ কথাটা মনে রাখিয়া কার্য্য করিবার শক্তি অনেকেরই নাই, যাঁহাদের নাই, তাঁহারা নিশ্চিতই সন্তানের শত্রু, আর আজকাল এরূপ শত্রুর সংখ্যা অল্প নহে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, সুতরাং কথাটা অপ্রিয় হইলেও অতি সত্য। গভর্ণমেণ্টের জন্মমৃত্যুর রিপোর্টে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন যে বাড়িয়া যাইতেছে, প্রসূতির এইরূপ আহার বিহারের অনিয়মও তাহার অন্যতম কারণ, একথা অস্বীকার করা যায় না। আহার বিহারের নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে খুব কম প্রসূতিকেই দেখা যায়। কারণ, তাঁহারা স্বভাবতই শাকাম্লপ্রিয়, শাক বা অম্লদ্রব্য পাইলে, সন্দেশ রসগোল্লা ভক্ষণেও তাহাদের রুচি থাকে না, পীড়িতাবস্থায় নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করিয়াও গোপনে শাকাম্ল ভক্ষণ করিয়া থাকেন, অবশ্য এস্থলে শিক্ষিতা স্ত্রীদিগের কথাই বলা হইতেছে, অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা যে কতদূর নিয়মবহির্ভূত আহার বিহার করেন, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। প্রসূতি বা স্তন্যদায়িনীর জানা উচিত যে, তাঁহাদের ভুক্তদ্রব্যের সারাংশ হইতেই স্তনদুগ্ধ উৎপন্ন

হয়, সুতরাং যে স্তন্য শিশুর জীবন বা জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন, তাহা যদি কুপথ্য ভক্ষণে দূষিত হয়, তাহা হইলে, সেই দুগ্ধ পান করিয়া শিশু নিশ্চিতই পীড়িত হইবে।

কেবল আহার দ্বারাই যে স্তন্য দূষিত হয় এমন নহে, বাহ্য কারণেও স্তন্য দূষিত হয়। প্রসূতি বা ধাত্রীর শরীরে রৌদ্রের অধিক উত্তাপ, বৃষ্টিরজল শীতল বায়ু, পূর্ব্বদিক হইতে আগত বায়ু, অগ্নির অধিক উত্তাপ প্রভৃতি লাগিলে কিম্বা মেঘ,কুয়াসা ইত্যাদি কারণে অথবা গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুর পরিবর্ত্তনে স্তন্যদায়িনী পীড়িত হইলে, স্তন্য দূষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ঋতু বিপর্য্যয় অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে অধিক বর্ষা ও বর্ষাকালে অধিক গ্রীষ্ম প্রভৃতি কারণেও স্তন্যদায়িনী পীড়িতা হইতে পারে। ফলতঃ শিশু পীড়িত হওয়ার মুখ্য বা প্রধান কারণ দুইটি। স্তন্যদায়িনীর স্তন্য দূষিত হইলে, সেই দুষ্ট স্তন্য পান করিয়া শিশু পীড়িত হয় এবং রৌদ্র, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াসা, ঋতুবিপর্য্যয় বা ঋতু পরিবর্ত্তনবশতঃ শিশু পীড়িত হইয়া থাকে। বাহ্যিক যেসকল কারণে স্তন্য-দায়িনী পীড়িত হইতে পারে, সেই সকল কারণেই শিশু পীড়িত হইতে পারে। বরং স্তন্যদায়িনী অপেক্ষা বাহ্যকারণে শিশু অতি শীঘ্র অধিকতর পীড়িত হয়, কারণ শিশুর শরীর অতিশয় কোমল, সুতরাং সে শীতবাত সহ্য করিতে অসমর্থ। গর্ভাশয়ে ভ্রূণের উৎপত্তি ও অবস্থান প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করিলে, শিশুরা কেন শীতবাত সহ্য করিতে অসমর্থ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। প্রথম মাসে গর্ভ তরল ভাবে থাকে, অনন্তর ক্রমশঃ উহা কঠিন রক্ত-পিণ্ডাকারে পরিণত হয় এবং তৎপর তাহা হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে; বিশেষতঃ শিশু গর্ভকোষে যে তরল পদার্থের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার তাপ বাহ্যতাপ অপেক্ষা অধিক অথবা বাহ্যতাপ তদপেক্ষা মৃদু, এক্ষণে বক্তব্য এই—যে রক্তপিণ্ড কয়েক মাস যাবৎ একটি জীবে পরিণত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সে কি কখনও পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় শীতবাত সহ্য করিতে পারে? কখনই পারে না; বরং রৌদ্র বা অগ্নির তাপ সহ্য করিতে পারে। এই জন্যই শিশুর কোমল শরীরকে শীতবাতাদি সহন ক্ষম করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে রাখার প্রথা বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। এ প্রথাটি ভাল। টাট্‌কা নিভাঁজ

সরিষার তৈল শ্লেষ্মনাশক, উহা মর্দ্দনে শ্লেষ্মা বিনষ্ট ও শরীর দৃঢ় অথচ স্নিগ্ধ হয়।

শীত, বাত ও ঠাণ্ডা প্রভৃতি বাহ্যকারণে শিশু পীড়িত হইতে পারে, তৎপ্রতীকারার্থ তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। সাবধানতার অভাবে ঠাণ্ডা লাগিয়া আজকাল অধিকাংশ শিশু পীড়িত হয়, পরন্তু কোন কোন স্থলে বা নিউমোনিয়া অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্‌-বিকৃতিরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ শিশুর অধিকাংশ রোগই ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন হয়। চিকিৎসাকালে বাহ্যকারণে কিম্বা প্রসূতির স্তন্য পানে শিশু পীড়িত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে অবগত হওয়া আবশ্যক। যেহেতু রোগোৎপত্তির কারণ-বর্জ্জন চিকিৎসার আদ্যক্রম, সুতরাং বাহ্যকারণে রোগ জন্মিলে এবং রোগ তাদৃশ প্রবল না হইলে, কেবল নিদান পরিবর্জ্জনের ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বত্র পীড়ার কারণ ঐরূপ নিরূপণ করা সুসাধ্য বা সম্ভবপর নহে। এইরূপ স্থলে স্তন্য পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, পরীক্ষা করিলে, স্তন্য দূষিত হইয়াছে কি না তাহা বুঝিতে পারা যায়, তবে স্তন্য পরীক্ষার দ্বারাই যে সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাহাও নহে; যেহেতু প্রবল কারণ ব্যতীত স্তন্যদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ নাও পাইতে পারে। এই সকল কারণে রোগ যথাসাধ্য নির্ণয় করিয়া স্তন্যদায়িনী ও শিশু উভয়কে ঔষধ সেবন করান প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বাহ্যকারণে শিশু পীড়িত হইলে, তাহাকে যে ঔষধ সেবন করান যায়, তাহাতেই সে আরোগ্য-লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে যদি স্তন্য দূষিত হওয়াতেই শিশুর পীড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে, স্তন্যদায়িনীর ঔষধ সেবন দ্বারা স্তন্য বিশুদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইদানীং অধিকাংশ স্থলেই সর্ব্বাগ্রে শিশুর চিকিৎসা করা হয়, যদি তাহাতে বিশেষ উপকার না হয়, তবে স্তন্যদায়িনীকে চিকিৎসা করা হয়। ইহা চিকিৎসকের দোষ নহে, অনেকস্থলে শিশুর মাতা ঔষধ সেবনেই অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন, আবার কেহ কেহ ঔষধ সেবন করা ও সুনিয়মে থাকা মহাপাপের ভোগ বলিয়াই মনে করেন, এই সকল বিভ্রাটে আজকাল প্রসূতির চিকিৎসা হয়ই না। এইরূপ স্থলে স্তন্যদাত্রীকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, তাহার অমনোযোগিতার ফলে সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। বুঝাইয়া বলিলে

কোন কোন স্থলে সুফল ফলে দেখা গিয়াছে। গর্ভসঞ্চারের পর হইতে যাবৎ শিশু স্তন্যপান ত্যাগ না করে, তাবৎ নিজের ইচ্ছামত প্রসূতির আহার বিহারাদি করা উচিত নহে, করিলে তদ্দ্বারা সন্তানের কিরূপ অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তাহা গর্ভবতীকে বুঝাইয়া বলা উচিত। পরন্তু সন্তান পীড়িত হইলে যেন নিজের রোগ হইয়াছে এবং তদ্রূপ ঔষধ পথ্যাদি করিতে হইবে, এ কথাটাও বলা উচিত। সন্তানকে যতই ঔষধ সেবন করান হউক, যদি স্তন্যদুষ্টিবশতঃ রোগ জন্মে, তবে স্তন্যদায়িনীর ঔষধ ও সুপথ্য সেবন ব্যতীত কিছুতেই রোগের উপশম হইতে পারে না।

বয়স্ক ব্যক্তির জ্বরাদি যে সকল রোগ জন্মে, বালকেরও সেই সকল রোগ জন্মে, কিন্তু এরূপ কতকগুলি রোগ আছে যে, তাহা কেবল বালকেরই জন্মে, বয়স্ক ব্যক্তির জন্মে না। কিন্তু বালকের যে কোন রোগই হউক, তাহাকে বালরোগ বলা যায়। জ্বরাদিরোগ ব্যতীত স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগ, কুকূনক, তালুকণ্টক, নাভিপাক, তুণ্ডী বা নাভিশোথ, পারিগর্ভিক বা এঁড়ে-লাগা, গুহ্যপাক, মহাপদ্ম, অহিপূতন ও অজগল্লী এই সকল রোগ কেবলমাত্র শিশু ও বালকেরই জন্মে।

বয়স্থদিগের জ্বরাদিরোগে যে সকল ঔষধ প্রয়োজ্য, বিবেচনাপূর্ব্বক তন্মধ্য হইতে তীব্র বিষাক্ত ঔষধগুলি বাদ দিয়া এবং মাত্রা কমাইয়া অন্যান্য সমস্ত ঔষধই বালকদিগকে প্রয়োগ করা যায় এবং অনেক চিকিৎসকই তদ্রূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন ও তদ্দ্বারা রোগও আরোগ্য হয়। তবে জ্বরবিকার প্রভৃতি কঠিন কঠিন ব্যাধি ব্যতীত ঐরূপ ঔষধ প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে হয় না। সাধারণ রোগে বালরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে, পরন্তু ঐ সকল ঔষধই শিশুর পক্ষে সমধিক উপযোগী অথচ প্রয়োগ করাও সহজ, লক্ষণদৃষ্টে প্রয়োগ করিলেই চলে।

শিশুর উপযোগী ঔষধ। শিশুকে যে কোনও ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে স্মরণ রাখা উচিত যে, ঔষধটি যেন উৎকট তিক্ত, বেশী অম্ল, বেশী কটু বা ঝাল এবং অধিক লবণরস অথবা তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট বা তীব্র না হয়। কারণ বয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষা শিশুর মুখে তিক্ত ও কটু প্রভৃতি দ্রব্যের তিক্ততা ও ঝাল বেশী লাগে, বিশেষতঃ তাহারা বেশী ঝাল সহ্য করিতেও অসমর্থ।

আদার রস খাওয়াইলে অনেক শিশু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিকট মুখভঙ্গী ও চীৎকার করে, তজ্জন্য অতিশিশুকে আদার রস জল বা মধু সহযোগে খাওয়াইতে হয়। এই সকল কারণে শিশুদিগের পক্ষে মৃদুগুণবিশিষ্ট অথচ অধিক তিক্ত বা ঝাল নহে, এইরূপ ঔষধই সমধিক উপযোগী।

ঔষধ খাওয়াইবার প্রণালী। অল্প তিক্ত বা ঝাল ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, ঔষধ অপেক্ষা বেশী মধু ও স্তন দুগ্ধ মিশাইয়া মিষ্ট ও তরল করিয়া লইতে হয়, পরে স্তনাগ্রভাগে মাখাইয়া কিম্বা শিশুর জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে হয়। বটিকা, চূর্ণ ও অবলেহ ঐ নিয়মে খাওয়াইতে হয়। পাচন মধু সহযোগে ঝিনুকে করিয়া খাওয়াইবে। যে কোন ঔষধ তরল না করিয়া খাওয়াইতে নাই। গলায় বাধিয়া বিষম লাগিতে পারে।

মাত্রার নিয়ম। মাত্রার কুত্রাপি বান্ধাবান্ধি নিয়ম নাই, কারণ দোষ, অগ্নি, বল, বয়স, রোগ, ঔষধ-দ্রব্য ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিতে হয়, কিন্তু শিশুর পক্ষে মাত্রা স্থির করিতে বয়স কত, অগ্নি এবং বল কিরূপ, ঔষধ মৃদু কি তীক্ষ্ণ এই কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলেই চলে। বয়স, যেমন এক বৎসর বয়স্ক শিশুর মাত্রা অপেক্ষা দুই বৎসরের শিশুর মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দেওয়া। অগ্নি, যথোচিত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলেও যদি তাহা সুজীর্ণ না হয়, তবে মাত্রা কমাইয়া দেওয়া এবং সুজীর্ণ হইলে, কিছু বাড়াইয়া দেওয়া। ঔষধ,—শিশুর ব্যবস্থিত ঔষধ মৃদু হইলে, যথোচিত মাত্রায় প্রয়োগ করা বা মাত্রা একটু বাড়াইয়া দেওয়া অথবা তীক্ষ্ণ হইলে, মাত্রা কিছু কমাইয়া দেওয়া। আদর রস বা পিপুল প্রভৃতি তীক্ষ্ণ-দ্রব্যের মাত্রা কিছু কম করা উচিত। এই প্রকার পাচন স্বভাবতঃ সহজে জীর্ণ হয় বলিয়া কিছু বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু পাচন অপেক্ষা চূর্ণ বা অবলেহ জীর্ণ হইতে বেশী সময় লাগে বলিয়া চূর্ণ বা অবলেহ কম মাত্রায় দিতে হয়, আবার সাধারণ চূর্ণ অপেক্ষা ধাতু মিশ্রিত চূর্ণ বা ধাতুঘটিত বটিকা জীর্ণ হইতে আরও বেশী সময় লাগে বলিয়া তাহা আরও কম প্রয়োগ করা উচিত। রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর বা সাধারণ মকরধ্বজ এবং ষড়্‌গুণবলি-জারিত ও সিদ্ধমকরধ্বজ প্রভৃতি ধাতুঘটিত বটিকা অপেক্ষা কিছু কম মাত্রায়

দিবে। কোন্ ঔষধ কি মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত, তাহার একটি সাধারণ নিয়মাবলী নিম্নে দেওয়া গেল।

বয়স অনুসারে মাত্রার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

ঔষধ	জন্ম হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত পরিমাণ।	দুই বৎরের উর্দ্ধ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পরিমাণ	৫ বৎসরের উর্দ্ধ দশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিমাণ	১০ বৎসরের উর্দ্ধ ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত পরিমাণ	পূর্ণমাত্রার পরিমাণ
পাচন বা কাথ	অর্দ্ধতোলা	১ তোলা	২ তোলা	৪ তোলা	৮ তোলা
চূর্ণ ও অবলেহ	১ রতি	২ রতি	অর্দ্ধ আনা বা ৩ রতি	এক আনা বা ৬ রতি	২ আনা বা ১২রতি
বটিকা	সিকি রতি	অর্দ্ধ রতি	১ রতি	২ রতি	৩ রতি
রসসিন্দূর ও স্বর্ণসিন্দূর	সিকি রতি বা $\frac{১}{৪}$ রতি	অর্দ্ধ $\frac{১}{২}$ রতি	১ রতি	১॥ রতি	২ রতি
তেউড়ী চূর্ণ কটকী চূর্ণ	৩ রতি	৬ রতি	৯ রতি	১২ রতি	২ হইতে ৪ আনা
বিষাক্ত বটিকা	০	পূর্ণ মাত্রা ১ রতি হইলে $\frac{১}{৮}$	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{২}$অর্দ্ধ বটী	১ রতি
ক্যাষ্টর অয়েল	১৫ হইতে ৩০ ফোটা	৩০ হইতে ৬০ ফোটা	এক হইতে দুই ড্রাম	দুই হইতে ৪ ড্রাম	২ তোলা
রস (অনুপানের)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মধু	৫ ফোটা	১০ ফোটা	১৫ ফোটা	২০ ফোটা	৩০ ফোটা

সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা। পাচন, চূর্ণ ও অবলেহ প্রভৃতি ঔষধের সাধারণ মাত্রা প্রদর্শিত হইল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কারণ অবস্থা-ভেদে ঐ সকল মাত্রা পরিবর্ত্তন করা যায়। কেহ কেহ শিশুদিগকে ঐ মাত্রা অপেক্ষা বেশী মাত্রায় পাচন ২। ৩ বারে প্রয়োগ করেন। আর কেহ কেহ চূর্ণ ও অবলেহ উহা অপেক্ষা বেশী মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পাচন, চূর্ণ ও অবলেহ কিছু বেশী মাত্রায় দিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু অন্যান্য ঔষধ বেশী দিতে নাই। রসসিন্দূর, স্বর্ণ-সিন্দুর ও মকরধ্বজ বেশী মাত্রায় দেওয়া উচিত নয়। ১ বা ২। ৩ বৎসরের শিশুদিগকে বিষাক্ত ঔষধ দিতে নাই। ২। ৩ বৎসরের ঊর্দ্ধ ৫। ৬ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগকে তীব্র বিষাক্ত ঔষধ দিবে না। তদূর্দ্ধ বয়স্ক বালকদিগকে কেহ কেহ সূচিকাভরণ প্রভৃতি প্রয়োগ করেন, আবার কেহ কেহ প্রয়োগ করেন না; কিন্তু ২। ৩ বৎসরের বেশী বয়স্কদিগকে সাধারণ বিষাক্ত ঔষধ সচরাচর সকলেই ব্যবস্থা করেন।

কোন কোন স্থলে রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ শিশুদিগকে সেবন করাইয়া দেখা গিয়াছে, উহা জীর্ণ না হইয়া মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায়ই বহির্গত হইয়া থাকে। বোধ হয় রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজ যাঁহারা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা এ তত্ত্ব অবগত আছেন। ঐ অবস্থায় ঔষধ-প্রয়োগ বন্ধ না করিয়া মাত্রা কমাইয়া দিবে।

বিরেচনের জন্য ক্যাষ্টর অয়েল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উহাই প্রয়োগ করা উচিত। তৎপর তেউড়ী চূর্ণ, ইহা দুই বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদিগকে প্রয়োগ করা যায়। কট্‌কী তেউড়ী অপেক্ষা কিছু হীন। যাহা হউক, অনেকেই ঐ দুইটি প্রয়োগ করেন। বিরেচনের যে মাত্রা লিখিত হইল, তাহাতে দাস্ত না হইলে, মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিবে। অনুপানের জন্য যে সকল রসের প্রয়োজন হইবে, তাহা যদি বিরেচনের জন্য প্রয়োগ করা যায়, তবে উক্ত মাত্রা অপেক্ষা কিছু বেশী লওয়া যাইতে পারে। যেমন-তুলসী পাতার রস বা মধু অবস্থা-ভেদে কিছু বেশী কম লইলেও দোষ নাই।

শিশুর ক্বাথ প্রস্তুতের নিয়ম। শিশুর জন্য কাথ প্রস্তুত করিতে হইলেও পূর্ণমাত্রায়ই করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ক্বাথ্যদ্রব্য আটটি হইলে, তাহার

প্রত্যেকটি চারি আনা, মোট সমস্ত মিলিত ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে যতটুকু প্রয়োজন, তাহা রাখিয়া অবশিষ্ট ফেলিয়া দিবে। কিন্তু কেহ কেহ অৰ্দ্ধ বা সিকি-মাত্রায় ঔষধ ও তদনুরূপ ১৬ বা আট তোলা জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া চারিভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে প্রয়োগ করেন। ইহাতে ঔষধ নিশ্চয়ই হীনবীর্য্য হয়, বরং অৰ্দ্ধ মাত্রায় ঔষধ লইয়া ১৬ তোলা জলে সিদ্ধ করার ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু অৰ্দ্ধ তোলা ঔষধ ৮ তোলা জলে সিদ্ধ করা কদাপি সঙ্গত নহে।

অনুপান সহ ঔষধ ভক্ষণ করিলে, ঔষধের গুণ অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয়, এমন কি সময় সময় সামান্য সামান্য ঔষধে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়। সামজ্বরে—তুলসীপাতার রস ও মধু। জ্বরবিকারে—আদার রস, রুদ্রাক্ষঘসা বা তালশাখার রস ও মধুসহ। নিরামজ্বরে এবং জীর্ণ বা পুরাতনজ্বরে—শেফালিকাপাতার রস, ক্ষেৎপাপড়ার রস বা কালমেঘের রস। প্লীহাজ্বরে ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বরে অল্প পোড়া রসুন বাটা, কালমেঘের পাতার রস, তালের জটাভস্ম, হিং, পিপুলচূর্ণ বা মনসাসীজের পাতা আগুনে গরম করিয়া নিঙড়াইয়া তাহার রস। শোথে শ্বেত বা লালপুনর্ণবার রস ও পিপুলচূর্ণ। কাসে বা তৎসংযুক্ত জ্বরে বাসকছালের রস ও মধু বা পিপুলচূর্ণ ও মধু কিম্বা বাসকছাল, কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু ও পিপুল এই চারিটির কাথ। শ্বাসে বা শ্বাসসংযুক্ত জ্বরে ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও স্তনদুগ্ধ কিম্বা বহেড়াঘসা ও স্তন-দুগ্ধ। হিক্কায় কুলের আঠীর শাস বাটা কিম্বা শশার বীচির শাস বাটা ও স্তন-দুগ্ধ; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, কটকীচূর্ণ। মন্দাগ্নিতে গরম জল বা যমানী ও মেথী ইহার কোন একটি ভিজান জল। আমাজীর্ণে উষ্ণজল। বিদগ্ধাজীর্ণে চূণের স্বচ্ছজল। বিষ্টব্ধাজীর্ণে হিং ও সৈন্ধব লবণ। তরল দাস্ত, অতীসার এবং জ্বরাতীসারে মুথার রস ও মধু, আতৈষচূর্ণ ও মধু কিম্বা বেলশুঁঠচূর্ণ ও মধু। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে জায়ফলঘসা, মুথাঘসা বা বেলশুঁঠঘসা ও স্তনদুগ্ধ প্রশস্ত। দুগ্ধান্নভোজী শিশুর গ্রহণীতে কাঁচা বেল পোড়া ও মধু বা জীরা ভাজা চূর্ণ ও মধু। শ্বেত প্রবাহিকা অর্থাৎ শ্বেত আমাশয়ে থানকুনী পাতা, গান্ধাইলের পাতা বা শ্বেত কাঁটানোটের মূলের রস। রক্তাতীসার

ও রক্তামাশয়রোগে রক্ত কাঁটানটের মূলের রস, কুড়চী ছালের রস, কুক-শিম বা কুকুরশোঁকার রস, ডালিমের পাতার রস, বিশল্যকরণী বা আয়া-পানের রস ও মধু। বিসূচিকারোগে আপাঙ্গের মূলের রস ও সৈন্ধব কিম্বা কর্পূর ভিজান জল। পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ, কট্‌কীচূর্ণ, উচ্ছে অথবা করলা পাতার রস। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে, হরিদ্রাচূর্ণ, ত্রিফলাচূর্ণ বা হিঞ্চাশাকের রস। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে অর্থাৎ নাসা, কর্ণ বা মুখ-গহ্বর হইতে রক্তস্রাব হইলে, বিশল্যকরণী বা আয়া-পানের রস, যজ্ঞডুমুরের রস, কুক্‌শিম বা কুকুরশোঁকার রস, বাসকছালের বা পাতার রস, কচি দূর্ব্বার রস বা আল্‌তা ভিজান জল। অধোগত রক্তপিত্তে অর্থাৎ মলদ্বার ও মূত্রদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইলে, কুড়চীছালের রস বা কুক্‌শিম অর্থাৎ কুকুরশোঁকার রস বা লালনোটের মূলের রস।

যক্ষ্মারোগে বেশী রক্তস্রাব হইলে, তাহা বন্ধ করিবার জন্য কচি দূর্ব্বার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, আল্‌তা ভিজান জল, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস। যক্ষ্মার সহিত কাস থাকিলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু বা বাসকছাল, কিস্‌মিস্‌, যষ্টিমধু ও পিপুলের কাথ। অর্শোরোগে নাগেশ্বর ফুলের রেণুবাটা, মাখন ও মিশ্রীচূর্ণসহ। রক্তার্শে কৃষ্ণতিলের শাস বাটা ও ইক্ষুচিনি। এতদ্ব্যতীত কুড়চী-ছালের রস বা অধোগত রক্তপিত্তের অনুপান প্রয়োগ করা যায়। স্বরভঙ্গে ব্রাহ্মী শাকের রস বা পিপুলচূর্ণ ও মধু। অরুচিরোগে আমরুল শাকের বা আদার রস। ক্রিমিরোগে আঁশশেওড়ার পাতার রস, আনারসের কচি পাতার রস, দাঁতন গাছের পাতার রস, ডালিমগাছের শিকড়ের রস, শঠীর রস, ভাঁট-গাছের পাতার রস, চাঁপা ফুলগাছের পাতা বা ছালের রস, সুপারীগাছের শিকড়ের রস, খেজুর পাতার বা মাথীর রস স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে বিড়ঙ্গচূর্ণ, পলাশবীজচূর্ণ বা চূণের স্বচ্ছ জল প্রশস্ত। বমনে শশার বীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ, ডালিম বা বেদানার রস বা অশ্বত্থগাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ করিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল। তৃষ্ণারোগে মৌরীভিজান জল প্রশস্ত। দাহরোগে ডালিম বা বেদানার রস কিম্বা গুলঞ্চের রস। মূর্চ্ছারোগে চাউলের জল, বেদানার বা ডালিমের রস। উন্মাদ ও অপস্মাররোগে চাউলের জল, ত্রিফলার জল, শত-মূলীর রস, বা আমলা ভিজান জল। বাতব্যাধিতে কোন অঙ্গ শুকাইয়া

যাইলে, অশ্বগন্ধার চূর্ণ, কিন্তু ফুলা ও বেদনা থাকিলে কিম্বা আমবাতে ভেরেণ্ডার মূলের রস ও আদার রস। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, উচ্ছে বা করলা পাতার রস, দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে হরিদ্রা ও নিমপাতার চূর্ণ। অম্লপিত্তে গলা বুক জ্বালা থাকিলে এবং দমকা দাস্ত হইলে চূণের স্বচ্ছ জল দিবে। হৃদ্রোগে অর্জুনছালের রস। মূত্রকৃচ্ছ্রে ও মূত্রাঘাতে অথবা অন্যান্য রোগে প্রস্রাব বন্ধ হইলে, পাথরকুচির পাতার রস বা তদভাবে গোক্ষুর ভিজান জল বা যবক্ষার অর্থাৎ সোরার জল দিবে। মেহরোগ বালকদিগের স্বভাবতঃ হয় না, তবে পিতা মাতার থাকিলে, সংক্রামিত হয়; তাহাতে বাবলার আঠা বা গঁদভিজান জল, কচি শিমুল মূলের বা আমলকীর রস। বহুমূত্রে কলার ফুলের রস, যজ্ঞডুমুর চূর্ণ বা জামের বীচি চূর্ণ। কৃশতায় অশ্বগন্ধা চূর্ণ। উদরীরোগে কট্‌কী বা তেউড়ী চূর্ণ। ব্রণশোথ ও ব্রণরোগে করলা বা উচ্ছে পাতার রস। বিদ্রধিতে শজিনা ছালের রস। ভগন্দরে খয়ের ভিজান জল। ফিরঙ্গ বা গর্ম্মিতে অনন্তমূলের কাথ। বাতরক্তে বা কুষ্ঠে গুলঞ্চের রস বা সোমরাজী চূর্ণ। বসন্ত, হাম ও জলবসন্তে করলা বা উচ্ছে পাতার রস। নাসারোগে তুলসী-পাতার রস। নেত্ররোগে ভীমরাজের রস বা চূর্ণ। শিরঃপীড়ায় আদার বা নিশিন্দা পাতার রস। শ্বেতপ্রদরে-আমলকীবীজের শাস বাটা বা গ্যাঁদা ফুলের পাতার রস এবং শরীর সবল ও পুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধার চূর্ণ অনুপান দিবে।

বালক বালিকাদিগের যে সকল রোগ জন্মে, এস্থলে তাহার অনুপান লিপিবদ্ধ হইল। কোন্ কোন্ রোগ কি কি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যেক রোগে দ্রষ্টব্য। রক্তপ্রদর ও বাধক ঋতুর পরে হয়, সুতরাং বয়স্থা বালিকাদিগেরই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। গণোরিয়া ও শ্বেত প্রদর বালক বালিকাদিগেরও হয়; কারণ পিতা মাতা কর্ত্তৃকই উহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

স্তন্যপান-বিধি। ১২৫৯ পৃষ্ঠায় স্তন্য-পান করাইবার যে প্রণালী বলা হইয়াছে, তদনুযায়ী শিশুকে স্তন্যপান করাইবে, কিন্তু শিশু যদি কোন কারণে স্তন্যপান না করে, তবে হরীতকী ও আমলকী চূর্ণ সমভাগে লইয়া একটু মধু মিশাইয়া শিশুর জিহ্বায় পুনঃ ২ ঘর্ষণ করিবে।

শিশুর লঙ্ঘন। স্তন-দুগ্ধই স্তন্যপায়ী শিশুর জীবন, সুতরাং স্তন্যপায়ী-শিশুর স্তন্যপান কুত্রাপি বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। স্তন্যপায়ী শিশুর যে কোন রোগ চিকিৎসাকালে প্রত্যেক চিকিৎসকের "সর্ব্বং নিবার্য্যতে বালে স্তন্যং নৈব নিবার্য্যতে" এই বাক্যটি স্মরণ রাখা উচিত। স্তন্য অত্যধিক দূষিত হইলে, অন্য প্রসূতির স্তন্যপান করাইবে, তথাপি শিশুকে লঙ্ঘন দিবে না। জ্বরাদি নানা রোগে লঙ্ঘনের অবশ্যক, কিন্তু শিশু লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস সহ্য করিতে অসমর্থ। এইজন্য লঙ্ঘনের প্রয়োজন হইলে, স্তন্যদায়িনীকে লঙ্ঘন দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এস্থলে লঙ্ঘন শব্দে স্তন্যদায়িনীর লঘু ভোজন বুঝিতে হইবে।

১। স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগ-চিকিৎসা। স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগ সাত-প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। সর্ব্বাগ্রে স্তন্য পরীক্ষা করা উচিত, পরীক্ষায় স্তন্য দূষিত বলিয়া প্রমাণিত হইলে, স্তন্যদুষ্টির চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। বায়ুদ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে, দশমূল কাথ, পিত্তদ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে গুড়ূচ্যাদিকাথ, শ্লেষ্মা-দ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে ভার্গ্যাদি কাথ এবং সর্ব্বপ্রকার স্তন্যদোষে দশমূলকাথ প্রয়োগ করিবে। স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগের প্রবল আক্রমণ ব্যতীত কদাপি শিশুর স্তন্য পান বন্ধ করিবে না। প্রবল স্তন্যদুষ্টিতে স্বজাতীয়া অথচ সুস্থকায়া অন্য প্রসূতির স্তন দুগ্ধ পান করাইবে। তদভাবে ছাগলের বা গোরুর দুধ দিবে। গোরুর দুধ বেশী গাঢ় হইলে, জল মিশাইয়া দেওয়া উচিত, ছাগলের দুধ স্বভাবতঃ অত্যন্ত গাঢ়, সুতরাং উহা জল মিশ্রিত করিয়াই প্রয়োগ করিবে। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করাইলে, আরও অধিক উপকার হয়।

২। কুকূনক রোগ। এই রোগ ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ স্থলে কজ্জল প্রয়োগেই ইহা সারে। মনঃশিলাঞ্জন অতি উপকারী, তদভাবে মনসাসীজের পাতায় ঘৃত মাখাইয়া প্রদীপের শীশে ধরিলে, তাহাতে যে কালী পড়ে, তদ্দ্বারা কাজল প্রয়োগ করিবে। কফ-রোগোক্ত কফচিন্তামণি প্রয়োগে এই রোগ প্রশমিত হয়। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, ত্রিফলাদি কাথও প্রয়োগ করা যায়।

৩। পারিগর্ব্ভিক রোগ। এই রোগে অগ্নিবর্দ্ধক হিঙ্গ্বষ্টক প্রথমে প্রয়োগ করিবে কিম্বা তাহাতে উপকার না হইলে, স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেই বালকের অগ্নি-বৃদ্ধি, শরীর সবল এবং পুষ্ট হয়, কিন্তু যদি উপকার না হয় বা রোগ কঠিন হয়, তবে কুমারকল্যাণরস ব্যবস্থা করিবে।

৪। তালুকণ্টক। ইহাও কফের প্রকোপে উৎপন্ন হয়। এই রোগে হরীতক্যাদি চূর্ণ ও কফরোগোক্ত কফচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। রোগ কঠিন হইলে, বালকরস প্রয়োগ করা যায়।

৫। মহাপদ্ম। এই রোগে বিসর্পের চিকিৎসা করিবে। পটোলাদি-ক্বাথ এবং কুমারকল্যাণ রস উভয়ই অথবা উহার কোন একটি ব্যবস্থা করিবে। বিসর্পের সহিত প্রায়শঃ জ্বর থাকে, পটোলাদি ক্বাথে এই জ্বরও বিনষ্ট হয়। এই রোগ মারাত্মক, সুতরাং মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, উভয় ঔষধই প্রয়োজ্য।

৬। তুণ্ডী বা নাভিশোথ। নাভিসংলগ্ন নাড়ী-কাটার দোষে অথবা নাভিতে রীতিমত সেকতাপ না দিলে, কথনও কথনও শিশুর নাভি ফুলিয়া উঠে। নাভিশোথ কদাচ উপেক্ষা করিবে না, করিলে, পাকিয়া ক্ষতে পরিণত ও তাহা হইতে নালী হইতে পারে এবং নালী হইতে শিশুর জীবন নষ্ট হইবারও সম্ভাবনা। শোথ প্রকাশ পাইলে, মাটীর একটি ঢেলা আগুণে পোড়াইবে এবং লালবর্ণ হইলে দুগ্ধে ডুবাইয়া তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া তাহাতে একপরল কাপড় জড়াইয়া নাভিতে উহার উত্তাপ লাগাইবে। তাহাতে শোথ না কমিলে জয়ন্তী পাতা ছেঁচিয়া আগুণে উষ্ণ করিয়া তাহার স্বেদ দিবে, পরন্তু জয়ন্তী পাতা বাটিয়া তদ্দ্বারা রুটির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া নাভিশোথে লাগাইয়া বান্ধিয়া রাখিলেও ফুলা কমে। শুঁঠ চূর্ণ পোটলায় বান্ধিয়া গরম করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিলেও উপকার হয়।

৭। নাভিপাক। শিশুর নাভিতে শোথ হইলে তাহার প্রতীকার করা উচিত, নচেৎ তাহা পাকিতে পারে, পাকিলে, ক্ষত এবং ক্ষত হইতে নালী হইলে, শিশুর জীবন সংশয় বা মৃত্যু হইতেও পারে। নাভি পাকিয়া উঠিলে, রক্তচন্দন ঘসিয়া পুনঃ পুনঃ লেপ দিবে এবং যষ্টিমধু, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও

হলুদ ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া নেকড়ায় করিয়া পোটলা বান্ধিবে ও তাহা আগুণে গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ স্বেদ দিবে। পাকিয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে পটোলাদি ক্বাথ পান করাইবে এবং উক্ত যষ্টিমধু, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও হলুদদ্বারা ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথজল দ্বারা ক্ষত প্রত্যহ ধৌত করিবে। বেশী পচলা সঞ্চিত হইলে, কচি নিমপাতাসিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিবে। ধৌত করা হইলে, পেঁজা তুলা দ্বারা আস্তে আস্তে জল মুছিয়া ঘায়ে ৭৯৬ পৃষ্ঠায় যে নিম্ব-ঘৃত প্রস্তুতের বিধি লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে। নিমপাতার রস দ্বারা খয়ের ঘসিয়া লাগাইলেও ক্ষত শুষ্ক হয়। কচি নিমপাতা অথবা জাতী অর্থাৎ মালতী ফুলের পাতা তিলতৈল বা ঘৃতে ভাজিয়া সেই তৈল বা ঘৃত প্রয়োগ করিলেও চলে। ক্ষতস্থানে উক্ত তৈল বা ঘৃতে পরিষ্কার মিহি কাপড়ের টুকরা ভিজাইয়া লাগাইবে ও তদুপরি পান বা কলার নরম পাতা রাখিয়া কাপড়ের পটী স্থাপন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে।

৮। গুহ্যপাক। শিশুর মলদ্বার পাকিলে, দুগ্ধদ্বারা রসাঞ্জন ও যষ্টি-মধু পৃথক্ ঘষিয়া সমভাগে একত্র করিয়া লাগাইবে এবং প্রয়োজন হইলে, উহা শিশুকে মধুসহ অল্প অল্প খাওয়াইবে। ইহাতেই পাক নিবারণ হয়; কিন্তু পাকিয়া ক্ষত হইলে, ব্রণরোগোক্ত অহিপূতন রোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে। গুহ্যপাক ও অহিপূতনের চিকিৎসা একই।

৯। অহিপূতন। অহিপূতনরোগের চিকিৎসা 'ব্রণরোগে দ্রষ্টব্য। অহিপূতন রোগে গুহ্য-পাকের চিকিৎসা করিলেও রোগ সারে। রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু ঘসার প্রলেপ দিবে এবং উহা মধুসহ শিশুকে খাওয়াইবে।

১০। অজগল্লী। বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপে শিশুর এই রোগ উৎপন্ন হয়, ইহা বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক নহে। পটোলাদি ক্বাথ পান করাইলে সারে। কচি নিমপাতা ও কাঁচা হরিদ্রা বাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে। ১০৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১১। আক্ষেপ। বায়ুর প্রবল প্রকোপে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং বায়ুনাশক-চিকিৎসা এই রোগে প্রশস্ত। মস্তকে তালপাখার বাতাস করিবে এবং মাষতৈল বা মহা মাষতৈল ১০।১৫ ফোটা ঘসিয়া দিবে। পরিষ্কার মিহি কাপড়ের টুকরা ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ শিশুর চক্ষু ও

মুখ মুছাইবে। আক্ষেপ বর্দ্ধিত হইলে, দশমূল কাথ পান করাইবে। এ অবস্থায় প্রবল উদরাধ্মান থাকে, তন্নিবারণার্থ স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ বা বাতব্যাধি রোগের বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে) দিবে। প্রয়োজন হইলে কুমারকল্যাণ রস প্রয়োগ করিবে। ফলতঃ এইরূপ ২।৩টি ঔষধ প্রয়োগ করিলে, ভূত ছাড়াইবার জন্য বাজেখরচ করিতে হয় না। দুষিত স্তন্যপান করিলে, যে আক্ষেপ হয়, তাহাতে শিশুর শরীরের পুনঃ পুনঃ বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে, কখনও শরীর নীলবর্ণ, কখনও কৃষ্ণবর্ণ এবং কখনও বা নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা বীভৎস দর্শন। উহা দর্শনে ভীত না হইয়া রীতিমত চিকিৎসা করাইবে। এই রোগে আধ্মান বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রায়ই থাকে। আধ্মান নিবারণের জন্য রেড়ীর তৈল পানের বোটায় মাখাইয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে অথবা মধু ও ক্যাষ্টর অইল একত্র করিয়া খাওয়াইবে। শিশুর বয়স অনুযায়ী মাত্রা স্থির করিয়া লইবে।

১২। দান্তোদ্গমজনিত রোগ। দন্ত উঠিবার প্রারম্ভে শিশুদিগের নানাপ্রকার কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রোগে মারাত্মক উপসর্গের অবশ্যই চিকিৎসা করা উচিত, কিন্তু তথাপি যাহা শিশুর অসহ্য, এরূপ তীব্র ঔষধাদি প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। স্তন্য প্রদান অবশ্যই কর্ত্তব্য। জল সহযোগে সিদ্ধ বালি বা শঠীর পালো মিশ্রীর সহিত দেওয়া যায়। জ্বর প্রশমিত ও উদরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, বালি বা শঠীর পালোর সহিত গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া দিবে। দাত উঠিতে অত্যধিক বিলম্ব হইলে, শিশু অত্যধিক কষ্ট পায়, এমতাবস্থায় দাঁতের মাড়ী একটু চিরিয়া দিবে। এ কার্য্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত করিবে। দন্তোদ্ভেদরোগান্তক প্রয়োগ করিলেই সমস্ত উপসর্গ প্রশমিত হয়।

শিশু পীড়িত হইলেই সর্ব্বাগ্রে তাহার দাত উঠিয়াছে কি না কিম্বা উঠিবার সময় বা উপক্রম হইয়াছে কি না, শিশুর মাড়ী টিপিয়া তাহা পরীক্ষা করিবে। এইরূপ পরীক্ষার পর যদি দাঁত উঠিবার উপক্রম বোধ হয়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে যে দাঁত উঠিতেছে বলিয়াই শিশু পীড়িত হইয়াছে। দন্তোদ্গমের সময় না হইতে পারে, এমন রোগই নাই, কিন্তু তন্মধ্যে সচরাচর জ্বর ও মল ভেদ প্রভৃতি হইয়া থাকে। মল প্রায়শঃ সবুজবর্ণ অথচ ভাঙ্গা বা ছাকড়া

মত দেখায়। অনবরত এইরূপ তরল ভেদ হয়, তৎসঙ্গে বমি প্রবল থাকে, এবং বমিও ঐরূপ ভাঙ্গা বা নষ্ট দুগ্ধের মত দৃষ্ট হয়। ঐ অবস্থায় কখনও ২ মূর্চ্ছা বা আক্ষেপ উপস্থিত হয়, এবং তাহা এরূপ সাঙ্ঘাতিক হয় যে, শিশুর জীবনের আশা থাকে না। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকও বলেন শিশুর দন্তোদ্গমকালে ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই, দাঁত উঠিলে, রোগ আপনিই প্রশমিত হইবে, কথাটা খুব ঠিক, দাঁত উঠিলেই রোগ সারে, কিন্তু যেরূপ মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হয় তদ্দৃষ্টে ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছেন, এরূপ কখনও দেখা যায় নাই, সুতরাং উহা কেবল উপদেশ মাত্র, ঐ উপদেশমত কার্য্য করা অসম্ভব। দন্তোদ্গমকালে যে উপসর্গ প্রবল হইবে, তাহা প্রশমনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। দন্তোদ্গমে অতিশয় বিলম্ব হইলে ও তজ্জন্য শিশুর অত্যধিক যন্ত্রণা হইলে, দাঁতের মাঢ়ী একটু চিরিয়া দিবে।

রোদন। কখনও কখনও শিশু অত্যধিক রোদন করে, পরন্তু রোদনের কারণ নির্ণয় করা যায় না। তখন রোদন নিবারণের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। পিপুল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র করিবে। মধুর সহিত উহার ২। ৩ রতি জিহ্বায় দিলে রোদন প্রশমিত হয়।

মুখপাক ও মুখজিহ্বাদির ক্ষত। শিশুর মুখ পাকিলে কিম্বা ওষ্ঠ ও জিহ্বায় ঘা হইলে, জাতী পাতা অর্থাৎ মালতী পাতা বা ফুল বাটিয়া মধু মিশাইয়া লাগাইবে। ওষ্ঠ বা জিহ্বার ঘায়ে ভেড়ার দুধ অতি উপকারী, উহা দিবসে ২।৩ বার লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়, গাধার দুধ আরও উপকারী, ইহা ২।৩ বারের বেশী লাগাইতে হয় না। কফরোগের কফচিন্তামণি প্রয়োগ করা যায়।

স্রাব। শিশুর মুখ হইতে অবিরল লাল নিঃসরণ হইলে, কফচিন্তামণি তুলসীপাতার রসসহ দিবে। বচ চূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত একটু ২ দিবে। অনন্তমূল, তিল, লোধ ও যষ্টিমধু ইহাদের দ্বারা কাথ করিয়া সেই জলে শিশুর মুখ প্রক্ষালন করাইবে।

দুধতোলা। শিশুর বাতাজীর্ণবশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে দুগ্ধ হজম

না হইয়া নষ্ট বা ছেঁড়া দুগ্ধের ন্যায় চলকে চলকে মুখ দিয়া উঠিতে থাকে পরন্তু উহা হইতে অম্লগন্ধ নির্গত হয়। গোদুগ্ধে চূণের স্বচ্ছ জল মিশাইয়া খাওয়াইবে। টাটকা চূণ কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া তাহার উপরের স্বচ্ছ জল পরিষ্কার কাপড়ের দ্বারা আস্তে আস্তে ছাকিয়া লইবে। ৭। ৮ ঝিনুক দুগ্ধে এক ঝিনুক জল দিবে।

প্রস্রাববন্ধ। বালক ও শিশুদিগের যে কোন কারণে প্রস্রাব বন্ধ হইলে, লেবুর রস ও চিনি একত্র করিয়া নাভিতে মালিশ করিবে কিম্বা পাথর-কুচির বা পাথরচুনার পাতার রসসহ মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দূর প্রয়োগ করিলেও অভীষ্ট ফললাভ হইতে পারে। নাভিতে নীললেপ প্রয়োগ করিলে কিম্বা অম্লারি বা সাদা চটী খাওয়াইলে প্রস্রাব নির্গত হয়। পাথরকুচির পাতা বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়।

উদরাধ্মান। যে কোন কারণে উদরাধ্মান উপস্থিত হইলে বকুলবর্ত্তি বালকের মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে উদরাধ্মান অতি শীঘ্র প্রশমিত ও কোষ্ঠ খোলসা হয়। বকুলফলের বীচির মধ্যস্থ শাস গ্রহণ করিবে ও তাহা বাটিয়া বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহা শিশুদিগকে প্রয়োগ করিবেনা।

বমনযোগ। শিশু বা বালকদিগকে বমন করাইবার আবশ্যকতা হইলে, মধু ও সৈন্ধব লবণ অথবা মুক্তাবর্ষীর পাতার রস খাওয়াইবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য। বিলম্বে বা অসম্পূর্ণ মলত্যাগকে চলিত কথায় কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধতা কহে। কি শিশু, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কোষ্ঠ-বদ্ধতা সকলের পক্ষেই নানাবিধ রোগের কারণ। নানাপ্রকার রোগে কোষ্ঠ-কাঠিন্য উপসর্গরূপে প্রকাশ পায়। মল একেবারে বন্ধ থাকিলে, তাহাকে কোষ্ঠবদ্ধতা, কঠিন হইলে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং যথোচিত বহির্গত না হইয়া উদরে কতক রহিয়াগেলে, তাহাকে কোষ্ঠস্বল্পতা বলা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতার ইংরাজী নাম কন্‌ষ্টিপেশন্ এবং কোষ্ঠাল্পতার ইংরাজী নাম কষ্টিভ্‌নেস্। সুস্থব্যক্তির মল কোমল অথচ অপিচ্ছিল অর্থাৎ আমবিহীন এবং নলের আকারে বহির্গত হইয়া থাকে। কেহ কেহ সুস্থাবস্থায় দিবসে একবার বা

দুইবার মলত্যাগ করে, কেহ কেহ বা আরও বিলম্বে মলত্যাগ করিয়া থাকে এবং তাহাতে কোন অসুখবোধ করে না, কিন্তু স্তন্যপায়ী শিশু স্বভাবতই পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করে, পরন্তু শৈশবে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ শিশুর পক্ষে বর্ত্তমানে ও পরিণামে নিতান্ত শুভকর, কারণ অধিক দাস্ত হওয়াতে উদরে মল সঞ্চিত থাকিয়া অন্যান্য রোগ উৎপাদনের অবসর পায় না, তজ্জন্য বর্ত্তমাণেও শিশুর শরীর সুস্থ থাকে এবং বয়স্থ হইলেও সহসা রোগাক্রান্ত হয় না। এ তত্ত্ব এতদ্দেশীয় প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা অনেকে অবগত আছেন, কিন্তু তথাপি অতিশয় মলভেদ বা তরল দাস্ত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

মল। নবপ্রসূতার স্তনদুগ্ধ স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ বিরেচনগুণবিশিষ্ট ও শীতবীর্য্য বলিয়া ঐ স্তন্যপানে শিশুর দাস্ত বেশী হয়। বাল্যে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত থাকে, বিশেষতঃ শিশু শীতলগুণযুক্ত স্তন্য পান করে, এজন্য শিশুর মল কিঞ্চিৎ পিচ্ছিল ও পিত্তসংযুক্ত এবং পীতবর্ণ।

কোষ্ঠকাঠিন্য-চিকিৎসা। স্তন্যপায়ী শিশুর দাস্ত বন্ধ হইলে পানের বোঁটায় ক্যাষ্টরঅয়েল মাখাইয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। মুক্তাঝুরি বা মুক্তাবর্ষীর পাতাদ্বারা নল পাকাইয়া বা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে, দাস্ত হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে বিরেচনের ইহা অপেক্ষা সহজ ঔষধ আর নাই। ইহা বালকদিগকেও প্রয়োগ করা যায়। বালকদিগের হঠাৎ উদরাধ্মান বা তজ্জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে, কালকাসুন্দে পাতার রস ও সরিষার তৈল একত্র ফেনাইয়া তলপেটে মালিশ করিবে, কিন্তু জ্বর থাকিলে প্রয়োগ নিষেধ। এতদ্ব্যতীত পানের বোঁটায় ক্যাষ্টর অয়েল মাখাইয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে, কোষ্ঠ খোলসা হয়। এই প্রক্রিয়া জ্বরে বিজ্বরে সর্ব্বাবস্থায় করা যায়। ক্যাষ্টর অয়েল ও মধু সমভাগে মিশাইয়া বালক ও শিশুর জিহ্বায় লাগাইয়া দিলে মিষ্টতাপ্রযুক্ত তাহারা আনন্দসহকারে খায়, এইরূপে বিনাক্লেশে শিশু ও বালকের বিরেচন কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী জ্বরে বিজ্বরে সর্ব্বাবস্থায় ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগ করা যায়, তবে জ্বরসত্ত্বে প্রয়োগ করিতে হইলে, জ্বরের প্রশমন অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর কমিয়া আসিলে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

(জ্বরাদিরোগ-চিকিৎসা।)

স্তন্যপায়ী শিশু কঠিন রোগের আক্রমণ সহ্য করিতেই পারে না, এই জন্য বয়স্ক বালক অপেক্ষা স্তন্যপায়ী শিশুর চিকিৎসা অতি কঠিন। এস্থলে স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইবে, তাহা বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য।

জ্বর। জ্বর নানাপ্রকার, তাহার চিকিৎসাও বহুবিধ। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় বালক এবং শিশুরাও ঐ সকল জ্বরে পীড়িত হইতে পারে। ডাক্তারীমতে জ্বরকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, সবিরাম এবং অবিরাম। যে জ্বর কয়েক ঘণ্টা শরীরে অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ বিরাম অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয়, তাহাকে সবিরাম জ্বর কহে। যে জ্বর এককালে বিরাম বা বিচ্ছেদ হয় না, শরীরে অল্পই হউক বা অধিকই হউক অবস্থান করে, তাহাকে অবিরাম জ্বর বলা যায়। অবিরাম জ্বরকে চলিত কথায় স্বল্পবিরাম, অবিচ্ছেদী বা একজ্বর বলা যায়। আয়ুর্ব্বেদ মতে কোন রোগই বাতাদিদোষের আশ্রয় ব্যতীত উৎপন্ন হয় না, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ মতে বাতাদিদোষভেদে যে সকল জ্বরের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহার সহিত ডাক্তারীমতের সমন্বয় করিতে গেলে সবিরাম বা অবিরাম জ্বরে বাতের, পিত্তের বা শ্লেষ্মার প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, যথাক্রমে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক-জ্বর বলা যায়। স্বল্পবিরাম জ্বরকে ইংরাজিতে রেমিটেণ্টফিভার কহে। এই জ্বর এককালে বিচ্ছেদ হয় না, অল্প বিচ্ছেদ হইয়া পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পায় এবং ৭। ১৪ বা ১৫ দিনের পরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়। একজ্বর বা অবিচ্ছেদীজ্বর ;— এই জ্বর বাড়েও না, কমেও না, প্রায়ই একভাবে শরীরে অবস্থান করে। স্বল্পবিরাম জ্বরের ন্যায় অবিচ্ছেদী বা একজ্বরের ভোগকাল অনিশ্চিত। স্বল্পবিরাম বা অবিরামজ্বরকে আয়ুর্ব্বেদমতে সন্ততজ্বর বলা যায়। সন্ততজ্বরের সাধারণ অবস্থান কাল ৭। ১০। ১২ দিন, কিন্তু দোষের প্রবলতাবশতঃ ঐনিয়মের ব্যতিক্রম হয়, কখনও কখনও ১৪। ২০। বা ২৪ দিন পর্য্যন্ত ঐ জ্বর সমভাবে শরীরে অবস্থান করে।

সততক বা দ্বৈকালীনজ্বর। যে জ্বর দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার

প্রকাশ পায় অথবা দিনে দুইবার হয়, রাত্রিতে হয় না, কিম্বা রাত্রিতেই দুইবার হয়, তাহাকে সতত বা দ্বৈকালীন জ্বর কহে। সন্তত জ্বরকে বিষম-জ্বরের অন্তর্ভুক্ত না করিলেই ভাল হয়, কারণ প্রারম্ভ হইতেই ঐ জ্বর অবিচ্ছেদে বা অল্পবিচ্ছেদে নিয়ত শরীরে অবস্থান করে। সততজ্বরও কখনও কখনও প্রারম্ভ হইতেই স্বীয় লক্ষণ প্রকাশ করে।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরও যে সকল রোগ জন্মে, বালকগণেরও সেই সকল রোগ জন্মে। বালক ও শিশুদিগের সমস্ত রোগের বিবরণ লিখিতে গেলে, অতি বিস্তৃত হয়, সুতরাং সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধগুলিরই কেবল প্রয়োগ-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইবে॥

নবজ্বর-চিকিৎসা। জ্বরের প্রথম অবস্থায় তুলসীপাতার রস ও মধুসহ বালকরস দিবে। ঐ অনুপানে কফচিন্তামণি প্রয়োগ করিলেও চলে, তাহাতে উপকার না হইলে দ্বিতীয় বালকরস ঐ অনুপানে দিবে। মুস্তকাদিক্কাথ যে কোন প্রকার জ্বরে প্রয়োগ করা যায়। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে এই সকল ঔষধ প্রশস্ত; অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকদিগকে অন্যান্য ঔষধও প্রয়োগ করা যায়। জ্বরবিকারে কস্তুরীভূষণ ও কস্তুরীভৈরব অবস্থা-ভেদে প্রয়োজ্য। জীর্ণ বা বিষমজ্বরে পুনঃ পুনঃ নবজ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করিবে। এতদ্ব্যতীত অবস্থাভেদে বিষমজ্বরান্তক চূর্ণ, জ্বরসংহারচূর্ণ, কিরাতাদিচূর্ণ, গুড়ূচ্যাদিচূর্ণ, স্বল্পসুদর্শনচূর্ণ, সুদর্শনচূর্ণ ও জ্বরভৈরবচূর্ণ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়। বিষমজ্বরে কুমারকল্যাণ রস, ভার্গ্যাদি কাথ, বৃহৎ ভার্গ্যাদি কাথ ও দাস্যাদি কাথ এবং বিষম জ্বরান্তকলৌহ অথবা পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ, বৃহৎ বিষমজ্বরান্তক রস, সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বর-হরলৌহ ও জয়মঙ্গল রস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করা যায়।

প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাস। প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাস বৃদ্ধি পাইলে, প্লীহারোগোক্ত লশুনাদ্যযোগ, যকৃদরি লৌহ, বৃহৎ যকৃদরিলৌহ, যকৃৎমর্দ্দনচূর্ণ, লোকনাথ রস, বৃহৎ লোকনাথ রস, বৃহৎ গুড়পিপ্পলী, অভয়ালবণ ও চিত্রক-পিপ্পলী ঘৃত প্রভৃতি অবস্থাভেদে বালক দিগকে প্রয়োগ করিবে। স্তন্য-পায়ী শিশুর যকৃতে যকৃৎমর্দ্দন চূর্ণ, যকৃদরি লৌহ, বৃহৎ যকৃদরি লৌহ, প্লীহা বৃদ্ধিতে বৃহৎগুড়পিপ্পলী ব্যবস্থেয়। এই সকল ঔষধে অগ্রমাসেরও উপকার হয়।

যকৃদরি লৌহ তাম্রঘটিত, তামা অমৃতীকরণ নিয়মে ভস্ম করিয়া প্রয়োগ করিলে অরুচি হইবার আশঙ্কা থাকে না। শিশুর প্লীহা, যকৃৎ ও কোষ্ঠকাঠিন্যে-স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ অতি উপকারী। ১৫ পৃষ্ঠায় প্রস্তুতবিধি দ্রষ্টব্য। যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধির সহিত শোথ থাকিলে, পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ এবং পাণ্ডুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নবায়সলৌহ ব্যবস্থা করিবে। এতদ্ব্যতীত প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাসে নানাবিধ স্বেদ ও প্রলেপ ব্যবস্থা করা যায়।

শোথ। শোথে পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়, ইহাতে কোষ্ঠও পরিষ্কার থাকে।

পাণ্ডু। পাণ্ডুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নবায়সলৌহ প্রয়োজ্য।

জ্বরাতীসার। শিশুর জ্বরের সহিত মলভেদ (তরলদাস্ত) হইলে, শিশুচাতুর্ভদ্রিকা, বিল্বপঞ্চকক্বাথ, লবঙ্গচতুঃসম, দাড়িম্বচতুঃসম অথবা মহাগন্ধক ব্যবস্থা করিবে।

জ্বর, অতিসার ও বমন। জ্বর, অতীসার ও বমন একসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, ধাতক্যাদি ও মহাগন্ধক ব্যবস্থা করা যায়।

প্রবল অতীসার। প্রবল অতীসার হইলে, নাগরাদিক্বাথ, লবঙ্গচতুঃসম, দাড়িম্বচতুঃসম, মহাগন্ধক ও অতিসারোক্ত বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রয়োগ করিবে।

আমাতীসার ও আমাশয়। এই উভয় রোগে বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ, মহাগন্ধক, বিল্বপঞ্চক, লবঙ্গচতুঃসম ও অতীসারোক্ত লবঙ্গাদিবটী প্রয়োগ করিবে।

রক্তাতীসার ও রক্তামাশয়। ইহাতে শিশুকুটজাবলেহ, দাড়িম্বচতুঃসম, মহাগন্ধক ও বিল্বপঞ্চক প্রয়োগ করিবে।

গ্রহণী। এই রোগে বিল্বপঞ্চক, মহাগন্ধক, দাড়িম্বচতুঃসম বা অতীসারোক্ত বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রয়োগ করিবে। এই সকল ঔষধে উপকার না হইলে, গ্রহণীরোগোক্ত মুস্তকাদিমোদক বা বৃহজ্জীরকাদিমোদক প্রয়োজ্য।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ। অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণে ভুবনেশ্বর, হিঙ্গষ্টক-চূর্ণ, লবঙ্গাদি, বা বৃহৎ লবঙ্গাদি বা ১৫ পৃষ্ঠোক্ত স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

কাস। কাসরোগে তালীশাদিচূর্ণ অথবা চন্দ্রামৃতরস প্রয়োজ্য। বচচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত দিবে অথবা বচাদিচূর্ণ কিম্বা কণ্টকার্য্যাদিচূর্ণ দিবে। কাস একটু পুরাতন হইলে এবং শিশুর পেটের পীড়া না থাকিলে, চ্যবনপ্রাশ প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। শিশুর রক্তপিত্ত এবং যক্ষ্মারোগে বা কৃশতায় ইহা মহোপকারী।

কাস ও শ্বাস। কাস ও শ্বাস একত্র প্রকাশ পাইলে, ধান্যাদিপানক ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

হিক্কা ও শ্বাস। শিশু ও বালকের যে কোন অবস্থায় শ্বাস ও হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস থাকিলে অষ্টাঙ্গাবলেহ অথবা শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রয়োজ্য।

কাস ও তমক শ্বাস। কাস ও তমক শ্বাস একসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, দ্রাক্ষাদিচূর্ণ অথবা শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে।

হিক্কা ও বমি। হিক্কা ও বমি প্রকাশ পাইলে,প্রাণবল্লভরস, কট্‌কীচূর্ণ সহ বা হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ দিবে।

বমি। বমিতে প্রাণবল্লভরস বা আম্রাস্থিযোগ দিবে। কোনরোগে বমন হইলে ছর্দ্দিহরযোগ দিবে। ছর্দ্দিহরযোগ ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দুগ্ধবমন। স্তনদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ হজম না হইয়া বমন হইলে, পঞ্চকোলচূর্ণ দিবে। গোদুগ্ধে চূণের স্বচ্ছজল মিশাইয়া দিবে।

ক্রিমি। ক্রিমি শিশুদিগের মারাত্মক ব্যাধি। ক্রিমিরোগে নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। ক্রিমিরোগের লক্ষণ-দৃষ্টে চিকিৎসা করিবে। ক্রিমিরোগে বিষাক্ত ঔষধ নাই বলিলেই হয়, সুতরাং অবস্থাভেদে ঔষধ নির্ব্বাচন কঠিন নহে। ক্রিমিঘ্নরস সহজ অথচ সর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রিমিনাশক নানাবিধ যোগও অতি উপকারী।

রক্তবমন। জ্বর, কাস বা যক্ষ্মারোগে শিশুর মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইলে, চন্দ্রামৃত রস ও এলাদিগুড়িকা প্রয়োগ করিবে। এলাদিগুড়িকা ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত। শিশুর মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রাণবল্লভরস বা স্বর্ণসিন্দুর পাথর কুঁচির পাতার রস বা গোক্ষুর-ভিজান জলসহ প্রয়োগ করিবে।

তৃষ্ণা। জ্বরাদি নানারোগে শিশুর তৃষ্ণা হয়, তৃষ্ণা বলবতী হইলে, শিশুর জিহ্বা প্রায়শঃ ভিতরের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং শিশু প্রায়শঃ জিহ্বা সজোরে আকর্ষণ করিয়া স্বস্থানে রাখিতে চেষ্টা করে ও জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠদ্বয় লেহন করিতে থাকে। মৌরি ছেঁচিয়া পোটলায় করিয়া ভিজাইয়া শিশুর জিহ্বায় পুনঃ পুনঃ লাগাইবে অথবা মৌরী ভিজান জলসহ স্বর্ণসিন্দুর বা তদভাবে উৎকৃষ্ট রসসিন্দূর বা প্রাণবল্লভরস দিবে।

আমাশয়। আমাশয় অতি কঠিন রোগ, একবার আক্রমণ করিলে, সহজে প্রশমিত হইতে চায় না, বিশেষতঃ বালক ও শিশুদিগকে অত্যধিক যন্ত্রণা প্রদান করে। আমাশয় দুই প্রকার, শ্বেত ও রক্তামাশয়। আমাশয়ের প্রধান উপসর্গগুলি মরণাধিক যন্ত্রণা-দায়ক। পেটের ব্যথা, ঘর্ম্ম, অরুচি ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গগুলি এই শ্রেণীর। প্রথম অবস্থায় আমপাচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু আফিং সংযুক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া সঞ্চিত ও বহির্গমনোন্মুখ আমের বহির্গমন রোধ করিলে, জ্বর ও শোথাদি নানাবিধ কঠিন ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। অধিকাংশস্থলে রোগীর আত্মীয় স্বজন অল্পসময়ে আরোগ্য লাভের অনুচিত আকাঙ্ক্ষায় এবং কোনস্থলে বা চিকিৎসক স্বীয় যশোবিস্তারের অভিলাষে ঐ প্রকার বিভ্রাট ঘটাইয়া থাকেন, সুতরাং তখন রোগও জটিল হইয়া পড়ে। আমের পক্কাপক্ক লক্ষণ অতিসাররোগে দ্রষ্টব্য। আম উদরে সঞ্চিত থাকিলে, আম বা আমসংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প নির্গত হয়, উদরে অত্যধিক বেদনা থাকে, এই অবস্থায় প্রথমতঃ একটি মৃদুবিরেচন প্রয়োগ করা উচিত। ক্যাষ্টর অয়েল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। তদভাবে হরীতকী ও পিপুল একত্র বাটিয়া গরমজলসহ খাওয়ান যাইতে পারে, কিন্তু ইহা রক্তামাশয়ে প্রয়োজ্য নহে। যাঁহারা আমাশয়ের উপর বিরেচন প্রয়োগের কথা শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, সঞ্চিত আম নির্গত না হইলে, কোনরূপেই রোগ প্রশমিত হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত মহাগন্ধক আমাশয়ের অনুপানে প্রয়োগ অবশ্যই কর্ত্তব্য। থানকুনীপাতা

বা গান্ধাইলপাতার রস, সাদা কাঁটানোটের শিকড়ের রস প্রভৃতি অনুপান দিবে। রক্তামাশয় হইলে, লাল কাঁটানোটের শিকড়ের রস বা অন্যান্য অনুপান দিবে। এই রোগে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাভিস্থলে স্বেদ প্রয়োগ মহোপকারী। থানকুনী বা থুলকুড়ী পাতা অথবা গান্ধাইল পাতা ছেচিয়া আগুণে গরম করিয়া তাহা উদরে নাভির নীচে স্থাপন করিবে এবং শীতল হইলে লোহার হাতা আগুণে গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ তদুপরি চাপিয়া ধরিবে, যতটুকু উত্তাপ সহ্য করা যায়, তদপেক্ষা বেশী উত্তাপ লাগান উচিত নহে। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে ঐ পাতা ছেচিয়া পোট্লার মধ্যে ভরিয়া গরম করিয়া নাভির নীচে পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। পোট্লা বেশী গরম হইলে, শিশু তাহার উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং স্বেদ-প্রয়োগের পূর্ব্বে উত্তপ্ত পোট্লা বেশী গরম কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য নিজের কোমল অঙ্গে দুই একবার লাগান উচিত।

সর্দ্দি। শিশুদিগের শরীর শ্লেষ্মপ্রধান, সুতরাং সর্দ্দি কাসি নিরন্তর লাগিয়া থাকে। দূষিত স্তন্য-পান এবং ঠাণ্ডা লাগান প্রভৃতি ইহার কারণ। সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রায়শঃ তৎসঙ্গে জ্বর বর্ত্তমান থাকে। শিশুদিগের সর্দ্দি বা কাস প্রকাশ পাইলেই কফচিন্তামণি ও বাসাকাথ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সর্দ্দি তরল রাখে, সুতরাং ভয়ের কারণ থাকে না।

নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ ও প্লুরিসি।

শিশুদিগের সর্দ্দি বা কাস কদাচ উপেক্ষণীয় নহে, উপেক্ষা করিলে মহান্ অনর্থ সঙ্ঘটন করে। অধিকাংশস্থলে, এইরূপ উপেক্ষা বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ফলে নিউমোনিয়া, প্লুরিসি ও ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি ফুস্ফুস্ বিকৃতিজন্য বিবিধরোগ উৎপন্ন হইতে পারে এবং তাহা হইতে শিশুর জীবন সঙ্কটাপন্ন বা মৃত্যুও হইতে পারে। বাঙ্গালায় নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ ও প্লুরিসি এই তিনটিকে ফুস্ফুস্-প্রদাহ বলা যাইতে পারে, এই তিনটির মধ্যে লক্ষণের প্রভেদ এই—নিউমোনিয়ায় সমগ্রফুস্ফুস্ বিশেষতঃ ফুস্ফুস্কোষে, ব্রঙ্কাইটিসে ফুস্ফুসের বায়ুনলীতে এবং প্লুরিসিতে ফুস্ফুস্দ্বয়ের আবরক ঝিল্লীতে প্রদাহ হয়।

একবালে বক্ষোগহ্বরের দক্ষিণ ও বাম দুইদিকের দুইটি ফুস্ফুস্

আক্রান্ত হইলে, কিম্বা তৎসঙ্গে প্রবলজ্বর যদি অবিচ্ছেদে ক্রমাগত ১২। ১৮ বা ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে, তবে বড়ই ভয়ের কথা। ব্রঙ্কাইটিস্ ও নিউমোনিয়া আয়ুর্ব্বেদমতে বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর বা বাতশ্লেষ্মোল্বন সন্নিপাতজ্বর-ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রথমে বাতশ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লেষ্মোল্বন সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়; অনন্তর ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হয়; ফুস্ফুস্ সমধিক আক্রান্ত হইলে, যাম্যসন্নিপাতের লক্ষণও প্রকাশ পাইতে পারে। যদিও উক্ত দ্বিবিধ জ্বরের সহিত নিউমোনিয়ার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি আয়ুর্ব্বেদমতে ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য নিতান্ত কঠিন নহে। পরন্তু কোনও রোগের লক্ষণের সহিত ডাক্তারী ও কবিরাজীর সমন্বয় করিতে গেলে যদি কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকিয়া যায় বা সর্ব্বাংশে মিল নাও হয়, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কেবল কোন্ দোষের প্রকোপে রোগটি সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন্ দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, এই গূঢ় তত্ত্বটুকু নির্ণয় করা আবশ্যক, এই তত্ত্বটুকু নির্ণয় করিতে পারিলেই চিকিৎসা সুন্দররূপে চলিতে পারে। আরও একটি কথা এই; —আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ যোগবাহী বা মিশ্র, ডাক্তারী ঔষধের ন্যায় অবিমিশ্ররূপে অর্থাৎ এক একটি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয় না, সুতরাং বাতশ্লেষ্ম-জ্বরের বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সেই সেই জ্বরনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে। ঐ দ্বিবিধ রোগের চিকিৎসাকালে বায়ু দ্বারা শ্লেষ্মা শুষ্ক হইতে না পারে এবং যাহাতে বায়ুর শমতা রক্ষা ও শ্লেষ্মা তরল করা যাইতে পারে, তথাবিধ চিকিৎসাক্রম ডাক্তারেরাও যেমন অবলম্বন করেন, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎকেরাও তদ্রূপ অবলম্বন করেন, সুতরাং চিকিৎসাবিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবোধ, সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রাধিক্য, মস্তক-বেদনা, সর্দ্দি, কাস, ঘর্ম্মাধিক্য, শরীরে অত্যধিক উত্তাপ ও জ্বরের মধ্যবেগ এবং বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাত জ্বরে শীতপ্রাধান জ্বর, মূর্চ্ছা, হাঁচি, পিপাসা, পার্শ্ব-বেদনা, ঘর্ম্মভাব, শূল, তন্দ্রা ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু ঐ দ্বিবিধ জ্বরে বায়ুর কিঞ্চিৎ আধিক্য থাকিলে, গাত্র-চর্ম্ম রুক্ষভাবাপন্ন ও কাস শুষ্ক হইতে পারে এবং শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, গাত্র-চর্ম্ম আর্দ্র ও কাস তরল হইতে পারে।

প্রথম অবস্থা নিউমোনিয়াতে হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থা ব্রঙ্কাইটিসে হয়। আবার নিউমোনিয়াতে গাত্রের উত্তাপ ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসে গাত্রোত্তাপ সচরাচর ১০২ ডিগ্রী, কচিৎ বা উহার উর্দ্ধে উঠে। এইরূপে নিউমোনিয়াতে কষ্টের সহিত দ্রুতবেগে শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসকালে ঘড়্ ঘড়্ বা শাঁ শাঁ শব্দ হয় না, কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসে শ্বাসপ্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত আস্তে আস্তে সুসম্পন্ন হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসকালে ঘড়্ ঘড়্ বা শাঁ শাঁ শব্দ হয়। লক্ষণের এইরূপ পার্থক্য দ্বারা রোগটি নিউমোনিয়া কি ব্রঙ্কাইটিস্ তাহা নিরূপণ করা যায়। নিউমোনিয়ায় লাল আভাযুক্ত অথবা লৌহচূর্ণের আভাবিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং তাহা আঠার ন্যায় চট্‌চটে কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসে স্বাভাবিক বা সাদা শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ঐ উভয় রোগে এই সকল লক্ষণদ্বারা বক্ষোগহ্বর আক্রান্ত হইয়াছে কি না, তাহা যন্ত্রদ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। বক্ষোগহ্বর আক্রান্ত হইলে, বড়ই ভয়ের কথা, বিশেষতঃ দুইদিক আক্রান্ত হইলে, রোগীর জীবনের আশা আর থাকে না।

নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র অবিলম্বে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা উচিত। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়াছে এবং ঐ শ্লেষ্মা তরলভাবাপন্ন ও বমন দ্বারা সহজে নির্গত হইবে জানিতে পারিলে, বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অত্যধিক দুর্ব্বলতা বিদ্যমানে বমন করান উচিত নয়, কিন্তু বমন দ্বারা যেরূপ সদ্যঃ উপকার হয়, অন্য কিছুতেই তদ্রূপ উপকার হয় না, সুতরাং রোগী অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ বমনের বেগ সহ্য করিতে না পারিলে, চিকিৎসককে নিরুদ্যম হইতে হয়।

শিশুদিগের পক্ষে বমনের জন্য মধুমিশ্রিত সৈন্ধব অতি উপকারী, নির্ভয়ে প্রয়োগ করা যায়। মধু ও সৈন্ধব একত্র করিয়া অঙ্গুলিতে মাখাইয়া শিশুর জিহ্বা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিলেই শ্লেষ্মা বাহির হয়। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালক ও যুবকদিগের পক্ষে ১১৬ পৃষ্ঠার বমনযোগ প্রশস্ত।

বক্ষোগহ্বর আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে একখণ্ড ফ্ল্যানেল দ্বারা সমগ্র বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে এবং অবিলম্বে সমস্ত বক্ষঃস্থলজুড়িয়া তিসি বা ভুসির পোল্‌টিস দিবে। বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশে বেদনা থাকিলে,

সেই সেই স্থান জুড়িয়া পোল্‌টিস্ দিবে। যাবৎ শ্লেষ্মা পরিপাক না হয়, অথবা শ্লেষ্মা হরিদ্রাবর্ণ না হয়, তাবৎ পোল্‌টিস্ দেওয়া উচিত। উপর্য্যুপরি কয়েক-বার পোল্‌টিস্ দিলে, প্রায়শঃ শ্বাসকষ্ট কমে, শ্বাস-কষ্ট কমিলেই রোগীর জীবনের আশা করা যায়। ইদানীং কেহ কেহ পোল্‌টিসের পরিবর্ত্তে পেঁজা কার্পাস তুলার গদী প্রস্তুত করিয়া বুক, পিঠ ও পার্শ্বদেশে বিছাইয়া বান্ধিয়া রাখেন, এই প্রক্রিয়া মন্দ নহে, পোল্‌টিস্ জুড়াইয়া গেলে তাহার শৈত্য লাগিয়া অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু উহাতে সে আশঙ্কা থাকে না। বায়ুর অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান এবং মলমূত্র রোধ হইলে, যবপ্রলেপ, দারুষট্‌ক প্রলেপ, বটপত্রী প্রলেপ, বিম্বিকাণ্ডপ্রলেপ এবং হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি ও ত্রিকটুকাদ্যা-বর্ত্তি অবস্থাভেদে-প্রয়োগ করা যায়। দরুষট্‌ক প্রলেপ ও যবপ্রলেপ ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। খিম্বিকাণ্ডপ্রলেপ ও বটপত্রী প্রলেপ ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি ও ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে শ্লেষ্মা তরল করিবার জন্য পর্ণবৃন্তযোগ এবং বাল-কের পুক্কে বাসাকাথ পরম উপকারী। প্রথম অবস্থায় স্তন্যপায়ীদিগকে কফ-চিন্তামণি প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু তাহাতে উপকার না হইলে, অবিলম্বে জরোক্ত কস্তুরীভূষণ প্রয়োগ করিবে। বালক ও বয়ঃস্থদিগকে কস্তুরীভূষণ (মতান্তরে), জ্বরকস্তুরী বা কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করিবে। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ ও তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে বমন করাইবে, কিন্তু বমন করান সঙ্গত বিবেচিত না হইলে অথবা বমনে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে বা শ্লেষ্মা গাঢ় আঠার ন্যায় হইলে আদা, পান ও পেঁয়াজ একত্র ছেচিয়া তাহার রস গরম করিয়া বক্ষঃস্থলে মালিশ করা ও খাওয়ান যায়। বালক ও বয়ঃস্থগণের বক্ষঃস্থলে পুরাতন ঘৃত মাখান গরম পান দ্বারা স্বেদ দিবে। যাবৎ শ্বাসকষ্ট নিবারিত ও শ্লেষ্মা তরল না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ স্বেদ দেওয়া উচিত।

প্লুরিসি। ফুস্‌ফুস্ আবরক ঝিল্লীর প্রদাহকে প্লুরিসি কহে। এই রোগের প্রথম অবস্থায় বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিসে এইরূপ তীব্র বেদনা হয় না, বেদনার তীব্রতা

প্লুরিসির প্রধান লক্ষণ এবং ঐ লক্ষণ দ্বারাই সহজে রোগ নির্ণয় করা যায়। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ ও প্লুরিসি একই জাতীয় রোগ। নিউমোনিয়ায় যে কাস নির্গত হয়, তাহা লৌহ-মলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথচ আঠার ন্যায় চট্‌চটে এবং ব্রঙ্কাইটিসে স্বাভাবিক সাদা কাস নির্গত হয়। প্লুরিসিতেও কাস এবং শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান থাকে কিন্তু শ্লেষ্মা অল্প নির্গত হয় ও কম্পপূর্ব্বক জ্বর হয়। রোগের প্রারম্ভে ফুস্‌ফুসের আবরক ঝিল্লীতে এক প্রকার রস সঞ্চিত হয় এবং বেদনা, জ্বর ও কাসের সঙ্গে সঙ্গেই ফুস্‌ফুসে ক্ষত হইতে আরম্ভ হয়, অনন্তর ক্রমশঃ তাহাতে পূযোৎপত্তি হয় ও তাহা সঞ্চিত হইয়া ক্ষত বর্দ্ধিতায়তন হয় এবং বক্ষঃপ্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠে। এই রোগের চিকিৎসাও নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিসের ন্যায়, কিন্তু পূয উৎপন্ন ও সঞ্চয় হইলে, অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা তাহা বহির্গত করিয়া দেওয়া ব্যতীত উপায়ন্তর থাকে না। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহাকে যাম্য সন্নিপাত বলা যাইতে পারে।

সন্নিপাত জ্বর। ইহাকে ইংরাজীতে টাইফয়েড্ ফিভার কহে। শিশু ও বালকদিগের সন্নিপাত জ্বরের সাধারণ চিকিৎসা বাতশ্লেষ্মজ্বরের ন্যায়।

বাতিক কাস বা হুপিং কফ। বাতিক কাসকে ইংরাজীতে হুপিং-কফ কহে। ইহা শ্বাস-নালীর প্রদাহবিশিষ্ট রোগ, পরন্তু সংক্রামক ও জনপদ-ব্যাপক, এক জনের হইলে, ক্রমশ অন্য শরীরে সংক্রামিত হয়। এ রোগ বাল্যকালে অর্থাৎ শিশুদিগেরই প্রায়শঃ হয়, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই রোগে কদাচিৎ আক্রান্ত হইয়া থাকে! পঞ্চম বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ইহার প্রবল আক্রমণের সময়; পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে, এই রোগে শিশুরা আক্রান্ত নাও হইতে পারে।

লক্ষণ। প্রথমে সর্দ্দি হয়, নাক ও চক্ষু দিয়া জলের ন্যায় নির্গত হইতে থাকে এবং শিশু অনবরত হাঁচিতে থাকে, চক্ষুর্দ্বয় সতত ছল্‌ছল্ এবং মুখ রসে টল্ টল্ করিতে থাকে। এই অবস্থার পরই গলা শুড়্২ করা, উৎকাসি এবং জ্বর দেখা দেয়। ক্রমশঃ জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ অন্তর্হিত হয়, কিন্তু কাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, আবার প্রায়ই কাসের সহিত আক্ষেপ দেখা দেয়, তখন শিশু কাসিতে কাসিতে হাপাইয়া পড়ে, দম্ বা নিঃশ্বাস ছাড়িতে পারে

না, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা বমন হয়, রাত্রিতে কাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, নিদ্রা হয় না, যদিও সময় ২ শিশু নিদ্রিত হয়, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই গলা শুড়্ শুড়্ করে, কাসের বেগ প্রবল হয় ও শিশু জাগরিত হয়। প্রথম অবস্থায় কাসের বেগ ২।৩ বার প্রকাশ পায়, কিন্তু শেষ অবস্থায় দিবা রাত্রির মধ্যে ৬০। ৭০ বা তদধিক বারও প্রকাশ পাইয়া থাকে ; কাসের সময় কুক্কুটধ্বনির ন্যায় শব্দ হয়। কাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, কাসিতে কাসিতে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হয়, মুখমণ্ডল আরক্তিম হয় এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও মস্তকে প্রদাহ হইয়া থাকে।

এই রোগ নিতান্ত সহজ নহে, সময় সময় ইহার সহিত নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস্ পর্য্যন্ত দেখা দেয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে আরও অধিক উপসর্গ প্রকাশ পায় এবং রোগ প্রায়শঃ মারাত্মক হইয়া পড়ে। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহাকে বাতশ্লৈষ্মিক কাস বলা যাইতে পারে।

রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র ক্যাষ্টর অইল সেবন করাইবে, ইহাতে দাস্ত হইলে, প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অনন্তর লক্ষণভেদে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শুষ্ক শ্লেষ্মাকে তরল করা নিতান্ত প্রয়োজন। ক্ষুদে চোৎরা গাছের মূল এবং মরিচ ও মিশ্রী দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে। স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে পর্ণবৃন্তকাথোক্ত পানের বোঁটা ও পিপুলমূলের সহিত কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু, মিশ্রিত করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত ২ রতি পিপুলচূর্ণ মিশাইয়া পান করাইবে। বালকদিগেরপক্ষে বাসাকাথ অতি উপকারী।

কাস, শ্বাস ও বমন নিবারণের জন্য অষ্টাঙ্গাবলেহ ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ এ রোগে মহৌষধ। তালীশাদি চূর্ণ ও চন্দ্রামৃত রস ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু তাদৃশ ফললাভ হয় না। খৈ চূর্ণ, যষ্টিমধু চূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ একত্র করিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে বমন ও কাস উভয়ই প্রশমিত হয়। অন্নভোজী বালকদিগের এই রোগ প্রবল হইলে, অন্ন পথ্য বন্ধ করিয়া দুগ্ধমিশ্রিত খৈর মণ্ড পথ্য দিবে। দিবাভাগে বরং অন্ন-পথ্য দেওয়া যায়, কিন্তু রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত রাত্রিকালে অন্ন পথ্য দেওয়া উচিত নয়। ঠাণ্ডা জলে স্নান না করাইয়া গরম জলে স্নান করান উচিত।

ঘুংরি বা ক্রুপ। ঘুংরি, হুপিংকফ ও ক্রুপ প্রায় একই জাতীয় ব্যাধি, আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহাদিগকে বাতিক কাস বলা যাইতে পারে। এই তিনটি রোগেই প্রথমে সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পায়, পরে বায়ু রুক্ষভাবাপন্ন হইয়া শ্লেষ্মাকে শোষণ বা শুষ্ক করিতে থাকে, সুতরাং শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, অথচ অবিরাম কাসের উদ্বেগ, বমন এবং কাসিতে চক্ষু মুখ রক্তবর্ণ ও শ্বাসকষ্ট হয়।

এই রোগত্রয়ের মধ্যে পার্থক্য এই—হুপিংকফে ও ঘুংরিতে কণ্ঠনলীতে প্রদাহ হয় না, কিন্তু ক্রুপকাসে কণ্ঠনলীর প্রদাহ এরূপ ভাবে বৃদ্ধি পায় যে, দাহসংযুক্ত শোথে কণ্ঠনালীর ছিদ্র অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে, তজ্জন্য রোগী ঢোক গিলিতে, কথা কহিতে বা পথ্য গলাধঃ করিতে পারে না, শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় এবং অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। এই রোগ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও মারাত্মক, কিন্তু ঘুংরি ও হুপিংকফ যন্ত্রণাদায়ক হইলেও মারাত্মক নহে।

হুপিংকফ এতদ্দেশে প্রায়শঃ মারাত্মক হইতে দেখা যায় না, কিন্তু শীত-প্রধান দেশে এই রোগ সাঙ্ঘাতিকরূপে শিশু ও বালকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

ঘুংরি কাসে কণ্ঠনলীর প্রদাহ হয় না, কিন্তু ক্রুপকাসে কণ্ঠনলীর প্রদাহ হইয়া থাকে। চলিত কথায় ক্রুপকেই অনেকে ঘুংরি কহে। ক্রুপকাসে বমন করান দরকার, বমন না হইলে মধু ও সৈন্ধব অথবা মুক্তাবর্ষীর রস খাওয়াইয়া বমন করাইবে। বিরেচনের জন্য ক্যাষ্টরইল মাখান পানের বোঁটা বা মুক্তাবর্ষীর পাতাদ্বারা নল পাকাইয়া বা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। ক্রুপকাসে কণ্ঠনলীর প্রদাহিত স্থানে পেঁপের আঠা লাগাইবে এবং ক্ষুদ্র চোৎরা গাছের শিকড় ও মরিচ দ্বারা কাথ করিয়া মিশ্রী মিশাইয়া খাওয়াইবে। ক্রুপকাসের এরূপ মহৌষধ আর নাই বলিলেই হয়। বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরিত্যক্ত বহুসংখ্যক রোগী এই ঔষধের গুণে আরোগ্য-লাভ করিয়াছে। ঘুংরি, হুপিংকফ ও ক্রুপকাসে রুক্ষকাস, শ্বাস ও হিক্কা নিবারণের জন্য সচরাচর শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ও অষ্টাঙ্গাবলেহ প্রয়োগ করা যায়।

মাসীপিসী। শিশু ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর এক মাসের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইহাতে ভয়ের কোনই কারণ নাই। ঘামে শিশুর যেরূপ গাত্র-

দাহ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, ইহাতেও ঐ সকল উপসর্গ প্রকাশ পায়, কিন্তু হামের ন্যায় উপসর্গগুলি প্রবল হয় না এবং হামের ন্যায় কণ্ডুগুলি বৃহৎ নহে, কিন্তু হামের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে দলে দলে উদ্গত হয়। মুষ্টিযোগ প্রয়োগেই এই রোগ আরোগ্য হয়। মেথী ভাজিয়া জলে ভিজাইয়া সেইজল অল্প ২ পরিমাণে পান করাইবে এবং নোয়াইলের পাতা শিশুর গায়ে বুলাইবে, এই দুইটি প্রক্রিয়া দ্বারা কণ্ডুগুলি নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়। নিমপাতা গায়ে বুলাইলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়। রোগ প্রশমিত হইলে কচি নিমপাতা ও হলুদ বাটিয়া গায়ে মাখাইয়া গরম জলে স্নান করাইবে।

হাম। ইহা স্পর্শাক্রামক ব্যাধি। বাল্যকালেই এ রোগের আক্রমণ অধিক, কিন্তু একবার আক্রমণ করিলে প্রায়শঃ দ্বিতীয়বার আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। বয়ঃস্থ ব্যক্তিরা এই রোগে কদাচিৎ আক্রান্ত হয়।

হামের লক্ষণ ও চিকিৎসা মসূরিকা রোগে দ্রষ্টব্য। এই রোগে আক্রান্ত শিশু দিগকে সাবধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, যে হেতু হাম শৈত্যক্রিয়া প্রভৃতির সহায়তা প্রাপ্ত হইলেই নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি উৎপাদন করে। এই রোগে হাম নিঃশেষে বহির্গত হওয়ার জন্য মেথী ভাজিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিতে দিবে। জ্বর বিকার হইলে এবং হিক্কা ও শ্বাস প্রকাশ পাইলে অষ্টাঙ্গাবলেহ ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

পানিবসন্ত। ইহাও হামের ন্যায় স্পর্শাক্রামক। চারি বৎসর বয়সের মধ্যেই ইহার আক্রমণ অধিক, তৎপর দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত আক্রমণ কম এবং তাহার পর অতি বিরল। লক্ষণ ও চিকিৎসা মসূরিকারোগে দ্রষ্টব্য।

বসন্ত। বসন্ত একপ্রকার বিশিষ্ট বীজপ্রভ দেশব্যাপী ও জনপদ ধ্বংসকারী সংক্রামক রোগ। ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা মসূরিকারোগে দ্রষ্টব্য।

নেত্রাভিষ্যন্দ। শিশু ও বালকেরা প্রায় প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের সময় এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইহা মারাত্মক না হইলেও অতীব যন্ত্রণাদায়ক। রক্তচন্দনের প্রলেপ, ঘৃত মাখান গরম ভাতের পোলটিস্ ও নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। এই রোগে অত্যধিক সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ

পায়, সুতরাং শীতল জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে না। ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা নেত্ররোগে দ্রষ্টব্য।

ব্রণশোথ। শিশু ও বালকদিগের প্রায়ই ছোট ২ ব্রণশোথ প্রকাশ পায়। ব্রণ-শোথ বসাইবার জন্য তোক্‌মারীর পোল্‌টিস্‌ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পাকিবার উপক্রমে গন্ধবিরজা নেকড়ায় মাখাইয়া লাগাইলে, পাকাইয়া ফাটাইয়া দেয়।

ব্রণ। ব্রণ ফাটিলে, চাপিয়া টিপিয়া পূযরক্তাদি নিঃসারণ করিবে। মুখ বন্ধ হইতে না পারে, তজ্জন্য ব্রণমুখে ঘি মাখান পলিতা আস্তে গুজিয়া দিবে। অনন্তর নিম্বঘৃত নেকড়ায় মাখাইয়া তদুপরি বিছাইয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ব্রণের চতুর্দ্দিকে তুলসী পাতা ও সৈন্ধব লবণ বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইবে। ব্রণের মধ্যস্থ ক্লেদ যথোচিত নিঃসৃত হইতেছে না, এরূপ বোধ হইলে, তিসির পোল্‌টিস্‌ পুনঃ পুনঃ দিবে এবং কচি নিমপাতা বাটিয়া ঘৃত সহ-যোগে ঘা মুখে লাগাইবে। কচি নিমপাতা ঘৃতে বা তিল তৈলে ভাজিয়া সেই ঘি ঘা শুষ্ক হইবার জন্য লাগাইবে।

পোড়া নারাঙ্গী। ইহা বিসর্পরোগেরই প্রকার ভেদ। শিশু ও বালকের এই রোগ জন্মে। ইহার চিকিৎসা বিসর্প রোগে দ্রষ্টব্য।

ঘামাচি ও চুলকনা। ঘামাচি বা চুলকনা হইলে, কচি নিমপাতা সমভাগে বাটিয়া ঈষৎ গরম করিয়া লাগাইবে ও কিছুক্ষণ পরে স্নান করাইবে।

কৃশতা। শিশু ও বালকদিগের কৃশ ও দুর্ব্বল শরীর পুষ্ট ও সবল করিবার জন্য অশ্বগন্ধা ঘৃত প্রয়োগ করিবে। অশ্বগন্ধার চূর্ণ দুগ্ধসহ প্রয়োগ করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

পক্ষাঘাত। কোন ২ শিশু ও বালক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এ রোগের কারণ অনেক, কিন্তু তথাপি পিতামাতার ফিরঙ্গ বা বিষাক্ত মেহ-জনিত রক্তদুষ্টিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ, ইদানীং অধিকাংশ স্থলেই উহার কোন একটি কারণ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। রক্তদোষ থাকিলে অবশ্যই রক্ত-

পরিষ্কারের ঔষধ দিবে। এতদ্ব্যতীত গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর মাতার বায়ুবর্দ্ধক পানাহার দ্বারাও শিশুর এই রোগ হইতে পারে। রক্তদোষ থাকিলে রক্তপরিষ্কারক গুড়ূচ্যাদি লৌহ ও পঞ্চতিক্তঘৃত প্রভৃতি অবশ্যই প্রয়োগ করিবে। রক্তদোষ না থাকিলে ও অগ্নি সবল থাকিলে, বাতব্যাধি রোগোক্ত অশ্বগন্ধাঘৃত ও রসরাজ সেবন এবং হংসাদি ঘৃত মর্দ্দনে অসীম উপকার হয়, রক্তদোষ না থাকিলে, এই সকল ঔষধ প্রয়োগে প্রায়ই বাত বিনষ্ট হয়।

বালকরোগে—ঔষধ।

দশমূলক্বাথ। বাতিক স্তন্যদুষ্টিজন্য রোগে এই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। কোন্‌দোষে স্তন্য দূষিত হইয়াছে, বালকের স্তন্যদোষজনিতরোগের লক্ষণ দৃষ্টে তাহা স্থির করিতে না পারিলে, ইহাই প্রয়োগ করিবে। কারণ দশমূল ত্রিদোষনাশক, সুতরাং যেকোন প্রকার স্তন্যদুষ্টিজন্যরোগের যেকোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগে উপকার হয়। পারিগর্ভিক বা অন্যকোন রোগে বালকের আক্ষেপ উপস্থিত হইলেও, ইহা প্রয়োগে আক্ষেপ বিনষ্ট হয়। ১২২৫ পৃষ্ঠায় স্তন্যদুষ্টি রোগ দ্রষ্টব্য। পূর্ণমাত্রায় ক্বাথ করিয়া শিশুকে কিঞ্চিৎ ও তাহার মাতাকে সমস্ত দিবে।

দশমূল ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। পৈত্তিক স্তন্যদুষ্টিজন্য রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ শিশুকে ও তাহার স্তন্যদায়িনীকে প্রয়োগ করিবে।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১২২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভার্গ্যাদি ক্বাথ। শ্লৈষ্মিক স্তন্যদুষ্টিজন্য রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ শিশুকে ও তাহার মাতাকে দিবে।

ভার্গ্যাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১২২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদি ক্বাথ। কুকুনকরোগে এই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। প্রক্ষেপ মধু।

ত্রিফলাদি ক্বাথ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লোধ, পুনর্ণবা, শুঁঠ, বৃহতী ও কণ্টকারী : প্রত্যেকে সমভাগ, সমস্ত মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পটোলাদি ক্বাথ। শিশুর অজগল্লী বা তালুকণ্টকরোগে অথবা যে কোন প্রকার ব্রণশোথ, শীতপিত্ত, বিসর্প, বিস্ফোট বা তজ্জনিত ক্ষত ও তদানুষঙ্গিক জ্বর উপস্থিত হইলে, এই ক্বাথ তাহাকে পান করিতে দিবে। ইহাতে উপকার না হইলে, অমৃতাদি, নিম্বাদি বা খদিরাদি ক্বাথ প্রয়োজ্য।

পটোলাদি ক্বাথ। পলতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল ও হরিদ্রা, প্রত্যেকে সমভাগ সমস্ত মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মুস্তকাদি ক্বাথ। শিশুর যেকোন প্রকার জ্বরে এই ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়।

মুস্তকাদি ক্বাথ। মুথা, হরীতকী, নিমছাল, পলতা এবং যষ্টিমধু, প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব্বসমেত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কস্তূরীভূষণ। শ্লৈষ্মিকজ্বর, বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর এবং ঐসকল জ্বরে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ।

কস্তূরীভূষণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। শিশুদিগের স্বভাবতঃ কিম্বা অন্যকোন রোগের সহিত অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য থাকিলে অথচ তৎসঙ্গে উদরাধ্মান বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে, এই মহৌষধ সেবন করাইবে। জ্বরসত্ত্বে বা স্বভাবতঃ প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস বৃদ্ধি পাইলে, শিশুদিগের পক্ষে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। জ্বরে বা স্বভাবতঃ শিশুদিগের অগ্নিমান্দ্য অথবা উদরাধ্মান হইলে এবং তজ্জন্য ক্ষুধা হ্রাস পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মনঃশিলাদ্যঞ্জন। শিশুর কুকুনকরোগে এবং অন্যান্য যেকোন প্রকার নেত্ররোগে ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

মনঃশিলাদ্যঞ্জন। বিশুদ্ধ মনঃশিলা, শঙ্খনাভিভস্ম, পিপুল ও বিশুদ্ধ রসাঞ্জন প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জলদ্বারা বাটিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুসহ ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হয়। নেত্ররোগে অঞ্জন প্রয়োগের প্রণালী দ্রষ্টব্য।

হরীতক্যাদি চূর্ণ। শিশুর তালুকণ্টকরোগে এই চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। অনুপান স্তনদুগ্ধ ও মধু।

হরীতক্যাদিচূর্ণ। হরীতকী, বচ ও কুড় প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রার নিয়মাবলী দেখ।

বালকরস। বালকদিগের বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যেকোন-প্রকার নবজ্বর ও পুরাতন জ্বর, এবং জ্বরের সহিত কাস বা বেদনা থাকিলে, প্রথমে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ইহাতে উপকার না হইলে, দ্বিতীয় বালকরস প্রয়োজ্য, তাহাতেও উপকার না হইলে, অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

বালকরস। বিশুদ্ধ পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা কজ্জলী করিবে। অনন্তর তাহার সহিত উৎকৃষ্ট স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে বা প্রস্তরখলে কেশুর্যে, ভৃঙ্গরাজ ও নিশিন্দাপাতার রসদ্বারা যথক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী সর্ষপের ন্যায়।

দ্বিতীয় বালকরস। বালকরসে উপকার না হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কেহ ২ এইটীই প্রয়োগ করেন। অনুপান—তুলসীপাতাররস ও মধু।

দ্বিতীয়বালকরস। বিশুদ্ধ পারদ এক তোলা ও গন্ধক এক তোলা কজ্জলী করিবে। অনন্তর স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম অর্দ্ধতোলা তৎসঙ্গে মিশাইয়া কেশুর্যে, ভীমরাজ,নিসিন্দাপাতা, পান, কাকমাচী, গিমা, হুড়হুড়ে (শুল্টে), পুনর্ণবা, থানকুনী (থুলকুরী) এবং শ্বেত আপরাজিতার মূলের রসে, যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে, কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে অর্দ্ধতোলা মরিচচূর্ণ উহার সহিত মিশাইয়া সর্ষপপ্রমাণ বটী করিবে।

কফচিন্তামণি। শিশুর আক্ষেপ এবং বাতজনিত ও শ্লেষ্মজনিত জ্বরাদি যে কোন রোগে ইহা সর্ব্বদা প্রয়োগ করা যায়। আক্ষেপে অনুপান—জটামাংসী ভিজান জল বা বেড়েলার মূলের রস। কফজনিত রোগে তুলসী-পাতার রস ও মধু।

কফচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৮০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুমারকল্যাণ রস। শিশুর আক্ষেপ এবং পারিগর্ব্বিকরোগে অথবা বায়ু বা পিত্তপ্রধান অথবা বাতপিত্তপ্রধান শ্বাস, বমন ও গ্রহণী প্রভৃতি যে কোন রোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে। স্তন্যদুষ্টির জন্য ধাতিক ও পৈত্তিক রোগ এবং তালুকণ্টকরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

কুমারকল্যাণরস। স্বর্ণসিন্দুর, মুক্তা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম; ইঁহাদের প্রত্যেকে সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন। বটী সর্ষপপ্রমাণ।

হিঙ্গুলেপ। প্লীহা অত্যন্ত কঠিন, বেদনাযুক্ত ও বৃহদাকার হইলে, এই প্রলেপ দিবাভাগে লাগাইবে। এইটী স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, অন্নদাপ্রসাদ সেন ও কালীপ্রসন্ন সেন প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ প্রয়োগ করেন। ইহা শিশুর পক্ষে ব্যবহার্য্য নহে।

হিঙ্গুলেপ। হিং ৶৹, পুরাতন দালানের চূণা ।৶৹, নীল ৶৹, মেটেসিন্দুর ৶৹, পানের বোঁটা ।৹, কল্মীলতার গ্রন্থি (গাঁইট) ।৹ ও মরিচ ॥৹ আধ তোলা; একত্র করিয়া আদার রস বা গোড়ালেবুর (জম্বীর) রসে মর্দ্দন করিয়া দিবাভাগে প্রলেপ লাগাইবে।

লবঙ্গযোগ। বালকের প্লীহা-বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই যোগ জলসহ প্রাতে প্রয়োগ করিবে। প্লীহার সঙ্গে জ্বর থাকিলে জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা শিশুর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে। অনুপান দুগ্ধ।

লবঙ্গযোগ। সীজের ক্ষীর শোধন করিয়া তদ্দ্বারা লবঙ্গচূর্ণ তিনবার ভাবনা দিয়া প্রয়োগ করিবে। মাত্রা—১ রতি হইতে ৬ রতি অর্থাৎ এক আনা পর্য্যন্ত।

রসোনযোগ। বালকগণের প্লীহারোগে এই যোগটী অতি ফলপ্রদ। ইহা প্রয়োগে দাস্তপরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয় এবং প্লীহা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অনুপান—জল।

রসোনযোগ। খোসাছাড়ান রসুন, কাঁঠালের ভোতাভস্ম (কোন কোন দেশে ইহাকে ভুসলা কহে) ও গৃহধূম অর্থাৎ ঝুল (কোন কোনস্থলে ইহাকে আন্দু কহে) প্রত্যেকের সমভাগ, জলে মর্দ্দন। মাত্রা—এক আনা বা দুই আনা।

মুসব্বরযোগ। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন অথবা বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে, ইহা সাধারণ ঔষধের মধ্যে অতি ফলপ্রদ। অনেকস্থলে প্লীহারোগের প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র ইহা প্রয়োগে রোগ

আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট ও উষ্ণবীর্য্য; সুতরাং জলসহ গিলিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। বালক, যুবা ও বৃদ্ধের পক্ষেই উপযোগী; কিন্তু শিশুর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে, কারণ তাহারা গিলিয়া খাইতে পারে না, গুলিয়া খাইতে দিলে অত্যন্ত ঝাল লাগে ও তজ্জন্য শিশুর ক্লেশ হয়। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, অল্পরেচক, বলবর্দ্ধক ও রসায়ন গুণবিশিষ্ট। বহুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা ইহা প্রয়োগ করেন। অনুপান—দুগ্ধ।

মুসব্বরযোগ। মুসব্বর, শোধিত হিং, খোসা ছাড়ান রসুন ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেকের সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী ৩ রতি। বয়স্থ বালকের পক্ষে অর্দ্ধ আনা।

গোময়-স্বেদ। প্লীহাসংযুক্ত জ্বরে প্লীহা বৃহৎ আকার ও কঠিন বা বেদনাযুক্ত হইলে, এই স্বেদ উপর্য্যুপরি কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে মহোপকার সাধিত হয়; প্লীহা অত্যন্ত কোমল ও বেদনা হ্রাস হইয়া থাকে; আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার প্রয়োজ্য। ইহা বহু পরীক্ষিত। কেহ কেহ যকৃৎ বৃদ্ধিতে ইহা প্রয়োগ করেন, কিন্তু গোমূত্র বা গোময় পিত্তবর্দ্ধক অথচ যকৃৎ পিত্তের আধার; এই জন্য যকৃতে কেহ কেহ ইহা প্রয়োগের পক্ষপাতী নহেন।

গোময়-স্বেদ। গাই গরুর টাট্‌কা চোনা ও গোবর একত্র সিদ্ধ করিবে, ইতোমধ্যে রোগীর প্লীহা বা যকৃৎস্থানে কিছুক্ষণ তার্পিণ মালিশ করিয়া ঐস্থানে একখানি ফ্লানেল বা কাপড় রাখিয়া তদুপরি উত্তপ্ত গোময়ের পুল্‌টিস্‌ দ্বারা স্বেদ দিবে। উত্তপ্ত গোবর নরম কলাপাতায় বা ভেরেণ্ডার পাতায় রাখিয়া তদুপরি কাপড় বিছাইয়া পুল্‌টীস্‌ দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্বেদ দিবে। পুল্‌টিস্‌ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে অপর একটী লইবে।

যকৃৎমর্দ্দন চূর্ণ। শিশু ও বালকগণের যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বেদনাযুক্ত বা কঠিন হইলে, কিম্বা যকৃৎ বৃদ্ধির সহিত প্লীহাবৃদ্ধি, জ্বর, কাস অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডুতা থাকিলে, এই ঔষধ মহোপকারী। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয়। বরিশাল জেলায় ইহার প্রয়োগ সমধিক প্রচলিত। রোগের প্রথম আক্রমণেও কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা সমধিক উপকারী। প্লীহাও ইহা সেবনে শীঘ্র প্রশমিত হয়। অনুপান—তালের জটা ভস্ম-ভিজান জল বা শীতল জল, শিশুর পক্ষে স্তনদুগ্ধ বা মধু।

যকৃৎমর্দ্দনচূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই, পিপুলমূল, যমানী, বিশুদ্ধ হিং, যবক্ষার,

রক্তচিতার মূলের ছাল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, করকচলবণ, সাম্ভারলবণ ও সৌবর্চ্চললবণ; ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—বয়স্কের পক্ষে চারি আনা, বালকের পক্ষে দুই আনা ও শিশুর পক্ষে এক আনা বা অর্দ্ধ আনা (৩ রতি)

শঙ্খস্বেদ। অগ্রমাস বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পাইলে, রোগস্থানে কাপড় বিছাইয়া অতি প্রত্যুষে এই স্বেদ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে।

শঙ্খস্বেদ। থলিয়া বিছাইয়া তদুপরি শঙ্খ ঘর্ষণ করিয়া উষ্ণ হইলে, সেই উষ্ণ শঙ্খ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। থলিয়া—চট্‌ বা ছালা।

শিশুচাতুর্ভদ্রিকা। শিশুর জ্বরাতিসারে ইহা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

শিশুচাতুর্ভদ্রিকা। মুথা, পিপুল, আতইষ ও কাকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, একত্র করিবে। মাত্রা এক হইতে ৩ রতি।

বিল্বপঞ্চক। জ্বরাতীসার, অতীসার, গ্রহণী, রক্তাতিসার, রক্তামাশয় ও আমাশয়ে ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহার কাথ বা চূর্ণ প্রয়োজ্য।

বিল্বপঞ্চক। বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুথা প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা অথবা প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। মাত্রা ১ হইতে ৩ রতি।

ধাতক্যাদি। বালকের জ্বরাতীসারে বমন থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করিবে।

ধাতক্যাদি। ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা প্রত্যেকে সমভাগ, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

নাগরাদি। সর্ব্বপ্রকার অতীসারের প্রথম অবস্থায় আমপরিপাকের নিমিত্ত ইহা প্রয়োগ করিবে।

নাগরাদি। শুঁঠ, আতইষ, মুথা, বালা ও ইন্দ্রযব, প্রত্যেকে সমভাগ, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ। আমাতীসার, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে ইহা প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিজনিত দম্‌কা দাস্তে ইহা উপকারী। অনুপান—মধু ও স্তন্যদুগ্ধ।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ। বিড়ঙ্গের শাস, যমানী ও পিপুল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ হইতে তিন রতি।

লবঙ্গচতুঃসম। আমাশয়, আমাতীসার ও আমগ্রহণীর প্রথম অবস্থায় উদরের বেদনা নিবারণ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। অনুপান—মধু ও স্তনদুগ্ধ।

লবঙ্গচতুঃসম। লবঙ্গ, জায়ফল, জীরা ও সোহাগার খৈ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। মাত্রা—এক হইতে ৩ রতি।

দাড়িম্বচতুঃসম। অতীসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকারোগে রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে মহোপকার সাধিত হয়। অনুপান—ছাগদুগ্ধ।

দাড়িম্বচতুঃসম। লবঙ্গচতুঃসমের চারিটি দ্রব্য সমানভাগে লইয়া ডালিমের খোসার মধ্যে ভরিবে, পরে সূতাদ্বারা বাঁধিয়া তদুপরি মাটীর লেপ দিয়া শুকাইয়া পুটপাক করিবে। পুট লালবর্ণ হইবা মাত্র ঔষধ তুলিবে। অধিকক্ষণ রাখিলে পুড়িয়া যায়। ঔষধ বাহির করিয়া ছাগদুগ্ধে বাটিয়া একরতি বটিকা করিবে।

ক্রিমিঘ্নরস। আমাশয় বা পকাশয়গত ক্রিমি বর্দ্ধিত হইলে এবং তজ্জন্য জ্বর, অরুচি, পেটে বেদনা, মুখ হইতে জল উঠা, পেটমোচড়ান, গা-বমি বমি, মলদ্বার চুলকান ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, স্বভাব-কোষ্ঠ অর্থাৎ যাহাদের কোষ্ঠ খোলসা আছে, অথবা পাতলা দাস্ত বা দম্‌কা ভেদ হয়, তাহাদিগকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা শিশু, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভবতি স্ত্রী সকলের পক্ষেই প্রয়োজ্য। স্বর্গীয় গঙ্গাধর সেন মহোদয় প্রয়োগ করিতেন। পাতলা দাস্তে মুথার রস, স্বভাবকোষ্ঠে—শঠীর রস বা চাঁপাবৃক্ষের ছালের রস, দম্‌কা ভেদে—চুণের জল, শিশুর পক্ষে স্তনদুগ্ধ ও মধু। প্রাতঃকালে শূন্য উদরে ঔষধ সেব্য।

ক্রিমিঘ্নরস। বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিমপাতা ও রসসিন্দুর প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন, বটী ৪ রতি। বালকের পক্ষে অর্দ্ধ ও শিশুর পক্ষে সিকিমাত্রা।

মহাগন্ধক। শিশুদিগের পক্ষে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। ইহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই বলিলেই হয়। আমাশয়, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অতীসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদারাধ্মান না থাকিলে ইহা প্রয়োগ করাযায়। ইহা কিঞ্চিৎ ধারক বলিয়া উদারাধ্মান বা কোষ্ঠকাঠিন্যে প্রয়োজ্য নহে। ঐ

সকল রোগে মলের সহিত রক্ত নির্গত হইলেও ইহা দ্বারা মহোপকার হয়। ইহা আমপাচক ও শিশুদিগের বাতাজীর্ণ ও বাতিক গ্রহণী ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়ায় প্রশস্ত। বালকদিগের যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, স্ত্রীদিগেরও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। বালকদিগের পক্ষে যেমন উপকারী, স্ত্রী-দিগের পক্ষেও তদ্রূপ উপকারী। অনুপান—স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে বেলশুঁঠ-ঘসা ও মধু, বয়স্ক বালকের পক্ষে ভাজা জীরা চূর্ণ, বেলশুঁঠের কাথ বা মুথার রস। রক্ত নির্গত হইলে, ডালিমপাতার রস, কুকৃশিমার রস, কুড়চীর ছালের রস বা লাল কাঁটানোটের মূলের রস। অন্যান্য অবস্থায় অনুপান পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে।

মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিশুকুটজাবলেহ। রক্তামাশয়, রক্তগ্রহণী ও রক্তাতীসারের প্রথম অবস্থায় অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে, অথচ রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী। অনুপান – ছাগদুগ্ধ।

শিশুকুটজাবলেহ। কুড়চীর কাঁচাছাল ৮ তোলা, ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইবে এবং উহা ছাকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে, আতইষ, আকনাদি, জীরা, বেলশুঁঠ, আমের আটীর শাস, শুলফা, ধাই-ফুল, মুথা ও জায়ফল; প্রত্যেকের চূর্ণ চারি আনা উহাতে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৩ রতি হইতে দুই আনা।

বৃহৎ অগ্নিকুমার। শিশু ও বালকের বাতাজীর্ণে ইহা মহোপকারী, কিন্তু গ্রহণী বা অতিসারে বিশেষ উপকার করে না। গর্ব্ভাবস্থায় ও সূতিকার প্রথম অবস্থায় উপকার করে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ অগ্নিকুমার। প্রস্তুতবিধি ১২৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভুবনেশ্বর। বাতাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ এবং সাধারণ অগ্নিমান্দ্য বা বদ্-হজম, চোঁয়া বা অম্ল ঢেকুর ও দম্‌কাভেদ হইলে, ইহা উপকারী। ইহা গর্ব্ভাবস্থায় ও সূতিকার প্রথম অবস্থায় বেশ উপকার করে। অনুপান—উষ্ণজল।

ভুবনেশ্বর। প্রস্তুতবিধি ১২৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদিচূর্ণ। শিশু ও বালকের যে কোন প্রকার কাসে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—মধু।

বচাদি চূর্ণ। বচ, আতইষ, বাসক ছাল, পিপুল ও কাকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। মাত্রা ১ রতি হইতে ৩ রতি।

তিসি অর্থাৎ মসিনা বা ভুসির পোল্‌টিস্‌। নিউমোনিয়া (ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ), বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত ও শ্লেষ্মাদ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃতবৎ বোধ এবং তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে, কিম্বা ঐ অবস্থায় অল্প কাস থাকিলে বা মুখদ্বারা অল্প শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই পোল্‌টিস্‌ রোগীর বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া লাগাইবে। বক্ষঃস্থলের অর্থাৎ বুকের দক্ষিণ ও বাম যে দিকে বেদনা থাকিবে, সেই দিকে অথবা উভয়দিকে কিম্বা পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে, সেই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া পোল্‌টিস্‌ লাগান উচিত। এই পোল্‌টিস্‌ বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশের যে কোনও প্রকার বেদনায় অতি উপকারী। বাতশ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক জ্বরে বুকে বেদনা থাকিলে, এই পোল্‌টিস্‌ ব্যবস্থা করিবে। বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক জ্বরে যথাক্রমে আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার ২৪ ও ৫৪ পৃষ্ঠায় বক্ষঃস্থল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে বালুকা-স্বেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ উভয়প্রকার জ্বরে বুকে বালুকা-স্বেদের পরিবর্ত্তে এই পোল্‌টিস্‌ প্রয়োগ করিবে। যে পর্য্যন্ত শ্বাসকষ্ট ও বুক, পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব-বেদনার লাঘব, এবং শ্লেষ্মার পরিপাক না হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা উচিত। অতীসারে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ বুকে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে কিম্বা অতীসারে ও বিষ্টব্ধাজীর্ণে (বাতাজীর্ণে) বাতশ্লেষ্মার প্রকোপহেতু উদরাধ্মান, উদরবেদনা ও মলরোধ হইলে, পোল্‌টিস্‌ প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়, উদরের অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হয়। অতীসারে যবপ্রলেপের পরিবর্ত্তে ইহা প্রয়োজ্য। যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এই পোল্‌টিস্‌ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ফিরঙ্গরোগে যকৃৎ ও প্লীহার নিম্নদেশ হইতে একপ্রকার গুটিকা উদ্গত হয়, তাহাকে সিফিলিটিক গমা কহে। ইহার আকার কাঁঠালের ভোতার ন্যায়, সহসা দেখিলে যকৃৎ বা প্লীহা-বৃদ্ধি বলিয়া ভ্রম জন্মে। উহাতে বেদনা হয় এবং ঔষধ প্রয়োগ না করিলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে

থাকে, এই অবস্থায় এই পোল্‌টিস্ অতি উপকারী। নিউমোনিয়া (ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ) বাতশ্লেষ্ম জ্বর ও সন্নিপাতিক জ্বরে ইদানীং ইউরোপীয় চিকিৎসক-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বক্ষঃস্থলে পোল্‌টিসের পরিবর্ত্তে কার্পাস তুলার গদী দ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা বলেন, পুনঃপুনঃ পোল্‌টিস্ পরিবর্ত্তনে অথবা পোল্‌টিস্ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সুতরাং তুলার গদীর দ্বারা একবার আচ্ছাদিত করিয়া রখিলে, ঐরূপ ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এতদ্দেশেও অনেক চিকিৎসক ইদানীং এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা বেশ সুফলও পাওয়া যায়, সুতরাং পোল্‌টিসের পরিবর্ত্তে তুলার গদী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বুকে, পিঠে বা পার্শ্বদেশে পোল্‌টিস্ দিতে হইলে, অগ্রে ঐ সকল স্থানে কাপড় বিছাইয়া তদুপরি পোস্‌টিস্ দিবে এবং পোল্‌টিস্ ঠাণ্ডা হইতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে অর্থাৎ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলেই নূতন পোল্‌টিসের ব্যবস্থা করিবে।

তিসি অর্থাৎ মসিনা বা ভূসির পোল্‌টিস্। তিসি খোলায় করিয়া অল্প ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিয়া বা ঢেকিতে কুটিয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর তাঁহার সহিত উষ্ণ জল মিশ্রিত করিয় একটি কাঁসার বা পিতলের বাটীতে রাখিবে, পরে একটি জলপূর্ণ কড়াই চুল্লীর উপরে বসাইয়া জ্বাল দিবে এবং জল ফুটিয়া উঠিলে, তদুপরি ঐ বাটী রাখিবে, এমন ভাবে রাখিবে যেন বাটীটি জলের উপর ভাসমান থাকে। এইরূপে ঐ ফুটন্ত জলের উত্তাপে মসিনা গরম হইলে যে স্থানে পোলটিস দিতে হইবে, সেই স্থানের দ্বিগুণ পরিমাণ বস্ত্রখণ্ড লইবে এবং তাহার অর্দ্ধাংশে মসিনা রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ দ্বারা মসিনার অপর দিক ঢাকিয়া রোগস্থানে লাগাইবে। অনেকে তিসিচূর্ণ জলে গুলিয়া লোহার হাতায় গরম করিয়া প্রয়োগ করেন, কিন্তু এই প্রক্রিয়াদ্বারা পোল্‌টিস্ প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে অধিক উপকার হয়। অতিসার বা অজীর্ণে উদরের এবং বাতশ্লেষ্মজ্বর ও সান্নিপাত জ্বরে বুকের বেদনায় উদর বা বুক জুড়িয়া পোলটিস লাগান উচিত।

কণ্টকার্য্যাদি চূর্ণ। শু ও বালকের সাধারণ কাসে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—মধু।

কণ্টকার্য্যাদি চূর্ণ। কণ্টকারী, জাতী বা মালতীফুল, নাগকেশর, তালীশপত্র ও বচ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র করিবে। মাত্রা—এক হইতে ৩ রতি।

ধান্যাদি পানক। শিশু ও বালকের কাসের সহিত শ্বাস প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ধান্যাদিপানক। ধনিয়ার চাউল বাটা ও ইক্ষুচিনি একত্র করিয়া আতপ চাউলের জলসহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

দ্রাক্ষাদিচূর্ণ। কাসের সহিত তমকশ্বাস থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—মধু ও স্তনদুগ্ধ।

দ্রাক্ষাদিচূর্ণ। কিস্‌মিস্, বাসকছাল, হরীতকী ও পিপুল ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রত্তি হইতে ৬ রত্তি।

প্রাণবল্লভ রস। বাত পিত্তাধিক যে কোন রোগে ইহা অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যায়। বমি, তৃষ্ণা, শ্বাস, আক্ষেপ এবং অন্যান্য বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি রোগে ইহা পরম উপকারী, কিন্তু শ্লেষ্মসংযুক্ত বাত বা স্তব্ধ বাতে অথবা শ্লেষ্মপ্রধান কোন রোগেই প্রয়োজ্য নহে। অনুপান—তালিকাদৃষ্টে নানা রোগে কল্পনা করিবে। হিক্কারোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে কটকীচূর্ণ ও মধু সহ দিবে।

প্রাণবল্লভরস। প্রস্তুতবিধি ১২৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আম্রাস্থিযোগ। শিশু ও বালকের বমি হইলে, এই যোগ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—স্তনদুগ্ধ ও মধু।

আম্রাস্থিযোগ। আমের আটীর শাস, খৈ চূর্ণ ও সৈন্ধব সমভাগে বাটিয়া লইবে। মাত্রা—২ রত্তি হইতে দুই আনা।

পঞ্চকোলচূর্ণ। শিশু ও বালকেরা স্তনদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ পুনঃ পুনঃ বমন করিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—ডালিমের বা বেদানার রস।

পঞ্চকোলচূর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা ও শুঁঠ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ হইতে ৩ রত্তি।

বাসাক্বাথ। জ্বর বা বিজ্বর যে কোন অবস্থায়ই হউক বালকের বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত ও শুষ্ক হইয়া আবদ্ধ রহিলে ও তজ্জন্য গলার মধ্যে ঘর্ ঘর্ শব্দ হইলে অথচ শ্লেষ্মা বাহির না হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বহির্গত হয়।

বাসাক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১১৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পর্ণবৃন্তক্বাথ। যে কোন অবস্থায় হউক শিশুর বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত ও শুষ্ক হইয়া আবদ্ধ রহিলে, এই মহৌষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শ্লেষ্মা তরল হইয়া নির্গত হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে ইহা অতীব উপকারী। পূর্ণমাত্রায় ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া যথোচিত মাত্রায় পান করাইবে।

পর্ণবৃন্তক্বাথ। পানের বোটা ১ তোলা ও পিপুলমূল ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ-৮ তোলা। প্রক্ষেপ পিপুলচূর্ণ ১ হইতে ৩ রতি।

অভ্রারি (সাদাচটী)। ইহা শিশু ও বালকের নানারোগে অনুপান ভেদে প্রয়োগ করা যায়; অনুপান তালিকা দৃষ্টে কল্পনা করিবে। পেট-গরম, পেট ফাপা, বমি বা বমির ভাব, বাতাজীর্ণ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হিক্কা, অম্লপিত্ত, শূল, আমাশয়, প্লীহা, শোথ, কামলা, পাণ্ডু, উদরী ও বাতিক কাস প্রভৃতি রোগে ব্যবহার করা যায়।

অভ্রারি (সাদাচটী)। প্রস্তুতবিধি ১২৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নীললেপ। প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই লেপ নাভির নিম্নে প্রয়োগ করিবে।

নীললেপ। নীল, পচা আমপাতা ও জলের কলসীর নীচের মাটী প্রত্যেকের সমভাগ, একত্র বাটিয়া লইবে।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর ও বাতশ্লৈষ্মিক কাস প্রভৃতি রোগে শ্বাস বা হিক্কা প্রকাশ পাইলে ও বায়ুর অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ কাস শুষ্ক হইলে এবং ঐ শুষ্ক শ্লেষ্মা আবদ্ধ থাকাতে রোগীর বক্ষঃস্থলে শন্ শন্ শব্দ ও বেদনা, উদরাধ্মান, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই মহোপকারী। ইহা বায়ুর অনুলোমকারক অর্থাৎ উর্দ্ধগামী বায়ুকে অধোগামী এবং শ্লেষ্মা তরল করে।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অষ্টাঙ্গাবলেহ। শিশু ও বালকের জ্বর, কাস, হাম ও বসন্ত প্রভৃতি যে কোন রোগে শ্বাস ও হিক্কা প্রকাশ পাইলে, এই মহৌষধ প্রয়োগ করিবে।

ইহা কাস সত্ত্বে প্রয়োগ করা যায়। শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ও এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে শ্বাস ও হিক্কার জন্য প্রায়শঃ অন্য ঔষধের আবশ্যকতা হয় না।

অষ্টাঙ্গাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ১০৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দন্তোদ্ভেদরোগান্তক। দন্তোদ্গম জন্য রোগে এই মহৌষধ প্রয়োগ করিলে, অন্য কোনও ঔষধের প্রয়োগ না করিলেও চলে। দাঁত উঠিবার সময় জ্বর, আক্ষেপ, অতীসার ও বমনাদিরোগে ইহা অতি প্রশস্ত। ইহা শিশুর মাঢ়ীতে ঘর্ষণ করিলে, শীঘ্র দাঁত উঠে। অনুপান—স্তনদুগ্ধ ও মধু।

দন্তোদ্ভেদরোগান্তক। পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুথা, শঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, বিট্‌লবণ, অভ্র, শঙ্খভস্ম, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী ½ রতি।

অশ্বগন্ধা ঘৃত। শিশু ও বালকের উদরাময় না থাকিলে, পুষ্টি ও বল বৃদ্ধির জন্য এই মহৌষধ প্রয়োগ করিবে। দুর্ব্বল শরীর সবল ও পুষ্ট করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

অশ্বগন্ধাঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শয্যামূত্র-চিকিৎসা।

শয্যায় প্রস্রাব বা মূত্রত্যাগ করা একটি রোগ। স্তন্যপায়ী বা দুগ্ধান্নভোজী শিশুগণের শয্যায় মূত্রত্যাগ স্বাভাবিক, তজ্জন্য চিকিৎসা বা ঔষধ প্রয়োগও নিষ্প্রয়োজন। সচরাচর বাল্যাবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত। স্তন্যপায়ী, দুগ্ধান্ন-ভোজী ও অন্নভোজী। এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্তন্যপানের, দুই বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধ ও অন্ন ভোজনের এবং দুই বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত সাধা-রণতঃ বালকগণের অন্নভোজনের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্তন্যপায়ী ও দুগ্ধান্নভোজী শিশুর শয্যায় মূত্রত্যাগ রোগের মধ্যে গণ্য নহে, তদূর্দ্ধ বয়স্ক বালকগণের শয্যায় প্রস্রাব করা অস্বাভাবিক, সুতরাং উহা রোগের মধ্যে গণ্য। এই রোগ বালকের জন্মে, আবার বালিকারও জন্মে।

কারণ। রোগ উৎপন্ন হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার কারণ নির্ণয় করিবে।

মধুমেহ বা বহুমূত্র বর্ত্তমানে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, কিম্বা পিতা মাতার ঐ রোগ থাকিলে সন্তানেও সংক্রামিত হইতে পারে, তদ্ব্যতীত কখনও কখনও বর্ষাকালে বৃষ্টির প্রাবল্যে কিম্বা অধিক শৈত্যসংযোগে অর্থাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ জন্মিতে পারে। ঋতুদোষে হইলে অন্য ঋতুর আগমনে আবার রোগ প্রশমিত হয় এবং শৈত্যসংযোগে হইলে, রোগীকে একটু গরমে রাখিলে কিম্বা স্নানাহারের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিলে রোগ সারিয়া যায়, কিন্তু পিতা মাতার রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে রীতিমত চিকিৎসা করা আবশ্যক।

লক্ষণ। এই রোগে কোন প্রকার উপসর্গ বা জ্বালাযন্ত্রণা উপস্থিত হয় না। রাত্রিকালে বা দিবাভাগে নিদ্রা যাইলে, স্বপ্নদর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে মূত্রত্যাগ হয় এবং মূত্রত্যাগে রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। প্রথমতঃ কয়েকদিন স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ তেলাকুচা পাতার রস ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত, তাহাতে উপকার না হইলে, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস ব্যবস্থা করিবে, যদি তাহাতেও উপকার না হয়, তখন আফিং মিশ্রিত ঔষধ অর্থাৎ কালপূর্ণচন্দ্র রস প্রয়োগ করিবে।

বিষ-চিকিৎসা।

বিষের প্রকারভেদ। বিষ সাধারণতঃ দুই প্রকার, স্থাবর বিষ ও জঙ্গমবিষ। মূলবিষ, পত্রবিষ, ধাতুবিষ ও ফলবিষ প্রভৃতিকে স্থাবরবিষ এবং সর্প ও বিছা প্রভৃতির বিষকে জঙ্গমবিষ কহে।

স্থাবর ও জঙ্গম বিষের সংখ্যা ও প্রকার ভেদ। স্থাবর বিষ দশ প্রকার এবং জঙ্গমবিষ ষোল প্রকার।

মূলে, পত্রে, ফলে, পুষ্পে, ছালে, ক্ষীরে, সারে, নির্য্যাসে, ধাতুদ্রব্যে এবং কন্দে যে বিষ থাকে তাহাকে স্থাবর এবং সাপ, কাকলাস ও বিছা প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর দৃষ্টি, নিঃশ্বাস, দংষ্ট্রা, নখ, মল, মূত্র, শুক্র, লালা, আর্ত্তব, আল, সন্দংশ, বাতকর্ম্ম, গুহ্য, অস্থি, পিত্ত এবং শূকে (শুয়ায়) যে বিষ থাকে, তাহাকে জঙ্গমবিষ কহে।

স্থাবর বিষের সাধারণ ক্রিয়া। স্থাবর বিষ উদরস্থ হইলে রোগীর জ্বর, হিক্কা, দন্ত-হর্ষ, গলায় ব্যথা, ফেন-বমন, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ-প্রকাশ পায়।

জঙ্গমবিষের সাধারণ ক্রিয়া। জঙ্গমবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রোগীর নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, অতীসার এবং দষ্টস্থানে বা বিষলিপ্ত স্থানে দাহ, পাক এবং রোমাঞ্চ ও শোথ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

স্থাবরবিষের ক্রিয়া।

মূলবিষের ক্রিয়া। বৃক্ষ লতাদির বিষাক্ত মূল শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রোগীর দণ্ডাদিদ্বারা মর্দ্দনবৎ ব্যথা, মোহ এবং প্রলাপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পত্রবিষের ক্রিয়া। বৃক্ষ লতাদির বিষাক্ত পত্র শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর হাই উঠে এবং কম্প ও শ্বাস হয়।

ফলবিষের ক্রিয়া। বৃক্ষ লতাদির বিষাক্ত ফল শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর অণ্ডকোষে শোথ, দাহ এবং ভোজনে অনিচ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পুষ্পবিষের ক্রিয়া। বৃক্ষলতাদির বিষাক্ত পুষ্প শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর বমন, উদরাধ্মান এবং মূর্চ্ছা প্রকাশ পায়।

ত্বক্‌বিষ, সারবিষ ও নির্য্যাসবিষের ক্রিয়া। বৃক্ষলতাদির বিষাক্ত ছাল, সার ও আঠা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রোগীর মুখে দুর্গন্ধ, শরীরের কর্কশতা বা রুক্ষতা, শিরঃপীড়া ও কফস্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ক্ষীরবিষের ক্রিয়া। বৃক্ষলতাদির বিষাক্ত ক্ষীর শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর মলভেদ, জিহ্বার গুরুতা ও মুখ হইতে ফেণা নির্গত হয়।

ধাতুবিষের ক্রিয়া। বিষাক্ত ধাতু শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রোগীর হৃদয়ে বেদনা ও তালুতে দাহ জন্মে।

কন্দবিষের ক্রিয়া। কন্দবিষ অতিশয় উগ্র, সুতরাং শীঘ্র প্রাণ-নাশক।

মূলাদি নয়টি বিষের অসাধ্য লক্ষণ। স্থাবর বিষের মধ্যে ধাতুবিষ-ব্যতীত মূল হইতে কন্দ পর্য্যন্ত নয়টি বিষ দেহে প্রবিষ্ট হইলে এবং যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, পরিণামে প্রাণনষ্ট করে।

জঙ্গমবিষের ক্রিয়া।

লূতাবিষের ক্রিয়া। লূতা মাকড়শা জাতীয় প্রাণী। লূতা নানাবিধ, উহারা দংশন করিলে, দষ্টস্থান দুর্গন্ধযুক্ত এবং ঐ স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, পরন্তু রোগীর জ্বর, দাহ, অতীসার, ত্রিদোষজনিত নানাবিধ পীড়া, নানা আকারের পিড়কা বহির্গত, বিস্তৃত মণ্ডলাকার চিহ্নের উৎপত্তি এবং রক্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট অথচ কোমল ও প্রসরণশীল বৃহৎ শোথ জন্মে।

মূষিক বিষের ক্রিয়া। মূষিকের শুক্রেই কেবল বিষ অবস্থান করে এমন নহে, মূষিকের দংশনেও বিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণ মূষিকে দংশন করিলে, দষ্টস্থান হইতে রক্ত নির্গত হয় এবং রোগীর জ্বর, অরুচি রোমাঞ্চ, দাহ ও গাত্রে পাণ্ডুবর্ণ গোলাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়, কিন্তু একজাতীয় মূষিক আছে, তাহারা দংশন করিলে, দষ্টব্যক্তির মূর্চ্ছা, শরীরে মূষিকের আকৃতি বিশিষ্ট শোথ, শরীরের বিবর্ণতা, রোগীর বধিরতা, জ্বর, মস্তকের গুরুতা এবং মুখ হইতে লালা নির্গত ও রক্ত বমন হইয়া থাকে, এমন কি ইহাতে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

কৃকলাসবিষের ক্রিয়া। কাকলাস দংশন করিলে, দষ্টস্থান কৃষ্ণ বা অন্যবর্ণবিশিষ্ট শোথযুক্ত এবং রোগীর মোহ ও মল ভেদ হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক বিষের ক্রিয়া। বিছা দংশন করিলে, অগ্নিদগ্ধবৎ জ্বালা ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হয় এবং দংশন করিবামাত্র বিষ ঊর্দ্ধগামী হইয়া পশ্চাৎ দংশিত স্থানে অবস্থিতি করে।

মণ্ডূকবিষের ক্রিয়া। সবিষ মণ্ডূক দংশন করিলে, দষ্টস্থানে বেদনা যুক্ত অথচ পীতবর্ণ শোথ জন্মে এবং রোগীর তৃষ্ণা, নিদ্রাধিক্য ও বমি হইয়া থাকে।

মৎস্যবিষের ক্রিয়া। সবিষ মৎস্য দংশন করিলে দষ্টস্থানে জ্বালা, শোথ ও বেদনা হয়।

জলৌকাবিষের ক্রিয়া। সবিষ জলৌকা দংশন করিলে, দংশিত-স্থানে কণ্ডূ এবং শোথ জন্মে, পরন্তু রোগীর জ্বর ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

গৃহ-গোধিকাবিষের ক্রিয়া। গৃহগোধিকা অর্থাৎ টিক্‌টিকির বিষে জ্বালা, শোথ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও ঘর্ম্ম নির্গত হয়।

শতপদীবিষের ক্রিয়া। শতপদী নামক কীট দংশন করিলে, ঘর্ম্ম, বেদনা ও জ্বালা হয়।

মশকবিষের ক্রিয়া। মশক দংশন করিলে, দংশিত স্থানে কণ্ডূ, অল্প শোথ ও অল্প বেদনা হয়।

মক্ষিকাবিষের ক্রিয়া। মক্ষিকা দংশন করিলে, দংশিত স্থানে শ্যামল পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং ঐ পিড়কা হইতে সদ্যই স্রাব নির্গত হয়।

ব্যাঘ্রাদিবিষের ক্রিয়া। ব্যাঘ্রাদি চতুষ্পদ জন্তু এবং বনমানুষ প্রভৃতি দ্বিপদ প্রাণীর নখ বা দন্ত দ্বারা আঘাত করিলে, আহতস্থান পাকে এবং পচে, পরন্তু ঐ স্থান হইতে পূয নির্গত এবং রোগীর জ্বর হইয়া থাকে।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির অসাধ্য লক্ষণ। যে সর্পদষ্ট ব্যক্তির শরীরে অস্ত্র-প্রয়োগ করিলেও শোণিত নির্গত হয় না এবং লতা বা বেত্র দ্বারা আঘাত করিলেও রেখা পতিত হয় না, কিম্বা শীতল জল সেচন করিলেও রোমাঞ্চ হয় না, তাহার জীবনের আশা থাকে না। পরন্তু সর্পদষ্ট ব্যক্তির মুখ যদি বক্র হয়, চুল ধরিয়া টানিলে যদি চুল উঠিয়া যায় কিম্বা গ্রীবা বা নাসা ভঙ্গ হয়, তাহারও মৃত্যু হয়। এতদ্ব্যতীত রোগীর মুখ হইতে বর্ত্তির ন্যায় লালা নির্গত হইলে বা তাহার মুখ ও মলদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে, তাহারও জীবনের আশা থাকে না।

বিষমুক্ত মানবের লক্ষণ। বিষরোগী আরোগ্য হইলে, দোষের প্রসন্নতা, ধাতুর স্বাভাবিকতা, অন্ন ভক্ষণে ইচ্ছা, যথোচিতরূপে মলমূত্রের

নির্গম, বর্ণের প্রসন্নতা, ইন্দ্রিয়ের পটুতা ও মনের প্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিষ-চিকিৎসা-বিধি।

বিষ দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। স্থাবর শব্দে স্থিতিশীল এবং জঙ্গম শব্দে গমনশীল পদার্থ বুঝায়। পদার্থ তিন প্রকার, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ। এক স্থান হইতে অন্যত্র গমনশীল প্রাণীদিগকে চেতন, প্রাণহীন পদার্থকে অচেতন এবং জীবন সত্বেও যাহারা একস্থান হইতে অন্যত্র গমনাগমন করিতে সক্ষম নহে, তাহাদিগকে উদ্ভিদ বলা যায়। চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ এই ত্রিবিধ পদার্থে বিষ অবস্থান করে। উদ্ভিদ ও অচেতন পদার্থে যে সকল বিষ অবস্থান করে, তাহাদিগকে স্থাবর এবং চেতন পদার্থে যেসকল বিষ অবস্থান করে, তাহাদিগকে জঙ্গম বিষ বলা যায়।

স্থাবর বিষ দশ প্রকার, যথা—বৃক্ষ লতাদির মূল, পাতা, ফল, ফুল, ছাল, ক্ষীর, সার, নির্য্যাস (আঠা) এবং কন্দ ও ধাতু বিষ। মূলবিষ আট প্রকার, যেমন—অমৃত (মিঠা), ধুতুরা মূল ও গুঞ্জা মূল অর্থাৎ কুঁচ মূল প্রভৃতি। পত্র বিষ পাঁচ প্রকার যথা—বিষ পত্র অর্থাৎ জয়পাল বীজের মধ্যস্থ পত্র প্রভৃতি। ফলবিষ দ্বাদশ প্রকার, যেমন ধুস্তুর ফল, করবী ফল প্রভৃতি। পুষ্পবিষ পাঁচ প্রকার, যেমন কদম্ব পুষ্প প্রভৃতি। এইরূপ করম্ভাদি সাত প্রকার বিষ আছে, তাহাদের ছাল, সার ও নির্য্যাস (আঠাতে) বিষ। ক্ষীর (শ্বেতরস) বিষ তিন প্রকার, যথা—মনসা সীজের ক্ষীর প্রভৃতি। ধাতু-বিষ দুই প্রকার, যথা, দারমুজ অর্থাৎ সেঁকো ও হরিতাল। কালকূট, বৎসনাভ এবং হলাহল ও শৃঙ্গীবিষ প্রভৃতি ১৩ প্রকার কন্দ বিষ। সর্ব্বসমেত স্থাবর বিষ ৫৫ প্রকার।

জঙ্গম প্রাণীর দৃষ্টি, নিঃশ্বাস, দংষ্ট্রা, নখ, মল, মূত্র, শুক্র, লালা, স্পর্শ, আর্ত্তব, মুখসন্দংশ, বাতকর্ম্ম, গুহ্, অস্থি, পিত্ত ও শূকে বা শূঙ্গায় বিষ।

কোন কোন সর্পের দৃষ্টি ও নিশ্বাসে বিষ, কোন কোন সর্পের দন্তে বিষ, বিড়াল, কুকুর, বানর, মকর, ব্যাং, গিরগিটী এবং অন্যান্য চতুষ্পদ কীটের

দন্ত ও নখে বিষ, মুষিকের শুক্রে বিষ, বিছা, ভ্রমর, মধুমক্ষিকা ও বোলতা প্রভৃতির আলে অর্থাৎ হুলে বিষ, লূতা অর্থাৎ মাকড়শা প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর লালা, মূত্র, মল, দংশন, স্পর্শ, শুক্র ও আর্ত্তব সকলই বিষাক্ত, মক্ষিকা, ও জলৌকা প্রভৃতির মুখে বিষ, বিষদ্বারা হত প্রাণীর অস্থিতে বিষ, মৎস্যের পিত্তে বিষ, এবং শূয়াপোকা প্রভৃতির শূকে অর্থাৎ গায়ের শুঙ্গাতে বিষ। এইরূপে জঙ্গমবিষ সর্ব্বসমেতে ষোল প্রকার।

স্থাবর ও জঙ্গমবিষের ক্রিয়া ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। স্থাবর বিষের মধ্যে ১৩ প্রকার কন্দবিষ দশগুণযুক্ত, সুতরাং অতিশয় উগ্র ও শীঘ্র প্রাণ-নাশক। আবার জঙ্গমবিষের মধ্যে কালসর্প অর্থাৎ কেউটে, গোক্ষুরা ও জাতিসর্প প্রভৃতির বিষ ত্রয়োদশ প্রকার কন্দ বিষের ন্যায় দশগুণযুক্ত. সুতরাং শীঘ্র মারাত্মক। ফলতঃ স্থাবর বিষই হউক বা জঙ্গম বিষই হউক, তাহা দশগুণবিশিষ্ট এবং উদরস্থ হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য, তবে অবিলম্বে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলে, কচিৎ জীবন রক্ষা হইলেও হইতে পারে। যেহেতু দশগুণযুক্ত বিষ রূক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশুকারী, ব্যবায়ী, বিকাশি, বিশদ, লঘু ও অপাকী, সুতরাং শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রুক্ষতাবশতঃ বায়ুর প্রকোপ জন্মায়, উষ্ণতাপ্রযুক্ত পিত্তবৃদ্ধি ও রক্ত দূষিত করে, তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত মনোমোহ জন্মায় ও শরীরের সমস্ত বন্ধন শিথিল করে, সূক্ষ্মতাবশতঃ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে অতি শীঘ্র প্রসারিত করে ও শরীরের বিকৃতি জন্মায়, আশুকারিত্ব হেতু ঐ সকলকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন ও জীবন নষ্ট করে, ব্যবায়ি বলিয়া সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রসারিত হয়, বিকাশি বলিয়া শরীরস্থ দোষ, ধাতু ও মলক্ষয় করে, বিশদ বলিয়া বিরেচক, লঘু বলিয়া দুশ্চিকিৎস্য এবং অপাকী বলিয়া শীঘ্র জীর্ণ হয় না, সুতরাং দীর্ঘকাল যাবৎ ক্লেশ প্রদান করে।

স্থাবর ও জঙ্গম উভয়প্রকার বিষ অত্যন্ত পুরাতন হইলে, কিম্বা দাবাগ্নি, বায়ু অথবা সূর্য্য কিরণে শোষিত বীর্য্যহীন হইলে, অথবা ভক্ষিত বিষ বিষঘ্ন ঔষধের প্রভাবে বীর্য্যহীন বা নিস্তেজ হইলে, বা শরীরে ঐ বিষের কিয়দংশ রহিয়া গেলে কিম্বা বিষ স্বভাবতঃই দশটি গুণের একটি, দুইটি বা তিনটি গুণ হীন হইলে তাহাকে দূষি বিষ কহে। দূষিবিষ অল্প বীর্য্য বলিয়া

জীবন নষ্ট না করিলেও, শ্লেষ্মাকে আশ্রয় করিয়া বহুকাল শরীরে অবস্থান করে, সুতরাং ঐ বিষে পীড়িত ব্যক্তির মলভেদ, শরীর বিবর্ণ, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত, বিরস, এবং পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, বাক্যের জড়তা ও বমন হয়।

উদরস্থ দুষিবিষ আমাশয়ে অবস্থান করিলে, রোগীর বাত ও শ্লেষ্মজনিত বিবিধ রোগ জন্মে, পক্কাশয়ে অবস্থান করিলে, বাত ও পিত্তজনিত রোগ উৎপন্ন হয়, পরন্তু রোগীর কেশ ও লোম পতিত হয়। দুষিবিষ শরীরে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে, রস রক্তাদি সপ্ত ধাতুকে আশ্রয় করে এবং যে ধাতুকে আশ্রয় করে, সেই ধাতুগত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

বন জঙ্গলে জঙ্গম প্রাণীর পরিত্যক্ত বিষকে দুষিবিষ বা চলিত কথায় এড়াবিষ কহে। ইহা কোন অঙ্গে লাগিলে, সেই স্থান শীঘ্রই ফুলিয়া উঠে, পরন্তু ঐ স্থান কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা শ্যামবর্ণ অথচ দগ্ধস্থানের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং ঐ স্থান পাকে ও রোগীর জ্বর হয়। হীনবীর্য্য না হইলে, এই বিষের প্রভাবও সামান্য নহে, এমন কি উহা হস্ত পদাদি অঙ্গে লাগিলে, সময় সময় ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলিতে হয়, নচেৎ ক্রমশঃ অন্যান্য নির্ব্বিষ বা সুস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংক্রামিত হইয়া পচিতে আরম্ভ করে, এবং তজ্জন্য রোগীর জীবন রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে।

স্থাবর ও জঙ্গমভেদে বিষ সাধারণতঃ দ্বিবিধ, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই উভয়বিধ বিষের মধ্যে কতকগুলি স্বভাবতঃ অতিশয় উগ্র বলিয়া শীঘ্র প্রাণনাশক এবং কতগুলি স্বভাবতঃ হীনবীর্য্য বলিয়া প্রাণনাশক নহে, কিন্তু রোগোৎপাদক। বিষ সাধারণতঃ প্রাণনাশক বা এবম্বিধ অপকারী হইলেও যথানিয়মে শোধন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, আবার অমৃতের ন্যায় উপকারী বা অমৃতবৎ ফলপ্রদান করে। বিকারগ্রস্ত রোগীর যখন আর জীবনের কোন আশা থাকে না, মৃত্যু অনিবার্য্য, তখন বিষ-প্রয়োগেই তাহার জীবন রক্ষা হয়। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অধিকাংশ দ্রব্যই শোধন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। অল্পই হউক বা অধিকই হউক, বিষাক্ত দ্রব্য শোধন করিয়া প্রয়োগ করিলে, তাহা বিষশূন্য হয়, এবং শীঘ্র রোগ বিনষ্ট করে। তামা, দারমুজ বা সেঁকো ও হরিতাল প্রভৃতি ধাতুবিষ, জয়পাল বীজ, আফিং ও ধুতুরাফলপ্রভৃতি ফল বিষ এবং সর্পবিষ অতি উগ্র।

তজ্জন্য ঐ দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে শোধন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। উত্তমরূপে শোধন না করিয়া প্রয়োগ করিলে তন্মধ্যে বিষের প্রভাব বর্ত্তমান থাকে ও প্রয়োগ করিলে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদ্ব্যতীত বিষ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। কোন কোন বিকারগ্রস্ত রোগীর এই কারণে মস্তকের চুল এবং গাত্রের লোম উঠিয়া যায়।

স্থাবর বিষের সাধারণ চিকিৎসা। স্থাবর বিষ উদরস্থ হইলে, সর্ব্বাগ্রে বমনই প্রশস্ত, কারণ বমন দ্বারা পাকাশয়ের বিষ সহজে এবং শীঘ্র নির্গত হয় বলিয়া পরিপাক হইতে বা অনিষ্ট করিতে পারে না। বমনকারক ঔষধের মধ্যে তুতিয়া-চূর্ণ ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তুতিয়া সর্ব্ববিধ বিষ-নাশক, তদভাবে বিষবজ্রপাতরস বেশীমাত্রায় প্রয়োগ করিলেও চলে। কিন্তু তাম্র উদরস্থ হইলে, স্বভাবতই প্রথমে বমন ও পরে ভেদ হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় তুতিয়া বা তীব্র বিরেচন প্রয়োগ না করিয়া উষ্ণ জলে যথেষ্ট লবণ অথবা সরিষা-চূর্ণ মিশাইয়া আকণ্ঠ পান করাইবে। ইহাতেই বমন হইয়া বিষ নির্গত হয়। যাবৎ বান্ত পদার্থে ভক্ষিত বিষ বা তাহার গন্ধ নির্গত হইবে, তাবৎ পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে এবং বমন করাইতে করাইতে যখন কেবলমাত্র স্বচ্ছ জল নির্গত হইবে, তখন বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে। বমনের পর বিরেচনের প্রয়োজন হইলে, ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্যান্য ধাতুবিষ অর্থাৎ শঙ্খবিষ শেঁকো ও হরিতাল উদরস্থ হইলে, মুখ হইতে ফেণা নির্গত, তালুপ্রদাহ ও মূর্চ্ছা হয়, ইহাতেও প্রথমে বমন, তৎপরে বিরেচন প্রশস্ত। বমনের পর গরমদুধ, ভাতের মাড় কিম্বা বার্লি পথ্য দিবে। কার্ব্বলিক য়্যাসিড্ বা সল্ফিউরিক য়্যাসিড উদরস্থ হইলে, তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে, কিন্তু বিলম্ব হইলে য়্যাসিডের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, অর্থাৎ গলনলী ও পাকাশয় প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং তখন বমন করান নিষ্ফল, ঐ অবস্থায় কিঞ্চিৎ গরম দুগ্ধ সহ বাদামের তৈল, জলপাইয়ের তৈল কিম্বা তদভাবে তিলতৈল, নারিকেলতৈল বা ক্যাষ্টর অয়েল, বা অণ্ড লাল অর্থাৎ ডিমের লাল প্রভৃতি সেবন করাইবে। ঐ অবস্থায় চুণের স্বচ্ছ জল ও সোডা অতি উপকারী। এই সকল ঔষধে শীঘ্র প্রদাহ প্রশমিত হয়। প্রদাহ নিবারণ অথচ বিরেচনের জন্য ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগ করা

যাইতে পারে। অমৃত অর্থাৎ মিঠা বিষ উদরস্থ হইলেও এইরূপ চিকিৎসা করিবে। বিষের প্রভাবে মূর্চ্ছা হইলে, অবিলম্বে নস্য প্রয়োগ দ্বারা মূর্চ্ছাভঙ্গ করিবে এবং যাবৎ মূর্চ্ছাভঙ্গ না হয়, তাবৎ পিচকারীতে করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে কোন বিষ যে কোন প্রকারেই হউক উদরস্থ হইলে, মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে শীতল জলের ধারা দিবে, এবং বিষের প্রভাব অল্প লক্ষিত হইলে সৈন্ধবাদিচূর্ণ ও কুষ্ঠাদিচূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ সহ পুনঃ পুনঃ সেবন করাইবে। কিন্তু বিষের প্রভাব অত্যধিক লক্ষিত হইলে, অবিলম্বে বিষবজ্রপাতরস এবং ভীমরুদ্ররস প্রয়োগ করা উচিত। স্থাবর বা জঙ্গম-বিষের মধ্যে শীঘ্র জীবন-নাশক বিষের প্রভাব বিনষ্ট করিতে ঐ দুইটি মহৌষধ।

এতদ্ব্যতীত স্থাবরবিষে পীড়িত ব্যক্তিকে জঙ্গম বিষ ঘটিত ঔষধ এবং জঙ্গম বিষে পীড়িত ব্যক্তিকে স্থাবর বিষ ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিষ বিনষ্ট হয়। কোন কোন মাদক দ্রব্য অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলেই মাদকতার সঙ্গে সঙ্গে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পায়; আফিং, ধূতুরা ও সুর প্রভৃতি এই শ্রেণীর।

সুরা, ধুতূরা ও অহিফেনের বিষ-ক্রিয়া। অধিক পরিমাণে আফিং ভক্ষণ করিলে, শীঘ্রই তাহার মাদক ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং অবিলম্বে নিদ্রাবেশ হয় ও সেই নিদ্রা সুষুপ্তিতে পরিণত হয়, তখন রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, মন্দ মন্দ শ্বাস বহিতে থাকে, পরন্তু শ্বাসের সহিত গলার মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতে থাকে। এই অবস্থায় রোগীর মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু আরক্তিম এবং মুদিত, কনীনিকা কুঞ্চিত, নাড়ী স্থূল অথচ কোমল বোধ হয় এবং মৃদু বেগে স্পন্দিত হইতে থাকে। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে রোগী চৈতন্য-লাভ করিলেও জাগরিত হইতে বা কথা কহিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সুরাপানে অভিভূত ব্যক্তিও এই প্রকার অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তবে উভয়ের প্রভেদ এই, সুরাপায়ীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে, অসঙ্গত উত্তর প্রদান করে, কিন্তু অহিফেনভোজী সদুত্তর প্রদান করে। পরন্তু সুরাপায়ীর নিঃশ্বাসে, ঘর্ম্মে ও বান্ত পদার্থে সুরার গন্ধ নির্গত হয়।

চিকিৎসা। আফিং সেবনে বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সর্ব্বাগ্রে বমন করাইবে, পরে ষ্টমাক্ পম্প্ প্রয়োগ করিয়া পাকস্থলী ধৌত করিবে।

এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়া ব্যতীত কেবল বমন দ্বারা সমস্ত আফিং নির্গত হয় না, আবার কেবল ষ্টমাক্ পম্প্ দ্বারাও আফিমের বৃহৎ খণ্ডসকল নির্গত হইতে পারে না। বমনের জন্য তুতিয়াচূর্ণ উষ্ণ জল সহ সেবন করাইবে এবং যাবৎ বমনে অহিফেনের গন্ধ ও তিক্তাস্বাদবিহীন অথচ স্বচ্ছ জল নির্গত না হয়, তাবৎ অধিক লবণ সংযুক্ত উষ্ণ জল বার বার সেবন করাইবে। মস্তকে যথেষ্ট পরিমাণে শীতল জলের ধারা দিবে এবং কোনমতেই নিদ্রা যাইতে দিবে না। দুই জনে দুই হাত ধরিয়া অনবরত ভ্রমণ করাইবে। মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে লবণ মিশ্রিত উষ্ণ জল আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন করাইবে। অনন্তর কিঞ্চিৎ ঘৃত, চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে। ধুতুরা সেবীকে লবণ সংযুক্ত জল আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন করাইবে, পরে চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

কুচিলার বিষ-ক্রিয়া। কুচিলা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শীঘ্রই শরীর বিষাক্ত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন পা হইতে মস্তকের সমস্ত পেশী দ্রুতবেগে আক্ষিপ্ত হইতে হইতে কঠিন হইয়া উঠে, গ্রীবাদেশের পেশীর আক্ষেপ বশতঃ মস্তক পশ্চাৎ দিকে বক্র হইয়া যায়, চোয়াল এরূপভাবে সংলগ্ন ও বদ্ধ হয় যে কোন মতেই মুখ খোলা যায় না। এ অবস্থায়, বলপূর্ব্বক মুখ খুলিবার চেষ্টা করিলে, দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু তথাপি কার্য্যসিদ্ধি হয় না, পরন্তু মুখমণ্ডলের পেশী সমূহের আক্ষেপবশতঃ মুখমণ্ডল বিকৃত হয় এবং করতল দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ ও পৃষ্ঠদেশস্থ পেশীর আক্ষেপ-বশতঃ সমুদয় শরীর ধনুকের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে বক্র হইয়া যায়।

চিকিৎসা। ইহাতেও পাকাশয় ধৌত করা প্রয়োজন, অতএব তুতিয়া-চূর্ণ উষ্ণ জল সহ প্রয়োগ করিয়া বমন করাইবে এবং যাবৎ তিক্ততা বিহীন স্বচ্ছ জল নির্গত না হইবে, তাবৎ অধিক লবণ সংযুক্ত উষ্ণ জল পুনঃ পুনঃ পান করাইবে।

জঙ্গমবিষ-চিকিৎসা। সর্পে হস্তে বা পদে দংশন করিলে, দষ্টস্থানের চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে রজ্জু দ্বারা জোরে বন্ধন করিবে, ইহাতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয় বলিয়া বিষ সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না। অতঃপর দষ্টস্থান

অস্ত্রদ্বারা চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। অপরাজিতার মূল বাটিয়া ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ অনুপানে সেবন করাইবে। সৈন্ধবাদি চূর্ণ এবং কুষ্ঠাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু বিষের অত্যধিক প্রভাব দৃষ্ট হইলে, বিষ-বজ্রপাতরস ও ভীমরুদ্ররস অবশ্যই প্রয়োগ করিবে।

কুকুরবিষ। কুকুরে কামড়াইলে শিরীষবীজ মনসাসীজের ক্ষীরে ঘসিয়া ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ প্রলেপ দিবে এবং ধুতুরা পাতার রস, ঘৃত, গুড় ও দুগ্ধ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা একত্র করিয়া অথবা ধুতুরা মূল চারি আনা বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করাইবে। এই নিয়মে ১০। ১৫ দিন ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

বৃশ্চিকবিষ। বৃশ্চিক বা বিছা দংশন করিলে, উষ্ণ ঘৃত ও সৈন্ধব একত্র করিয়া দষ্টস্থানে মালিশ করিবে, কিম্বা জীরা বাটিয়া ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

মক্ষিকাবিষ। মৌমাছি কিম্বা ভীমরুল ও বোল্‌তা প্রভৃতি দংশন করিলে, দষ্টস্থানে মধু বা ঘৃত ও সৈন্ধব মালিশ করিবে।

মূষিকবিষ। ইন্দুরে কামড়াইলে, ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হলুদ ও সৈন্ধব সমান ভাগে জলদ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

দূষিবিষ-চিকিৎসা। দূষি অর্থাৎ এড়া-বিষ কোন অঙ্গে লাগিলে ঐ স্থানের ত্বক্ চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, এই অবস্থায় শিরীষগাছের মূল, ছাল, পাতা, ফুল ও ফল ইহাদের মধ্যে। ২।৩ বা ৪। ৫ টি যাহা পাওয়া যায়, সমান ভাগে লইয়া জলদ্বারা বাটিয়া অবিলম্বে এক আঙ্গুল পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে।

বিষে—ঔষধ।

সৈন্ধবাদি চূর্ণ। স্থাবর বা জঙ্গম যে কোন বিষে পীড়িত হইলে এবং বিষের প্রভাব অল্প লক্ষিত হইলে, বমন ও বিরেচনের পর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

সৈন্ধবাদি চূর্ণ। সৈন্ধব লবণ, মরিচ ও নিমবীজ চূর্ণ প্রত্যেকে সমান ভাগ একত্র করিবে। মাত্রা—দুই আনা।

কুষ্ঠাদি চূর্ণ। স্থাবর বা জঙ্গম বিষ দ্বারা পীড়িত হইলে এবং বিষের প্রভাব অল্প লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

কুষ্ঠাদি চূর্ণ। কুড় ও তগরপাদুকার চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। মাত্রা—দুই আনা।

বিষ বজ্রপাত রস। স্থাবর বা জঙ্গম বিষের অত্যধিক প্রভাব দৃষ্ট হইলে, সৈন্ধবাদি চূর্ণ ও কুষ্ঠাদি চূর্ণের পরিবর্ত্তে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—জল।

বিষবজ্রপাত রস। হরিদ্রা, সোহাগার খৈ, জয়িত্রী ও শোধিত তুতে প্রত্যেকে সমভাগ, ঘোষালতার রসে মর্দ্দন। বটী দুই আনা।

ভীমরুদ্র রস। স্থাবর বা জঙ্গম বিষের প্রবল প্রভাব দৃষ্ট হইলে, সৈন্ধবাদি চূর্ণ ও কুষ্ঠাদি চূর্ণের পরিবর্ত্তে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—শীতল জল।

ভীমরুদ্র রস। শোধিত মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, দারুমুজ, হিঙ্গুল, আপাং মূল, ধুতুরা মূল, করবী মূল ও শিরিষ বৃক্ষের মূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। রুদ্রাক্ষের ক্বাথ ও অপরাজিতার মূলের ক্বাথে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

বিষে—পথ্যাপথ্য।

বিষার্ত্ত ব্যক্তিকে পল্‌তা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য, থুলকুড়ী শাক, নটেশাক, সুষুণীশাক, পুইশাক, পুরাতন চাউলের অন্ন, ঘোল ও ঘৃতে সাঁতলান মটরের ডাইল প্রভৃতি পথ্য দিবে। দুগ্ধ, ঘৃত ও মাখন প্রভৃতি স্নিগ্ধদ্রব্য বিষার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

রসায়ন

রসায়ন ঔষধসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, কতকগুলি ঔষধ কেবলমাত্র ব্যাধি বিনাশের জন্যই প্রয়োগ করা যায়, এবং কতকগুলি সুস্থাবস্থায় সেবনের ব্যবস্থা করা হয়। সুস্থাবস্থার ঔষধ আবার দুইভাগে বিভক্ত, রসায়ন ও বাজীকরণ। সুস্থাবস্থায় যে সকল ঔষধ সেবনে জরা অর্থাৎ অকাল-বার্দ্ধক্য উপনীত হইতে পারে না, অথচ রস রক্তাদি সপ্তধাতুর পুষ্টি ও পরমায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহারা রসায়ন নামে অভিহিত; আর সুস্থাবস্থায় যে সকল ঔষধ সেবন করিলে রতিক্রিয়ায় পুরুষের অশ্বের ন্যায় সামর্থ্য জন্মে, তাহারা বাজীকরণ নামে খ্যাত। রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ সমূহের রোগ বিনাশের শক্তি অপেক্ষা জরা বিনাশের ও রতিক্রিয়ায় সামর্থ্য জন্মাইবার শক্তি অসাধারণ। রসায়ন সেবনে মানবের পরমায়ু, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল, স্মৃতি ও মেধা বৃদ্ধি এবং আরোগ্য, যৌবন ও কান্তি লাভ হইতে পারে।

যৌবনের প্রারম্ভে বা যৌবনের শেষে রসায়ন প্রয়োগ করা উচিত। যুবক বা প্রৌঢ় ব্যতীত বালক ও বৃদ্ধকে রসায়ন প্রয়োগ করিবে না, কারণ বালকেরা রসায়ন ঔষধের প্রভাব সহ্য করিতে অসমর্থ এবং বৃদ্ধেরা স্বভাবতই জরাগ্রস্ত, এমতাবস্থায় যাহারা ঔষধের প্রভাবই সহ্য করিতে পারে না, তাহাদিগকে প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য নহে, আর যাহারা স্বভাবতই জরাগ্রস্ত, তাহাদিগেরও রসায়নের প্রভাবে বার্দ্ধক্য মোচন হওয়া সম্ভবপর নহে, তবে চ্যবন-প্রাশ প্রভৃতি ঔষধ রোগ বিনাশ ও বলবৃদ্ধির জন্য শিশু ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকেও প্রয়োগ করা যায়।

রসায়ন সেবন না করার দোষ। যৌবনে বা যৌবনের শেষে রসায়ন সেবন না করিলে, শীঘ্র দেহ ও ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল, আয়ুঃক্ষয় এবং কান্তি, মেধা ও স্মৃতি হ্রাস হয় ও তৎসঙ্গে অকালে জরা আসিয়া দেহ জীর্ণ করিয়া ফেলে।

রসায়ন প্রয়োগের পূর্ব্বে বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ করিয়া লইবে, কারণ মলিন বস্ত্রে রং দিলে যেমন সেই বস্ত্র সুরঞ্জিত হয় না, তদ্রূপ মলিন দেহে রসায়ন প্রয়োগ করিলেও, তাহা শরীরের উপর যথোচিত ক্রিয়া করে না।

যে সকল দ্রব্য মধুর রস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর, পুষ্টিজনক, গুরুপাক ও প্রীতিকর, সেই সকল দ্রব্যই রসায়নগুণবিশিষ্ট। ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, তালমূলী, যষ্টিমধু, কেশুর্যো, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, থুলকুড়ী শাক, কৃষ্ণতিল, বৃদ্ধদারকবীজ, হস্তিকর্ণপলাশ বৃক্ষের মূলের ছাল, বিশুদ্ধ স্বর্ণভস্ম, লৌহভস্ম ও অভ্রভস্ম বা তৎসংযুক্ত ঔষধ, আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি ও অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য মাত্রেই রসায়ন। দুগ্ধ এবং তজ্জাত দ্রব্যসকল অর্থাৎ ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, সর, ননী ও ছানা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রসায়ন। এই সকল দ্রব্য আহার করিলে, অকালে জরা উপনীত হয় না।

ঔষধ।

রসায়নের জন্য নানাবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যহ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের কোন একটি বা দুই তিনটি একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে মহোপকার সাধিত হয়। তিনটি সেবন করিতে হইলে, মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব্বে বহেড়াচূর্ণ, আহারান্তে আমলকীচূর্ণ ও আহার্য্য পরিপাক হইলে, হরীতকীচূর্ণ সেবন করিবে। ভীমরাজের রস বা চূর্ণ, থুলকুড়ীর রস, যষ্টিমধু চূর্ণ, গুলঞ্চের রস ও শঙ্খপুষ্পী চূর্ণ এই সকল দ্রব্যের কোনও একটি দুগ্ধ বা ঘৃতসহ সেবন করিলে, মেধা, বল, বর্ণ ও কান্তি বৃদ্ধি পায়। অশ্বগন্ধা উৎকৃষ্ট রসায়ন, উহার চূর্ণ বায়ুপ্রধান শরীরে কিঞ্চিৎ তিল তৈল সহ, পিত্তপ্রধান শরীরে দুগ্ধ সহ, বাতপিত্তপ্রধান শরীরে ঘৃতসহ ও শ্লেষ্মপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান শরীরে উষ্ণজল সহ সেবন করিলে, পরমায়ু বৃদ্ধি পায় ও শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হয়। অশ্বগন্ধার ন্যায় পুষ্টিকারক ঔষধ বিরল। ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ এক ভাগ, তিল অর্দ্ধভাগ ও আমলকী চূর্ণ অর্দ্ধভাগ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র জরা উপনীত হইতে পারে না, পরন্তু কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয়-সকল নির্ম্মল ও দেহ নীরোগ হয়। বৃদ্ধদারকের মূল চূর্ণ করিয়া শতমূলীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অকালে বার্দ্ধক্য উপনীত হইতে পারে না। হস্তিকর্ণ পলাশ বৃক্ষের মূল-চূর্ণ ঘৃত বা মধুসহ ভক্ষণ করিলে, মেধা, পরমায়ু ও রতিশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

উষাপান। প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কেবল জল মুখ বা নাসিকা দ্বারা পানের অভ্যাস করিলে, কাস, স্বরভঙ্গ, নাসাস্রাব এবং বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজনিত নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়, অধিকন্তু পরমায়ু এবং দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ প্রত্যহ উষাকালে মুখদ্বারা পান করিলেও ঐরূপ ফললাভ হয়। উষাকালে ঐরূপ দুগ্ধ বা জল-পান বাত বা পিত্ত অথবা বাতপিত্তপ্রধান শরীরেই সহ্য হয়, শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে সহ্য হয় না। শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে পান করিলে, সর্দ্দি, কাস এবং জ্বর ও পেটের পীড়া প্রভৃতি পীড়া হইতে পারে।

ঋতুহরীতকী। হরীতকীর চূর্ণ প্রত্যেক ঋতুতে পৃথক্ পৃথক্ অনুপানে সেবন করার নাম ঋতু হরীতকী বা হরীতকীরসায়ন। মাত্রা—দুই আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। বর্ষাকালে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ, শরৎ ও গ্রীষ্মকালে শীতল জলসহ এবং হেমন্ত, শীত ও বসন্তকালে গরম জল অনুপানে সেব্য। ঋতুহরীতকী বাতশ্লেষ্মাধিক বা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে কোষ্ঠ-কাঠিন্য বর্ত্তমানে সমধিক ফলপ্রদ। বাতিক ও পৈত্তিক ধাতুতে বা কৃশ শরীরে উহা সেবনে বিশেষ ফললাভ হয় না।

ধাত্রী-রসায়ন। আমলকী চূর্ণ কাঁচা আমলকীর স্বরসে একুশ বার ভাবনা দিয়া উৎকৃষ্ট মধু ও ঘৃত প্রত্যেকে আমলকী চূর্ণের সমান এবং ইক্ষুচিনি আমলকী চূর্ণের চারি ভাগের এক ভাগ ও পিপুল চূর্ণ আমলকী চূর্ণের আট ভাগের এক ভাগ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ষার প্রারম্ভে ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে ও বর্ষান্তে উদ্ধৃত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা সেবনে নানাপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়, জরা উপনীত হইতে পারে না এবং রূপ, বর্ণ, কান্তি, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গুড়ূচ্যাদি চূর্ণ। গুলঞ্চ, আপাং, বিড়ঙ্গ, শঙ্খপুষ্পী, বচ, হরীতকী, কুড় ও শতমূলী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া যথামাত্রায় ভক্ষণ করিলে মেধা বৃদ্ধি পায়।

শাল্মলী রসায়ন। কচি শিমুল গাছের মূল চূর্ণ করিবে, অনন্তর উক্ত শিমুল মূলের রস দ্বারা চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি গুলিয়া পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে নামাইয়া মোদকের ন্যায় প্রস্তুত করিবে। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। গোদুগ্ধ সহ প্রত্যহ সেব্য। মাত্রা অর্দ্ধতোলা।

এতদ্ব্যতীত রসায়নের জন্য নানা প্রকার বটিকা, মোদক ও ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। অগ্নি সবল থাকিলে, ঘৃত প্রয়োগে অতি শীঘ্র সমধিক ফললাভ

হয়, কিন্তু পেটের পীড়া বর্ত্তমানে ঘৃত সহ্য হয় না, ঐ অবস্থায় অগ্নিবর্দ্ধক রসায়ন অর্থাৎ সিদ্ধি সংযুক্ত মোদক এবং ধাতুঘটিত নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। জ্বর চিকিৎসোক্ত ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, মহা লক্ষ্মীবিলাস ও মকরধ্বজ বটিকা, আমবাতোক্ত মকরধ্বজ রস ও অমৃতপ্রাশ ঘৃত, যক্ষ্মা রোগোক্ত বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত, বৃহৎ বসন্ততিলক, বৃহৎ মকরধ্বজ, ও বসন্ত-কুসুমাকর রস, কাস রোগোক্ত চ্যবনপ্রাশ ও বসন্ততিলক, গ্রহণীরোগোক্ত বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, জীরকাদি মোদক, শ্রীকামেশ্বর মোদক, শ্রীমদনানন্দ মোদক, বাতব্যাধি রোগোক্ত বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস, নারদীয় মহা লক্ষ্মীবিলাস ও বৃহৎ ছাগলাদ্যাঘৃত প্রভৃতি ঔষধ শ্রেষ্ঠ রসায়ন। এই সকল ঔষধের মধ্যে সিদ্ধিসংযুক্ত মোদকে বাজীকরণ গুণ অত্যধিক বিদ্যমান।

বাজীকরণ।

যে ঔষধের প্রভাবে পুরুষ রতিকর্ম্মে অশ্বের ন্যায় শক্তিশালী হয়, তাহাই বাজীকরণ নামে অভিহিত।

যে ব্যক্তি বাজীকর ঔষধ সেবন করে না অথচ অধিক শুক্রক্ষয় করে, তাহার গ্লানি, কম্প, অবসাদ, কৃশতা, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, শোষ, শ্বাস, জ্বর, অর্শ, সর্ব্ব ধাতুর ক্ষীণতা এবং বাতজ রোগসকল জন্মে, এমন কি ধ্বজভঙ্গও হইতে পারে। সুস্থ দেহেও বাজীকর ঔষধ সেবন করা উচিত, কারণ নানা প্রকার চিন্তা, ব্যাধি, শ্রমজনককর্ম্ম, উপবাস ও স্ত্রী সহবাস প্রভৃতি কারণে শুক্র দৈনন্দিন ক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং বাজীকর ঔষধ সেবন করিলে শুক্রক্ষয়-জন্য ঐ সকল রোগ উপস্থিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ বিলাসী, ধনবান্, রূপবান, যুবক, বহুস্ত্রীর পতি, বৃদ্ধ অথচ রতিক্রিয়াভিলাষী এবং স্ত্রীদিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছুক ও অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসে দুর্ব্বল, ক্ষীণশুক্র এবং ক্লীব এই সকল ব্যক্তির পক্ষে বাজীকর ঔষধ অবশ্য সেব্য। ষোল বৎসরের ন্যূন এবং সত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে বাজীকর ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য নহে। মিষ্ট, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, জীবনী-শক্তিবর্দ্ধক ও প্রীতিকর, এই সমস্ত দ্রব্যই বাজীকরণ গুণবিশিষ্ট।

গ্রহণীরোগোক্ত জীরকাদি মোদক, কামেশ্বর মোদক ও শ্রীকামেশ্বর-মোদক শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ। এতদ্ব্যতীত বাজীকরণের জন্য নানা প্রকার বটিকা, ঘৃত ও মোদক প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়। পেটের পীড়া বর্ত্তমানে বা ঘৃত সহ্য না হইলে, বটিকা ও মোদকাদি প্রয়োজ্য।

ঔষধ।

মকরধ্বজ রস। প্রমেহ সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, লিঙ্গ-শৈথিল্য এবং ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতিতে এই ঔষধ মহোপকারী। পরন্তু ইহা রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অনুপান—পানের রস ও মধু বা ঘৃত ও মধু।

মকরধ্বজ রস। স্বর্ণ ভস্ম ২ তোলা এবং বঙ্গ, মুক্তা, কান্তলৌহ, জয়িত্রী, জায়ফল, রূপা, কাঁসা, রসসিন্দূর, প্রবাল, কস্তূরী, কর্পূর ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ৪ তোলা। পানের রসে মর্দ্দন। বটী ২ রতি।

স্বল্প চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ। মকরধ্বজ যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। অনুপান—পানের রস ও মধু বা পেটের পীড়া না থাকিলে মাখন ও মিশ্রীচূর্ণ।

স্বল্প চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ: জাতীফল, জয়িত্রী, কর্পূর ও মরিচ প্রত্যেকে ১ তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ও কস্তূরী প্রত্যেকে দুই আনা ও স্বর্ণসিন্দূর ৪।০ তোলা। পানের রসে মর্দ্দন। বটী ৪ রতি।

বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ। ইহা সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধ। স্বল্প চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনবীর্য্য। মকরধ্বজ যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—পানের রস ও মধু বা মাখন ও মিশ্রী চূর্ণ।

বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ। বিশুদ্ধ স্বর্ণপত্র ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ১৬ তোলা, এই সকল দ্রব্য দ্বারা স্বর্ণসিন্দূর পাক করিবে। উক্ত স্বর্ণসিন্দূর ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, জায়ফল ৮ তোলা, জয়িত্রী ৮ তোলা, লবঙ্গ ৮ তোলা এবং কস্তূরী অর্দ্ধ তোলা একত্র পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

মন্মথাভ্ররস। ইহাও সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধ। ধাতুদৌর্ব্বল্য, লিঙ্গ-

শৈথিল্য ও ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগে প্রয়োজ্য। সহপান—মধু ও অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

মন্মথাভ্র রস। পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেকে ৪ তোলা, কর্পূর অর্দ্ধ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা, তাম্রভস্ম অর্দ্ধ তোলা, লৌহ ২ তোলা এবং বিস্তারক বীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়ার বীজ, শ্বেতবেড়েলা, আলকুশীর বীজ, আতৈষ, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধি-বীজ, শ্বেতধূনা ও যমানী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা। জলে মর্দ্দন। বটী ২ রতি।

নারসিংহ চূর্ণ। ইহা শ্রেষ্ঠরসায়ন ও বাজীকর। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

নারসিংহচূর্ণ। শতমূলীর চূর্ণ দুইসের, গোক্ষুরচূর্ণ দুই সের, বারাহী কন্দ (তদভাবে চামার আলু) আড়াই সের, গুলঞ্চ চূর্ণ তিন সের অর্দ্ধ পোয়া, রক্তচন্দনচূর্ণ চারি সের, চিতামূলচূর্ণ সোয়াসের, কৃষ্ণ তিলের তণ্ডুল বাটা দুই সের, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে মিলিত এক সের, চিনি পৌনে নয় সের, উৎকৃষ্ট মধু চারি সের দেড় পোয়া, ঘৃত দুই সের তিন ছটাক ও ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ দুই সের। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে এক মাস বদ্ধ করিয়া রাখিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা।

গোক্ষুরাদ্য চূর্ণ। এই চূর্ণ অত্যন্ত রতিশক্তিবর্দ্ধক। সন্ধ্যাকালে সেব্য সহপান—মধু ও অনুপান—গরম দুগ্ধ।

গোক্ষুরাদ্য চূর্ণ। গোক্ষুর, কুলেখাড়া-বীজ, শতমূলী, আলকুশী-বীজ, গোরক্ষ চাকুলে ও শ্বেত বেড়েলার মূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—দুই আনা হইতে চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা।

রতিবল্লভ মোদক। বাজীকরণ ঔষধের মধ্যে ইহা সদ্যঃ ফলপ্রদ অথচ অতি শ্রেষ্ঠ। যাহাদের প্রবল কোন রোগ বা রক্ত-দোষ বিদ্যমান নাই, অথচ শরীর দুর্ব্বল, লিঙ্গ শিথিল, ক্ষুধামান্দ্য বা পাতলা দাস্ত বর্ত্তমান, তাহাদের পক্ষে ইহা অতি উপকারী। ফিরঙ্গ প্রভৃতি কারণে রক্তদোষ বিদ্যমানে ইহা প্রয়োজ্য নহে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

রতিবল্লভ মোদক। প্রথমতঃ লৌহ বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রে করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে ৩২ তোলা গব্য ঘৃত চড়াইবে, পরে ঘৃত নিফেন হইলে, তন্মধ্যে সিদ্ধি বীজ চূর্ণ ৪০ তোলা নিঃক্ষেপ ও অল্প সন্তলন করিবে। অনন্তর শতমূলীর রস চারি সের, কাঁচা সিদ্ধির রস বা শুষ্ক সিদ্ধির ক্বাথ চারি সের, গোদুগ্ধ চারি সের ও ছাগদুগ্ধ চারি সের একত্র করিয়া তাহাতে ইক্ষু-চিনি চারি সের গুলিয়া পাতলা কাপড় দ্বারা ছাকিয়া উক্ত কটাহে নিঃক্ষেপ করিয়া পাক

করিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, দারুচিনি, ছোট এলাচি, তেজপাতা, নাগেশ্বর, আলকুশী-বীজ, গোরক্ষচাকুলে, তালাঙ্কুর, কেশুর, পানিফল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, কিস্‌মিস্, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পিণ্ডী খেজুর, কুলেখাড়া-বীজ, কট্‌কী, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীবন্তী ও গজ পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে নাড়িবে। পাক শেষে কিঞ্চিৎ কস্তুরী ও মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা।

কামাগ্নি সন্দীপন মোদক। ইহার প্রয়োগবিধি রতিবল্লভের ন্যায়। বিশেষতঃ ইহা অধিক কাম ও অগ্নিদীপক। অনুপান—দুগ্ধ।

কামাগ্নি সন্দীপন মোদক। পারদ, গন্ধক, অভ্র, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, পঞ্চ লবণ, শঠী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও তালীশপত্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, জীরা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও জাতীফল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, বিস্তারক বীজ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬তোলা, ধনে, যষ্টিমধু, মৌরী ও কেশুর ইহাদের প্রত্যেকের ৮তোলা এবং শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হস্তিকর্ণপলাশ বৃক্ষের মূলের ছাল, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা। সমস্ত চূর্ণের সমান সবীজ সিদ্ধি চূর্ণ ও সিদ্ধি চূর্ণসহ সমস্ত চূর্ণের সমান চিনি। চিনি জলে বা দুগ্ধে গুলিয়া পাতলা কাপড় দ্বারা ছাকিয়া জ্বালে চড়াইবে এবং লেহবৎ ঘনীভূত হইয়া আসিলে, সমস্ত চূর্ণ উহাতে মিশাইয়া মোদক বান্ধিবে, অথবা অগ্রে চিনির সমান ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে সিদ্ধি চূর্ণ ঈষৎ সন্তলন করিয়া চিনিগোলা জল বা দুগ্ধ নিঃক্ষেপ করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিবে।

মহা কামেশ্বর মোদক। ইহার প্রয়োগপ্রণালী রতিবল্লভ মোদকের ন্যায়। সন্ধ্যাকালে সেব্য। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

মহাকামেশ্বর মোদক। অভ্র ১ তোলা, লৌহ অর্দ্ধ তোলা, বঙ্গ চারি আনা এবং জয়িত্রী, জায়ফল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, ভীমরাজ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঁঠেলা, জটামাংসী, শতমূলী, কুড়, বংশলোচন, কিস্‌মিস্‌বাটা, লবঙ্গ, বহেড়া; গোরক্ষচাকুলে, চই, দেবদারু, যুমানী, গুলফা, আলকুশীবীজ, বেলশুঁঠ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, তালাঙ্কুর, সোহাগার খৈ, শালপাণী, গোক্ষুর, চিতামূল, কুন্দুরুখোটী, মুরামাংসী, পুনর্ণবা, অশ্বগন্ধামূল, মোচরস, গজপিপুল, কট্‌ফল, তাল বৃক্ষের মাতি, যষ্টিমধু, মৌরী, তালীশপত্র, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, বালা, বিস্তারকবীজ, শিমুলমূল, পিণ্ডখেজুর, ভুইকুমড়া, চাকুলে, গুগ্গকাষ্ঠ, কুলেখাড়াবীজ, মেথী,

পরূষফল, রক্তচন্দন; মরিচ, কৃষ্ণতিলের তণ্ডুলবাটা, কাকড়াশৃঙ্গী, সরলকাষ্ঠ, কর্পূর ও শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধেক সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ এবং সিদ্ধিচূর্ণ সহ সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি। প্রথমে চিনি জলে গুলিয়া পাক করিবে, পরে চিনি পাক হইলে, উহাতে চূর্ণ নিঃক্ষেপ করিবে এবং উত্তমরূপে মিশাইয়া ঘৃত মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে।

বৃহৎ শতাবরীমোদক। ইহার প্রয়োগবিধি রতিবল্লভের ন্যায়। অনুপান—দুগ্ধ ও চিনি।

বৃহৎ শতাবরী মোদক। শতমূলী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশী বীজ, কুলেখাড়া বীজ ও ভুমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ সাড়েতিন-সের, মাহিষ দুগ্ধ দুইসের তিন ছটাক, শতমূলীর রস দুইসের তিন ছটাক, ভুমি কুষ্মাণ্ডের রস চারিসের ও ইক্ষুচিনি পঁচিশসের। প্রথমে দুগ্ধ, শতমূলীর রস ও ভুমি কুষ্মাণ্ডের রসে চিনি গুলিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া জ্বালে চড়াইবে পরে উক্ত চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিবে, অনন্তর গাঢ় হইয়া আসিলে, উহার মধ্যে শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী বহেড়া দন্তীমূল, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি, সৈন্ধব, শটী, ধনে, বালা, মুথা, কস্তূরী, দ্রাক্ষাবাটা, বংশলোচন, জয়িত্রী, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, গেঁঠেলা, শুলফা, চই, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, কুড়, জাতীফল, যমানী, কট্ফল, নাগেশ্বর, মেথী, যষ্টিমধু, দেবদারু, মৌরী, তালীশ-পত্র, পিণ্ডীখেজুর, পারদ, গন্ধক, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ নিঃক্ষেপ করিয়া ঘৃত মধু সহযোগে মোদক বান্ধিবে।

বীর্য্যস্তম্ভ।

রসায়ন ও বাজীকরণের ন্যায় বীর্য্যস্তম্ভকর ঔষধও সুস্থাবস্থায় সেবন করা যায়। রসায়ন সেবনে জরা বিনষ্ট ও শরীর পুষ্ট হয়, বাজীকরণ সেবনে রতি-কর্ম্মে অশ্বের ন্যায় সামর্থ্য জন্মে এবং বীর্য্যস্তম্ভকর ঔষধ সেবনে শুক্র শীঘ্র স্খলন হয় না। বীর্য্যস্তম্ভের জন্য চটকাণ্ডযোগ, অহিফেণ যোগ, নাগবল্ল্যাদি-চূর্ণ, শুক্রবল্লভ রস ও কামিনী বিদ্রাবণ রস প্রভৃতি ঔষধগুলি অত্যন্ত ফলপ্রদ। বীর্য্যস্তম্ভকর অহিফেণ সংযুক্ত ঔষধ স্বপ্নদোষে উপকারী।

চটকাণ্ডযোগ। চড়ুই পাখীর ডিম কতকগুলি সংগ্রহ করিবে এবং তাহা ভাঙ্গিয়া তাহার শ্বেত তরলাংশ বাদ দিয়া কুসুম আতপ চাউলে মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইবে, পরে এক

ছটাক বা অর্দ্ধপোয়া ঐ শুষ্ক তণ্ডুল দ্বারা দুগ্ধ ও চিনি সহযোগে পায়স প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করাইবে। ইহা অত্যধিক শুক্রস্তম্ভকর।

অহিফেণ যোগ। আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জাতীফল, জাতী বা মালতী ফুল ও রক্তচন্দন ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা এবং অহিফেণ ৪ তোলা। জলে মর্দ্দন। বটী ৩ রতি। মধুসহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ অনুপানে সেব্য।

নাগবল্ল্যাদি চূর্ণ। পান, শ্বেতবেড়েলার মূল, মূর্ব্বামূল, জয়িত্রী, জায়ফল, মুরামাংসী, আপাঙ্গের বীজ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, বেণারমূল, যষ্টিমধু ও বচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। মাত্রা—এক হইতে দুই আনা। ঘৃত ও মধুসহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ অনুপানে সন্ধ্যাকালে সেব্য।

শুক্রবল্লভ রস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক, ইহাদের প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, বংশলোচন দুই তোলা এবং সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৮ তোলা। সমস্তচূর্ণ সিদ্ধির রসে বা কাথে মর্দ্দন করিয়া একআনা বটী করিবে। মধুসহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ অনুপানে ভক্ষণ করিবে।

কামিনী বিদ্রাবণ রস। আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জয়িত্রী ও রক্তচন্দন, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, হিঙ্গুল ও বিশুদ্ধ আমলাসা গন্ধক প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা এবং আফিং ৮ তোলা। জলে মর্দ্দন। বটী ৩ রতি। মধুসহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ অনুপানে বটিকা সেব্য।

পুং জননেন্দ্রিয়ের রোগ।

পুংজননেন্দ্রিয়। পুংজননেন্দ্রিয়ের অপর নাম মেঢ্র, উপস্থ ও শিশ্ন। ইহার অবয়ব কতকগুলি উত্থানশীল তন্তু বা সূত্র দ্বারা গঠিত। শিশ্নের তিনটি অংশ তিন নামে অভিহিত, লিঙ্গমূল, লিঙ্গ-শরীর ও লিঙ্গ-মুণ্ড। লিঙ্গ-মূল ও লিঙ্গ-মুণ্ডের মধ্যভাগকে লিঙ্গ-শরীর বলা যায়। যে সকল উত্থানশীল পৈশিক সূত্রদ্বারা ইহার অবয়ব গঠিত, সেই সকল সূত্রের অভ্যন্তরে আবার বহু সংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবাহিনী শিরা আছে, উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলেই, ঐ সকল শিরার মধ্যে দ্রুতবেগে রক্ত প্রবাহিত হয় ও পুমঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে। লিঙ্গমুণ্ডের অগ্রভাগস্থ ছিদ্রের নাম প্রস্রাব-দ্বার। যে ছিদ্র বা পথদ্বারা প্রস্রাব নির্গত হয়, তাহাকে মূত্রনলী, মূত্রমার্গ বা মূত্র-পথ বলা যায়। বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয় হইতে মূত্র-নলী আরম্ভ হইয়া লিঙ্গ-মুণ্ডে শেষ হইয়াছে।

অণ্ডকোষ। অণ্ডদ্বয়ই শুক্রের আধার অর্থাৎ উহাদ্বারাই শুক্র প্রস্তুত হয়। অণ্ডদ্বয় দুইটি চর্ম্ম-কোষ বা চর্ম্ম-স্থলীর মধ্যে অবস্থিত এবং দুইটি রজ্জুদ্বারা লম্বিত।

শুক্রকোষ। একপ্রকার গ্রন্থি পুরুষের বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়ের গ্রীবা-দেশকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাকে ইংরাজিতে প্রোষ্টেট্ গ্রন্থি কহে। প্রোষ্টেটগ্রন্থি মোট দুইটি। এই গ্রন্থিদ্বয়ের নিম্নভাগ সরলান্ত্রের উপর অবস্থিত। উক্ত দুইটি গ্রন্থির মূলে দুইটি শুক্রকোষ, এই শুক্রকোষে শুক্র সঞ্চিত হয় এবং মৈথুনকালে তাহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে। শুক্রে একপ্রকার বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট অবস্থিতি করে, তদ্দ্বারা সন্তান উৎপত্তি হয়। ইহাকে ইংরাজীতে স্পার্মাটোজোয়া কহে।

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও লিঙ্গ-শৈথিল্য।

যাহারা সুস্থাবস্থায়ও রসায়ন কিম্বা বাজীকরণ ঔষধ সেবন করেন না, অথচ অতিরিক্ত শুক্রপাত করেন, তাঁহাদিগের অধিক শুক্রক্ষয় হেতু লিঙ্গ-শৈথিল্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্য হইতে পারে। অস্বাভাবিক উপায়ে বা অত্যধিক মৈথুনদ্বারা শুক্রপাত করিলেও ধাতুদৌর্ব্বল্য উৎপন্ন হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে, স্বপ্নদোষ, মনের অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য, রতিশক্তিহীনতা, শুক্রমেহ বা তরল শুক্র সময় সময় নির্গত হওয়া, ধ্বজভঙ্গ, স্মৃতিশক্তির অভাব, কপালের চর্ম্ম কুঞ্চিত, অসন্তোষের ভাব, কেশের অকাল পক্কতা, দুশ্চিন্তা, কেশোদ্গম, অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি, কার্য্যে অনিচ্ছা, দৃষ্টির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লোদ্গার, হৃৎ-পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, অল্প শ্রমে শ্রম বোধ শরীরের অবসন্নতা, বিমর্ষভাব, হাত, পা, চক্ষু ও ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বালা, রক্তহীনতা, বিবর্ণতা, গাত্রচর্ম্মের শিথিলতা, সূত্রবৎ শুক্র নিঃসরণ, উদরে বায়ু সঞ্চিত হওয়া ও মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় অবিলম্বে রসায়ন ও বাজীকরণ সেবন করা উচিত, না করিলে ধ্বজভঙ্গ পর্য্যন্তও হইতে পারে।

পুরুষের বন্ধ্যতা। শুক্র দূষিত হইলে পুরুষের বন্ধ্যতা জন্মে। বিশুদ্ধ শুক্র দ্বারা গর্ভসঞ্চার এবং সন্তানোৎপন্ন হয়, যেহেতু এই শুক্রে জীব বা জীবাণু বিশিষ্ট রূপে অবস্থিতি করে, কিন্তু শুক্র দূষিত হইলে, তাহা দ্বারা

গর্ত্তসঞ্চার হয় না। যে শুক্র স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, চক্‌চকে, মধুর রসবিশিষ্ট ও মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত, তাহাই বিশুদ্ধ ও গর্ত্তসঞ্চারের উপযোগী। ইহার বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট শুক্র দূষিত, সুতরাং তদ্দ্বারা গর্ত্তসঞ্চার হয় না, ইহাই পুরুষের বন্ধ্যতার কারণ। যেমন দুগ্ধের বা ইক্ষুর সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া যথাক্রমে ঘৃত বা গুড় অবস্থিতি করে এবং মন্থন ও পীড়ন দ্বারা দুগ্ধ হইতে ঘৃত ও ইক্ষু হইতে গুড় উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কামাভাবাপন্ন হইয়া স্ত্রীগণকে দর্শন, স্পর্শন, বা চিন্তা করিলে, কিম্বা তাহাদের শব্দ শ্রবণ অথবা স্ত্রীতে উপগত হইলে, শুক্রক্ষরণ হয়। বস্তি বা মূত্রাশয়ের অধোভাগে দক্ষিণদিকে দুই অঙ্গুলি অন্তরে যে মূত্র-নলী আছে তদ্দ্বারা পুরুষের শুক্র-ক্ষরণ হইয়া থাকে।

ডাক্তারেরা বলেন, শুক্রে স্পার্ম্মাটোজোয়া নামক যে জীবাণু থাকে, তাহা কোন কারণে অসুস্থ বা মৃত হইলে অধিক বীর্য্যবান্ ব্যক্তিরও সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয়।

চিকিৎসা। শুক্রদুষ্টিরোগে বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত ও অমৃতপ্রাশঘৃত প্রশস্ত। ঘৃত সহ্য না হইলে বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, বসন্ত কুসুমাকর ও বসন্ততিলক প্রভৃতি বটিকা ব্যবস্থা করিবে।

শুক্র মেহ। অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রপাত বা হস্তমৈথুন প্রভৃতি নানা কারণে শুক্রমেহ উৎপন্ন হয়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে জননেন্দ্রিয় এতই শিথিল হইয়া পড়ে যে বিনা উত্তেজনায় শুক্র-ক্ষরণ এমন কি নিদ্রিতা-বস্থায় বা দিবাভাগে কিম্বা মলমূত্র-ত্যাগকালে অথবা যানারোহণে বা অধিক ভ্রমণ করিলে, অর্থাৎ অল্প উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলেই জলের ন্যায় তরল শুক্র নির্গত হয়। রোগ সাতিশয় প্রবল হইলে অল্প ভ্রমণ করিলে কিম্বা অধিকক্ষণ উপবেশন করিলেও শুক্র নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই রোগেও নানাবিধ শুক্রাল্পতার ও শুক্র বিকৃতির লক্ষণ উপস্থিত হয়। কার্য্যে অনিচ্ছা, আলস্য, ঔদাস্য, পরিপাকশক্তির হীনতা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং মেধা, স্মৃতি, বল, ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য প্রভৃতি বিনষ্ট, উদরাধ্মান অম্লরোগ, শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, চিত্তচাঞ্চল্য ও স্বপদোষ প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত হয়। রোগী নির্জ্জনে ও নীরবে থাকিতে ভালবাসে, অল্প কারণে ভীত বা বিরক্ত হয় এবং দ্রুতবেগে

হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয় ও অল্প শব্দ শুনিলে চমকাইয়া উঠে। পরন্তু উগ্রস্বভাব ও বীভৎস স্বপ্ন দর্শন প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। সাধারণতঃ লিঙ্গের শিথিল অবস্থায় অর্থাৎ লিঙ্গের উত্থান না হইয়া যদি বীর্য্য পাত হয়, তাহা হইলে শুক্রমেহ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা। এইরোগে বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, স্বল্পচন্দ্রোদয় মকরধ্বজ এবং অশ্বগন্ধা ও অমৃতপ্রাশ প্রভৃতি ঘৃত ব্যবস্থা করা যায়।

কামোন্মাদ।

কামোন্মাদ এক প্রকার রোগ বিশেষ। রতিসম্ভোগেচ্ছা অত্যধিক বলবতী হইলে, লজ্জা, ভয়, মান ও ন্যায় অন্যায় বিচার ক্ষমতা থাকে না, দুর্ণিবার কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হয়। ইহার চিকিৎসা ও লক্ষণ উন্মাদরোগে দ্রষ্টব্য।

হস্তমৈথুন। অবৈধ বা অস্বাভাবিক উপায়ে রতিসম্ভোগ-সুখ উৎপাদনকে হস্তমৈথুন কহে। পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিই এই কুকর্ম্মের বশীভূত হয়, কিন্তু তন্মধ্যে বালকবালিকার সংখ্যাই অধিক। তরুণ বয়স্ক বালকদিগের লিঙ্গ চর্ম্মে ও বালিকাদিগের ভগ চর্ম্মে উত্তেজনার উৎপাদক কারণ বর্ত্তমান থাকায় তাহারা স্বভাবতই হস্তদ্বারা ঐ সকল স্থান নাড়া চাড়া করে, এবং উহাতে তাহাদের সুখ বোধ হইয়া থাকে, এইজন্যই উহারা কদর্য্য হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয় ও ক্রমশঃ এত অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, সহজে আর ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে না। অনেক স্থলে কুসংসর্গবশতও হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হইয়া যায়। স্ত্রীলোকের মধুমেহ রোগ বশতঃ যোনির বহির্ভাগে যে কণ্ডু উৎপন্ন হয়, কণ্ডূয়ন বশত তাহা সর্ব্বদা চুলকাইতে ইচ্ছা হয় সুতরাং এই অবস্থায়ও হস্তমৈথুনে প্রবৃত্তি জন্মে।

হস্তমৈথুনে আসক্ত ব্যক্তিদিগের মানসিক বিকার জন্মে, মনের স্থিরতা থাকে না, চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, একাকী থাকিতে ইচ্ছা হয়, অন্যের সঙ্গ ভাল লাগে না, সাতিশয় লজ্জা ও নানাপ্রকার অমূলক চিন্তা উপস্থিত হয়,

কাজকর্ম্মে দৃঢ়তা থাকে না, বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয় এবং স্নায়ু দৌর্ব্বল্য, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ, শিরঃপীড়া ও প্রবল স্বপ্নদোষ উপস্থিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। হস্তমৈথুন পরিত্যাগ ও অমৃতপ্রাশঘৃত বা বৃহৎ অশ্বগন্ধা-ঘৃত প্রভৃতি ধাতুপোষক ঘৃত ও বটিকা প্রভৃতি সেবন এবং স্নিগ্ধ অথচ ধাতু-পোষক তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন প্রশস্ত।

স্বপ্নদোষ। চঞ্চলমতি যুবকগণের মনোবিকার এই রোগের মুখ্য কারণ, সুতরাং মনের স্থিরতা ব্যতীত এই রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ অসম্ভব। কুচিন্তার পরিবর্ত্তে সদালাপ, সৎচিন্তা ও সাধু-সঙ্গ করা উচিত, কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদ, বাক্যালাপ ও কু-সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হস্তমৈথুন অভ্যাস করিলে, তাহা হইতেও এই কদর্য্য রোগের উৎ-পত্তি হয়। এই অবস্থা অতীব শোচনীয়, এই অবস্থায় প্রত্যহ ২। ৩ বারও স্বপ্নদোষ হয়, শরীর কঙ্কালসার হয়, মন সর্ব্বদা হু হু করে, কোন কাজে প্রবৃত্তি থাকে না, কিছুই ভাল লাগে না, নির্জ্জনে থাকিতে ও সময় সময় আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়, অনির্ব্বচনীয় মনঃকষ্ট উপস্থিত হয়, আদৌ মনের স্বচ্ছন্দতা থাকে না। এই অবস্থায় চিকিৎসিত না হইলে ক্রমশঃ ধাতু-দৌর্ব্বল্য জন্মে।

চিকিৎসা। বীর্য্যস্তম্ভক ঔষধ সেবন ও স্নিগ্ধ তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন স্বপ্নদোষে ব্যবস্থা করিবে।

ক্লীবতা বা ধ্বজভঙ্গ।

যে রোগে পুরুষ পুংসঙ্গের উত্তেজনার অভাবে মৈথুন করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে ক্লৈব্য বা ধ্বজভঙ্গ বলা যায়। এই রোগ সাত প্রকার। ১। ভয়াদি কারণ বশতঃ অথবা স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ প্রযুক্ত ধ্বজ উত্থিত না হইলে, তাহাকে মানস ক্লৈব্য কহে। ২। অধিক লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন করিলে, শুক্র ক্ষয় বশতঃ ধ্বজভঙ্গ হইলে, তাহাকে পিত্তজ ক্লৈব্য কহে।

৩। রসায়ন ও বাজীকর ঔষধ সেবন না করিয়া অতিরিক্ত শুক্রপাত করিলে, যে ধ্বজভঙ্গ হয়, তাহাকে ক্ষয়জ ক্লৈব্য কহে। ৪। পুমঙ্গে ফিরঙ্গাদি রোগ জন্মিলে, তজ্জন্য যে ধ্বজভঙ্গ হয়, তাহাকে রোগজ ক্লৈব্য কহে। ৫। বীর্য্যবাহিনী শিরা ছিন্ন হইলে, পুমঙ্গের ক্ষুদ্রতাবশতঃ ধ্বজভঙ্গ হয়। ৬। বলবান্ ব্যক্তি কামাসক্ত হইয়া মৈথুন না করিলে, শুক্র স্তম্ভিত হইয়া ধ্বজভঙ্গ হয়। ৭। জন্মাবধি ধ্বজভঙ্গ হইলে তাহাকে সহজ ক্লৈব্য বলা যায়।

অসাধ্য লক্ষণ। জন্ম হইতে জাত ক্লৈব্য অসাধ্য। বীর্য্যবাহিনী শিরা ছিন্ন হইয়া ধ্বজভঙ্গ জন্মিলে তাহাও অসাধ্য।

ধ্বজভঙ্গ-চিকিৎসা-বিধি।

ধ্বজভঙ্গ হইলে অগ্রে তাহার কারণ নির্ণয় করিবে। শোক, ভয় অথবা স্ত্রীর প্রতি বিরক্তি বা অনাসক্তি বশতঃ অনেক স্থলে আদৌ জননেন্দ্রিয় উত্থিত হয় না বা হইলে এরূপ ক্ষণস্থায়ী হয় যে, ঐ অবস্থায় সহবাস অসম্ভব হয়। মনোবিকৃতির কারণ অবশ্যই দূরীভূত করিবে। গাঁজা, আফিং ও সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য অধিক মাত্রায় বা দীর্ঘকাল সেবনে অথবা কোন ক্ষয়কর রোগ হইতেও ধ্বজভঙ্গ হইতে পারে। মাদক দ্রব্য সেবনে হইলে, মাদক পরিত্যাগ ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। রোগবশতঃ হইলে, রোগ-নাশক ঔষধ অবশ্যই ব্যবহার্য্য। দীর্ঘকাল হস্তমৈথুন করিলে, ধ্বজভঙ্গ হয়, এই অবস্থায় হস্তমৈথুন বন্ধ করিয়া, ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। ধ্বজভঙ্গে মদনানন্দ, কামাগ্নি সন্দীপন, রতিবল্লভ ও মহাকামেশ্বর প্রভৃতি মোদক, স্বল্প চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ, অমৃতপ্রাশ ঘৃত ও বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ সাধারণতঃ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। এতদ্ব্যতীত গোক্ষুরাদ্য মোদক, কামিনী দর্পঘ্ন, কামদীপক ও সিদ্ধশাল্মলীকল্প প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

ধ্বজভঙ্গে—ঔষধ।

গোক্ষুরাদ্য মোদক। অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে, ইহা প্রয়োজ্য। অনুপান—দুগ্ধ।

গোক্ষুরাদ্য মোদক। গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, আলকুশী-বীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে ও বেড়েলা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান ভাগ। চূর্ণ-সমষ্টির সমান গব্যঘৃত ও দ্বিগুণ গোদুগ্ধ। প্রথমে চূর্ণগুলি ঘৃত দ্বারা অল্প সাঁতলাইয়া পরে দুগ্ধে চিনি গুলিয়া পাক করিয়া মোদক বান্ধিবে। মাত্রা—দুই আনা হইতে চারি আনা।

কামিনী দর্পঘ্ন। রক্তদোষ ব্যতীত ইহা অন্যান্য অবস্থায় বা সুস্থা-বস্থায় প্রয়োজ্য। চিনির সহিত সেব্য।

কামিনী দর্পঘ্ন। বিশুদ্ধ আমলাসা গন্ধক একতোলা ও পারদ একতোলা কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত বিশুদ্ধ ধুতুরার বীজচূর্ণ একতোলা মিশ্রিত করিবে এবং ধুতুরার তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া দুইরতি বটিকা করিবে।

কামদীপক। পিত্তাধিক শরীরে বা হস্ত, পদ ও গাত্রে দাহ কিম্বা অম্লপিত্ত রোগ থাকিলে, ইহা প্রয়োজ্য নহে। অনুপান—দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি।

কামদীপক। শ্বেতপুনর্ণবার মূল চূর্ণ ৪ তোলা কচি শিমুলমূলের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া তৎসহ মোচরস চূর্ণ ৪ তোলা ও বিশুদ্ধ আমলাসাগন্ধক ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—এক আনা হইতে দুই আনা।

সিদ্ধশাল্মলী কল্প। ইহার প্রয়োগ প্রণালী কামদীপকের ন্যায়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

সিদ্ধশাল্মলী কল্প। ভূমি কুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আমলকী ও শ্বেতপুনর্ণবা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং বিশুদ্ধ আমলাসাগন্ধক অর্দ্ধতোলা ও পারদ চারি আনা এই উভয়ের কজ্জলী, এই সকল একত্র করিয়া কচি শিমুলমূলের রসে সাতবার ও মহিষ দুগ্ধে সাতবার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা—দুই হইতে চারি আনা।

সম্পূর্ণ।